বাংলা অনুবাদ ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, 1957

ডিসট্রিবুটার
সায়েন্টিফিক বুক এজেন্সী
22, রাজা উডমণ্ড স্ট্রীট, কলিকাতা-700001

ডাইরেক্টর, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ-5 গ্রীণ পার্ক, নয়াদিল্লী-110016 দ্বারা প্রকাশিত এবং জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ, 119, লেনিন সরণি, কলিকাতা-700013 হইতে মুদ্রিত।

প্রস্তাবনা

'গোদান' হিন্দী সাহিত্যের সুপ্রতিষ্ঠিত স্থপতি প্রেমচাঁদের শেষ উপন্যাস আর 'ময়লা আঁচল' হ'ল সমকালীন হিন্দী লেখক ফণীশ্বরনাথ রেণুর প্রথম উপন্যাস। 1954 সালে 'ময়লা আঁচল' যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন বহু সমালোচক বইটিকে 'গোদান'-এর সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। পরলোকগত সমীক্ষক নলিন বিলোচন শর্মা তো সুস্পষ্ট প্রত্যয়ের সঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন: "'গোদান'-উত্তর হিন্দী সাহিত্যে এই উপন্যাস (ময়লা আঁচল) অনুরূপ একটি মহৎ সংযোজন।" গোদান প্রেমচাঁদের শিল্পনৈপুণ্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এবং তাঁর সাহিত্য-জীবনের পরিণততম ফসল। আজও বেশির ভাগ সমালোচকের মতে 'গোদান'-ই হিন্দী সাহিত্যে আজ পর্যন্ত প্রকাশিত সর্বকালীন উপন্যাসেব মধ্যে মহত্তম সাহিত্যকৃতি। আর এক 'ময়লা আঁচল' কিংবা পরবর্তী কালে যশপালের 'ঝুটা-সচ' ছাড়া হিন্দীর আর কোনও উপন্যাস সম্পর্কে এমন মন্তব্য করা হয় নি, যে উপন্যাসখানি— 'গোদন-এর পর— তারই সমতুল্য হিন্দীর আর একটি মহৎ অবদান।'

এর ফলে একটি অসামান্য তথ্যের উদ্ভব হচ্ছে। তথ্যটি এই, যে গোদানের মতো একখানি সুপরিণত বাস্তবধর্মী রচনা উপহার দেবার জন্যে স্বয়ং প্রেমচাঁদকেও তিরিশটি দীর্ঘ বছরের সাহিত্য-সাধনায় মগ্ন থাকতে হয়েছিল। তাঁব প্রথম উপন্যাস আর গোদানের মধ্যে শৈল্পিক পবিণতি এবং অনুভূতির তীব্রতা ও গভীবতার দিক দিয়ে আকাশ-পাতাল তফাত। সত্যি বলতে, 'গোদানে'র কৃতিত্বের পরিপ্রেক্ষিতেই প্রেমচাঁদের 'সেবাসদন', 'প্রেমাশ্রম', 'কায়াকল্প', 'রঙ্গভূমি' বা 'গবনে'র মতো উপন্যাসগুলির মূল্য বিচার করা হয়। তাঁর অন্য সব উপন্যাস রচনায়— বিশ্বাসযোগ্য জীবন্ত চরিত্রচিত্রণের অভাব অথবা বাস্তব-জীবনের বহুমুখী সমস্যার ওপর জোর করে চাপানো অতি সরল ইউরোপীয়ান সমাধান ইত্যাদি যে ত্রুটিগুলি পাওয়া যায়, যা শিল্পগুণ এবং বাস্তবমুখিতা দুদিক দিয়েই তাঁর রচনাকে দুর্বল করেছে — সেগুলির সপক্ষে একমাত্র ওকালতি এই যে, সেগুলি তাঁর

প্রতিভার ক্রমবিকাশ এবং সমাজচেতনার ক্রমিক স্ফুরণের সাক্ষ্যবাহী। সে ক্ষেত্রে 'ময়লা আঁচলে'র মতন নতুন লেখকের প্রথম প্রয়াসকে গোদানের সমমর্যাদার আসনে—হিন্দীর দ্বিতীয় মহৎ উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া মানে এটাও স্বীকার করে নেওয়া যে, তিরিশ বছরের সুদীর্ঘ সাহিত্য-পরিক্রমার অন্তে প্রেমচাঁদ কথাশিল্পের যে তুঙ্গশীর্ষে পৌঁচেছেন, 'রেণু' তাঁর পর্যটনের প্রথম পদক্ষেপ শুরুই করেছেন সেই শিখরভূমি থেকে। কিংবা আরো সরলভাবে বলতে গেলে, যে পরিণত সাহিত্যচিন্তা, যে বিশ্বজনীন বোধের ব্যাপ্তি আর লিখন-প্রতিভার মূলধন নিয়ে ফণীশ্বরনাথ সাহিত্যক্ষেত্রে নেমেছেন, সেই বোধ আর সেই প্রতিভা অর্জন করতে প্রেমচাঁদকে তিরিশ বছরব্যাপী বহু কাণাগলি আর সংকীর্ণ আঁকাবাঁকা পথে হাতড়ে বেড়াতে হয়েছে।

এটা শুধু একটা তথ্যের প্রতি অঙ্গুলি সংকেত। এটাকে সাহিত্য-কৃতির মূল্যনিরূপণ বলে ভাবলে ভুল হবে। বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেও এটা স্পষ্ট দেখা যাবে যে, টলস্টয়, ডস্টয়েভস্কি, ডিকেন্স বা হার্ডিই বলুন, তাঁদের প্রথম জীবনের রচনা, তাঁদের পরিণত কীর্তির ফসলগুলির সার্বভৌম ও কালজয়ী মহিমার তুলনায় অনেক দুর্বল, অনেক ম্লান। অবিশ্যি এ কথা ঠিক যে, তাঁদের ঐ-সব অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও অসমর্থ রচনাতেও—শিল্পগত শৈথিল্য, বস্তু-চেতনায় অভাব, অযথা প্রকৃতি-চিত্রণের বাড়াবাড়ি, ব্যক্তিত্ববিহীন চরিত্রের ভিড় অথবা ঘটনাপ্রবাহের গতির ওপর নিজস্ব ভাববাদী আদর্শানুরাগ সরল সমাধান চাপানোর জোড়াতালির প্রয়োগ-প্রবণতার দেখা মেলে না; বরং ঐ-সব গোড়ার দিকের রচনাও তাঁদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর এবং স্ব-নির্ভর সৃজনশক্তির অস্তিত্বের পরিচয় বহন করে— যদিও তার ক্যানভাস ছোটো এবং ফলতঃ পরিধির ব্যাপ্তির দিক থেকে তাঁদের পরবর্তী সৃষ্টির তুলনায় জীবনের ছবি অনেক হ্রস্ব ও অনেকাংশে সংকীর্ণ।

কিন্তু বিশ্বসাহিত্যের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে এর ব্যতিক্রমও কিছু কিছু পাওয়া যায়। যেমন 'ডন কুইকজোটে'র রচয়িতা সারবান্তে কিংবা 'ধীরে বহে ডন্'-এর স্রষ্টা রুশ লেখক শলোকভ্— যাঁদের প্রথম

রচনাই বিশ্বসাহিত্যের দরবারে সম্মানের আসন করে নিয়েছে, এবং উত্তরকালে ঐ লেখকদের আর কোনো রচনাই তাঁদের প্রথম সৃষ্টির কাছাকাছি পৌঁছতে পারে নি। বিশ্বসাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়, হিন্দীর সীমিত পরিসরের ভেতরে 'অজ্ঞেয়' এই নামটি উচ্চারিত হওয়ার যোগ্য যাঁর পরবর্তী উপন্যাসগুলির কোনোটিই তাঁর পূর্বরচিত 'শেখর' একটি জীবন কথা'র সমমানে উন্নীত হতে পারে নি। পক্ষান্তরে, যশপাল, অমৃতলাল নাগর, উপেন্দ্রনাথ 'অশ্‌ক' বা নাগার্জুন— যাঁরই নাম করি তাঁদের সকলকেই স্বীয় সাহিত্য-প্রতিভার সার্থক উন্মেষের জন্যে অনেকগুলি শৃঙ্গ অতিক্রম করে আসতে হয়েছে।

'ময়লা আঁচল' এই প্রচলিত পথপরিক্রমণের ইতিহাসের এমনই এক বলিষ্ঠ ও বিরল ব্যতিক্রম, যে সাহিত্য-সমালোচকদের মনে সংশয় ছিল, হয়তো বা 'রেণু'ও তাঁর যাত্রাপথের সূচনাতেই নিজের মুখোমুখি সাহিত্যকৃতির সেই মাত্রাতিরিক্ত উঁচুমানের অলঙ্ঘ্য শিলাখণ্ডটি স্থাপন করে বসলেন, যাকে লঙ্ঘন করা তাঁর নিজের পক্ষেই— অসম্ভব না হলেও দুঃসাধ্য তো হবেই! হয়তো তাঁর জন্যেও অপেক্ষা করছে সেই একই বন্ধ্যা ভবিষ্যৎ, যেমনটি ঘটেছিল সারবান্তে কি শলোকভের বেলায়। তাঁরা আশঙ্কা করেছিলেন, যাত্রার প্রথম পদক্ষেপে উত্তুঙ্গ শিখরছোঁয়া সাফল্য। হয়তো 'রেণু'কে উচ্চতর শিখর আরোহণের পরিবর্তে অবনমনের করুণ পিচ্ছিল বর্ত্মে নিক্ষেপ করবে। সৌভাগ্যের কথা, এর দু'বছর পরেই রেণুর দ্বিতীয় উপন্যাস—'ধরতী : পরিকথা' প্রকাশ পেল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ হয়ে গেল তাঁর সম্পর্কে সমস্ত কল্পিত আশঙ্কা অমূলক।

'গোদান' এবং 'ময়লা আঁচল' দু'খানি উপন্যাসই সমষ্টিজীবন-ভিত্তিক এ কথা স্বীকার করে নিয়েও স্বয়ং নলিন বিলোচন শর্মা একটি বিচিত্র যুক্তির উপস্থাপন করেন যে, গোদানের মুখ্য উপজীব্য "সমগ্র ভারতীয় জীবন" এবং ময়লা আঁচলের আখ্যানভূমি তথা মূল চরিত্র— "বিহারে এক ক্ষুদ্র অঞ্চল।" তাঁর দ্বিতীয় যুক্তি : গোদানের স্থাপত্য "মহাকাব্যধর্মী" আর ময়লা আঁচল হচ্ছে "সুসম্বদ্ধ স্থাপত্যের" প্রতীক। এ যেন 'ময়লা আঁচলে'র অবমূল্যায়নের আগ্রহে জোর

করে মনগড়া যুক্তির অবতারণা, যা আদৌ তথ্যভিত্তিক নয়, অথবা সে তথ্যের ভিত্তি থাকলেও উপন্যাসের মূল্য নির্ণয়ের পক্ষে তাকে পর্যাপ্ত নিরিখ বলে মেনে নেওয়া যায় না।

অযোধ্যার সন্নিহিত দু'টি গ্রামেব পটভূমিতে লেখা কাহিনী, সেই গ্রামের জমিদার-নাযক যে উপাখ্যানের প্রধান চরিত্র, সেই উপন্যাস (গোদান) যদি 'গোটা ভারতীয় জীবনের' কাহিনী হতে পারে, তবে মিথিলার মেরীগঞ্জ গ্রামের কাহিনী কেন সর্ব-ভারতীয় জীবনে'র প্রতিচ্ছবি হতে পারবে না? এখানে বিশিষ্ট প্রবন্ধকার ডঃ গপোশনের উক্তি উদ্ধৃত করে বলা যায় 'যে সমাজজীবনের পূর্ণ দৈর্ঘ্যের প্রতিবিম্ব' রেণুর উপন্যাস দু'খানি ('ময়লা আঁচল' আর 'ধরতী: পরিকথা') "কাহিনী নয়, জীবন।" আরও একটা কথা, গোটা ভারতীয় জীবনের প্রতিনিধিত্ব করতে হলেও যে-কোনো উপন্যাসের আখ্যানভূমি হিসেবে নির্বাচিত করতে হবে কোনো-না-কোনো 'ছোট্ট একটা এলাকাকেই।' সেটা কলকাতা-বোম্বাইয়ের মতন মহানগরীর কোনো পাড়াই হোক কি অযোধ্যা, বিহার, পাঞ্জাব বা কেরলের কোনো পল্লীই হোক।

উপন্যাসের নাম 'ময়লা আঁচল'। গ্রন্থকার তাঁর ভূমিকার আরম্ভেই বলেছেন, 'ময়লা আঁচল— আঞ্চলিক উপন্যাস।' এখন সমালোচকের দল পরমানন্দে যে-যার খুশি মতন 'আঞ্চলিক উপন্যাস' শব্দ দু'টির ব্যাখ্যায় লেগে গেলেন, আর হাল আমলের লেখক মহলও তাঁদের প্রকৃত সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী আর সীমাবদ্ধ মাঝারি মাপের (মিডিওকর) বোধশক্তির অপরিমিত অক্ষমতার ওপর তথাকথিত 'আধুনিকতার' 'লেবেল আঁটার ঢালাও সুযোগ পেয়ে গেলেন। কুক্ষণে 'রেণু' তাঁর ঔপন্যাসিক 'আঞ্চলিক উপন্যাস' নাম ধরে ডেকে ফেলেছেন—ব্যস, আর কি! তিনি নিজেই তো উপন্যাসের গণ্ডী সংকুচিত করে, ছোটোমাপে এঁকে দিয়েছেন! আর যেহেতু, ইদানীং চারদিকে 'নগরীকরণে'র (আরবানাইজেশন্) সাজোসাজো রব উঠেছে, অতএব, আধুনিক মানবগোষ্ঠীর সাধ-আহ্লাদ, হাসিকান্না, লাজ-ভয়, ব্রীড়াকুণ্ঠা ... জীবনের যা-কিছু কেমন কঠোর সদসৎবৃত্তি— তার রূপায়ণের এক এবং অদ্বিতীয় দর্পণ: শহর— হতেই হবে! এবং শহুরে জীবন-

মাধ্যমে মধ্যবিত্ত মানুষের অভিজ্ঞতার রূপায়ণই হবে তার উপজীব্য! পাড়াগাঁয়ের জীবন? ও তো আঞ্চলিক উপকথা— কূপমণ্ডুক, পরিবর্তনহীন, যুগের গতির থেকে পিছিয়ে পড়া। কাজেই সেকি কখনো যুগচেতনার প্রতিনিধিত্ব করতে পারে? এ-সমস্ত যুক্তিতর্কের মধ্যে থেকে একটা কথাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে — আঞ্চলিক উপন্যাস প্রকৃত অর্থে 'আধুনিক' হয়ে উঠতে, অথবা আধুনিক-জীবনের সার্থক প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না, আঞ্চলিক অর্থাৎ গ্রামীণ জীবনভিত্তিক কাহিনী প্রগতির সূচনা করে না, বরং পেছনের পথে পিছিয়ে নিয়ে যায়!

বস্তুতঃ রেণু তাঁর বইয়ের নামটি সুমিত্রানন্দন পন্থের 'ভারতমাতা' কবিতার একটি পঙ্‌ক্তি থেকে ঋণ নিয়েছিলেন, যাতে ভারতমাতাকে 'পল্লীবাসিনী' আখ্যা দিয়ে কবি বলেছেন— "ক্ষেতে ক্ষেতে বিছিয়ে আছে শ্যামল ধূসর মলিন আঁচল।" বলা বাহুল্য, সে আঁচল দেশমাতৃকার আঁচলের প্রতীক, কোনো 'ক্ষুদ্র এক অঞ্চলে'র নয়। ময়লা আঁচলের মুখবন্ধে লেখক বলেই দিয়েছেন যে— মিথিলার ঐ ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামখানিকে তিনি ভারতের সমস্ত "অনগ্রসর গ্রামের প্রতীক হিসেবে" উপন্যাসের আখ্যানপট বেছে নিয়েছেন। যেহেতু ভারতের সমস্ত গ্রামই আজও পিছিয়ে পড়া, গোটা ভারতবর্ষই সামগ্রিকভাবে এক পিছিয়ে-থাকা দেশ, কাজেই ময়লা আঁচলের মূল চরিত্র নিঃসন্দেহে "সর্বভারতীয় জীবন"— এখানে গোদানের, আর তার চরিত্র অভিন্ন।

কোনো কোনো সমালোচক 'ময়লা আঁচল' আর 'ধরতী : পরিকথা'র ভাষা নিয়েও ঘোর আপত্তি তুলেছেন। যদিও নলিন বিলোচন শর্মার স্বচ্ছ দৃষ্টিতে "ময়লা আঁচলের" ভাষা হিন্দীকে সমৃদ্ধ করেছে। রেণুর প্রয়োগকুশলতায় "আঞ্চলিক ভাষাতত্ত্ব" আর "পরিশীলিত ভাষা" দুয়ে মিলে মিশে তাঁর অপরূপ লেখনশৈলীর শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছে। এই-সব গুরুগম্ভীর শব্দনিচয় যুক্তিসম্মত বা বৈজ্ঞানিক ধারায় বিশ্লেষিত না হলেও, সমালোচক যে রেণুর ভাষাকে স্বাগত জানিয়েছেন, তাতে সন্দেহ নেই। রেণুর ভাষা, মৈথিলীর শব্দসম্ভার বহুলপ্রচলিত ব্যাবহারিক অপভ্রংশ ও বিচিত্র ধ্বনিব্যঞ্জনায় ভরপুর, অথচ তাতে রসগ্রহণের পথে কোনো অন্তরায় ঘটে নি। বরং

সেটা মর্ম উপলব্ধির সহায়, কেননা অমন সলীল ধ্বনিস্রোত না থাকলে ময়লা আঁচল পাটে পাটে খুলত না, ছবিগুলি তেমন করে ফুটত না। এই চারু লেখনের সুষমা অনুবাদে যথাযথ ফুটিয়ে তোলা খুবই কষ্টকর বটে, তবে একেবারে অসম্ভব নয়।

উপেন্দ্রনাথ 'অশ্‌কের' আবার ময়লা আঁচলের স্বাদ গ্রহণে অসুবিধে হয়েছে। কারণ একে তো "শৈলী একেবারে নতুন" তায় তাতে "স্থানীয় শব্দের ছড়াছড়ি।" 'স্থানীয় শব্দের বাহুল্য'টাই, রেণুর উপন্যাসের বিরুদ্ধে তাঁর প্রধান অভিযোগ— যাকে তিনি 'দেহাতী' বা গ্রাম্য আখ্যা দিয়ে বলেছেন—"সেই শব্দগুলি যা গ্রামে গিয়ে বিকৃত হয়ে গেছে।" অন্য সমালোচকরা এবং উপন্যাস লেখকেরা এগুলিকে 'স্থানীয়' নাম দিয়েছেন। অথচ স্টাইনবেকের 'গ্রেপ্‌স অফ রাব' উপন্যাসে 'গেঁয়ো' শব্দের ছড়াছড়ি। এঁদের রসাস্বাদনে বিঘ্ন ঘটিয়েছে বলে কোনো নালিশ শোনা যায় নি। অতএব তাঁদের এই যুক্তি 'ময়লা আঁচল' তথা মৈথিলী ভাষার মহিমার অবমূল্যায়ণের প্রয়াসকে জোরালো করতে অক্ষম। 'জেল' শব্দের বদলে 'জেহল্‌', নওজোয়ান না বলে 'লৌজমান', ভলানটিয়ারের জায়গায় 'ভোলটিয়ার', জ্যোতিষীর বদলে 'জোতখী', ডিসট্রিক্ট্ বোর্ডের জায়গায় 'ডিস্টীবোর্ট' ···এইরকম সব অজস্র ইংরিজি-সংস্কৃতি-ফারসী শব্দমালার ঈষৎ বিকৃত বা অপভ্রংশ রূপ— ফণীশ্বরনাথ যা অপরূপ নৈপুণ্যের সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন—সেগুলি মোটেই 'দেহাতী' বা গ্রাম্য শব্দ নয়, বরং তাকে বলব অন্য ভাষার মৈথিলী রূপান্তর, কারণ ইতিপূর্বেই সে-সব শব্দ মৈথিলীভাষীদের মুখে মুখে পরিবর্তিত হয়ে মৈথিলী হয়ে গেছে— ঠিক যেমন লাতিন 'কর্পোরিয়ার' কি গ্রীক 'কুপ্টোকোস্‌' ইংরেজদের মুখে 'কর্পোরেট' এবং 'ক্রিপ্টিক' বনে গেছে। যাই হোক, ভাষাবিতর্কের তুচ্ছতা দিয়ে কোনো মহৎ শিল্পের গতিরোধ অথবা তার সার্বভৌমত্বকে ক্ষুণ্ণ করা যায় না। তার নমুনা আমরা দেখতে পাই একটা ঘটনায়— রুশ ভাষায় অনূদিত ময়লা আঁচলের প্রথম সংস্করণের সত্তর হাজার কপি এক সপ্তাহের ভেতর নিঃশেষে ফুরিয়ে যায়—পাঠক-সমালোচক মহল এই উপন্যাসের স্তুতিতে পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন! বস্তুতঃ ময়লা

আঁচল মুক্তি-উত্তর ভারতীয় জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য—মহত্তম কাব্যকলা এবং নির্ভেজাল বাস্তবতার সমন্বয়।

ময়লা আঁচল প্রতিটি ভারতীয় ভাষায় ভাষান্তরিত হবার পর বোদ্ধা পাঠক নিজেই এর কাহিনী পড়বেন। তিনি নিজেই বিচার করবেন এর গুণাগুণ— চলন্ত জীবন্ত চরিত্রগুলির সুখদুঃখ, তাদের মৌনতা-মুখরতা সব কিছুই পাঠক তাঁর নিজস্ব সংবেদনশীল মননের তারে অনুরণিত করে নেবেন। আমি এ ক্ষেত্রে লেখক আর পাঠকের মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করব না। কেবল দুটি-একটি কথায় সাধারণ কয়েকটি তথ্যের দিক নির্দেশ করাই আমি যথেষ্ট বলে মনে করছি।

1936 সালে প্রকাশিত 'গোদান' উপন্যাস যদি ভারতের মুক্তি-পূর্ব অধ্যায়ের গরিব চাষী ধনী চাষী আর জমিদার শ্রেণীর পারস্পারিক সম্বন্ধের সমর্থ চিত্ররূপ হয়ে থাকে, তবে স্বাধীনতা-উত্তর পর্বের ক্ষেত্রে ঐ একই বিশেষণ 'ময়লা আঁচল' (প্রকাশকাল : 1954) সম্পর্কেও প্রযোজ্য। এই দুই পর্বের চিত্রগত পার্থক্য প্রচুর। গোদানে এক অপেক্ষাকৃত স্থির সমাজের ছবি যে-সমাজে বর্ণব্যবস্থার মতো শ্রেণী-ব্যবস্থাও মোটামুটি পূর্বনির্ধারিত, অনুশাসন অনুসারে স্থিরীকৃত এবং তার অতিক্রমণ অসম্ভব। পক্ষান্তরে ময়লা আঁচলে শুধু কিষাণ কেন, তথাকথিত ছোটজাত, উপজাতি আর আদিবাসীদের ভেতরেও তাদের জন্যে পূর্বনির্দিষ্ট বাধা মাপের আওতা ছাড়িয়ে ওঠবার অদম্য আকুলতা —বর্ণগত ও শ্রেণীগত উভয় বাঁধন কাটিয়েওঠার প্রচণ্ডঅস্থিরতার ছবি দেখা যায়। সেইসঙ্গে সাবেকী আমলের মজবুত শেকলের ফাঁস আর নিপুণ ফাঁদের আয়োজন ফাঁকি ভাঁওতা জালজোচ্চুরি চাঁদিচাবুক একচোখোমির অষ্টপাশে নিপীড়িত মানুষের মাথাচাড়া দেবার সামান্য প্রয়াসকেও গুঁড়িয়ে ফেলার সাফল্যের নির্মম করুণ ইতিবৃত্তও এই উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে চিত্রিত।

স্বাধীনতার পর ভারতে ভোটদানের ব্যবস্থা, বিবিধ গণতান্ত্রিক অধিকারের বৈধ সংরক্ষণ ব্যবস্থা, সমাজবাদের প্রতি সুঘোষিত আনুগত্য ও নিষ্ঠার সংকল্প বাণী, প্রগতিপরিকল্পনা এবং শিল্পায়নের অগণিত বিধিবদ্ধ প্রয়াস···সমস্ত কিছু সত্ত্বেও কায়েমী স্বার্থবাজদের

অতিচতুর চক্রান্ত ও সকল কূটকৌশল সমস্ত মানুষের জাগরণের কল্যাণ-স্বপ্নকে নিয়মিত চুরমার করে চলেছে—সেই ধ্বংসক্রিয়া স্বাধীনতার পরে আরো তেজীয়ান হয়ে চলেছে। তারই পরিণামে স্বাধীন ভারতে আজকের গরিব কাল কাঙাল, পরশু ভিখিরি হয়ে পড়ছে— ধনী আরো বিত্তবান আরো পথমস্ত আরো আয়ুষ্মন্ত হয়ে উঠছে। এই সর্বনাশা মারণযজ্ঞের সফল চিত্ররূপ ময়লা আঁচল। সমাজজীবনে এবং ব্যক্তিমানসে এই বিনষ্টির প্রতিক্রিয়া যে কত গভীর এবং কত ব্যাপক—ময়লা আঁচলে তা সুস্পষ্টরূপে প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

এই উপন্যাসের গূঢ় ব্যঞ্জনাময় শৈলীর প্রয়োজনে শব্দের সযত্নচয়ন এতই সম্পূর্ণ যে একটি শব্দেরও হেরফের করা চলে না। সমাজের ওঠাপড়ার সঙ্গে উপন্যাসের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র চরিত্রটিও যেন সম্পৃক্ত, আশ-পাশের দুনিয়ার জাগরণের প্রতি নিত্য সচেতন। জীবনের সমস্যার প্রতি তাদের আদৌ নেই নিস্পৃহ ঔদাসীন্য। হতে পারে তাদের পাড়াগেঁয়ে প্রতিক্রিয়ার ধাঁচ শহুরে মধ্যবিত্ত দৃষ্টিতে খাপছাড়া আর বেমানান। তা বলে শহুরে ক্ষুদ্রতা আর পঙ্কিল উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে তা অনেক ঊর্ধ্বে। তাদের প্রমোদবিনোদন সস্তা চটুলতায় ক্লিন্ন নয়, তাতে আছে জীবনের গভীর জিজ্ঞাসার ঝলক। চারদিকে কী জীবন্ত মানুষের ভিড়, কী জলজ্যান্ত চলজীবনের ফোয়ারা। একে উপন্যাস বলব, না মেরীগঞ্জের 'সিনেরামা'? লেখক যেন হাজার কয়েক বিশ্বাসী ক্যামেরাকে দিয়ে পল্লীভারতের একটি সর্বাত্মক প্যানোরামা তুলে রেখেছেন। কুশীলবেরা সবাই জীবন্ত, তাই সবাই অবিস্মরণীয়। সমস্ত অনাচারের আর পাপের মুখোমুখি বামনবীর বামনদাসের আকাশছোঁয়া মাথা তুলে দাঁড়ানো আর অপাপবিদ্ধ কালীচরণের অজেয় চ্যালেঞ্জের ভঙ্গী—দুটি শাশ্বত মানবতার প্রতীক: স্বরাজোত্তর রাজনীতির চরিত্রনির্দেশ করে দেয়। ময়লা আঁচল— অপরূপ কথা-শিল্পের এক বর্ণাঢ্য সমাহার। উপন্যাসে বর্ণিত সত্যের খণ্ডচিত্রগুলি দিনের পর দিন যখন তখন পাঠকের মনের ভেতর নানান রঙে উদ্ভাসিত হতে থাকে। কালোত্তীর্ণ উপন্যাসের এটাই সবচেয়ে বড়ো লক্ষণ।

শিবদান সিংহ চৌহান

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

ময়লা আঁচল আঞ্চলিক উপন্যাস। পূর্ণিয়া অঞ্চলের উপাখ্যান। পূর্ণিয়া বিহার রাজ্যের একটি জেলা। এর একদিকে নেপাল, অপর-দিকে পূর্ব পাকিস্তান* আর পশ্চিম বাংলা। যদি এর দক্ষিণ সীমান্তে সাঁওতাল পরগণা আর পশ্চিমে মিথিলার সীমারেখা টেনে দেওয়া যায়, তবে বিভিন্ন সীমারেখায় চিহ্নিত এর সুস্পষ্ট ভৌগোলিক অবয়ব ফুটে ওঠে। আমি এই জেলার এক অংশের একখানি গ্রামকে অনগ্রসর পল্লীভারতের প্রতিচ্ছবি হিসেবে আমার উপন্যাসের আখ্যানভূমি বলে বেছে নিয়েছি।

এতে ফুলের কথাও আছে, কাঁটার কথাও। যতটা ধুলো আছে, ততটা পরাগও আছে। কাদায় চন্দনে মাখামাখি হয়ে আছে। রূপ আর কুশ্রীতা দুইই মিলেমিশে রয়েছে এই কাহিনীতে। কোনো-কিছুর হাত থেকেই গা বাঁচিয়ে চলা সম্ভব হয় নি আমার।

কাহিনীর সবখানি ভালোমন্দ নিয়ে সাহিত্যের প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়িয়েছি। জানি না ভালো করলাম, না মন্দ করলাম! যাই করে থাকি, নিষ্ঠার অভাব কোথাও বোধ করি নি।

পাটনা
9 আগস্ট 1954

ফণীশ্বরনাথ 'রেণু'

* অধুনা বাংলাদেশ।

প্রথম খণ্ড

এক

খবরটা তড়িৎগতিতে গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়ল— কালা চেথরুকে মিলিটারীতে গেরেপ্তার করেছে আর লোবিনলালের কুঁয়ো থেকে বালতি খুলে নিয়ে গেছে।

যদিও ১৯৪২-এর গণ-আন্দোলনের ঢেউ এ গাঁ অব্দি পৌঁছয় নি কিংবা গাঁয়ে এ-যাবৎ কোনো ফৌজী উৎপাত হয় নি, তাহলেও জেলা জুড়ে যে-সব ঘটনা ঘটছে সে সব খবর নিয়ে পাঁচ কান কি আর হয় না! তার কিছু কিছু গুজবও তো গ্রামে রটে।···মোগলাহি টিশানে গোরা সেপাইরা এক মুর্দার মেয়েকে তুলে নিয়ে গেছে। তাই নিয়ে শিখ আর গোরা সেপাইদের মধ্যে হাঙ্গামা হয়েছে, গুলি চালাচালি হয়েছে। ঢোলবাজায় গ্রাম-কে-গ্রাম আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে মেরেছে, দুধের বাচ্চাটাও জ্যান্ত বেরুতে পারে নি। মুসহরুর শ্বশুর স্বচক্ষে দেখেছে— ঝলসানো মাছের মতন মরা মানুষের লাশ মাসের পর মাস পড়ে পড়ে পচেছে, কাগে অব্দি ছুঁতে পায় নি; মেলেটারী পাহারা দিচ্ছিল। মুসহরুর শ্বশুরের ভাইপো ফারবিস সায়েবের খানসামা; সে মিছে কথা বলবে? পুরো চার বছর বাদে আজ বুঝি এগাঁয়ের পালা পড়েছে। দোহাই মা কালী। দোহাই বাবা লরসিংহ।

এসব গুওরটোলীর বলিয়ার দৌলতে হচ্ছে।

বিরিঞ্চিদাসের খুব সাহস। উঠোন পেরিয়ে একবার চারিদিকে তাকায় তারপর মালিকটোলা-মুখো ছোটে। মালিক তশীলদার বিশ্বনাথ প্রসাদও কথাটা শুনে ঘাবড়ে যায়—"লোবিন বালতি কোথায় পেল? নিশ্চয়ই চোরাইমাল। সব শালা চুরি-চামারি করবে আর গাঁয়ের বদনাম হবে।" মালিকটোলা থেকে খবর কানে হেঁটে রাজপুতটোলী গেল— কায়স্থটোলীর বিশ্বনাথ প্রসাদ আর

ততমাটোলীর বিরিঞ্চিকে মেলেটারীর সেপাই ধরে নিয়ে গেছে। ঠাকুর রামকিরপাল সিং বললেন, "হুঁ হুঁ, এবার তশীলদারীর মজাটা টের পাবে। জমিদারের পাওনা আদায় করে ঝেড়ে দিয়েছে নির্ঘাত। যাও বাপধন, এবার শ্রীঘরের হাওয়া খাও।"

যাদবটোলীর লোকের কানে খবরটা যেতেই তারা বলিয়া ওরফে বালদেবকে গ্রেপ্তার করল। ভেগে না যায় দেখিস! দড়ি দিয়ে বাঁধ। বলেছিলুম না বেটা একদিন গোটা গাঁয়ের হাতে দড়ি দেওয়াবে।

এক সের ঘি, পাঁচ সের বাসমতী চাল আর একটা খাসির ডালা সাজিয়ে কাঁপতে কাঁপতে তশীলদার বিশ্বনাথ প্রসাদ মেলেটারীর আস্তানায় চলল। সঙ্গে নিল বিরিঞ্চিকে। বললে, "পুরো পঞ্চাশ টাকার মাল, হিসেব করে দেখো। টাকাটা তোমার পাড়া আর লোবিনের পাড়া থেকে, হপ্তাখানেকের মধ্যে আদায় করে জমা দিয়ো। তোমাদের জন্যে আর···"

মেলেটারীর দল কুঠিবাড়ির বাগিচায় বিহার করছিল। বাগানের কাছাকাছি পৌঁছে বিশ্বনাথ পকেট থেকে টুপী বের করে পরে নেয়। তারপর কালীর থানের দিকে মুখ করে মা কালীকে পেন্নাম ঠোকে— "দোহাই মা কালী।"

বাগানে ঢুকে তশীলদার সায়েব দুটো গোরুর গাড়ি দেখে। তার বলদ দুটো ঘাস চিবুচ্ছে। মেলেটারীঅলারা ভুঁয়ে কম্বল বিছিয়ে বসে বসে—এ্যাঁ······মুড়ি চিবুচ্ছে! আর সেই সঙ্গে কালা চেথরুও মুঠো মুঠো মুড়ি খাচ্ছে!

'সেলাম হুজুর!'

ভেটের সামগ্রী মাথা থেকে নামিয়ে বিরিঞ্চি হেঁট হয়ে সেলাম করে। "সেলাম সরকার!"···ছাগলটা ভ্যাভ্যা করে ডাকতে থাকে।

"আরে এ-সব কী? আপনি কে?" এক মোটা সায়েব জিজ্ঞেস করেন।

"হুজুর, তাঁবেদার রাজ পরগণার তশীলদার, মীনাপুর সারকিলের।"

"ওহো, আপনি তশীলদার সায়েব। ঠিক কথা তো। দেখুন, আমরা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের লোক। এখানে একটা ম্যালেরিয়া সেণ্টার খোলা হবে। ওপর থেকে হুকুম এসেছে। এই বাগানের জমিতেই। মার্টিন সায়েব অনেকদিন আগেই জমিটা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডকে দিয়ে গেছেন।"

আরো একবার সেলাম ঠুকে তশীলদার সায়েব বসেন। বিরিঞ্চি হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে। রাজপুতটোলীর রামকিরপাল সিং যখন বাগিচায় পৌঁছলেন, তখন বাগানের পশ্চিমের জমিতে মাপ-জোখ হচ্ছে। জনাকয়েক লোক জরিপের দড়ি টানছে। টুপী-পরা এক সায়েব তশীলদার সাহেবের সঙ্গে হেসে হেসে কথাবার্তা বলছে।

সবশেষে যাদবটোলীর বাসিন্দেরা বালদেবের হাতে কোমরে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে হৈ-হল্লা করতে করতে এসে পৌঁছোল। তার কোমরের বাঁধা দড়িটার একমুড়ো সবাই মিলে চেপে ধরে আছে। ফেরারী আসামীকে ধরে আনতে পারলে সরকার থেকে ইনাম মেলে হাজার, দু'হাজার পাঁচ হাজার! কিন্তু সায়েব এই দৃশ্য দেখে চটেই আগুন, "ব্যাপার কী? একে বেঁধে এনেছ কেন? কী করেছে কি?"

"হুজুর, এই স্বদেশীঅলাটার নাম বালদেও গোপ। দু'বছর জেল খেটে এয়েচে। এ-গাঁয়ের লোক নয়, চন্নপট্টিতে বাড়ি। এখানে মাসীর বাড়ি এয়েচে। খদ্দর পরে, জইহীন্ন বলে।"

"তা একে বেঁধেছ কেন?"

"আরে বালদেব না!" সায়েবের কেরানী বালদেবকে চিনতে পারে। "আরে এ যে বালদেব দেখছি। স্যার এ রামকৃষ্ণ কংগ্রেস আশ্রমের কর্মী। বড়ো বাহাদুর লোক।" যাদবদের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করে বালদেব সায়েব আর কেরানীবাবুকে দফায় দফায় "জয় হিন্দ" সারে। সায়েব হাসতে হাসতে বলেন, "আপনার গ্রামে ম্যালেরিয়া সেণ্টার খোলা হচ্ছে। খুব বড়ো ডাক্তার আসছেন। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের তরফ থেকে বাড়ি তৈরী করে দেওয়া হবে। কিন্তু বাদ বাকী কাজ আপনাদের সাহায্যেই হবে।"

তহশীলদার সায়েব জমিদারির খতেন রোকড় দেখে, নকশার মাপজোখ চৌহদ্দী মিলিয়ে দেখে বললেন, "হুজুর, এক একর দশ ডিসমিল জমি আছে।"

ঠাকুর রামকিরপাল সিং তখনো পর্যন্ত সায়েবকে সেলাম করারও সুযোগ পান নি। বিশ্বনাথ প্রসাদ বাজি মাত করে দিল। সিংজীর জীবনে এই প্রথমবার নিজের নিরক্ষরতার ওপর ধিক্কার এল। সত্যিই বিদ্যের মহিমা অপার। তবে ভগবান কায়া দিয়েছেন, উঁচুজাতের ঘরে জন্ম দিয়েছেন। তাঁরই ভরসায় এ যাবৎ বহু রাজা-গজা, হাকিম-হুকুম, আমলা-সামলার সঙ্গে চেনাশোনা ওঠাবসা, দহরম মহরম হয়ে এসেছে। মওকা পেয়েই এক ফাঁকে সেলাম ঠুকে বলে নেন, "সরকারের জয়জয়কার হোক! হুজুর, কত কষ্ট ক'রে এ্যাদ্দূর থেকে এলেন পবলিগের ভালর জন্যি। আর আমরা হুজুরের কোনো সেবা করতে পারলুম না। গোঁসাইজী রামায়োনে বলে গ্যাচেন—'ধন্য ভাগ প্রভু দরশন দীন্‌হা···।' হুজুর অধম সেবকের নাম রামকিরপাল সিং বল্দ[১] গরীবনেওয়াজ সিং, মোওফা, জাত রাজপুত, মোকাম গড়বুন্দেল রাজপুতানা, হাল সাকিন মেরীগঞ্জ।"

সায়েব হাসতে হাসতে জবাব দেন, "সিংজী, আমাদের কোনো সেবা চাই না। সেবার জন্য ম্যালেরিয়া সেণ্টার খোলা হচ্ছে। এতেই সবাই মিলেমিশে সহযোগিতা করুন। এর চেয়ে বড়ো সেবা আর নেই।"

যাদবটোলীর লোকেরা এক ফাঁকে, অন্যের নজর বাঁচিয়ে, একে একে কেটে পড়েছে। তাদের মনে ভয় ঢুকেছিল। বালদেওকে বেঁধে আনার অপরাধে সায়েব হয়তো তাদের চালান করে দেবে।

যাবার সময় সায়েব বলে যান—"সাত দিনের ভিতরেই ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের মিস্তিরিরা আসবে। আপনারা বাঁশ, খড়, সুতোলী আর অন্যান্য দরকারী সরঞ্জাম জোগাড় যন্তর করে রাখবেন। তশীলদার সায়েব আপনি রইলেন, সিংজী আছেন, আর বালদেব প্রসাদ তো

১. 'ওয়ালিদ্'—অর্থাৎ পিতা

আছেনই দেশসেবক মানুষ। আপনারা সব মিলেমিশে কাজটা চালিয়ে নেবেন।"

সবাই হাত জোড় করে, ঘাড় হেলিয়ে কথা শিরোধার্য করে নেয়। সায়েব বলবল নিয়ে রওনা হয়ে পড়েন। বালদেও গাড়ির পেছন পেছন গাঁয়ের বাইরে অব্দি এগিয়ে দিয়ে আসে।

ফিরে এসে বালদেও বলে, "এঁরা হলেন ডিস্‌টিবোটের বাঙালী ওপরসিয়র বাবু পরফুল্ল বনারজী আর তাঁর কেরানী জীওন বাবু, আগে কংগ্রেস আপিসের কেরানী ছিলেন।"

দুই

পূর্ণিয়া জেলায় এমন অনেক গ্রাম উপনগর আছে, যাদের নামের ঘাড়ে আজো নীলকর সায়েবদের ভূত সওয়ার হয়ে আছে। জনমানবশূন্য মাঠ-ময়দানের ওপর, কিংবা ঘোর জঙ্গলের ভেতরে নীলকুঠির ভগ্নাবশেষ, আজো ভ্রাম্যমাণ কোনো পথচারীকে নীল যুগের ভুলে যাওয়া কাহিনী মনে পড়িয়ে দেয়। ....গওণা[১] সেরে নতুন বউকে নিয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে যুবক বর গাড়োয়ানকে বলে—এই যে ভাই, এখানটায় একটু আস্তে হাঁকাও তো, কনেকে সায়েবের কুঠি দেখাব।...এই দেখ, ম্যাকে সাহেবের কুঠি।...আর ঐ যে ওখানে হাওদাটা দেখছ, এতে নীল মাড়াই হ'ত।

নতুন বউ দুহাতে গাড়ির পরদা সরিয়ে, ঘোমটা একটু মাথার পেছন দিকে হেলিয়ে ঈষৎ ঝুঁকে পড়ে বাইরে তাকায়—শেঁয়াকুলের দুর্ভেদ্য ঝোপঝাড় আর জঙ্গলের মাঝখানে ইট-পাথরের ভগ্নস্তূপ! কুঠি আবার কোথায়!

---

১. দ্বিরাগমন।

বরের মুখে একটু অহংকারের রঙ লাগে। অর্থাৎ আমাদের গাঁয়ের পাশে সায়েবের কুঠি ছিল। এখানে সাহেব মেম বাস করত। গঙ্গাস্নান সেরে ফেরার পথে তীর্থযাত্রীদের গোরুর গাড়ি কিছুক্ষণের জন্যে এখানে দাঁড়ায়। গাড়ি থেকে নেমে পড়ে যুবতী মেয়েরা আর ছোটো ছেলেমেয়ের দল সভয়ে সন্তর্পণে ভাঙা বাড়ির ধসা পাঁচিলের গা ঘেঁষে দাঁড়ায়! বুড়িরা বনের ভেতর জংলী পাতালতা শেকড়বাকড় খোঁজে।...

এমনি এক গ্রাম মেরীগঞ্জ। রাওতহাট স্টেশন থেকে পূর্ব দিকে সাত ক্রোশ পথ— বুড়ি কুশী পার হয়ে যেতে হয়। বুড়ি কুশীর ধারে ধারে তাল-খেজুরের গাছে ভরা জঙ্গল। এ অঞ্চলের লোকে বলে 'নবাবী তাড়বন্না।' কবে, কোন্ নবাব এই তালবন বসিয়েছিল, বলা শক্ত। তবে হ্যাঁ, বোশেখ মাস থেকে আষাঢ় মাস অব্দি, আশপাশের গাঁয়ের ছেলেরা রাখালরা এ বনে বিস্তর নবাবী করে থাকে। তিন আনে লবনী তাড়ী / রোক সালা মোটর গাড়ি! অস্যার্থ, তাড়ির নেশার মেজাজে লোকে মোটর গাড়িকেও সস্তার মাল বলে বিবেচনা করে। তালবন পেরোলেই একটা বড়ো ময়দান— নেপালের তরাই থেকে শুরু হয়ে গঙ্গা মায়ের কোলে এসে শেষ হয়েছে। কয়েক লক্ষ একর জমি। বন্ধ্যা ধরিত্রীর বিস্তীর্ণ আঁচল। তাতে একগাছা দুর্বোঘাসও জন্মায় না। মাঝে মাঝে বালুচর আর কোথাও কোথাও কুলগাছের ঝাড়। কোশ খানেক পথ পার হলে ময়দানের পূর্ব দিকে কালো জঙ্গল চোখে পড়ে। ওটাই মেরীগঞ্জের কুঠি।

আজ থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে যেদিন ডব্লিউ. জি. মার্টিন এই গ্রামে কুঠিবাড়ির ভিত গাঁথলো, সেদিনই আশপাশের পাঁচ-সাত গ্রামে ঢোল বাজিয়ে এত্তালা দিয়ে দিল যে আজ থেকে এ গাঁয়ের নাম হল মেরীগঞ্জ। মেরী ছিল মার্টিনের নতুন বউ, কলকাতায় থাকত। শোনা যায়, একবার এক চাষার মুখ ফসকে গাঁয়ের পুরনো নামটা বেরিয়ে পড়েছিল। আর যাবে কোথায়? সায়েব পঞ্চাশ ঘা বেত লাগাল তাকে, গুনে গুনে। এ গ্রামের পুরনো নাম হয় আজ আর কারুর মনে নেই, আর নয়, সে নাম মুখে আনতে হয়তো তাদের

অজানা শঙ্কায় বুক কাঁপে। কে জানে! গাঁয়ের নাম বদলে, রাউত-হাট স্টেশনে থেকে মেরীগঞ্জ পর্যন্ত ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের রাস্তা বানিয়ে গ্রামে পোস্টাপিস বসিয়ে তবে মার্টিন কলকাতায় তার নববধূকে আনতে গেল। গাঁয়ের সব চাইতে পুরনো বুড়ি ভৈঁরোর মা আজ বেঁচে থাকলে শুনতে পেতেন— আহাহা। কী রূপ গো! সাহেবের মেম তো নয় যেন রূপকথার পরী। ইন্দ্রের অপ্সরা যেন।

কিন্তু দেখা গেল, মার্টিন সায়েবের আয়োজনে ফাঁক ছিল। মেরী-গঞ্জে পা দেবার গোণা সাতদিন বাদেই মেরীকে 'কাঁপুনি' জ্বরে পেড়ে ফেলল। তখন মার্টিন উপলব্ধি করল যে পোস্টাপিস না বসিয়ে আগে এ গাঁয়ে একটা ডিসপেন্সারি খোলা উচিত ছিল। কুইনাইনের বড়ি খাইয়ে যখন তিনদিনেও জ্বর নামল না, তখন মার্টিন, রাউতহাট-বাগে ঘোড়া ছোটাল। স্টেশনে পৌঁছে শুনতে পেল, পূর্ণিয়াগামী গাড়ি মিনিটদশেক হল ছেড়ে গেছে। রাউতহাট থেকে পূর্ণিয়া বারো কোশ রাস্তা। ভাবনা-চিন্তার সময় নেই। মার্টিন তখনই ঘোড়ার মুখ পূর্ণিয়ার দিকে ফেরাল। মেরীগঞ্জের যাকে জিজ্ঞেস করবেন, সেই আপনাকে মার্টিনের পক্ষীরাজ ঘোড়ার কাহিনী সবিস্তারে শোনাবে।···মার্টিনের ঘোড়া যখন পুরৈনিয়ায় সিবিল-সার্জেনের বাংলোর হাতায় পৌঁচেছে, রেলগাড়ি তখন পুরৈনিয়ার ইস্টিশানেও এসে উঠতে পারে নি।

কিন্তু মার্টিনের পক্ষীরাজ আর সিবিল সার্জেনের পবনরথ যখন মেরীগঞ্জে পৌঁছল, ততক্ষণে মেরীর ম্যালেরিয়া একেবারে সেরে গেছে।···টিউবওয়েলের পাশেই একটা গর্তের মধ্যে ঢুকে বসে, গুচ্ছ-গুচ্ছ কোঁকড়ানো রেশমী চুলভরা মাথার ওপর রাজ্যের জলকাদা থাপড়াতে থাপড়াতে মেরী ওপারে চলে গেছে।

মেরীর দেহের সৎকার শেষ করেই মার্টিন পূর্ণিয়া গেল। সিবিল সার্জেন, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান— একে একে সকলের সঙ্গে দেখা করল। একটা ছোটোখাটো ডিসপেন্সারি খোলার মঞ্জুরীর জন্যে আকাশপাতাল তোলপাড় করল। ডিসপেন্সারির জায়গার জন্যে নিজের জমি রেজেস্ট্রি করে দিল।

কর্তারা আশ্বাস দিলেন— আসছে বছর নিশ্চয়ই খোলা হবে ডিসপেন্সারি। ঠিক এই সময় জার্মানীর বৈজ্ঞানিকরা এক তুরিতে নীলযুগের নিদেন হেঁকে দিল। কয়লা থেকে কৃত্রিম নীল বানানোর বৈজ্ঞানিক থিওরির পরীক্ষা সফল হল। নীলকর সায়েবদের কুঠিবাড়ির দেওয়ালগুলো তাসের ঘরের মতন এক দমকায় ভেঙে পড়ল। সায়েবরা কুঠি বেচে জমিদারি কিনতে লাগল। অনেকেই ব্যবসা ধরল। মার্টিনের পৃথিবী তো আগেই মরুভূমি হয়ে গিয়েছিল, এবার মাথাটাও গেল। ছেঁড়া কাগজের দপ্তর বগলদাবা করে দিনভর তাকে পূর্ণিয়ার কাছারিতে টহল দিতে দেখা যেত। যাকে তাকে ধরে ধরে বলত, 'গবর্নমেন্ট একটা ডিসপেন্সারির হুকুম দিয়েছে। আসছে বছর খোলা হবে।' লোকে বলে পাটনা আর দিল্লীতে প্রচুর দৌড়োদৌড়ির পর একদিন লোকটা বিমর্ষ, উদাস হয়ে মেরীগঞ্জে ফিরে আসে। মেরীর কবরের ওপর লুটিয়ে পড়ে সারাদিন ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকে— ডারলিং! ডাক্তার আসবে না। এরপরেই তার পাগলামিটা এমন বেড়ে গেল যে, কর্তারা তাকে কাঁকে পাঠিয়ে দিলেন। কাঁকের পাগলাগারদেই একদিন তার সব জ্বালা জুড়িয়ে গিয়েছিল।

কুঠিবাড়ির বাগানে, বিলিতি ফুলের ঘন জঙ্গলের ভেতর মেরীর কবর আজো রয়েছে। কুঠির ইমারত ধসে গেছে। নীলের চৌবাচ্চা ভেঙে চৌচির হয়ে গেছে। বাবলা, গাকুড়, আরো পাঁচরকমের জংলী গাছে গাছে জায়গাটা ঘোর জঙ্গল হয়ে আছে। লোকে দিনের বেলাও ওদিক মাড়ায় না। কলমী আমের বাগানখানা তশীলদার সায়েব বন্দোবস্ত নিয়েছেন বলেই ঐটুকু যা সাফসুতরো আছে। নইলে কুঠির জঙ্গলে দিনের বেলায় শেয়াল ডাকে। লোকে বলে ভুতুড়ে জঙ্গল। ততমাটোলার নন্দলাল একবার ইট আনতে গিয়েছিল। ইটের গায়ে হাত দিয়ে আর হাত তুলতে হয় নি, সঙ্গে সঙ্গে খতম। জঙ্গল থেকে এক পেতনী বেরিয়ে এসে নন্দলালকে চাবুক দিয়ে মারতে থাকে— সাপের চাবুক। নন্দলাল ঐখানেই ফৌত। বকের মতন ধবধব করছে পেতনীর গায়ের রঙ!

মেরীগঞ্জ বড়ো গ্রাম। বারো বর্ণের লোকের বাস। গ্রামের

পুব দিকে একটা ধারা বয়ে গেছে— তার নাম কমলা নদী। বরষায় কমলা ভরা নদী। বাদবাকি ঋতুতে বড়ো বড়ো গর্তে জল জমা হয়ে থাকে। পদ্ম ফুলে ছেয়ে থাকে, আর তেমনই মাছ! পৌষ পূর্ণিমার দিন সকাল থেকে সন্ধে অব্দি এই গর্তগুলোয় কোশী স্নান-যাত্রীদের ভিড় লেগে থাকে। রাউতহাটের ইস্টিশান থেকে এসে ময়রারা দোকান দেয়। কমলা মাইয়ার মাহাত্তি নিয়ে গ্রামবাসীদের নানান কাহিনী আছে।…গাঁয়ের কোনো বাড়িতে বিয়ে-থা কি শ্রাদ্ধশান্তির কাজ পড়লে গৃহস্বামী সাতসকালে চান করে কাপড়ের খুঁট গলায় দিয়ে, পানসুপুরী হাতে নিয়ে, কমলা মাইয়াকে নেমন্তন্ন করে আসে। ব্যস। তারপরেই জলে বুজকুড়ি কাটতে থাকে। ঠিক নীলের হাওদায় নীল মাড়াইয়ের সময় যেমন গেঁজলা ওঠে, তেমনি। তারপর পাড়ে ভেসে ওঠে রুপোর থালা, বাটি, গেলাস অগুনতি। গৃহস্বামী সব বাসন একখানি একখানি করে গুনে নিয়ে যায়। আবার খাওয়ানোদাওয়ানো চুকে গেলে সব গুনে গেঁথে কমলা মার কাছে ফিরিয়ে দিয়ে যায়। এই নিয়মেই চলে। কিন্তু সব মানুষের স্বভাব তো এক নয়। একবার এক বাড়ির কর্তা কখানা থালা-বাটি সরিয়ে রেখে দিলে। ব্যস। সেদিন থেকেই মা বাসনদান বন্ধ করে দিলেন। আর গৃহকর্তার আর দেখতে হল না। বংশসুদ্ধু লোপাট— একদম ঝাড়েমূলে শেষ! তা সেই হীনচরিত্র গৃহস্বামী সম্পর্কে গ্রামে দু'রকমের মত আছে। রাজপুতটোলীর লোকে বলে লোকটা কায়স্থ ছিল। আর কায়স্থটোলীর ওদের মতে, লোকটা রাজপুত।

রাজপুত আর কায়স্থদের ভেতর ঝগড়া মনান্তর আজ পুরুষানুক্রমে চলে আসছে। ব্রাহ্মণদের সংখ্যা কম, তাই তারা তৃতীয় শক্তির ভূমিকা নিয়েছে। হালে কিছুদিন হ'ল যাদব গোষ্ঠীরও বেশ রবরবা। পৈতে নেওয়া সত্ত্বেও রাজপুতরা যদুবংশীদের ক্ষত্রিয় বলে মানছে না। বরং তাদের ক্ষত্রিয়ত্ব নিয়ে সময় অসময় ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে। একবার যদুবংশীরা খোলাখুলি ওদের চ্যালেঞ্জ জানাল। সে কথা নিয়ে ক'দিন খুব সরগরম হল। দুপক্ষেরই লোকজন তৈরি

হয়েছিল। কায়স্থটোলীর মুখিয়া তশীলদার বিশ্বনাথ প্রসাদ মল্লিক, যদুবংশীদের হয়ে মামলা-মকদ্দমার পুরো তদ্‌বির করবেন বলে আশ্বাস দিলেন। জমিদারি কাছারির উকিল বসন্তবাবু সেদিন বলছিলেন, যাদবদের সরকার রাজপুত বলে মেনে নিয়েছেন। কাজেই এ-মামলা নাকি ধূমধামের সঙ্গেই চলবে। উকিল সায়েব স্বয়ং বলছিলেন কথাটা।

ওদিকে ব্রাহ্মণটোলীর পণ্ডিতরা রাজপুতদের বোঝান— যুগে যুগে যখনই ধর্মহানি ঘটেছে, রাজপুতেরাই বিপন্ন ধর্মকে রক্ষা করে এসেছে। ঘোর কলিকাল উপস্থিত হয়েছে, এখন রাজপুতেরই কর্তব্য শৌর্যবীর্য দিয়ে ধর্মকে বাঁচানো।...কিন্তু ব্যাপারটা আর গড়াল না।

ধর্মযুদ্ধটা কী করে যে চাপা পড়ে গেল কে জানে। ব্রাহ্মণ-টোলীর বৃদ্ধ জ্যোতিষী ঠাকুর আজও বলেন— রাজপুতরা মুখ বন্ধ করার ফলটা হয়েছে এই যে আজ চারদিকে ঊনসত্তিক জেতের লোক গলায় পৈতে ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।... কে জানে বাবা, ভুঁইফোঁড় ক্ষত্রিয়ের কথা তো বাপের জন্মে শুনি নি।...শিব! শিব!

ইদানীং গ্রামে তিনটি দলই প্রধান। কায়স্থ, রাজপুত আর যাদব। ব্রাহ্মণরা আজো তৃতীয় শক্তি। গ্রামের অন্যজাতের বাসিন্দারা সুযোগ-সুবিধেমতো ঐ প্রধান তিন দলের একটা-না-একটার সঙ্গে মিশে থাকে।

কায়স্থটোলীর মুখিয়া বিশ্বনাথ প্রসাদ মল্লিক রাজপারবঙ্গার তশীলদার। তশীলদারী ওঁদের বংশগত পেশা, তিনপুরুষ ধরে চলে আসছে। তারই দৌলতে তশীলদার সায়েব আজ হাজার বিঘে জমির মালিক— সম্পন্ন কৃষক। গাঁয়ের ভিন জাতের লোক তাই কায়স্থটোলীকে বলে মালিকটোলা। খালি রাজপুতরা বলে কায়েতটোলী।

ঠাকুর রামকিরপাল সিং রাজপুতটোলীর মুখিয়া। তাঁর ঠাকুর্দা মহারানী চম্পাবতীর এস্টেটের সেপাই ছিলেন, আর বিশ্বনাথের ঠাকুর্দা ছিলেন তশীলদার। লোক বলে, মহারানী চম্পাবতী আর রাজ-পারবঙ্গারের মধ্যে যখন দেওয়ানী মকদ্দমা চলছিল, তখন বিশ্বনাথ

প্রসাদের ঠাকুর্দা রাজপারবঙ্গার এস্টেটের পক্ষে চলে যান। ফলে ও এস্টেটের হাতে মহারানীর গোপন নথিপত্র সব চলে যায় এবং মামলায় মহারানীর হার হয়। কাশী যাবার আগে মহারানী তাঁর অবশিষ্ট সম্পত্তি তিনশো বিঘে জমি রামকিরপাল সিংয়ের নামে লেখাপড়া করে দিয়ে গেলেন। রামকিরপাল সিং বলেন, তাঁর ঠাকুর্দা একবার একলা একটা গোটা ডাকাতের দলের হাত থেকে মহারানীকে বাঁচিয়েছিলেন। তারই পুরস্কার স্বরূপ মহারানী দানপত্র লিখে দেন।··· সে যাই হোক, কায়স্থটোলীর লোকে রাজপুত-টোলীকে বলে 'সেপাইটোলী'।

যাদবদের নতুন দল। তাদের মুখিয়া খেলাওন যাদবকে দশ বছর আগেও লোকে মোষ চরাতে দেখেছে। দুধ-ঘি বিক্কিরির জমানো পয়সার কথা যখন চারদিকে বিশ্রীরকম রটে গেল তখন খেলাওনের ভারী চিন্তা হল। মাসের পর মাস তশীলদারের বাড়ি ছুটোছুটি করল, সারকিল মেনেজারের দরবারে ডালা চড়াল, সেপাইদের দুধ-ঘি খাওয়াল। তবে গিয়ে শেষ পর্যন্ত কমলার ধারে পঞ্চাশ বিঘে জমির বন্দোবস্ত পাকা হল। এখন তার দেড়শো বিঘের জোত জমা। বড়ো ছেলে সকলদীপ অররিয়া বৈরগাছীতে, নানার বাড়িতে থেকে হাই স্কুলে পড়ে। আজকাল খেলাওন সিং সায়েবের খাতির খুব। লোকে তাঁকে নয়া মাতব্বর বলে। যাবদ-ক্ষত্রিয়-টোলীকে 'গয়লাটোলা' বলার হিম্মত কিন্তু আজকাল আর কারুর নেই। যাদবটোলীতে বারোমাস তিরিশদিন সন্ধেবেলায় আখড়া জমে। বেলা চারটে থেকেই শোভন মুচি ঢোল পিটতে থাকে—ঢাক ঢিন্না, ঢাক ঢিন্না! ঢোলের তালে তালে যাদবটোলীর বুড়ো বাচ্চা জোয়ান— সব্বাই ডন বৈঠক ভাঁজে, কুস্তি পালোয়ানীর পাঁয়তারা কষে।

গোটা মেরীগঞ্জে দশজন লেখাপড়া জানা লোক আছে। লেখা-পড়া মানে হ'ল নাম সই করা থেকে নিয়ে মায় তশীলদারী করা পর্যন্ত বিদ্যে। নতুন বিদ্যার্থীদের সংখ্যা হল পনেরো।

তিন

ডিস্টিবোটের মিস্তিরিরা এসে গেছে। বালদেওয়ের উৎসাহ দেখে কে। আফসিয়র বাবু তশীলদার সায়েব আর রামকিরপাল সিংয়ের সামনেই বলে গেছেন— আপনি তো দেশসেবক। কথাটা সবাই শুনেছে। ছনিয়ায় টাকাটাই বড়ো নয়। সিংজী আর তশীলদার সায়েবের পয়সা আছে। কিন্তু যে সম্মান আজ বালদেও পাচ্ছে, তা ওরা কোথায় পাবে? যাদবটোলীর লোকেরা সেইদিনই বালদেওয়ের কাছে মাপ চেয়ে নিয়েছে, "বালদেও ভাই! আমরা হলুম মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, তুমি গ্যানী। আমরা কুয়োর ব্যাঙ। তুমি তো দেশবিদেশ ঘুরেছ, কত বড়ো বড়ো লোকের সঙ্গ কোরোচো। আমাদের কসুর মাপ করে দাও।"

সেদিন থেকেই খেলাওন সিং যাদব বালদেওকে তার বাড়িতে গিয়ে থাকবার জন্যে পেড়াপীড়ি করছে, "জাতের নাম, জাতের মান-ইজ্জত তো তোমাদেরই হাতে। তুমি তো আর বাইরের লোক নও। তোমার মাসি হল আমার খুড়ি। আমরা সম্পর্কে ভাই হই।" খেলাওনের গিন্নী নিজে বালদেওয়ের বাড়ি বয়ে এসে তার মাসিকে বলে গেছে, "ঘরবাড়ি আপনারই। যে-বাড়িতে বুড়ো-মানুষ গিন্নিবান্নি নেই, সে আবার বাড়ি! আমি একলা একটা প্রাণী, কতদিক সামলাই বলুন— ছধ-ঘি, গোরু-বাছুর, সংসার।"

এক রাত্তিরে বালদেওয়ের মাসি বুড়ির ছনিয়াই বদলে গেল। কাল অব্দি বাড়ি বাড়ি ঘুরে কুটনো বাটনা করে বেড়িয়েছে, আর আজ গাঁয়ের মালিক গিন্নি এসে সেধে তাকে নিজের সংসারের কর্ত্রী বানিয়ে দিচ্ছে।

মিস্তিরিরা এসে গেছে। বালদেও গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় ঘোরে। "ডিস্টিবোটের মিস্তিরিজীরা এসে গেছেন। কাল থেকে কাজ শুরু

হওয়া চাই।···মেলেরিয়া জ্বর হয় মশার কামড় থেকে। কিন্তু কুইনাইন ওষুধ খেলে হাজার মশায় কামড়াক, কিছু হবে না।" ততমাটোলীতে (তন্ত্রিমা ক্ষত্রিয়টোলী) মহঙ্গুদাসের ছাঁচতলায় বসে লোকে সবিস্ময়ে বালদেবের কথা শোনে। অন্তঃপুরের মেয়েরাও ঘোমটার আড়াল দিয়ে দোরের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা গেলে, "আর রাতভর ঘুঁটে পুড়িয়ে ধোঁয়া করার ফেচাং রইল না। কামড়াক না কত মশা কামড়াবে!"

তন্ত্রিমা ছত্রীটোলী, যদুবংশী ছত্রীটোলী, গহলোত ছত্রীটোলী, কূর্ম ছত্রীটোলী, ধনুকধারী ছত্রীটোলী, কুশবাহা ছত্রীটোলী ইত্যাদি ক্ষত্রিয়পল্লী, আর অমাত্য ব্রাহ্মণটোলী, পোলিয়াটোলী এবং রৈদাস-টোলীর লোকেরা কথা দিল, "সাতদিন পর্যন্ত অন্য কাজ করব না। মালিকদের বলুন— হাল-লাঙল, চাষ-আবাদ বন্ধ রাখুক। ভারী তো কাজ! একটা হাসপাতাল ঘর, একটা ডাক্তারবাবুর ঘর, একখানা হেঁশেল, আর একখানা ফালতু কামরা— এই তো। সাতদিনে সব কাজ 'কমপিলিট' হয়ে যাবে।"

ধনুকধারী টোলীর তনুকলাল একটা সমস্যার কথা তোলে, "কিন্তু ক্ষেতের কাজকম্ম বন্ধ করলে মালিকরা তো মজুরীর পয়সা দেবে না! দু-একদিনের কথা হয়, সে আলাদা। সাত-সাতটা দিন, বিনা মজুরীতে? এটা একটু মুশকিল ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে না?···ততমা আর দোসাদটোলীর কথা আলাদা। ওদের মেয়েছেলেরা আছে, সকাল থেকে দুকুর অব্দি কম্‌লার কাদাজল ছেঁচে দু-একসের গৈঁইচি মাছ ধরে ফেললে, হয়ে গেল। সেরচারেক ধানের ভাগ তো জুটেই যাবে। বাবুদের বাড়ির খোড়ো গাদার ধারের মাটিফাটি চেঁছে, ইঁদুরের গর্ত খুঁড়েও খানিকটা ধান জমা করে ফেলবে। আর-কিছু না হোক, কুঠির জঙ্গল থেকে খামালু উপড়ে নে আসবে। রাউতহাটের হাটে কাটিহার মিলের কুলীগুলো চার আনা সের খামালু এমনি হাতে হাতে তুলে ফেলে। ওদের কথা আলাদা। কিন্তু আর-সকলের তো অসুবিধে আছে।"

হতাশ হয়ে বালদেও জিজ্ঞেস করে, "তবে কী করা যায়?"

তনুকলাল শুধু সমস্যাই খাড়া করে নি। তার সমাধানও আগে থেকে হাজির ছিল। বললে, "উপায় আছে একটা, মালিকরা যদি একবেলার মজুরী দিয়ে দেয় তো কাজ চলে যায়।"

তনুকলালের প্রস্তাবটা বিবেচনা করতে করতে বালদেও মালিক-টোলার দিকে পা বাড়াল। বিশ্বনাথবাবু তো মেনে নেবেন, সিংজীর সম্বন্ধে কিছু বলা মুশকিল। সেপাইটোলার বিরজুসিং কাল বলছিল, "সিংজী হাসপাতালের কোনো ব্যাপারে থাকবে না। বলছে না কি, হাসপাতালের মালিক মোক্তার হল বিশ্বনাথ আর বলদেবা।"

বামুনপাড়ার কাছ থেকে কোনো প্রত্যাশা করাই মিথ্যে। হাসপাতাল খোলার কথা যেদিন কানে গেছে, সেদিন থেকেই ওরা ডাক্তার আর বিলিতি দাওয়াইয়ের নামে নানান কেচ্ছা শুনিয়ে বেড়াচ্ছে। গণৎকার ঠাকুরের বিশ্বাস, ডাক্তাররা রোগ বালাই ছড়ায়, ছুঁচ ফুটিয়ে ফুটিয়ে শরীরে বিষ ঢুকিয়ে দেয়, মানুষ জন্মের শোধ কাহিল হয়ে পড়ে। হৈজার[১] সময় কুয়োর জলে এমন বিষাক্ত দাওয়াই ঢেলে দেয়, যে গাঁ-কে-গাঁ ওলাউঠোয় সাবাড় হয়ে যায়। কালাজ্বরের নাম আগে কেউ কখনো শুনেছিল? পূরবমুলুক কামরূপ কামিচ্ছের হামাম থেকে কালাবোখারের রুগীর রক্ত শিশি বোঝাই করে এনেছে এরাই। আজকাল তাই ঘরে ঘরে কালাজ্বর ছড়িয়ে পড়েছে।···তার চেয়েও বড়ো কথা, বিলিতি দাওয়াইয়ে গোরক্ত মেশানো থাকে।···

ভগমান ভগতের দোকানের কাছে বিশ্বনাথবাবুর সঙ্গে দেখা। তনুকলালের প্রস্তাব শুনেই বিশ্বনাথবাবু তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। "ধানুকটোলীর তনুকলাল? নিজেকে বেজায় কেউকেটা ঠাউরে বসেছে। সকল কথাতেই একটা 'কিন্তু' বসানো চাই, না? আর তোমাকেও বলি বালদেব। তুমিও বাপু একেবারে 'বোম্ ভোলানাথ।' ওকে একবার শুধোলে না কেন, হ্যাঁ রে— হাসপাতাল হলে কি কেবল মালিকদেরই উব্‌গার হবে নাকি?"

১. কলেরা।

ভগমান ভগত সবসময় সুপুরী চিবোয়। যখন কথা বলে তখন মনে হয় কথাগুলোও চিবুচ্ছে। "আরে! এটা তো দশজনের কাজ, এতে তো সকলেরই মিলেমিশে মদত দেওয়া দরকার। না কী হে সীউপ্রসাদ?"

ভগতের দোকানে হামেশাই চার-পাঁচটা লোক বসে থাকে। বিশ্বনাথবাবুর গলা পেয়ে আরো দু-চারজন এসে জোটে। বুড়ো সুমরিত দাসকে লোকে নেলাক্ষেপা ভাবে। কিন্তু সময় সময় সে লাখ টাকার কথা বলে দেয়। যেমন এসেই বলল, "আরে তশীলদার, সোজা কথাটা বুঝছ না কেন। তনুকলাল মোটেই এ-সব নিজের কথা বলছে না, এতে 'কানকশন' রয়েছে যে। একবার ফাঁকায় আসুন-না, বলছি।' দুজনে ভগতের দোকান থেকে খানিক দূরে দাঁড়িয়ে গুজগুজ করতে থাকে। দোকানের বৈঠকীদের একজন খিঁচিয়ে উঠে বলে, "বুড়ো ভাম আর কাকে বলে। কথায় কথায় গুজগুজ ফুসফুস।"

ভগত চোখ টিপে বক্তাকে ইশারা করে— জোরে বোলো না, বালদেও রয়েছে।

সুমরিতদাসের সঙ্গে প্রাইভেট কথার পর তশীলদারের মেজাজ বদলে গেল। এগিয়ে এসে বলল, "আচ্ছা ঠিক আছে বালদেও, তুমি গিয়ে ততমাটোলী আর পোলিয়াটোলীর ওদের বলে দাও যে আমি পঞ্চাশ টাকা মকুব করে দিচ্ছি। সেদিন আফসিয়ার বাবুকে যে ডালা দেওয়া হয়েছে, সে তো তোমার সাক্ষাতেই হয়েছে। বিরিঞ্চিও ছিল।··· তা হলে এখন একবার সেপাইটোলায় যাও। দেখ তারা কী বলে। যে যাই করুক, আমার ধর্ম আমার কাছে।"

বালদেও যখন সিংজীর দোরে হাজির হল, সিংজী তখন ঘোড়ার পিঠে। বোধহয় কাটিহার রওনা হচ্ছেন। যাত্রার সময় বিঘ্ন ঘটানো উচিত নয়, তাই বালদেও চুপ করে রইল। সিংজীর ওখানে পাঁচ-সাতজন বসেছিল। বালদেওকে কেউ বসতেও বলল না। বালদেও সমবেত সকলের উদ্দেশে একসঙ্গে 'জয়হিন্দ' জানাল। শিবশংকর সিংয়ের ছেলে হরগৌরী বালদেওকে বলে—

"বলুন বালদেও লীডার, কী সমাচার ?"

"আপনাদের কৃপায় সব ভালো বাবুসাহেব। আপনি ইস্কুল থেকে কবে এলেন ?" পাশেই একটা খালি মোড়া দেখে বসতে বসতে জিজ্ঞেস করে বালদেও।

"শুনছি আপনার লীডারী নাকি খুব জমেছে ?"

"বাবুসায়েব, গরিব মানুষের কি আর লীডার হওয়া সাজে ? আমি তো আপনাদের সেবক।"

"আপনি তো লীডার হয়ে গেলেন। তা কংগ্রেস অফিসের বাসনমাজা ঘরঝাঁট দেওয়া কে করছে আজকাল।" বলতে বলতে হঠাৎ হরগৌরী একেবারে ফেটে পড়ে। "আরে ভাই, সবাই কাশীবাসী হয়ে গেলে চলবে ? এঁটোপাত চাটার জন্যে অন্ততঃ কেউ কেউ থাকো। জেলে গেছ আর ওমনি জমাহিরলাল হয়ে গেছ। ছিলে কংগ্রেস আপিসের ভোলটিয়ার, আজ বনগাঁয়ে শেয়াল রাজা বনে গিয়ে লীডারী মারতে এসেছ! স্বেচ্ছাসেবক না ঘোড়ার ডিম।"

"বাবুসাহেব মুখ খারাপ করছেন কেন ? আপনি বিদ্‌মান, আমি মুখ্যু। আমার কী কসুর হয়েছে, আমায় বলুন।"

"উঠে যাও এখান থেকে। বেইমান কোথাকার! ডিস্ট্রিক্টবোর্ড থেকে হাসপাতালের মঞ্জুরী হয়েছে, টাকাটা পেয়েছ! সবটা মেরে দিয়ে এখন বেগারের লোক খুঁজে বেড়াচ্ছ, না ? চোর কোথাকার। যাও, উঠে যাও এখান থেকে।"

ক্ষেপে আগুন হয়ে হরগৌরী বালদেবকে ধাক্কা মারবার জন্যে উঠে দাঁড়ায়। আর সবাই 'হাঁ হাঁ' করে তাকে ধরে ফেলে। বালদেও চুপচাপ বসে থাকে। বলে, 'মারুন-না, মারলে যদি আপনার রাগ জুড়োয় তো মারুন!'

শোরগোল শুনে ভিড় জমে গিয়েছিল। হরগৌরীর ছেলেমানুষি কারুর পছন্দ নয়। শিবশংকর সিংও শুনে দুঃখিত হলেন, "ও লীডারীই করুক আর ভোলটিয়ারীই করুক, তোমার এত হিং লেগে গেল কিসে ? তোমার কী ক্ষতি করেছে ?···যাকগে বালদেও, কিছু মনে

কোরো না ভাই, হাসিঠাট্টা ব'লে উড়িয়ে দাও।··· মনে করো তোমার ছোটো ভাই।”

“শিবশংকর মেসো, বাবুসাহেব গালিগালাজ করে মারতে এলেন। কিন্তু আমি কি ভুলেও কখনো একটা মন্দকথা মুখ দিয়ে বার করেছি ? জিজ্ঞেস করুন সবাইকে। মোহাত্‌মাজী বলেছেন···· নিমগাছের ডালে একটা কাক খা-খা করে ওঠে।” হরগৌরী রাগে থর্‌থর্ করে কাঁপছে।···আশ্চর্য লোক বটে এরা। এই সবাই বসে বসে বালদেওয়ের মুণ্ডুপাত করছিল, ঝুড়িঝুড়ি নালিশ করছিল তার নামে, তার লীডারী ঘুচিয়ে দেবার কথা বলছিল— এখনো একঘণ্টা হয় নি। আর এখন তার বাপসুদ্ধু বালদেওকে খোশামোদ করতে লেগেছে। একটা গযলা, করবে লীডারী !

একটা ছোকরা হাঁফাতে হাঁফাতে এসে খবর দিলে, “গয়লাটোলার লোক হঁসেরী[১] নিয়ে আসছে।” আঁ !··· গাঁয়ের উত্তর দিকে একটা হট্টগোল হচ্ছে বটে। খোঁটায় বাঁধা বলদটা একবার সচকিত হয়ে কানখাড়া করে শোনে। গাঁয়ের বাইরে চরছিল যে ছাগলগুলো সেগুলো ভয়ে ভ্যা ভ্যা করতে করতে ছুটে গাঁয়ে চলে আসে। কুকুরগুলো ডাকতে থাকে।···ব্যাপারটা কী ?

“ওরে আমার বাবারে, ওরে গৌরী রে, ভেতরে চলে আয় রে বাপ আমার। গোয়ারটোলীর কালিয়া ক্ষেপে গেছে।” হরগৌরীর মা দমাদম বুকে কিল মারতে মারতে আর ডাক ছেড়ে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসে ছেলেকে টেনে হিঁচড়ে ভেতরবাড়ির উঠোনে নিয়ে যায়। ছেলেপুলেরা কাঁদতে থাকে।

“আরে, ব্যাপারটা কী ?”

“ওরে আমার বল্লমটা দে রে ?”

‘আমার গঙ্গারচানের লাঠিটা কই রে ?”

“তীর বের কর, ধনুক দে।”

“আরে ব্যাপারটা কী রে, কিসের হঁসেরী, কেন হঁসেরী ?”

১. কাজিয়ার দল।

কে কার কথা শোনে! কে কার কথার জবাব দেয়! কার এত ফুরসত! গাঁসুদ্ধু সবাই হট্টগোল করছে। হরগৌরীর মা এবার শিব-শংকর সিংকে অন্দরে ডাকতে থাকে। প্রাণপণে চেঁচায়—"গুয়াব টোলীর রাউদী বুড়ো এসেছে। ওপাড়ার ছেলে-বুড়ো সবাই রব তুলেছে, বলে হরগৌরী নাকি বালদেওকে জুতোর বাড়ি মেরেছে। কুকুরুর বেটা কাল্চরনা মাকালীর 'কিরিয়া' খেয়েছে[১] হরগৌরীর রক্ত খাবে।···ওগো গৌরীর বাপ, তুমি শীগ্যিরি ভেতরে এসো।"

বালদেও ছুটে যায়। বলে, "আহাহা, আপনারা অস্থির হবেন না, আমি দেখছি। অবুঝ লোক সব, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি।"

"একবার বোলিয়ে, প্রেমসে···মহাবীর জী কী জ্যায়!"

সকলে হাঁকার ছাড়ে—"জৈ···জয়···জ্যায়!"

বালদেওকে দেখেই যাদবসেনা খুশি হয়ে জয়-জয়কার করে ওঠে। "বোলিয়ে একবার প্রেমসে···গান্হী মোহাৎমা কী জ্যায়!···জায়··· জায়। এ্যাই, এ্যাই— শান্তী শান্তী! চুপ কর সবাই। বালদেওজী কী বলছেন, শোন!···"

"পিয়ারে ভাইও, আপনারা জে অণ্ডোলন করেছেন সেটা ভালো করেন নি। নিজের কানে হাত না দিয়ে কাগের পেছনে ছোটা ঠিক নয়। আপনারাই বিবেচনা করুন, এটা কি বুঝদার লোকের কাজ হয়েছে। আপনারা হিংসাবাদ করতে যাচ্ছিলেন। এর জন্যে আমাকে অনসন করতে হবে। ভারথমাতাকা, গান্ধীজীকা রাস্তা এ নয়··· ।"

সত্যি সত্যি গিয়ানী আদমী বালদেওজী। অণ্ডোলন, অনসন, আর···আর যেন কী?···হিংসাবাত! কেউ কিছু বুঝলে! গেয়ানের কথা বোঝা সকলের কম্ম নয়।···

"অন্‌সন্‌ করবেন, না কী যেন বললেন?"

'আণ্ট-সাণ্ট?'[২]

১. দিব্বি গেলেছে।

২. আঞ্চলিক ভাষায় এ কথার মানে 'যা খুশি তাই

কালিয়া বুঝিয়ে বলে দেয়— উপোস করবেন বালদেওজী।

কালিয়াকে ডেকে বালদেওজী বলেন—"কালীচরণ, তুমি খুবই বাহাদুর 'লওজোমান'[১]। লেকিন, 'জোস মেঁ হোস' রাখা দরকার[২]। আমি খুশি হয়েছি। কিন্তু উপবাস করব।…

"সত্যি সেদিন যদি বালদেওজী ঠিক সময় ওখানে হাজির না হতেন, তো কালীচরণ এসপার-ওসপার করে ছাড়ত। …আরে হরগোরিয়া কালকের ছোঁড়া। ইসকুলে চারটে গুক্‌খোর পড়েছে —লাটসায়েব হয়ে গেছে। এঁ্যা!"

"আরে কিসের পড়াশুনো! দাড়িগোঁপ বেরিয়ে গ্যাচে, আর এদিকে আমাদের সকলদীপের চেয়ে দু'গেলাস নিচে পড়ে। একদম ফেলিয়ার ছেলে। এ বছরও ফেল মেরেছে। ওর বাপ গিয়েছিল মাস্টারকে ঘুস দিতে। মাস্টার চোখ রাঙিয়ে বলে দিয়েছে— যাও, ভাগো। নইলে তোমাকেও ফেল করে দোব।"

"আরে পড়বে কি! শুনতে পেলুম লালবাগের মেলায় লাল পড়ায় পাস হয়ে গেছে।"

"লাল পড়া?"

কথাব কারিকুরিতে ছলারিয়াকে কেউ হারাতে পারবে না। বলে, "লালপড়া বোঝ না? অ্যাঁ?…হাহা…হিহি…খাখা…খিঃ…! আরে নাল পড়া!'

—ঢাক ঢিন্‌না…ঢাক ঢিন্‌না…!

"চল্‌রে, আখড়ায় ঢোল বেজেছে!"

১. নওজোয়ান—যুবক।

২. উত্তেজনার সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখা দরকার।

চার

সদ্‌গুরু হো! সদ্‌গুরু হো!

মোহন্তমশাই ব্রাহ্মমুহূর্তে ওঠেন। 'হো রামদাস! আসন ত্যাগ কর জী। লছমী কো জাগাও! সদ্‌গুরু হো! এই এক মানুষ, না জাগালে যদি কোনোদিন জাগবে। রামদাস! হো জী রামদাস!'

চোখ ডলতে ডলতে রামদাস ওঠে। বাইরে বেরিয়ে আসে। তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে 'ভুরুকুয়া'[১] দেখে। তারপর রামডাণ্ডী[২] খোঁজে। রাত তো এখন অনেক বাকি! মোহান্ত-সায়েব দেখছি আজ অনেক আগেই উঠে পড়েছেন। মাঘের শীতে বাঘের ভয়। "সরকার, রাত তো এখনো বহুত বাকি।"

'বহুত বাকি তো কী হয়েছে? একদিন না-হয় একটু সকাল সকাল উঠলেই। আর শুয়ো না। ধুনীতে কাঠ ফেলে দাও। কোঠারিনকে জাগিয়ে দাও। সদ্‌গুরু সায়েব সপ্‌নো দিয়েছেন।"

লছমী উঠে পড়ে। উঠে মোহন্ত সায়েবের আসনের কাছে এসে দাঁড়ায়। হাত জোড় করে 'সাহেব বন্দেগী' করে তারপর চোখ রগড়াতে রগড়াতে কুয়োর দিকে চলে যায়।

....লছমীর শিরায় শিরায় এখন সাধু-স্বভাব, আচারবিচার আর নিয়মধরম চারিয়ে গেছে। সদ্‌গুরুর কৃপা আর-কী! আর এই রামদাসটাকে দেখ। গুরু জানেন কবে ওর মতিগতি বদলাবে। সেই ছেলেবেলা থেকে সাধু সঙ্গে বাস, তবুও শোধরাল না, আর কবে শোধরাবে বাবা?...'ভক্তিভাব না জানে ভোঁতু পেট ভরে সে কাম।' তবে হ্যাঁ, দুটোই গুণ আছে। সেবাটা বেশ ভালো মতনই করতে পারে। আর খঞ্জনী বাজানোয় ওর জুড়ি মেলে না। "আরে ও রামদাস!...আবার গিয়ে শুলি? গঙ্গাজলীতে জল ভরে দে।"

---

১. শুকতারা। ২. তিনতারা।

জাগহু সদগুরু সাহেব, সেবক তুমহারে দরস কো আয়াজী
জাগহু সদগুরু সাহেব···।
···ডিম ডিমিক ডিমিক, ডিম ডিমিক ডিমিক।
ভোর ভয়ো ভব ভরম ভয়ানক ভান্নু দেখকর ভাগাজী,
জ্ঞান নয়ন সাহেবকে খুলি গয়ো, থরথর কাঁপত মায়াজী।
জাগহু···।

প্রাতকী[১]র বৈরাগ্য আকুতি মঠের চৌহদ্দী পেরিয়ে মাঘের বেপথু বাতাসে ছড়িয়ে ছড়িয়ে শূন্যে ভেসে বেড়ায়। বুড়ো মোহন্ত প্রথম পদ গান করে। দন্তশূন্য মুখ থেকে শব্দগুলো স্পষ্ট বের হয় না। গলা থরথরিয়ে কাঁপে, সুর বাধা পায়, বেসুরো রাগ বেরোয়। শরীব হাঁপানিতে জর্জর, দম পান না। কিন্তু লছমী সব সামলে নেয়। পাঁচ বছর আগে প্রাতকী গাইবার সময় তার চোখের পাতা ঘুমে অবশ হয়ে আসত। মোহন্ত সায়েবের দ্বিতীয় পদ 'ভোর ভয়ো ভব ভরম' শুনে হাসি চেপে রাখা দায় হত। কিন্তু এখন আর সে-সব হয় না। তার উচ্চারণ মিষ্টি। সুরেলা গলা। তন্ময় হয়ে গাইতে পারে। তার সুরেলা গলার সঙ্গে মোহন্তর বেসুরো আওয়াজ মিল খায় না বটে। তবু সংগীতের নিজস্ব মাধুর্যে কোথাও ছেদ ঘটায় না। সানাইয়ের সঙ্গে যেমন পোঁ ধরার আওয়াজ হয়— মোহন্তর হেঁড়ে গলা তেমনি লছমীর ললিত কোমল সুরলহরীতে ঠেক্‌লো দিয়ে ধরে রাখে।

রামদাসের খঞ্জনীর গমক নিঃশব্দ পারিপার্শ্বিকে তরঙ্গ সৃষ্টি করে। খঞ্জনীর গায়ে লাগানো ছোটো ছোটো ঘুঙুরের ঝুনঝুন। শুনলে মনে হয় যেন কার পোষা হরিণ নাচছে। ডিম ডিমিক। রুন ঝুনুক্‌!

প্রাতকীর পরেই বীজক 'শব্দ'। 'রামুরা ঝিঁ ঝিঁ যন্তর বাজে। করচর্ণা বিহুনা নাচে। রামুরা ঝিঁঝিঁ··'

আর তারপরেই সৎসঙ্গ! রোজ ঠিক এই সময়েই সৎসঙ্গ বসে।

১. প্রভাতী ভজন

প্রাতকী শোনার সঙ্গে সঙ্গে মঠের অন্য সব সাধুসন্ন্যাসী, অতিথি অভ্যাগত থেকে নিয়ে অধিকারী ভাণ্ডারী সবাই জেগে ওঠে। প্রাতকী বা বীজকের সময় কেউ যোগ দিক বা না দিক, সৎসঙ্গে সবাই সম্মিলিত হবেই। এটা অনিবার্য ব্যাপার। মঠের ভাণ্ডারী এই সময় সকলের হাজরে নেয়। সে সময় কেউ অনুপস্থিত থাকলে তার 'চিপ্পী'[১] বন্ধ হয়ে যাবে। সৎসঙ্গকালে মোহান্তজী সাধুগণ এবং শিষ্যবৃন্দকে উপদেশ দেন। প্রশ্নের উত্তর দেন। শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণীর সাহায্যে অজ্ঞান অন্ধকার দূর করে দেন।

সদ্‌গুরু সেবা সত্য করি মানে সত্যবিচার।
সেবক চেলা সত্য মো জো গুরু বচন নিহার॥

আবার সপ্তচক্র পরিচয়!

প্রথম চক্র আধার কহাবে গুদ স্থলকে মাঁহী
দ্বিতীয় চক্র অধিষ্ঠান কহিয়ে লিঙ্গস্থল কে মাঁহী।
তৃতীয় চক্র মণি পূরণ জানো নাভিস্থল···

সৎসঙ্গ শেষ হবার পরে পরেই ভাণ্ডারী উপস্থিত মূর্তিদের মাথা গুনতি করতে শুরু করে দেয়।

"রানীগঞ্জের তিনমূর্তি তো আজ সাতদিন থেকে ধর্ণা দিয়ে পড়ে রয়েছেন। যেতে বলা হয়েছে তো বলছেন বলু সরকারের আজ্ঞা নিয়েছেন। বেলামঠের এক মূর্তির জ্বর হয়েছেন, তা দোকানে তো সাবুরদানার সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে না···।"

কোঠারিন লছমীদাসীর রোজ এই পবিত্র মুহূর্তটা বকাঝকায় নষ্ট করতে খুব খারাপ লাগে। সৎসঙ্গে মনটা এমন পবিত্র হয়ে ওঠে···। কিন্তু কী করবে? মঠের এই নিয়মটা যদি বিন্দুমাত্র শিথিল করা হয় তো আর দেখতে হবে না, সাধু বৈরিগীর দল এক মাসের মধ্যে মঠের ভিটে লাটে উঠিয়ে দেবে। বাইরের সাধুদের জন্যে চারদিনই থাকার নিয়ম, তবে···। "রানীগঞ্জের মূর্তিদের নিজেদেরই বিবেচনা করা উচিত। এখানে তো কুবেরের ভাণ্ডার বসানো নেই···।"

---

১. রেশন।

"লছমী"— মোহন্ত মধ্যস্থতা করেন, "আজকের দিনটা থাকতে দাও। ভাণ্ডারী, আজ যতজন মূর্তি আছেন, সকলকেই বালভোগ[1] আর প্রসাদ[2] সেবা করাও। সব মূর্তিই বসে পড়ুন। আজ সদ্‌গুরু সাহেব স্বপ্ন দিয়েছেন।"

ধুনীতে আবার শুকনো কাঠের ছোটো ছোটো টুকরো পড়তে থাকে। মূর্তিরা ধুনীর চারদিক ঘিরে অর্ধবৃত্তাকারে সারি দিয়ে বসে। লছমীর আসন মোহন্ত সাহেবের আসনের পাশেই লাগে। সবাই উৎসুক নেত্রে মোহন্তর দিকে তাকিয়ে থাকে।

"আজ মধ্যরাত্রে সদ্‌গুরু সাহেবস্বপ্নে আমার আসনের কাছে এসে দাঁড়ান। আমি তাড়াতাড়ি উঠে সাহেব বন্দেগী করলাম। আমাকে 'দয়াভাব' দেখিয়ে সাহেব বললেন— সেবাদাস, তুমি নেত্রহীন হলেও তোমার অন্তরনেত্রের জ্যোতি বড়ই বিলক্ষণ। আমি ভেক বদলে এসেছি, তবুও আমাকে চিনেছিস ? তোমার জ্ঞাননেত্রে দিব্যজ্যোতি রয়েছে। তা তোমার গ্রামে পরমার্থের কাজ হচ্ছে তার খবর রাখো না ? গান্ধী তো আমারই ভক্ত। গান্ধী এই গাঁয়ে ইসপিতাল খুলে পরমার্থের কাজ করছে। তুমি সারা গাঁয়ে একটা ভাণ্ডারা দিয়ে দাও। এই বলে সাহেব অন্তর্ধেয়ান হয়ে গেলেন। আমার নিদ্রাভঙ্গ হল। সদ্‌গুরুব বিরহে আমার চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠল। বিরহ অগিন তন কৈসে বুঝে, গৃহবন অন্ধকার নহী সুঝে। তারপর, সদ্‌গুরুর আজ্ঞা শব্দ বিচার ক'রে চিত্তকে শান্ত করলাম।"

মোহন্তর স্বপ্নের কথা সারা গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়তে দেরি হল না। বালদেও হরগৌরী সংবাদ আর যাদবসেনার আকস্মিক আক্রমণ গ্রামের দলাদলিতে একটা নতুন জোয়ার এনে দিয়েছিল। গণকঠাকুর জোতখীজীর (জ্যোতিষী জী) অভিমত হল— যাদবরা আজকাল কথায় কথায় বড় লাঠিভল্লা দেখাচ্ছে। রাজপুতদের ডুবে মরা উচিত। ফৌজদারীতে এত্তেলা দিয়ে ওদের নাকখত দিইয়ে মুচলেকা লিখিয়ে নেওয়া কর্তব্য। কিন্তু থানা-ফৌজদারীতে সিংজীর বড় ভয়। কথায়

১. জলযোগ। ২. ভাত।

কথায় গালাগাল খাও, আর প্রতিপদে ভেট দাও, ডালা চড়াও। তা ছাড়া আইন-আদালতের শরণ নেওয়া মানে তো নিজেদের দুর্বলতা জাহির করা। তার চেয়ে সময় আসুক। শোধ নেওয়া যাবে'খন। খালি যাদবদের কথা হলে তো কোনো ভাবনাই ছিল না, এতে যে কায়স্থরাও জড়িয়ে রয়েছে। কায়েত মরে গিয়েও ফাঁসিয়ে দেয়। তা ছাড়া, বজ্জাতিটা করেছে হরগৌরীই। আমার দোরে বসে কাউকে উঠে যেতে বলা, আমার দরজায় দাঁড়িয়ে একজনকে মারতে যাওয়া— এ-সব তো ভালো কথা নয়।

যাদবটোলীতে এখন দুপুর থেকেই ঢোল বাজতে থাকে— ঢাকঢিন্না ঢাকঢিন্না। শোভন মুচিকে একটা নতুন গামছা আর একটা নতুন গেঞ্জী দেওয়া হয়েছে। কালীথানের বটগাছের কাছে গোরুমোষ বাথানে দিয়ে কুস্তি লড়ে যাদবসন্তান। বালদেওজীর অন্‌সনের দিন খেলাওন যাদবের বাড়ি কীর্তন হয়েছিল। বালদেওজীর শেখানো স্বরাজী[১] কীর্তন 'ধন ধন গাঁধীজী মহারাজ, এ্যায়সা চরখা চালানে বালে।' কীর্তনের শেষে বালদেওজী ভৈঁসের কাঁচা দুধ পান করে ব্রত উদ্‌যাপন করেন। বললেন, এবার 'হিন্সাবাত' করলে তিনি আবার অন্‌সন্ করবেন এবং এবার দুদিন ধরে উপোস চলবে! সুরাজী কীর্তনটা লহমনের বেটা সুনরা খুব জমিয়ে করতে পারে। আবার যেদিন বালদেওজী উপবাস করবেন, সেদিন শুনো! এখন আরো শিখছে।···সেপাইটোলাতে তো আজকাল দিনের বেলাই পেঁচা ডাকে। তশীলদার বলছিলেন—রাজপুতদের মুখ চুন হয়ে গেছে। কালীচরণ বড়ো বাহাদুর ছেলে। রাজপুতদের হলদীবোলা[২] দিয়ে দিয়েছে।

ইসপিতালের সব কখানা ঘরই তৈরি হয়ে গেছে। সেরেফ্ মাটি লেপা বাকি। বিরসা মাঝি বলেছে— সাঁওতালটোলীর সব মেয়েরা এসে আজই মাটি লেপে দেবে। মাটি লেপায় সাঁওতাল মেয়েদের জুড়ি নেই! পাকা বাড়ি হার মেনে যায়! আসছে শনিবার ডাগ্‌ডর

স্বরাজী—স্বদেশী। ২. কুস্তিতে চিত করে ফেলা

বাবু আসবেন। বালদেওজী ডিস্টিবোর্ট থেকে সব জিনিসপত্তর নিয়ে এসেছেন। ভৈঁসচরমনবাবু বালদেওজীকে দিয়ে দস্তখত করিয়ে নিয়েছেন। ভৈঁসচরমণবাবু নিশ্চয়ই যাদব জাতের লোক। অন্য জাতের মধ্যে এমন নাম কেমন করে হবে— ভৈঁসচরমণবাবু![১] তশীলদারের ওখানে গিয়ে দেখ—চিয়ার, বিরিঞ্চি (বেন্‌চি), বড় বড় বাস্‌কোয় বোঝাই দাওয়াই, বাল্‌টি, লোটা, কেঠো। রাউতহাটের মেলায় যেমন 'পানি কা কল' গাড়া হয়, ঠিক তেমনি জলের কল বসানো হবে।

সনিচ্চরের (শনিবার) দিনই মোহন্ত সায়েবের ভাণ্ডারা— পুরী আর জিলেবীর ভোজ। গাঁ-সুদ্ধ মেয়েমদ্দ বুড়োবাচ্চা আমীর-গরিব সবাইকে মোহন্ত সায়েব ভোজ খাওয়াবেন। স্বপ্নে আদেশ হয়েছে। যাদবটোলীর কিসন্নু বলে, "অন্ধা মহন্থ তার পাপের প্রচ্ছিত করছে। বাবাজী হয়ে যে রখেলিন (রক্ষিতা) রাখে সে আবার বাবাজী! ওপরে বাবাজী, ভেতরে ধোঁকাবাজি! কী বলছ? রাখালিনী নয়, দাসী? ওসব আর কাউকে শিখিয়ো। পাঁচ বছর মঠে চাকরি করে এসেছি। মঠের কথা আমার চেয়ে বেশি আর কে জানবে? আর কেউ দেখুক না-দেখুক, ওপরে পরমেশ্বর তো আছেন? মহন্থ যখন লছমীকে মঠে আনে তখন লছমী ছিল অবোধ একটা মেয়েছেলে, বোকাসোকা। একটাই কাপড় পরত তখন। একটা বাচ্চা মেয়ে, আর পঞ্চাশ বছরের বুড়ো শকুন! রোজ রাত্তিরে লছমীর কান্না শোনা যেত। আহা সেকি কান্না, শুনলে পাষাণ গলে যায়। আমার তো ঘুম আসত না মোটে। রাত থাকতে উঠে মোষটোষ খুলে নিয়ে চরাতে চলে যেতুম। রোজ সকালে লছমী দুধ নিতে বাথানে আসত, তার চোখ কদম ফুলের মতন ফুলে থাকত। রাত্তিরে কান্নার কারণ জিগ্যেস করলে চুপ করে থাকত, চুকচুক করে মুখের দিকে তাকাত— ঠিক মা-মরা বাছুরের মতন···। আর তেমনি চণ্ডাল ঐ

১. ভৈঁস—মহিষ। মোষ চরানোর সঙ্গে 'ভাইস চেয়ারম্যান' কথাটার সাদৃশ্য পায় স্থানীয় গোপবংশীয়েরা।

রামদাসোয়া। ও শালাও ঠিক অন্ধ হয়ে যাবে দেখিস তোরা।··· মহন্থ একবার চারদিনের জন্যে পুরৈনিয়া গেল। ভাবলুম যাক, চারটে রাত মেয়েটা একটু শান্তিতে ঘুমোতে পারবে। লে বলৈয়া। বাঘের মুখ থেকে ছাড়া পেল তো বেড়ালের মুখে। এরপর লছমী এমন অসুখে পড়ল যে মরতে মরতে বেঁচে উঠল। পাপ কখনো চাপা থাকে গো? রামদাসটাকে মিরগীতে ধরেছে। মহন্থ সেবাদাস কানা সুরদাস হয়ে গেছে। একদম চৌপট!···আমার তিন বছরের দরমাহা[১] বাকি ফেলেছে বেটারা। ভাণ্ডারা মারছে! সাধু না আমার ইয়ে—।”

মোহন্ত সেবাদাস এ এলাকায় বেশ জ্ঞানী সাধু হিসেবে পরিচিত—সকল শাস্ত্র-পুরাণের পণ্ডিত। মঠে গিয়ে লোকে খিদেতেষ্টা ভুলে যেত। মঠ বড়ই পবিত্র জায়গা বলে বিবেচিত হত। কিন্তু সেবাদাসী নিয়ে আসার পর থেকে মোহন্ত সম্পর্কে সকলের ধারণা বদলে গেল। বসুমতিয়া মঠের মোহন্তর সঙ্গে এই ‘দাসিন’-কে নিয়ে কত ঝগড়া বিবাদ মকদ্দমা পর্যন্ত হয়ে গেল। বসুমতিয়ার মোহন্ত বলত, লছমীদাসীর বাপ ছিল আমার গুরুভাই, কাজেই তার বাপের মৃত্যুর পর তার ওপর আমারই হক্। আর সেবাদাসের যুক্তি হল—লছমীর বাপ যে-মঠের সেবক ছিল, সেটা মেরীগঞ্জ মঠের অধীনে, কাজেই লছমীর ওপর অধিকার আমার। শেষ পর্যন্ত আইনের মারফত লছমী সেবাদাসের বলে সাব্যস্ত হল। সেবাদাসের উকিল সায়েব বুঝিয়ে বলেছিল — মোহন্ত সায়েব। মেয়েটাকে লেখাপড়া শিখিয়ে এর বিয়ে দিয়ে দেবেন। মোহন্ত সায়েবও উকিল সায়েবকে কথা দেন— উকিল সায়েব কিছু ভাবেন না, লছমী আমার মেয়ের মতন থাকবে। কিন্তু, মানুষের মতি কতরকম হয়। মঠে নিয়ে পুরেই বেচারী কিশোরী মেয়েটাকে নিজের সেবাদাসী বানাল। এখন লছমী জোয়ান হয়েছে। কিন্তু ও যুবতী হবার আগেই মোহন্তর চোখ নষ্ট হয়ে গেছে। কে জানে, লছমীর যৌবন দেখলে

---

১. মাইনে।

মোহন্তর কী হাল হত। আজকাল আর অনেকেই মোহন্তকে পেন্নাম -টেন্নাম করে না।··· ধর্মভ্রষ্ট লোক। বকধার্মিক ব্রহ্মচারী তো নয়, ব্যভিচারী।

পুরী জিলিপি আর দইচিনির ভাণ্ডারার ঘোষণা হবার পর থেকে জনমত আবার একটু বদলাচ্ছে। ···হাজার হোক, সাধু ব'লে কথা। এত বড়ো ভোজ আজ পর্যন্ত কটা লোক দিয়েছে বলো। তশীলদার তার বাপের শ্রাদ্ধে জাতের লোক জ্ঞাতিগুষ্টিকে খাওয়াল ভাত, আর ভিন্ন জাতের লোকদের দই চিঁড়ে। সিংজী তার শাশুড়ির শ্রাদ্ধে নিজের জাতের লোককে পুরী মেঠাই খাওয়াল, আর অন্য জাতের লোককে খাওয়াল দই চিঁড়ে। খেলাওনের বাড়ি, গেল বছর মায়ের কাজের সময় ভোজ যা হয়েছিল, সে তো সবাই দেখেছে। তা ছাড়া গাঁ-সুদ্ধ মেয়েমরদ ছেলেবুড়োকে কে কবে ভোজ খাইয়েছে, বলো তো? চিনি পাওয়াই যায় না। ভগমান ভগত বলেছে— এক বোরা চিনির দাম এক নম্বরী[১]। চারমণ চিনি—দু নম্বরী।

তন্ত্রিমা গেহলোত আর পোলিয়াটোলীর অধিকাংশ লোকই জীবনে কোনোদিন পুরীজিলিপির স্বাদ পায় নি। বিরিঞ্চি একবার রাজবাড়ির হয়ে সাক্ষী দিতে কাছারি গিয়েছিল। তাইতে তশীলদার তাকে পুরী জিলেবী খাইয়েছিল। তা কীভাবে যেন গাঁয়ে কথাটা রটে গেল যে বিরঞ্চি তশীলদারের এঁঠো খেয়েছে।···পৈতে দেবার জন্যে জাতির পণ্ডিতজী এসেছিলেন। বিরিঞ্চিকে মাথার ওপর সাত ঘণ্টা ধরে 'খৈলা সুপাড়ী' রাখার সাজা দেওয়া হল—পাঁচটা সুপুরির ওপর এক কলসী জল! যদি এক চুল কলসী নড়ে, এক ফোঁটা জল যদি পড়ে, তা হলে ওপর থেকে ঝাঁটার বাড়ি মারা হবে। তশীলদার সায়েব আর কী করবেন। জাতি বিরাদরীর বিষয়, এতে তো তাঁর কিছু বলবার জো নেই! শেষ পর্যন্ত পাঁচ টাকা জরিমানা আর জাতের পুরোহিতকে এক জোড়া ধুতি দিয়ে তবে বিরিঞ্চি তার হুঁকো-নাপিত খোলায়। ···পুরী জিলিপির স্বাদ অবিশ্যি তার মনে নেই।

---

১. একশো টাকার নোট।

"জীবনদাস !"

"বালদেওজী এসেছেন। বনগী বালদেব বাবু !"

"বনেগী নয়, জয়হিন্দ বলো, জয়হিন্দ। · হ্যাঁ শোন হে, এ-পাড়ায় কতজন লোক একটা হিসেব করে বলো দিকি। মেয়ে-পুরুষ, বাচ্চাদেরও ধোরো। কী হল ? গুনতে জান না ? বিরিঞ্চি কোথায় গেল ?"

বালদেওজী ঘরে ঘরে গিয়ে আদমসুমারী করছেন। বড়ই ঝঞ্ঝাটের কাজ। এক পোলিয়াটোলীতেই সাতকুড়ি চার···চারকুড়ি ততমাটোলীতে পুরো পাঁচ কুড়ি ; দোসাদটোলীতে দু কুড়ি, কোয়রীটোলায় ছ কুড়ি তিন। যাদবটোলীর হিসেব করছে কালীচরণ। সেপাইটোলীর লোকে আবার এর মধ্যেও একটা ছিদ্র বার করে বাগড়া দেবার চেষ্টা করবে কিনা, ভগবান জানেন। বিচিত্র কী ! বামুনপাড়া তো পষ্টাপষ্টি 'না' করে দিয়েছে। যদি বামুনদের জন্যে আলাদা বন্দোবস্ত না করা হয় তো তারা 'সরব সংঘটনে' খাবে না। আর বামুনভোজনই যদি না হল তো ভোজ কিসের ! মোহন্তজীকে বলতে হবে। কজনই বা বামুন আছে, কুড়িয়ে বাড়িয়ে দশ ঘর।

সব শুনে মোহন্তসায়েব বলেন, "সদ্‌গুরু হে ! সদ্‌গুরু হে ! যাও ভাই বালদেও বাবু, বামুনদের আলাদা ব্যবস্থা করে দাও ! করলেই বা ক্ষতি কী ! না-হয় ওদের জন্যে মঠেই ব্যবস্থা করো।"

এমন সময় লছমী দাসী এসে খবর দেয়, "সেপাইটোলার লোকেরাও খাবে না। হীবরন সিংয়ের ছেলে এসে বলে গেছে, গোয়ালাদের সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে বসে খাবে না। আমাদের গাঁয়ে আটা ঘি চিনি আলাদা দিয়ে দেওয়া হোক, আমরা আলাদা বানিয়ে নেব।"

"সদ্‌গুরু হে ! এ তো আচ্ছা বখেড়া হল রে বাবা। এবার যাদবরা বলবে ধানুকদের সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে খাব না।"

"হিববরণ সিংয়ের বেটা তো আরো বলে গেছে, যে বালদেও যদি কর্তা থাকে তা হলে মোহন্ত সাহেবের ভাণ্ডারা ভণ্ডুল হবে।"

"গুরু হে! গুরু হে!"

"তা হলে মোহন্ত সায়েব, আমি থাকায় যদি লোক বিরোধ করে, তো আমি খুশি হয়েই—"

"বাঃ বাঃ, এটা একটা কথা হল! মোহন্ত সাহেব, এই আমি বলে দিলুম, বালদেওজী ছাড়া যদি আর কাউকে ভার দেওয়া হয়, তা হলে জেনে রাখুন ভাণ্ডারার বারোটা বেজে যাবে। আমি এ গ্রামের জনা জাতিকে চিনি।"—লছমী বলে।

এই প্রথম বালদেও লছমীর দিকে মাথা তুলে দেখার সাহস করল। চোখ তুলতেই লছমীর বড় বড় চোখের অতলে সে দিশেহারা হয়ে গেল। লছমীর তুটি চোখে হারিয়ে গিয়ে মিশে গেল বোধ হয় বালদেও।

পাঁচ

মঠে গ্রামের সব মোড়লদের পঞ্চায়েত বসেছে। বালদেওজী আজ আবার 'ভাসন' দেবার সুযোগ পেয়েছেন। তবে কিনা গ্রামের পঞ্চায়েতও যা, আর পুরৈনিয়া কাছারির রামু মুদীর দোকানও তা। সবাই নিজের কথা সাত কাহন। সবাই আগে বলবে। সবাই এক-সঙ্গে বলবে। কথায় কথা বেড়ে চলে। কথার ঘূর্নিতে আসল বৃত্তান্ত ধামাচাপা পড়ে যায়। কাজের কথা কিছুতেই হয় না। সিংজী চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছেন—"সেদিন আমি বাড়িতে থাকলে রক্ত-গঙ্গা বয়ে যেত।" কালীচরণ চুপ করে থাকবার বান্দা নয়। বলে "বা রে, বাড়ির দোরে কোনো ভদ্দর লোককে বেইজ্জত করা কি একটা 'ইনসান' আদমীর কাজ হল?" তশীলদার সাহেব বলেন, "হাসপাতাল তো সকলেরই ভালোর জন্যে হচ্ছে। এতে কি কেবল আমারই লাভ

হবে ? ওবরসিয়র বাবু বলে গেছলেন যে তশীলদার সাহেব একটু মদদ দেবেন। আমি তো নিজে যেচে পড়ে মুড়ুলী করতে যাই নি। তুমিই বলো-নাখিলাওন ভাই !" বুড়ো জোতখীজী ভবিষ্যদ্বাণী করেন, "কেউ মানুক না মানুক, এই আমি বলে দিলুম, এগাঁয়ে একদিন চিল শকুন উড়বে। লক্ষণ ভালো নয়। গ্রামের গ্রহ-বৈগুণ্য হয়েছে। একদিন এ গ্রামে খুন হবে খুন ! পুলিস দারোগা ঘুরে বেড়াবে পাড়ায় পাড়ায় অলিগলিতে। আর এই যে হাসপাতাল ! এখন তো কেউ বুঝবে না ! বুঝবে, যেদিন কুঁয়োর মধ্যে দাওয়াই ফেলে দিয়ে ওলাউঠো ছড়াবে, সেদিন। শিব হো ! শিব হো।"

বালদেও ভাষণ দেবে বলে উঠি উঠি করছে এমন সময় লছমী জোড় হাতে উঠে দাঁড়ায়, "পঞ্চ পরমেশ্বর।"

যেন বিজলী বাতি জ্বলে উঠল। চারিদিকে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। সাদা মলমলের সাড়ির আঁচল গলায় দিয়ে হাত জোড় করে দাঁড়াল লছমী। বলল, "পঞ্চ পরমেশ্বর।"

'লছমী, মোহন্ত সায়েব শূন্যে হাত বাড়িয়ে হাঁকুপাকু করতে করতে বলেন, "লছমী, তুমি চুপ করো।"

লছমী সে কথায় কর্ণপাত করে না। বলে চলে, "জোতখীজী ঠিকই বলেছেন। গ্রামের গ্রহ শুভ নয়। যেখানে তুচ্ছ কথা নিয়ে এই রকম ঝগড়া হয়, যেখানে নিজেদের মধ্যে মিলমিশ নেই, সেখানে যে কোনো অমঙ্গল ঘটবে এটা বড়ো কথা নয়। গাঁয়ের মুখিয়ারাই এ সবের জন্যে বড়ো দোষী। সদ্‌গুরু সাহেব বলে গেছেন, "জঁহা মেল তাঁহা সরগ হৈ।" মানুষ-জন্ম বার বার হয় না। মানুষ-জন্ম পেয়েও আমরা পরমার্থের বদলে সোয়ার্থ দেখতে থাকলে তার চেয়ে বড় পাপ আর কী হতে পারে ? পরমার্থের কাজে যে 'বিঘিন' ঘটায় সে মানুষ নয়।'. আপনারা তো শাস্তর পুরাণ পড়েছেন। যজ্ঞ-ভঙ্গকারীদের পুরাণে কী বলেছে তা তো জানেনই। আমার বলবার কথা হল, সবাই ভেদভাব ত্যাগ করে এক হয়ে পরমার্থের সহযোগ দিন। আপনারা তো জানেনই—'পরমার্থ কারজ দেহ ধর, য়হ মানুষ একারথ জায়।' ব্যস আর-কিছু বলবার নেই আমার। জোড় হাতে

পঞ্চ পরমেশ্বরের কাছে বিনৈ[১] জানাচ্ছি ঝগড়া তেয়াগকর মেল্ বাড়ান। সদ্গুরু সায়েব গ্রামের মঙ্গল করবেন। তারপর আপনাদের যেমন মরজি।"

লছমী বসে পড়ে। তার মুখ থমথম করছে, লাল। কপালের ওপর ঘামের ফোঁটাগুলো মুক্তোর মতন ঝকমক করছে।

পঞ্চায়েতমণ্ডপ নিঃশব্দ। যেন কেউ জাদু করেছে। বালদেওজীর ভাষণ দেবার উৎসাহে কিছুটা ভাঁটা পড়েছে। সে দোহা কবিতা জানে না, শাস্তর পুরাণও পড়ে নি। জেলে চৌধুরীজী তাকে পড়াতেন। তিসরা ভাগে—'ভারী বোঝ্ নমক কা লেকর এক গধা দুখ পাতা থা' অর্থাৎ এক গাধা লবণের গুরুভার বহন করে বড়ই কষ্ট পাচ্ছিল—পড়তে পড়তেই চৌধুরীজী বদলী হয়ে গেলেন। সেদিন থেকেই তার পড়াশুনো বন্ধ। কিন্তু···'ভাষণ, আজ তাকে দিতেই হবে। একবার লছমীর দিকে চোখ পড়তেই যেন নেশার ঘোর লেগে গেল। উঠে দাঁড়াল বালদেও, "পিয়ারে ভাইয়ো!"

"বোলিয়ে একবার প্রেমসে....গনধী মহাতমা কী জৈ!" যাদব-টোলীর যুবসমাজ ধ্বনি করে উঠল।

"পিয়ারে ভাইয়ো! কোঠারিন সাহেব যে-সমস্ত কথা বললেন, সবই ঠিক বলেছেন। কিন্তু সবচেয়ে বড় দোষী আমি। আমার জন্য এ গাঁয়ে লড়াই ঝগড়া হচ্ছে। আমি তো সকলেরই সেবক। আমি বিদ্মান নই, শাস্তর পুরাণ পড়ি নি। গরিব মানুষ মুর্খ আদমী। মগর মোহতমা জীব পরতাপে, ভারথমাতাকে পরতাপ সে, মনে সেবা ভাবের জন্ম হয়েছে। আমি সেবকের বরত্ নিয়েছি। আপনারা তো জানেনই, জয়মঙ্গল বাবু, যিনি মেনিস্টার হয়েছেন, তিনি নিজের নামটাও সই করতে পারেন না। উনি খুব ছোটো জাতের মানুষ। উনিও গরিব আদমী, মুরখ ছিলেন। কিন্তু মনে সেবাভাও ছিল আর মোহৎমাজী তাঁকে মেনিস্টার হবার জন্যে বেছে নিয়েছেন। মোহৎমাজী কহিন হেঁ—'বৈষ্ণব জন তো উসকো কহতা হ্যায়, জো পীরপরাঈ

---

১. প্রার্থনা।

জানতো হ্যায় রে!' মোমেণ্ট মেঁ যখন গোরা মেলেটারী আমাকে ধরল, তো মারতে মারতে বেহোঁস করে দিল। জল চাইলাম তো মুখে পেশাব করে দিত...''

বালদেওজীর 'ভাষণ', শুরু হতেই পঞ্চায়েতে ফের কানাকানি শুরু হয়ে গিয়েছিল। রাজপুতটোলীর লোকেরা বেশ জোরেজোরেই কথা-বার্তা চালিয়েছিল। বালদেওয়ের ভাষণের এই রোমহর্ষক অংশটা খানিকটা প্রভাব বিস্তার করল। মুখে পেচ্ছাব করে দেবার কথাটা শুনেই পঞ্চায়েত আবার নিঃশব্দ হয়ে গেল। বালদেও চট্ করে গায়ের কামিজটা খুলে ফেলল। চারিদিকে ঘুরে খোলা পিঠ দেখাতে দেখাতে সে তার ভাষণ চালিয়ে গেল। "আপনাদের বিশ্বাস না হলে স্বচক্ষে দেখতে পারেন।"

"আরে বাপ! চিতাবাঘের মতন হয়ে গেছে দেহটা।...ধন্ন হো!" ধন্য ধন্য পড়ে যায়।

"দেখুন আপনারা", যাদবটোলীর এক যুবক হেঁকে ওঠে—"আমরা একবার গান্ধীজীর জয়ধ্বনি দিলে তো আপনাদের কানে লাল লঙ্কার গুড়ো পড়ে যায়। একবার দেখুন!'

'আরে ভাই, এসব মোহৎমাজীর পরতাপ। যে সে কি সইতে পারে? 'জব গুড় গঞ্জন সহে তো মিসরী নাম ধরায়ে"।[১]

'লেকিন পিয়ারে ভাইয়ো, আমি ভারথমাতার নাম, মহাতমাজীর নাম নেওয়া বন্ধ করি নি। তখন মলেটারী আমার নখের মধ্যে ছুঁচ ফুটিয়ে দিল। তাতেও আমি টুঁ শব্দ করি নি। তখন হেরে গিয়ে জেলখানায় পুরে দিল। আপনারা তো জানেনই সুরাজীরা জেহল্‌কে কী মনে করে—'জেহল নহী সসুরাল ইয়ার হম বিহা করন্ জায়েঙ্গে।'[২] জেলে ইংরেজ সরকার আমাদের নানারকম পীড়ন করেছে। ভাতে পোকা মিলিয়ে দিয়েছে, ঘাসপাতা দিয়ে তরকারী রেঁধে দিয়েছে। ব্যস্, আমরাও অনসন্ শুরু করে দিলাম। পিয়ারে ভাইয়ো, পাঁচদিন

১. 'বহুগঞ্জনায় ভূঞ্জিত গুড়ই কালে শুভ্রমিছরী হয়ে ওঠে

২. 'জেল নয় দোস্ত শ্বশুরবাড়ি, চল্ বিয়ে করতে যাই।'

একদম নিরজলা অনসন্। উস্‌কে বাদ কলক্‌টর, ইস্পি, জজ সবাই এল। দাবী পূরণ করে দিল। দুধ হালুয়া খেতে দিল। আমরা বলে দিলাম— দুধ-হালুয়া নিজেদের ছেলেপুলেকে খাওয়াও গে। আমাদের বঢ়িয়া চালের ভাত দাও। তাই বলছি পেয়ারা ভায়েরা আমার। সেবাবর্ত যখন নিয়েছি, সে তো ছাড়তে পারি না।…'অন্ধী হোকর পুলিস চালাবে পর ডনড়োঁকা পরিওয়াহ নহী।' (মদান্ধ হয়ে পুলিস লাঠি চালায় চালাক-না, লাঠিডাণ্ডার পরোয়া করি না।) আপনারা আপনাদের গাঁয়ে আমাকে সেবা করতে না দেন, আমি চন্নপটী চলে যাব। সেখানে আস্‌রম আছে। ঘরে ঘরে চরখা চলে, তাঁত চলে। ঘরে ঘরে মেয়েমরদ পড়াশুনো করে। মোহৎমাজী, জমাহিরলাল, রাজিন্নর বাবু, আরো সব বড় বড় লীডার বছরে একবার করে নিশ্চয়ই আসেন। চৌধুরীজী আমায় বারবার করে খবর পাঠাচ্ছেন— বালদেও নিজের গ্রামে চলে এস। আমি বলি, চৌধুরীজী আপনি আমার গুরু, আপনার কথা আমি ফেলতে পারি না। কিন্তু আমার গ্রাম তো উন্নতি করেই ফেলেছে। যে গ্রাম এখনো উন্নতি করে নি, সেই গ্রামেই আমি সেবা করব।…আমি মেরীগঞ্জকে চন্নপটীর মতন বানাতে চাই। আমি নিজের হাতে গাঁয়ের রাস্তায় ঝাড়ু লাগাব, ময়লা সাফ করব। আমাদের সব করার ওব্যেস আছে। মহৎমাজী নিজে হাতে ময়লা সাফ করতেন। যেখানে সাফ-সাফাই হয়, সেখানের মানুষও সাফ থাকে। মন পরিষ্কার থাকে। সাহেবলোগদের দেখুন-না, ওদের দেশের গাছবিরিছও সাফ থাকে। কুঠির বাগিচায় কলস্‌টারের গাছ দেখুন, একেবার বগের মতন ধপ্‌-ধপে। তবে, আপনারা যদি আমায় না চান আমি চলে যাব। আপনাদের যদি বিশ্বাস না হয়, যে পড়তে জানেন, এই চিঠিটা পড়ে দেখুন এতে কী লেখা আছে। টৈপমেঁ ছাপী করা লেখা। দু'বছর আগের চিঠি।"

কে পড়বে! দৈববশে ইসকুলের ইংরেজী পোড়োরাও সবাই এখন বাড়িতেই হাজির রয়েছে। কই হে নাও, পড়ো না হে একজন। খেলাওন তার ছেলে সকলদীপকে ডেকে বলে— "যাও পড়ে দিয়ে

এসো।" কিন্তু দেখা গেল ছেলেটা বড় লাজুক। 'হরগৌরী, পড়ে দাও তো!"

শেষ পর্যন্ত পাসোয়ালটোলার রামচন্দরের ভাইপো মেওয়ালাল উঠে দাঁড়ায়, বালদেওয়ের হাত থেকে চিঠি নিয়ে পড়তে থাকে।

'একটু জোরে পড়ো। গলা সাফ করে নাও। থরথর করে কাঁপছ কেন?'

"বালদেও সিংজী সমীপেষু। মহাশয়! আপনার অবগতির জন্য জানাই যে, কস্তুরবা স্মারকনিধির এক অস্থায়ী কমিটি গঠন করার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসকর্মীদের এক বিশেষ বৈঠক ৮।১২।৪৫ তারিখে পূর্ণিয়া ধর্মশালায় অনুষ্ঠিত হবে। বৈঠকে বিহারের ভূতপূর্ব প্রীমিয়র মহোদয়ও উপস্থিত থাকবেন। এই গুরত্বপূর্ণ সভায় আপনার উপস্থিতি একান্ত আবশ্যক।— ভবদীয়, বিশ্বনাথ চৌধুরী।"

অর্থটাও বুঝিয়ে দাও মেওয়ালাল।···আরে না না, অর্থ কী বোঝাবে! 'টৈপ মেঁ' ছাপা চিঠির অর্থ বোঝাবে? চৌধুরীজী হেন ব্যক্তিও বালদেওজীর মত না নিয়ে কিছু করেন না। এ গ্রামের ভাগ্যি যে বালদেওজীর মতন রত্ন এখানে এসে বাস করছেন। এবার এ গ্রামও শুধরে যাবে নিশ্চয়ই।···শোনো, শোনো সিংজী কী বলছেন।

"বালদেও। তুমি এখান থেকে চলে গেলে এই মেরীগঞ্জ গাঁয়ের দুরভাগ্য হবে, সরমকী বাৎ হবে। গাঁয়ে তো লড়াই ঝগড়া লেগেই থাকে। হাঁড়ি-কলসি এক জায়গায় থাকলে ঠোকাঠুকি তো লাগবেই। তোমাদের কাজই হল গ্রামে মিলমিশ বাড়িয়ে গ্রামের উন্নতি করা। এতে যে বাধা দেয়, সে অধার্মিক। তোমরা হলে দেশের সেবক। খল কুটিল মানুষদের সুমার্গে চালানোর কাজ তোমাদের। গোঁসাইজী রামৈনে আগে খল কুটিলদের বন্দনা করেছেন। তুমি গ্রাম ছেড়ে চলে যেয়ো না। তশীলদার আর আমি তো দাদা আর ভাই। ছেলেবেলা থেকে খেলাধুলো ক'রে একসঙ্গে বড়ো হয়েছি। লড়াই ঝগড়া হয়, আবার মিলেমিশে থাকি। আরে আওজী তশীলদার ভাই। লোকে তো আমাদের খানদানের বদনাম করেই থাকে যে কায়েত আর রাজপুতে মিলে রানী চম্পাবতীর ইস্টেটটাই ফুঁকে

দিয়েছে। তা এসো আমরা আরো একবার মিলে যাই।” লম্বা-চওড়া বক্তিমে শেষ করে সিংজী পঞ্চায়েতে সমবেত লোকের দিকে তাকান।

পঞ্চায়েতে তুমুল হাস্যধ্বনি ওঠে। সবাই হেসে লুটোপুটি খেতে থাকে।··· একদম 'বোম্ ভোলানাথ' মানুষ সিংজী! মনে কোন সাতপাঁচ রাখে না। একেবারে সাদা মনের মানুষ।

সিংজী তশীলদারের হাত ধরে তোলেন। দুজনে গলাগলি করেন। “বোলিয়ে একবার প্রেমসে···গন্হী মহৎমাকী জৈ!”

“জ্যায়! জ্যায়!”

এবার তবে ভাণ্ডারাটা জমেই গেল। দুদিন থেকে মানুষের মনে উদ্‌বেগের সীমা ছিল না। এই বুঝি পুরী জিলিপির পাতটা ফস্‌কে গেল!···যাক। ভাণ্ডারার দিন কীর্তন হবে, নাচ হবে।···অগমু চৌকীদার কী বলছিল যেন যে, মহাৎমাজীর ঝাণ্ডা পতাকা ওড়ানো হবে না, বেটা মার খাবে এবার। যা গিয়ে বল ওটাকে—যে তার নানা দারোগা সায়েবকে গিয়ে জিগ্যেসা করুক যে রাজত্বটা কার? অনশন করলে লাট-বেলাট, হাকিম-কালট্টর সবাই জব্দ।

সমস্ত পঞ্চায়েতে দুটি মাত্র প্রাণীর ওপর মিলনপর্বের বিপরীত প্রভাব পড়েছিল। খেলাওন সিং যাদবকে সিংজী যে চালাকি করে একেবারে ল্যাং মেরে বেরিয়ে গেল, এই সোজা চালটা আর-কেউ না বুঝলেও খেলাওন নিজে বেশ বুঝে ফেলেছে। খেলাওনের নামটা অব্দি মুখে আনে নি একবারো। আর তশীলদারটাকেও দেখ একবার। সঙ্গে সঙ্গে কেমন গিরগিটির মতন রঙ বদলে ফেলল! লড়াই কাজিয়া হল সব যাদবটোলীর সঙ্গে আর গলাগলি হল তশীলদারের সঙ্গে। বাঃ। খেলাওনকে 'সঠবরষা'[১] ঠাউরেছ না? ওসব চালাকি খেলাওন খুব বোঝে। দুনিয়া-সুদ্ধ লোককে জ্ঞান দিয়ে বেড়ায় বালদেও। অথচ এটুকু বুদ্ধি ঘটে এল না যে সিংয়ের তশীলদারের সঙ্গে হঠাৎ অত পিরীত উথলে উঠল কেন। গলাগলি কোলাকুলি করতে হলে যাদবটোলীর মুখিয়ার সঙ্গেই করা উচিত।

[১] 'ষাটবছুরে'—গয়লার ষাট বছরে বুদ্ধি হয়।

স্বদেশী হলে হবে কি, জাতের স্বভাব যাবে কোথায়! এত খাতির-যত্ন করে নিজের বাড়িতে রেখেছে খেলাওন, খাওয়াচ্ছে দাওয়াচ্ছে। অথচ সময়মাফিক— 'সব ধান বাইশ পসেরী!'[১] জোতখীজী খেলাওনের মুখ দেখেই সব আন্দাজ করে নিয়েছেন। মোটা চামড়াতেও হুল ফুটেছে! বলে, "খেলাওনবাবু, সকলদীপ বাবাজীর জন্মপত্রিকা কাশী থেকে তৈরি হয়ে এল? হলে একবার আমিও চোখ বোলাতাম। আজ পর্যন্ত আমার কোন গণনাই কাশীর পণ্ডিতরা ফেলতে পারেন নি।"

"কাল সকালে একবার আসুন না জ্যোতিষী কাকা। অনেকদিন তো পায়ের ধুলো দেন নি বাড়িতে। সকলদীপ তো ইস্কুলে সংস্কৃতও পড়ছে। একবার এসে দেখুন তো সংস্কৃততে ওর মাথাটা কী রকম।"

ঠিক দুপুরবেলা পঞ্চায়েতের বৈঠক শুরু হয়েছিল। সন্ধে নাগাদ শেষ হল। অনেকদিন পর এরকম গাঁ-সুদ্ধু লোকের সম্মিলনী হল। অনেকদিন পর এরকম মেলামেশা।

কালই ভাণ্ডারা। সকাল থেকেই হাসপাতালের সামনের জমি সাফটাফ করে সেখানে জাফরি দিয়ে ঘিরতে হবে, সামিয়ানা টাঙাতে হবে। সাজসজ্জাও করানো আছে। সকালেই ময়রারা এসে পড়বে। আজকাল দিন ছোট। বিজৈ[২] হতে হতে বেলা গড়িয়ে যাবে। ডাক্তার সায়েবকে আনতে টীশনে যাবে চারটে বলদের গাড়ি। ভৈঁসচরমণবাবু স্বয়ং বলেছেন বালদেওজীকে। কাল ভোরেই হাসপাতালে সবাই জমায়েত হবে। কাজের ভাগবাঁটোয়ারা হবে। এতবড় একটা যজ্ঞি সামলানো খেলার কথা নয়।

সবাই পালা করে মোহন্ত সায়েবকে প্রণাম করে বিদেয় হচ্ছে। বালদেওজীকে মোহন্তসাহেব আটকালেন— "বালদেওবাবু, তুমি একটু দাঁড়িয়ে যেয়ো। কাল আবার সময় পাব না। এখনই একবার হিসেবনিকেশটা করে ফেলা ভাল। অল্প কিছুক্ষণ বসে নামগান

১. সব শেয়ালের এক রা।

২. ভোজন।

কর, আমি ডোলডাল[১]টা হয়ে আসি। ওরে রামদাস কোথায় গেলি বাবা। গঙ্গাসাগরে একটু জল ভরে দে।"

বালদেও ধুনীর পাশে বসে বীজকের পাতা ওলটায়—

বীজক বতাবে বিও কো জো বিত্ত গুপ্তে হোয়,
শব্দ বতাবে জীব কো বুঝে বিরলা কোয়॥

লছমী লণ্ঠন জ্বালিয়ে সামনে রেখে গেল। হরফগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠল—'সন্তোঁ মারে জগ বৌরানে।'··· লছমীর অঙ্গের একটা বিশেষ সৌরভ আছে। পঞ্চায়েতে লছমী বালদেওয়ের পাশেই বসেছিল। রামনগর মেলায় দুর্গামন্দিরের মতন— মনোহর সুগন্ধ পাচ্ছিল বালদেও!···মেয়েদের দেহ থেকে হলুদ, রসুন, পিঁয়াজ আর ঘামের গন্ধই তো বেরোয়!

ছয়

বালদেওজীর রাতে ঘুম আসে না।

মঠ থেকে ফিরতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। ফিরে শুনলেন, খেলাওন ভাইয়ার শরীর খারাপ, ভেতর বাড়িতে শুয়ে আছেন। কেউ 'আঙ্গনে' অর্থাৎ ভেতর বাড়িতে শুয়ে আছে শুনলেই বোঝা উচিত তার শরীর খারাপ হয়েছে। জ্বর হয়েছে কি সর্দি হয়েছে কিংবা মাথা ব্যথা করছে। আর অন্তঃপুরে শোয়ার অর্থই হল অন্তঃপুরচারিণীর হাতের সেবা পাওয়া। যার আঙ্গনবালী নেই সে কখনো আঙ্গনে শোয়? খাবার সময়ে 'ভৌজীর'[২] কাছে জানা গেল, পেটে বায়ু হয়েছে। সরষের তেল দিয়ে পেট দলে দেবার সময় গোঁ গোঁ আওয়াজ হচ্ছিল।

১. শৌচক্রিয়া।
২. বৌদি।

ভৌজীকেও বেশ অন্যমনস্ক লাগছিল। অন্যদিনের মতন বসে কথাবার্তা বলল না। 'বোরসী'র[১] পাশে বসে সারাক্ষণ ভৌজী হুঁকো টানল আর বালদেও জেলখানার গল্প করে চলল। বালদেও ভেবেছিল পঞ্চায়েতের গল্পও ভৌজীকে শোনাবে। কিন্তু আজ ঠিক গল্প জমানোর লক্ষণ নেই দেখে বালদেও শুতে চলে গেল।

···ঘুম আসে না। জেলের বি.টি.কম্বল আজ যেন বড় গায়ে ফুটছে। খদ্দরের ধুতি ময়লা হয়ে গেলে বড্ড ঠাণ্ডা হয়ে যায়।···বারবার লছমী দাসীর কথা মনে পড়ছে। আসবার সময়ে বলছিল— আজ এখানেই প্রসাদ পেয়ে যান বালদেওজী!···পরসাদ। লছমীর দেহের সুরভি। ···আজ মায়ের কথাও মনে পড়েছে। গাঁয়ের লোক বালদেওকে 'টুরবা' বলত শুনে মা রাগ করত। বাপে মরলে কেউ টুয়র[২] হয় না। বাপ মরলে হয় কুমর। মা মরলে তবে তাকে টুয়র বলে! আমার বালদেব টুয়র কেন হবে। ভাবতে ভাবতেই মনে হল যেন মা এসে পিঠে হাত বুলিয়ে দিল।

মা মরার পর বালদেও অনেক দিন অব্দি অজোধী ভগতের ভৈঁস চরাত। অজোধী ভগতের কথা মনে পড়লে আজো গা শিউরে ওঠে। পিশাচ বুড়ো। বুড়িটা আরো পাজি ছিল— খটাস একটা। খেঁকশিয়ালীর মতন হরদম খেঁকখেঁক করত। দিনভর মোষ চরিয়ে আসার পর ভগতের হাত-পা টিপতে টিপতে বালদেওয়ের আঙুল ব্যথা করত। ঘুমে চোখ বুজে আসতে চাইত। একটু ঢুলুনি এলেই অমনি—চটাস। বুড়োর আঙুলগুলো যেন লোহা লাগানো ছিল। ছেলেবেলা থেকেই মার খেয়ে আসছে বালদেব— থাপ্পড়, ছড়ি, লাঠি, রকমারী মার!···সুখী চামড়ায় মারটা বোধ হয় বেশী বাজে।···কিন্তু রূপমতীর কলজেটা মোমের তৈরি। ঐ তো নির্দয় মা বাপ। তাদের মেয়ে অমন কোমলপ্রাণা কেমন করে হল বালদেও বুঝতে পারে না। বুড়ো-বুড়ীর রাত্তিরে ঘুম ছিল না। এক প্রহর

১. মালসার মতন আগুন পোয়াবার উনুন।
২. অনাথ।

রাত থাকতে অশ্বথ গাছে পেঁচা বিকট গলায় চীৎকার করে উঠত। আর বুড়োটাও অবিকল ঐরকম গলায় চেঁচিয়ে উঠত, "রে টুরোয়া, ভোর হয়ে গেছে, ভৈস খোল।"…রূপমতী কখনো টুরোয়া বলত না। ছোট্ট নাম 'বল্লী' তারই দেওয়া। সকালে চার সের বিকেলে তিন সের দুধ হত রোজ। তার থেকে এক ফোঁটা ঘোলও কোনদিন খেতে দিত না বুড়ি খটাসটা। রূপমতী কিন্তু রোজ চুরি করে ওর ভাতের মধ্যে দুধের সর লুকিয়ে রাখত। বুড়ো-বুড়ির জমানো টাকাপয়সা শেষ অব্দি ডাকাতে নিয়ে গেল।…এবার বহুদিন পর রূপমতীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। শ্বশুর বাড়ি থেকে এসেছিল অনেকদিন পরে। তিনটি বাচ্চা। বড় মেয়েটা ঠিক মায়ের মতো হয়েছে। ঠিক তেমনি হাসি। যেন ছোট রূপমতী!

মনে পড়ে মাঈজীর কথা। রামকিষুণ বাবুর ইস্তিরি—মাঈজী! সেই প্রথম সভা হল চন্ননপট্টীতে। সভায় রামকিষুনবাবু, তেনার স্ত্রী, চৌধুরীজী আর তেবারীজী এসেছিলেন। আঃ কী রূপ ছিল রামকিষুনবাবুর। এই বড় বড় চোখ। ভাখন দিতেন, যেন বাঘ গরজাচ্ছে। শোনা যায়, যখন ওকালতি করতেন, তাঁর সওয়াল জবাবের সময় পুরোনো কাছারির ছাত থেকে পলেস্তারা খসে পড়ত। হাকিমের এমন ক্ষেমতা ছিল না যে তাঁর মতের বিপরীত রায় দেন। কিন্তু মহৎমাজীর উপদেশ শোনার পর এক দিনেই সব-কিছু ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরতে লাগলেন। মাঈজীর পায়ের চামড়া কেটে গিয়েছিল। রক্তে মাখামাখি হয়ে থাকত পা দুটো, যেন রাঙা স্থলকমল। মাঈজীর কষ্ট দেখে, রামকিষুনবাবুর ভাখন শুনে আর তেওয়ারীজীর গান শুনে সে নিজেকে আর আটকে রাখতে পারে নি। ঐ দুর্বার টান কি কেউ সামলাতে পারে? কে যেন হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল।…

"গঙ্গারে জমুনবাঁ ধার নয়নবাঁ সে নীর বহী। ফুটল ভারথিয়া কে ভাগ ভারতমাতা রোঈ রহী।"…মাঈজীর পা ফেটে রক্ত পড়ছে, ভারতমাতা কাঁদছে। বালদেও তখনই রামকিষুনবাবুর কাছে গিয়ে বলল— "আমার নাম সুরাজী খাতায় লিখে নিন।" সেদিনের সভায়

তিন জন নাম লিখিয়েছেন। বালদেও, বাওনদাস আর চুন্নী গুসাঈ। চৌধুরীজী বালদেওকে জেলা অফিসে নিয়ে এসেছিলেন। মাঈজী বরাবর অফিসে আসতেন। কেউ কখনো তাঁকে রাগ করতে দেখে নি। সর্বদাই হেসে কথা বলতেন। একবার দেহাত থেকে ফেরার পথে বালদেও জ্বরে পড়ে গেল। দেহ জ্বলে যাচ্ছে, মাথা ফেটে পড়ছে, কোনও হুঁস নেই। রাত্তিরে চোখ মেলে শরীরটা খুব হালকা ঠেকল। কে যেন বলল—"কেমন আছ বালদেও ভাই?" "কে, বাওন?" "ঘাড় ফিরিয়ে দেখে শিয়রের কাছেই কুরসীতে মাঈজী বসে আছেন। "কেমন আছ? বলো। জ্বর হয়েছে তো গ্রামে গেলে কেন? শুয়ে পড়ো।"···কপালে হাত রেখে মাঈজী বললেন—"জ্বর নেমে গেছে।" পরের দিন বাওনদাসের কাছে শুনল, "তোমার জ্বর হয়েছে খবর পেয়েই মাঈজী অফিসে এসেছেন। জন্তর[1] লাগিয়ে জ্বর মেপে দেখেই চেঁচিয়ে উঠলেন—পানি লাও। পাঁখা দাও। সেই থেকে রাত বারোটা অব্দি কপালে জলপট দিয়েছেন ঠায় বসে বসে।"···ভগবানও যেন কেমন। ভালমানুষদের সব সময় নিজের কাছে ডেকে নেয়। বছর দু-তিন পরেই, একদিনের জ্বরে রামকিষুনবাবুর সরগবাস হয়ে গেল। হে ভগবান! মাঈজীর সেদিনের রূপ··· 'গঙ্গারে জমুনবাঁ কী ধার নয়নবাঁ সে নীর বহী।' সত্যিসত্যি সকলেরই কপাল ভেঙে গেল। 'সরাধ[2]কে দিন সে'-ই আসরমের নাম হয়ে গেল 'রামকিস্নুন আসরম।' সরাধকে পরের দিনই মাঈজী কাশী চলে গেলেন। গাড়িতে চড়ার পর সবাই যখন তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে গেল, মাঈজী একেবারে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন— ঠিক দেহাতী ঔরতদের মতন। বাওনদাসকে মাঈজী ঠাকুর বলে ডাকতেন— "হামার ঠাকুর রে!" মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদছিল বাওনদাস। তাকে তুলে ধরে মাঈজী বললেন—"মহাত্মাজীর উপর ভরসা রাখবে। তিনি সকলের ভাল করবেন। মহাত্মাজীর রাস্তা কখনো ছেড়ো না।"···কে জানে এখন কোথায় আছেন মাঈজী!

---

১. জন্তর—থারমোমিটার। ২. সরাধ—শ্রাদ্ধ।

ফোঁটা ফোঁটা গরম জল চোখ বেয়ে বালদেওয়ের বাহুর ওপর গড়িয়ে পড়ে। মা, রূপমতী, মাঈজী আর লছমীদাসিন! মাঈজীর মতোই ভাষণ দিতে পারে লছমী। লছমী ভাষণ দিচ্ছে— বিশাল সভা। যতদূর চোখ চলে শুধু মানুষের মেলা। বাঁশের ঘেরা ভেঙে লোকে মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসছে। মঞ্চের ওপর বালদেওয়ের পাশেই লছমী বসে আছে। লছমীরও পায়ের পাতা কেটে গেছে। মঞ্চের সাদা চাদরের ওপর রক্তের ফেটো টপটপ করে পড়ছে।…লছমী ভাষণ দিচ্ছে। কে? হরগৌরী না? হরগৌরী লছমীর গলায় মালা পরিয়ে দেবার জন্যে হাত বাড়াচ্ছে। মালা পরে না লছমী। মালাটা নিয়ে বালদেওকে পরিয়ে দিচ্ছে— গাঁদা ফুলের মালা। মালার ফুলে লছমীর অঙ্গসৌরভ। মঞ্চের সামনে ভিড় বেড়ে যাচ্ছে। হরগৌরী এগিয়ে এসে লছমীকে ধরবার চেষ্টা করছে।…বালদেও চীৎকার করছে, কিন্তু মুখ থেকে আওয়াজ বেরোচ্ছে না। লোকজন হল্লা করছে। প্রাণপণ চেষ্টায় বালদেও চেঁচিয়ে ওঠে— "হরগৌরীবাবু!"

"গন্ধী মহাতমা কী জৈ!"

"জৈ!"

ধড়ফড় করে উঠে বসে বালদেও। চোখ রগড়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। সকাল হয়ে গেছে। গ্রামের সমস্ত জোয়ান ছেলেদের জড়ো করে, মিছিল বার করেছে কালীচরণ। জয়ধ্বনি দিতে দিতে চলেছে। বা রে কালীচরণ! বুদ্ধিমান ছেলে। বাহাদুর তো বটেই, বুদ্ধিমানও। এমন চমৎকার 'পুলোগ্‌রাম'[১] কখন বানালো? রাত্তিরেই বোধ হয়!… মেরীগঞ্জও একদিন চন্নপটীর মতন নাম করবে। করবেই। আর… ভোরের স্বপন!

"শরীর কেমন, খেলাওন ভাই?"

"তুমি রাত্তিরে ফিরলে কখন? দেরি হল কোথায়, সেপাই-টোলীতে? কায়স্থ-রাজপুতের জোড় মিলে গেছে, ব্যস, আর কী চাই, সুরাজ তো হয়েই গেল। তবে কি জান ভাই বালদেও, আমি

১. প্রোগ্রাম।

হলুম সাদাসিধে মানুষ। কালিয়াটার ওপর নজর রেখো। ওর আরো অনেক গুণ আছে, সেসব তুমি বুঝতেই পারবে। কোনরকম উপদ্রব করলে, তখন আমায় দায়ী কোরো না। পরে যেন যাদবটোলীর মুখিয়ার ওপর দোষ না পড়ে, দেখো। হ্যাঁ ভাই, ও কায়স্থ আর রাজপুতদের বিশ্বাস কী?"

মনের ঝালটা কার ওপর মেটাবে খেলাওন ভেবে পায় না। মোষ চরায় যে রাখাল ছেলেটা, সে দুধ দোওয়ার বাসন হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। খেলাওন আজো নিজের হাতে দুধ দোয়। বলে, 'ভৈঁসের থন্-এ[1] চার আদমীর হাত পড়লে ভৈঁস শুকিয়ে যায়।' হঠাৎ রাখাল ছোড়ার ওপর বিগড়ে যায় খেলাওন—"শালা, এখনো ছাঁদন হয় নি, দুইবার জন্যে তাগাদা দিয়ে পাড়া মাথায় করছে। পুরী জিলেবী কি ফুরিয়ে যাচ্ছে? নোলার জল আর সামলাতে পারছিস না, না?···পেরণাম জোতখী কাকা!"

কানে পৈতে, হাতে লোটা জোতখীজী চলেছিলেন ইনারা-র[2] দিকে। খেলাওন পিছু ডাকল—"আসুন না কাকা, জল এখানেই আনিয়ে দিচ্ছি।"

জ্যোতিষী ঠাকুর চিবিয়ে চিবিয়ে ভূতভবিষ্যৎ ব্যাখ্যা করতে লাগলেন—'খেলাওনবাবু, গ্রামে তো তা হলে সুরাজ দেখছি এসেই গেল। বেশ বেশ! দেখে নেবেন— এই যে আজ এ-গাঁয়ের ফচ্‌কে ছোঁড়ারা ফটফট করছে···'ছুদ্র নদী চলি ভরী উতরাই, জস থোরে ধন খল বৌরাঈ।' ঠিক এইরকমই সিমরবনীতে হয়েছিল, বুঝলেন। আমার মামার বাড়ি সিমরবনীতে। আজ থেকে দশ-বারো মাস আগের কথা বলছি। মামার বাড়ি গেছি। মামার জ্যেষ্ঠ পুত্রের জোগ্যোপবীত ছিল। প্রাতঃকালে উঠে দেখি কি, গাঁ-সুদ্ধ ছোকরার দল ঠিক এইরকম ঝণ্ডা-পতক্‌খা নিয়ে 'ইনকিলাস্ জিন্দাবাঘ' করতে করতে গাঁময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। মামাকে জিগ্যেস করলুম, মামা, ব্যাপারটা কী। তাতে মামা বলে, গাঁয়ের সব ছোকরা ভোলটিয়ারীতে

১. বাঁট। ২. ইঁদারা।

নাম লিখিয়ে নিয়েছে। 'ইনকিলাস জিন্দাবাঘ-'এর অর্থ হল গে, আমরা হলুম জিন্দা বাঘ, মানে জ্যান্ত বাঘ।...জলজ্যান্ত বাঘও সেদিন বিকেলেই দেখলুম। ইস্কুলের পচ্ছিমে কঙ্গ-রসী তেবারী নীমক কানুন (লবন আইন) বানাতে যাচ্ছিল। বড় বড় চুলোর ওপর কড়াইয়ে চকচকে মাটি আর জল দিয়ে খুব ঘুঁটছে। খুব গীতবাদ্য, ঝণ্ডা-পতখ্যা! শুধোই যে এসব কী হচ্ছে ভাই, তা বলে নীমককানুন বানানো হচ্ছে। তা আমিও দু-দণ্ড দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছি। এমন সময় হল্লা-দারোগা আসছে। ইস্কুলের হাতা (কম্পাউণ্ড) থেকে এক টুপীঅলা, আর চার-পাঁচজন লালপাগড়িঅলা বেরিয়ে এল্ল। ব্যস আর দেখতে হল না। জিন্দাবাঘ আগয়া (জ্যান্ত বাঘ এসে গেছে)! যে যেদিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিল সেই মুখেই চোঁচা দৌড়। সে কী দৌড়। এ ওর ঘাড়ে পড়ছে। কাঁহা ঝণ্ডা, কোথায় পতখ্যা, কোথায় বা রইল 'ইনকিলাস জিন্দাবাঘ!' দারোগা সায়েব তো তেওয়ারীকে ধরে নিয়ে গেলেন। তারপরেই গ্রামের ঘরে ঘরে ঢুকে খান্নাতলাসী! গ্রামের সব জিন্দাবাঘ তখন কোটরে ঢুকে পড়েছে। শোনা যাচ্ছে কঙ্গরসী রাজত্ব হবার পর আবার ভোল্‌টিয়ারী ঘরে ঘরে ঘড়ঘড় করতে শুরু করেছিল। ফের সেই ইনকিলাস জিন্দাবাঘ! পুলিস-দারোগাকে দেখে জোরে জোরে চেঁচানি আরো বেড়ে যায়। নাও নাও, চেঁচিয়ে নাও, তোমাদেরই রাজত্ব এখন! পুলিস-দারোগাও মনের ঝাল মনে পুষে রাখত। তারপর মোমেন্‌টির[১] সময় জিন্দাবাঘেরা জোসের[২] ঠেলায় দিল অড়গড়ায়[৩] আগুন লাগিয়ে। কলালী[৪] লুট করল। ব্যস। আর যাবে কোথায়!

"পরের দিনই চার লরী বোঝাই করে গোরা মলেটরী এসে গেল। আর সারা গাঁওকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মেরে পিটে এক ঘণ্টার ভেতর ঠাণ্ডা করে দিল। পঞ্চাশ আদমীকে গ্রেপ্তার করে নিল। দুটোকে

১. মুভমেণ্ট। ২. উৎসাহ। ৩. ফাটক বা হাজত। ৪. দিশি মদের দোকান।

তো মারতে মারতে বেহুঁশ করে দিল। একটাকে কিরিচ ভুঁকে[১] দিল। আংরেজ বাহাদুরের সঙ্গে লেগে এসব তালপাতার সেপাই কখনো পার পায়? বলে হাতী ঘোড়া গেল তল, মশা বলে কত জল! ইংরেজ বাহাদুর তখন একটু ঢিলে দিয়ে দেখছে। তাই সবাই খুব লম্ফঝম্প করছে। এবার যখন বেগড়াবে, তখন একেবারে 'খোপসহিত কবুতরায়...'[২]।"

"না জোতখী কাকা, এবার আর তেমন হবে না" বালদেও আর শুনতে পারল না। বললে, "এবারের মোমেন্‌টে সরকারের কোমর ভেঙে গেছে। সিমরবনীর কথা যে বলছিলেন, এদানির ভেতর কি সিমরবনী গেছেন আর? যান নি। তা হলে আর কী দেখেছেন? এবার একবার গিয়ে দেখুন— ইসপিতাল, ইস্কুল, মেয়ে ইস্কুল, চরখা সনটার, রায়বেরেলী[৩], কী নেই সিমরবনীতে?' ঘরে ঘরে এবিসিডি পাস। সিবানন্দবাবুকে চেনেন? তেনার ছেলে রমানন্দ আমাদের সাথে জেলখানায় ছিল। এবার হাকিম হয়ে যাবে, দেখবেন। পাকীবাত!"

খেলাওনও মুখ খুলতে যাচ্ছিল। চরবাহা[৪] ছোঁড়াটা ডাক দিল, 'পাঁড়া ভৈঁস পী রহা হ্যায়। (সব দুধ বাছুরে খেয়ে গেল)।

খেলাওন মোষ দুইতে উঠে গেল। বালদেওয়ের হাতে বৃথা তর্ক করার সময় নেই। গ্রামে জয়ধ্বনি উঠছে—'গন্ধী মহতমা কী জ্যায়!'

১. বিঁধিয়ে। ২. ঢাকীসুদ্ধ বিসর্জন। ৩. লাইব্রেরি।
৪. রাখাল।

সাত

প্যারুকে সবাই চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে। প্যারু ডাগডর সায়েবের চাকর। ডাগডর সায়েব কবে নাগাদ আসবেন? তোমার নাম কী? কী জাত? দোসাধ বলবে না, বল গেহলোত! জনেউ[1] নেই?

বালদেওজী প্যারুকে ভিড়ের বাইরে নিয়ে এলেন। "আরে ভাই, তোমরা কি মানুষ কখনো দেখ নি নাকি? যাও যাও, নিজের কাজ করো গে। ময়রা মশায়দের কাছে কে আছে?" বালদেওজী সকলের নামের শেষে 'জী' অর্থাৎ মশায় লাগিয়ে বলেন। এটা রামকৃষ্ণ আশ্রমের ঐতিহ্য। ঐ আশ্রমের লীডাররাও এইরকম সবাইকে 'জী' দিয়ে ডাকতেন— ড্রাইভারজী, ঠিকাদারজী, হরিজনজী।

জিজ্ঞেসাবাদের পর জানা গেল প্যারু ডাগদার (ডাক্তার) সায়েবের কাছে চাকরি করতে এসেছে। রাউতহাট টীসনে যে হোমেপাথি ডাক্তার সায়েব ছিলেন, প্যারু তাঁর ওখানে পাঁচসাল নোকরী করেছে। ডাগদার সায়েব দেশে চলে গেলেন। শুনেছে মেরীগঞ্জে এক ডাগদারবাবু আসছেন। তাই প্যারু এসেছে তাঁর কাছে চাকরি করতে।

চিঁড়ে গুড় দিয়ে জলখাই[2] সাঙ্গ করে প্যারু বালদেওজীকে বললে, 'ডাগডর বাবুর জিনিসপত্র কোথায়? টেবুল-কুরসী লাগাতে হবে। আলমারী ঝাড়পোঁছ করতে হবে। জলের ঢোলের (ড্রামের) পাশে গামলা রাখতে হবে। একটা সাবুন আর একখানা গামছা চাই। ডাগডরবাবু এসেই প্রথমে সাবুন দিয়ে হাত ধোবেন। বাস্তবিকই প্যাক ডাক্তারের পুরনো চাকর। টেবিল-চেয়ার ঠিক করে সাজিয়েছে। তিনপায়াওয়ালা লোহার সিঁড়ির ওপর জলের

---

১. পৈতে। ২. জলযোগ।

ঢোল রেখে দিয়েছে। সিঁড়ির গায়ে লাগানো গোল কড়ার গায়ে লালমনিয়ার[1] গামলা বসিয়ে রেখেছে। ড্রামের গায়ে কল লাগানো। কল টিপলেই জল পড়তে থাকে। বাক্স থেকে গামছা বের করে ঝুলিয়ে রেখেছে। পাঁটাখাসীর নাড়ীভূঁড়ির ভেতর দিকটা যেমন রোঁয়া ওঠা ওঠা হয়, সেইরকম রোঁয়াঅলা গামছা। সাবান? সাবান নেই? আরে না না, কাপড়কাচা সাবান নয় রে বাবা, গন্ধওলা সাবান চাই। তা ভগতের দোকানে গন্ধওলা সাবান কোত্থেকে আসবে? কাটিহারে পাওয়া যায়। তশীলদার সায়েবের বেটি কমলী যখন গন্ধ সাবান মেখে চান করে তখন সারা গাঁয়ে গন্ধ মউমউ করে। তহশীলদার সায়েব বললেন, যাও, কমলী দিদির কাছ থেকে সাবান চেয়ে এনে দাও।...তা সত্যি। প্যারু বাস্তবিকই পুরনো ডাগদারী নৌকর। ভাগ্যিস এসেছে, নইলে এতসব বন্দোবস্ত কে করত। বেলা গড়িয়ে এসেছে। ডাক্তারবাবুও এই এসে পড়লেন বলে। তশীলদার সায়েব বললেন, ভুরুকুবা[2] ওঠার আগেই বয়েল গাড়ি[3] রওনা করে দিয়েছেন। সঙ্গে আছে অগমূ চৌকিদার।

গোটা গ্রাম গন্ধে ভরে গেছে। মেলায় ঠিক এইরকমই গন্ধ বেরোয়। তশীলদার সায়েবের গোয়ালে ময়রারা সকাল থেকেই ভিয়েন চড়িয়েছে। জিলিপি ভাজা হচ্ছে। একপাশে গরম পুরী স্তূপাকারে জমা হয়েছে। গাঁয়ের ছেলেপুলেরা সকাল থেকেই জড়ো হয়েছে। রাজপুত আর কায়স্থদের ছেলেরা অন্য জাতের ছেলে-মেয়েদের ওদিকে ঘেঁষতে দিচ্ছে না—'ভাগ্, ভাগ্ ছোঁয়া যাবে।'

সিংজী নিজে গিয়ে খেলাওন সিং যাদবকে ধরে নিয়ে আসেন। "তশীলদার দেখ দিকি, এর পেটে 'বায় উখড়ে'[4] গিয়েছে। ভোজ খাবার আগেই এর বদহজমী শুরু হল, এটা তো ভালো না। আরে ভাই, মেয়েমানুষের মতন ঠোঁট ফুলিয়ে বসে থাকলে চলে! কী বল হে তশীলদার! ঝগড়াঝাঁটি হাতাহাতি করো, আবার গলাগলি

১. অ্যালুমিনিয়ম। ২. শুকতারা। ৩. বলদে টানা অর্থাৎ গোরুর গাড়ি। ৪. বায়ুশূল হয়েছে।

কোলাকুলিও করো। অভিমান করে থাকার কোন মানে হয়, ছোঃ। আমি তো বালদেওয়ের মুখে শুনলুম। তা গিয়ে দেখি, সেই ভুষুণ্ডির কাক এর কানে মন্তর ঝাড়ছে।···এই বালদেও শোনো, ডাকটর সাহেব এলে প্রথম পয়লা এর চিকিচ্ছে করাও। বোলো, এই আটমাস চলছে—।"

হাহা হা হা হা···হা···হা!

"রামকিরপাল ভাই, বাচ্চাকাচ্চার সামনেই দিল্লগী[১] জুড়ে দিয়েছেন। আচ্ছা হাত ছাড়ুন। সবাই তো রয়েছেই, আমি না থাকলেই বা কী এমন কাজের ক্ষতি হয়ে যেত?"

সিংজী আমুদে মানুষ। সকাল থেকেই সকলকে হাসাচ্ছেন। খেলাওন যাদব অভিমান করে বসে ছিল, তাকেও ধরে নিয়ে এলেন। জ্যোতিষী ঠাকুর এলেন না, বললেন— দাঁতের যন্ত্রণা। শুনে সিংজী বললেন, "ওর বোধ হয় পেটের ভেতরে দাঁতের ব্যতা হয়েচে! আজকাল তো শুনতে পাই, ডাক্তারেরা সবাইকে নকল দাঁত দেয়। তা ডাগডর সায়েবকে ব'লে কেউ আমাদের গণক ঠাকুরের জন্য দুপাটি দাঁত বাঁধিয়ে দাও-না গো। আরে দাদা, সভাগাছীতে[২] কনেপক্ষ কি দাঁত ধরে নাড়িয়ে দেখে য়্যাঁ।"

"ডাগডর সাহেব আ রহে হৈঁ।"

"আরহে হৈঁ? আসছেন? কই, কই?"

পচিয়াবী টোলার ওদিকে পাঁচটা বয়েল গাড়ি আসছে। অগমু চৌকিদার আগে আগে দৌড়ে আসছে। ডাগডার সায়েব টোপা[৩] পরে আসছেন।

অগমু এসে পড়েছে। "কাঁধের ওপর কী গো, বাক্‌সো নাকি?"

কাজকর্ম ছেড়ে সবাই জড়ো হয়েছে— ডাক্তার সায়েব আসছেন। 'হট জাইয়ে!' অগমু সকলকে হুঁশিয়ার করে দেয়, ডাগডার সাহেব বলে দিয়েছেন সাবধানে রাখবে। ঠেস না লাগে, ধাক্কা না লাগে যেন। 'বেতার কা খবর হ্যায়।'

১. ঠাট্টা-ইয়ারকি। ২. বিবাহার্থী মৈথিলীদের সমাবেশ। ৩.

বালদেওজী বুঝিয়ে দেন, "রেডী হ্যায় রেডী[১] ! এবার থেকে রোজ শুনতে পাবেন বম্বই-কলকাতা থেকে গানা হবে। মহাৎমাজীর খবর হবে, পটুয়া কা ভাও— সব আসবে এতে। এর তারে ঠেস লাগলেই গোঁসা হবে, বলবে—বেকুফ ! মুখ না ধুয়ে কেউ কাছে বসলেই বলবে —কী, আপনি আজ মুখ ধোন নি যে বড় !"

'জুলুম বাত !'—এ তো বড় অন্যায় কথা।

ডাক্তার সাহেব !

সকলে জোড় হাতে উঠে দাঁড়িয়েছে। ডাক্তার সায়েবও হাসতে হাসতে হাত জোড় করেন। বালদেওজী 'জয়হিন্দ' বললেন। তাঁর দেখাদেখি কালিয়াও আজকাল 'জয়হিন্দ' বলতে শিখেছে। প্যারু শামিয়ামার নিচে চেয়ার এনে রাখে, ডাক্তার সায়েবের হাত থেকে টুপী নিয়ে রেখে দেয়। ডাক্তার সায়েবের চেহারা লাল একদম টসটস্ করছে—'লালটেস্'। মোঁছ নেই নাকি ? না, গোঁপদাড়ি সাফাচট্— কেটেকুটে সাফ্।

বালদেওজী জোড় হাতে জিজ্ঞেস করেন— "রাস্তায় কোনো কষ্ট হয় নি তো ?— সব তৈরি আছে, ভোজনে বসে পড়া হোক। এঁর নাম বিশ্বনাথপ্রসাদ, রাজ পারবঙ্গার তশীলদার। আর এঁর নাম রামকিরপাল সিং, সিপাই···রাজপুত টোলীর মালিক। ইনি হলেন খেলাওন সিং যাদব, যাদবটোলীর মোড়ল। এর নাম কালীচরণ, বড় বাহাদুর লওজোমান। আর এরা সব 'ইসকুলিয়া।'···আসুন, বাবুসায়েব ! আপনারা ডাগডার সায়েবকে সাথ বতিয়াইয়ে[২]। এ গ্রামের মোহন্ত সায়েব, গ্রামে হাসপাতাল হচ্ছে এই খুশিতে গ্রামবাসীদের জন্য আজ ভাণ্ডারা দিচ্ছেন।"

ডাক্তার সায়েব আবার জোড় হাতে সকলকে প্রতিনমস্কার জানালেন। বললেন, "আমি এখন খাব না। সকলকে খাওয়ান।"

দেখ প্যারু পুরানা ডাগডরী নোকর কিনা, দেখে নাও এবার। ডাক্তারবাবু সর্বাগ্রে সাবান দিয়ে হাত ধুলেন।

১. রেডিও। ২. কথাবার্তা বলুন।

মঠ থেকে মোহন্ত, কোঠারিন লছমী দাসী, রামদাস আর আরো দুই মূরতি এসেছেন। মোহন্ত সায়েবের বয়েল গাড়ির সামনে এক সাধু তুরী ফুঁকতে ফুঁকতে আসছে— ধুতুতু—তুতুতু—ৎ—ধুতুতু! ভেঁপুর আওয়াজ শুনেই পাড়ার কুকুরেরা দল বেঁধে চীৎকার শুরু করে দিল। বাচ্চা কুকুরগুলো তো ডেকে ডেকে একেবারে হয়রান, নতুন ডাকতে শিখেছে তো।

সর্বপ্রথমে কালীথানে পুবী চড়ানো নিয়ম। তারপর কুঠিবাড়ির জঙ্গলের দিকে দুখানা পুরী ছুঁড়ে দেওয়া হয়— বনের দেবদেবী আর ভূত-পিশাচের উদ্দেশে। তারপর হবে সাধু আর বামুনদের ভোজন! বালদেওজী অনেক করে বলেছিলেন, কিন্তু ডাগটর সায়েব রাজী হলেন না। প্যারু ঠিকই বলেছিল, ডাগডারেরা হলবাই[১]য়ের বানানো পুরী-জিলেবী খান না, 'কলের উনোনে' প্যারু ডাগডার সায়েবের জন্য ভাত রাঁধছে। জলদি জলদি বিজে[২] সাঙ্গ হলে হয়, তবে তো বেতার-কে খবর কা গানা শুনতে পাবে। কী? আজ গান হবে না? হাঁরে ভাই, কলকব্জার ব্যাপার। এত তাড়াতাড়ি কখনো হয়? তার ওপর কাটিহার জংশনের রেলগাড়ি আর মিলটিলের এত রকমারী আওয়াজ যে এখান অব্দি খবর পৌঁছোলে হয়!

"বিঝৈ! বিঝৈ!"

"আলাদা আলাদা পাতার লোক আলাদা আলাদা পঙ্‌ক্তিতে বোসো। যে যার পাশে একটা করে বাড়তি পাতা লাগিয়ে নিয়ো হে— যে যার ঘরের জেনানাদের জন্য। কম বেশি নয়।..."

গোয়ালপাড়ার রাউদী বুড়োকে সবাই মিলে ক্ষেপাছে। রৌদীগোপ গ্রামে গ্রামে দই বেচে বেড়ায়। তার চালচলন হাবভাব খানিকটা মেয়েছেলেদের মতন। মাথার কাপড় বুকের কাপড় একটু সরে গেলেই মেয়েদের মতন সসংকোচে সামলে নেয়। মরদদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে লাজুক লাজুক ভাব করে। মেয়েছেলেরা তার সামনে রাখঢাক করে না। হাটে যেতে আসতে রৌদী মেয়েদের দলের

১. ময়রা। ২. খাওয়া দাওয়া।

সঙ্গ নেয়। এখন তাকে সবাই ক্ষেপাচ্ছে— তোমার ভাগটা অন্দরমহলে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। দেখ-না, লালচাঁদ তোমার নামে পাতা লাগিয়ে রেখেছে।

"দূর হ পোড়ার মুখো। বুড়োবুড়ির সঙ্গে রঙ্গমস্‌করা করতে লজ্জা করে না? যা-না নিজের ঠাকুমা-দিদিমার সঙ্গে ইয়ারকি মারগে না। এ গাঁয়ের ছেলেছোকরাগুলো সব ঝরঝরে হয়ে গ্যাচে। আর সিনধোবাটাই যত নষ্টের গোড়া। বুড়োরাই যেখানে বেরাল সেখানে ছোঁড়ারা যে কীরকম হবে তা তো বোঝাই যাচ্ছে। আমি এই বলে দিচ্ছি, শুনে রেখে দাও।..."

মোহন্ত সায়েব রাত্রে ভোজন করেন না।

"সদ্‌গুরু হো! ডাগডর সায়েব, আপনি কত করে মাসোহারা পান? দুশো? তা বেশ। হ্যাঁ, এখানে উপরি আমদানী হবে। আসল আয়ই তো উপরি আয়! খুব ভালো হল।...গাঁধীজী তো অবতারী পুরুষ।...ডাগডর সায়েব!...আজ থেকে প্রায় পাঁচ বছর আগে একবার আমার চোখ উঠেছিল। তারপর মাস দুয়েক চোখ দুটো লাল হয়ে রইল। পুরনিয়ার সিবিলসার্জেনকে পঞ্চাশ টাকা ফীস দিয়ে দেখালাম। বহুদিন ধরে ইলাজ[১]ও করালাম। কিন্তু বেকার। তা এখন তো আপনি এসে গেছেন। এখন ঘরের ডাক্তার হল।..."

লছমী দাসিন একদৃষ্টে ডাক্তারকে দেখছে। কী সুন্দর পুরুষ! এই দেহাতে বেচারার নিশ্চয় মন লাগছে না। চাকরি সে হাজার হোক, চাকরিই। মনটা নিশ্চয় ঘরের কোণে বাঁধা রয়েছে। বৌ-ছেলেমেয়ের কথা মনে পড়ছে নিশ্চয়। আহা···কিছুদিন গেলে মন বসে যাবে। তারপর আস্তে আস্তে ছেলেপুলেদের নিয়ে আসবে। দুম করে জিজ্ঞেস করে বসে—"আপনার বাড়িতে আর কে কে আছে ডাক্তারবাবু?"

ডাক্তার একটু হকচকিয়ে যায়, বলে, "জী, মেরা কোই নহী"— আমার কেউ নেই। মা-বাপ ছেলেবেলায় মারা গেছেন। প্রশ্নটা

১. চিকিৎসা।

করার পর লছমী বুঝতে পারে, করাটা উচিত হয় নি। হঠাৎ এমন একটা প্রশ্ন ও করতে গেল কেন, নিজেরই আশ্চর্য লাগে! মেরা কোঈ নহী! আমার কেউ নেই।

"লছমী! রামদাসকে ডাক। আচ্ছা ভাগদারবাবু, এখন আমায় উঠতে আজ্ঞা দিন। আপনিও এবার আহারাদি করে বিশ্রাম করুন সময়-সুযোগ-মতো মঠে আসবেন। সদ্গুরু সায়েব বলেছেন— 'দরস পরস সতসঙ্গ তে ছুটে মন কা মৈল'!"

লছমী দুহাত তুলে নমস্কার জানায়।

ব্রাহ্মণটোলীর বাসিন্দারা বালদেওজীকে জিজ্ঞেস করে, "ডাগডর-বাবুর নৌকরটা তো দোসাধ। তা তোমার ডাগটর কোন্ জাত হে? দোসাদের হাতের রান্না খায়?"

"বোলিয়ে পরেম সে—মোহতমা গনহী কী জায়।"

ভাণ্ডারা সমাপ্ত হল। কোনো 'তুরুটি' হয় নি। সবাই বেশ 'পূর্ণ'।

ভুলবশতঃ যদি কেউ বাদ পড়ে গিয়ে থাকে তার ভাগটা কালই পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

বালদেওজী অগমু চৌকিদার আর বিরঞ্চির সঙ্গে হাসপাতালে শোবেন। আজকে প্রথম রাত।

আট

লছমীরই বা কে আছে এ সংসারে! কেউ না!

…'জী মেরা কোঈ নহী! 'আমার কেউ নেই, বুঝলেন! …লছমী ভাবে, তার মন এমন নরম কেন? ডাক্তারকে দেখে সে এমন গলে পড়ল কেন? এ তো ভাল কথা নয়। সদ্গুরু, আমায় বল দাও। এক সদ্গুরু বিনা ত্রিভুবনে কেউ নেই তার। মার কথা

মনে পড়ে না। পসরাহা মঠের পাশেই ছোট কুঁড়েঘরটার কথা মনে পড়ে। ভোর হতেই বাবা কাঁধে করে মঠে নিয়ে যেতেন। মোহন্ত রামগুসাঈ বড় ভালবাসতেন—'আগঈ লছো! লে, মিসরী খায়েগী, চায় পিয়েগী?'—লচ্ছো এসেছিস। নে মিছরি খা, চা খাবি?—ভাণ্ডারী একটা বাটিতে করে চা আর চিঁড়ে দিয়ে যেত। বাবা বসে বসে মোহন্ত সায়েবের জন্যে গাঁজা সাজত। এক ছিলিম, দু'ছিলিম, তিন ছিলিম। টানতে টানতে মোহন্ত সায়েবের চোখ লাল হয়ে যেত। বাবাও মাঝে মাঝে থরথর করে কাঁপত। তখন ভাণ্ডারী দই এনে দিত— খেয়ে নাও রামচরণ ভাই। নেশা কেটে যাবে। বাবাকে মোহন্ত সায়েব খুব মানতেন। কোনো কাজ নেই। দিনভর মোহন্ত সায়েবের ধুনীর কাছে বসে থাক, গাঁজা সাজ, ছিলিম টানো। লছমীর আর তার বাবার খাওয়াদাওয়া মঠেই হত।

গ্রামে কলেরা ছড়িয়ে পড়তে মোহন্ত সায়েব বলে দিলেন—'রামচরণ তুমি মঠেই থাক। সেই কদিন অষ্টপ্রহর কলকে গরম থাকত, ঠাণ্ডা হতে পেত না। একদিন মোহন্ত সাহেবের বীজকগ্রন্থ পুড়ে গেল। কী ভারে কলকের ফুলকি উড়ে এসে পড়েছিল! মোহন্ত সায়েব কেঁদে ফেললেন—'রামচরণ সাহাব করোধ কোহিন্ হৈঁ, দণ্ড ভোগনা পড়েগা।' অমঙ্গল হোগা—সাহেব কুপিত হয়েছেন, দণ্ড ভোগ করতে হবে, অমঙ্গল হবে। পরদিনই মঠের এক সাধুর ভেদবমি হতে লাগল। তৃতীয় দিন সেই সাধু শরীর 'ত্যাগ' করলেন, মোহন্ত পড়লেন। বাবা মোহন্ত সায়েবের খুব সেবা করলেন। দেহত্যাগের আগে মোহন্ত বললেন—'রামচরণ একবার শেষবারের মতন এক ছিলিম খাইয়ে দাও, বেটা। ধুনীর আগুন মালসায় তুলে নিয়ে গিয়ে ছিলিম সাজবে বলে বাবা ধুনীর কাছে গিয়েছিল। ব্যস। ধুনীর ওপরেই বমি শুরু হয়ে গেল। সেদিন বিকেলে মোহন্ত সায়েব, পরদিন সকালে বাবা কায়া বদল করলেন। ভাণ্ডারী দূর থেকেই বাবাকে দরশন করিয়ে দিয়েছিল, কাছে যেতে দেয় নি। বলেছিল—'মরা মানুষের কাছে যেতে নেই।"

"লছমী! ও লছমী!"

"যাই।" লছমীর অন্তরাত্মা জ্বলে·ওঠে। এই সেইদিন বীজক ছুঁয়ে দিব্যি গেলেছে, আবার আজ ডাক পাড়ছে। সদ্‌গুরুহে, তোমার ডাক কবে আসবে প্রভু, আর যে পারি না। এবার দাসীকে ডেকে নাও তোমার পায়ে!

"লছমী।"

"মোহন্তসায়েব, চিত্তকে শান্ত করুন। সদ্‌গুরুর ধ্যান করুন। এসব মায়া—

"হ্যা লছমী জানি, সবই মায়া। কিন্তু— একবার কাছে এস।"

অন্ধ মানুষ যখন আঁকড়ে ধরে তখন তার হাতে যেন হাঙর-কুমীরের বল আসে। কথায় বলে, অন্ধের মুঠো। হাজার চেষ্টা কর মুঠি ছাড়াতে পারবে না। হাত না যেন কামারের চিমটে! ফোকলা মাড়ির দুর্গন্ধ। লাল! উঁ! মোহন্তসায়েব, শুনুন, মোহন্তসায়েব শুনুন। রামদাস ধুনীর কাছেই রয়েছে। রামদাস এই রামদাস, শীগ্যির ওঠো। দেখ, মোহন্তসায়েব কীরকম করছেন।

মোহন্তসায়েবকে সদ্‌গুরু তাঁর কাছে ডেকে নিয়েছেন।

সকাল হতেই সারা গাঁয়ের লোক ভেঙে পড়ল। একেই বলে সিদ্ধপুরুষ। স্বেচ্ছা মৃত্যু হয়েছে! কাল রাত্তিরেই গাঁয়ের ছেলে-বুড়োকে খাইয়েছেন আর রাত না পোহাতেই খোলস বদলে ফেললেন। গিয়ানী মহাতমা না হলে, এমন দৈবমরণ কি যার তার হয়!

রামদাস বলে, 'ভাণ্ডারা থেকে ফিরেই সরকার আসনে বসে ধেয়ান মগ্ন হলেন। ওমনি তাঁর দেহ থেকে 'জ্যোতি' বেরোতে লাগল। আমি মশারি ফেলে দিতে যেতে আমায় ইসারায় বারণ করে দিলেন। আমি ধুনীর পাশে বসে দেখতে লাগলুম। ক্রমে সরকারের দেহের 'জোত' আরো বেড়ে গেল, আরো তেজালো হয়ে উঠল, তিনি যেন একেবারে শিশু হয়ে গেলেন। তেজের ছটায় আমার দুচোখ আপনি বুজে এল। আমি ধুনীর পাশেই শুয়ে পড়লুম। তারপর কোঠারিণজীর চীৎকার শুনে চোখ খুলল।

লছমী নির্বাক্। এমন সব সাধু যে সমাধিতে মাটি দেবার নিয়মও

জানে না। জটা বাড়িয়েছে আর হাতে কমণ্ডলু নিয়েছে— ব্যস, হয়ে গেল সাধু।···“চরণদাস, আগে বীজক পাঠ হবে, তবে তো মাটি দেওয়া! তারপরে সব সাধুসন্তদের গোরে মাটি দেওয়া আছে। এই সামান্য কথাটা জান না?”

মায়াজাল বিথণ্ডনে সুর গুরু দুখ পরহরতা
সরবে লোক জনাচ জেন সততং
হিয়া লোকিতা··· ।
নমোস্তু সদগুরু সাহেবকো
চরণ কমল ধরী শীশ!

প্রথমে মাটি দেয় রামদাস। তারপর লছমী দাসিন একমুঠো মাটি নিয়ে মোহন্তসায়েবের শুভ্র চাদরের ওপর ছড়িয়ে দেয়। তারপর দেওয়া হয় ফুলের মালা। সাধুরা কোদাল দিয়ে মাটি কেটে গোরে মাটি চাপা দিতে থাকে! চরণদাস বলে, “মোহন্তসায়েবকে নিয়ে দশজন মোহন্তকে মাটি দিলুম! মাটি দিতেও জানব না?”

গাঁয়ের কীর্তনিয়ারা সমদাউন শুরু করে—

···হাঁরে বড়ারে জতন সে সুগা এক হৈ পোসল
মাখন দুধবা পিলায়ে!
হাঁরে, সে হোবে সুগলা বিরিছি চড়ী বৈঠল
পিঁজড়ারে ধরতা লোটায়ে···।[১]

গোরের পর রামদাস খঞ্জনী বাজিয়ে ‘নিরগুণ’ গাইতে থাকে—

কহঁবা সে হঁসা আওল কহঁবা সমাতল হো রাম
কি আহো রামা হো, কৌন গঢ় কয়ল মোকাম
কওন লপটাওল হো রাম!’
—ডিমডিমিক ডিমিক···
সুরপুর সে হঁসা আওল নরপুর সমাতল হো রাম।

গানগুলির মর্মার্থ: ১. কত যত্ন করে মাখন-দুধ খাইয়ে এক শুকপাখি পুষলাম। হায়রে, সেই শুকপাখি একদিন গাছে চড়ে বসল! খাঁচাটা ধুলোয় লুটোচ্ছে।

কি আহো রামা হো, কায়াগয় কয়লা মোকাম
মায়হি লপটাওল হো রাম !— জয়হো সতগুরু কী
জয় হো ! মোহন্তসায়েব কী জয় হো ! সব সন্তনকী জয়
হো ![১]

মঠ একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে। জীবনে এই প্রথমবার লছমী মোহন্তসায়েবের মূল্য বুঝছে।···

···চক্ষুহীন মোহন্ত নিজে কিছু দেখতে পেতেন না; রামদাসের সাহায্য ছাড়া এক পা চলতে পারতেন না। তবু মনে হত গোটা মঠটা জুড়ে রয়েছেন। মোহন্ত বিনা মঠ যেন প্রাণহীন কায়া।

কাঁচহি বাঁস কে পিঁজড়া
জামে দিয়বো ন বাতী হো,
অরে হঁসা উড়ল আকাশ
কোঈ সংগো ন সাথী হো।[২]

···আর যাই হোক, এ সংসারে সকলের চেয়ে বেশি ভালবাসতেন লছমীকে। দুরন্ত যৌবনের আগল ভাঙা দিনে, সদ্‌গুরুর কৃপায় মায়া জয় করে ব্রহ্মচারী হয়েছিলেন। বার্ধক্যে মানুষের ইন্দ্রিয় শিথিল হয়ে পড়ে— মায়ার প্রবল তাড়না সহ্য করার তাকত থাকে না আর। তাই তো সাধু-ব্রহ্মচারীরা বৃদ্ধবয়েসে প্রায়শঃই মায়ার অধীন হয়ে পড়েন। এ তো মোহন্তসায়েবের 'দোখ' নয়। লছমীরই বরাত খারাপ। সে না থাকলে হয়ত মোহন্তসায়েব সদ্‌গুরুর মার্গভ্রষ্ট

১. প্রশ্ন: হে রাম, কোন্ দেশ থেকে হাঁস এসে কোথায় বসল। কোথায় বাসা বাঁধল, আর কী গায়ে জড়াল ?

উত্তর: হে রাম, দেবলোকের হংস নরলোকে এসে কায়ারূপ দুর্গে বাসা বেঁধেছে, অঙ্গে জড়িয়েছে মায়ার বসন।

২. খাঁচাটি যেন গো কাঁচের আধার
দেউটি নিবলে তখনি আঁধার।
খাঁচা ছেড়ে যেই উড়ে গেল হাঁস
একা সাথীহীন— অপার আকাশ ॥

হতেন না। এ কথা ধ্রুব সত্য। দোখ তো তারই। এক ব্রহ্মচারীর ধরম নাশ করার পাপ সারাজীবনের মত তার কপালে আঁকা রইল। আপনার বলতে এখন আর লছমীর কেউ রইল না!

"হায় মোহন্তসায়েব। আমাকে ছেড়ে কোথায় চলে গেলে? দাসীর সব অপরাধ ক্ষমা করে দিও গুরু! জীবনে কোনদিন খুশি মনে তোমার কোনো সেবা করতে পারি নি। মরবার সময়েও তোমার কামনা পূরণ করে তোমায় সুখী করতে পারলাম না প্রভু! ক্ষমা করো আমায়!"

লছমী কাঁদতে থাকে। জীবনের সব জমে থাকা কান্না দু'চোখ বেয়ে উপচে পড়ে, বাঁধ মানে না।

"জায়হিন্দ কোঠারিন জী!"

"দয়া সদ্গুরুকে! বৈঠিয়ে বালদেওজী!"

বালদেও সব কথা ভুলে যায়। লছমীকে সান্ত্বনা দেবে বলে মনে মনে যত কথা ঠিক করে রেখেছিল, যত দোহা, যত কবিতা সব ভুলে গেল। ওর মনের পর্দায় রোরুদ্যমানা মাঈজীর ছবি ফুটে উঠল 'গঙ্গারে যমুনবা কী ধার নয়ন বাঁসে নীর বহী।' সেই খরতোয়া ধারাস্রোতে বালদেওয়ের ঠুনকো কথার বালির বাঁধ কোথায় ভেসে গেল। তারও চোখ ছলছলিয়ে এল। ফল্গুতেও বান আসে। মনকে শক্ত করে বলে, "কোঠারিন জী, সবই পরমেশ্বরের মায়া। লাভ-ক্ষতি, জীবনমরণ, জয়-পরাজয় বিধির হাত।" বালদেও বলে চলে, "আমি তো সেই সূর্য ওঠার আগেই ডাক্তারসায়েবের সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছিলাম। ডাক্তারসায়েবকে গ্রামের চৌহদ্দী দেখাতে হল। দখিন সাঁওতালটোলী থেকে শুরু করে দোসাদটোলীর গলি-খুঁজি, এ-পাড়া ও-পাড়া ঘুরতে ঘুরতেই বেলা দশটা বেজে গেল। ওখানেই খবর পেলাম মোহন্তসাহেবের ইন্তেকাল[১] হয়েছে। ডাক্তার-সায়েবেরও মনটা উদাস হয়ে গেল। উনি ইসপিতালে ফিরে গেলেন। বাদবাকি পাড়াগুলো কাল দেখবেন।...আজ রাউতহাটের হাটেও

১. মহাপ্রয়াণ।

ঢোল দেওয়াতে হবে— ইসপিতাল খুলে গেছে। তাই শোভনমুচিকে পাঠিয়ে দিয়েই আমি সোজা চলে এলাম।"

লছমীর কান্না থেমে গেছে। বড় সময়মত এসেছেন বালদেওজী। মোহন্তসায়েব বড় ভালবাসতেন বালদেওজীকে। পাঁচ-সাত দিনের পরিচয়েই মোহন্তসায়েব বালদেওজীকে চিনে নিয়েছিলেন। টাকা চেনা যায় বাজিয়ে, আর মানুষ চেনা যায় তার কথা শুনে। মোহন্ত বলতেন, বালদেও 'শুদ্ধচিন্তার মানুষ, বড় ভাল সংস্কার ওর।' এর আগে তিনি কাউকে এতটা বিশ্বাস করেন নি। মঠে রোজ কত রকমের সাধু-সন্নিসির ভিড় হত। মোহন্তসাহেব বলতেন, 'লছমী, এসব লোককে এতটুকু বিশ্বাস নেই। এরা হল বাউণ্ডুলে। এদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করা ভাল নয়।' রোজই বলতেন এসব কথা, একদিনও ভুল হত না। কমবয়েসী সাধুদের পায়ের আওয়াজ শুনে চিনে ফেলতেন। তীব্র অন্তর্দৃষ্টি ছিল মোহন্তসায়েবের। গত বছর একদিন সৎসঙ্গের সময় এক জোয়ান ছোকরা বৈরিগী এসে বসেছিল। আগের দিন রাত্তিরেই এসেছিল—বরাহছত্তরের[১] যাত্রী। তার চাউনি ভারী চঞ্চল। বসেছে সৎসঙ্গে, কিন্তু নজর আছে লছমীর অঙ্গে। মোহন্তসায়েব, 'সাহেববচন' পাঠ করে শোনাচ্ছিলেন। আখর আওড়াতে আওড়াতে হঠাৎ একসময় থেমে গেলেন। হেঁকে বললেন, 'ওহে নওগাছিয়ার নওজোয়ান বৈরাগী! বচনগুলো একটু কান পেতে শোন গো। লছমীর শরীরে চোখ দুটো গিঁথে রেখে কী লাভ? মাটির শরীর মাটি হয়ে যাবে, সাধুর বচনই সত্য।' ···বেচারা বৈরিগী বালভোগ না খেয়েই আসন ছেড়ে চম্পট। বালদেওজীর ওপর কিন্তু তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। 'আসল ত্যাগী পুরুষ হল এরাই, লছমী!'

বালদেওজীকে দেখেই লছমীর দুঃখ আদ্ধেক কমে গেল। বালদেও বলে, "অনেক ভাগ্যে এসব সাধুমহাপুরুষের দর্শন লাভ হয়। দর্শন যদিও বা পেলাম, সেবা করবার সুযোগ পেলাম না। আমার দুর্ভাগ্য।"

১. বরাহক্ষেত্রের তীর্থ

লছমী বলে—"বালদেওজী, আপনি তো দাস, না ?"

—জী। আমার মা-ও দাসবংশের মেয়ে ছিল। মাছমাংস ছুঁত না।

—তবে তো আপনি 'গর্ভদাস।' তবে কণ্ঠি নেন না কেন ?

বালদেওজীর ঠোঁটে মৃদু হাসির রঙ লাগে। বলেন—"কোঠারিনজী, আসল জিনিস হল মন। কণ্ঠি তো বাইরের জিনিস।"

অন্য কোন সাধুর কানে এ কথা গেলে আর রক্ষে ছিল না। অনর্থ হয়ে যেত। রামদেও গোঁসাই হলে তো চিমটে নিয়ে তেড়ে আসতেন। গালাগাল দিয়ে ভূত ভাগিয়ে দিতেন। কী! এতবড় আস্পদ্দা! কণ্ঠির অপমান! লছমী শান্ত কণ্ঠে বলে—"কণ্ঠি ঠিক বাইরের জিনিস নয় বালদেওজী। এ হল বৈরাগীর ভেক। আপনি চিন্তা করে দেখুন। যেমন আপনার খদ্দরের কাপড়। যারা মলমল পরে, মারকিন পরে, তারাও হয়ত মহাত্মাজীর পন্থায় বিশ্বাস করতে পারে, তবুও আপনি কি তাদের স্বরাজী বলবেন ?"

লছমীর কথার জবাব দেওয়া সহজ নয়। লছমীর সঙ্গে দুটো কথা বললেই দুটো নতুন কথা জানা যায়। বালদেও ভাবে।

"বেশ তো। আপনি যখন বলছেন, নিয়েই নেবখন কণ্ঠি।"

"কার কাছে নেবেন ?"

"আপনিই দিয়ে দিন।"

লছমী হেসে ফেলে। এতক্ষণের শোকাচ্ছন্ন পরিবেশের ম্লানতা লছমীর হাসির স্বচ্ছধারায় ভেসে যায়। কী সরল মানুষ! আমায় গুরু করতে চায়!

"না বালদেওজী, আমি আচারজ্জী[১]কে দিয়ে আপনাকে কণ্ঠি দেওয়াব। আচারজ্জী কাশীধামে থাকেন। আমি আপনাকে আমার বীজক দিচ্ছি। রোজ পাঠ করবেন। বীজক পাঠ করলে মন নিরমল হয়। অন্তরের জ্যোতি প্রকাশ পায়।"

—বীজক! ছোট্ট একটা পুঁথি। 'গেয়ানের' মধুভাণ্ড।

১. মঠসমূহের প্রধান আচার্য।

বালদেওজীর বুক ধড়াস ধড়াস করে। লছমী বলে, "সব হাতে লেখা। সেবার কাশীধাম থেকে এক বিদ্যার্থীজী এসেছিলেন। বড় 'যতন্'সে লিখে দিয়েছিলেন। তাঁর 'মোতী যৈসে অচ্ছর'!"[১]

বীজকপুঁথির গায়েও লছমীর দেহের সুবাস। এই সুগন্ধে একটা নেশা আছে। পুঁথির পাতায় পাতায় লছমীর আঙুলের পরশ লেগে রয়েছে।···

'পোথী পঢ়ি পঢ়ি জগমুআ পণ্ডিত ভয়া ন কোয়,
ঢাঈ আখর প্রেমকা পঢ়া সো পণ্ডিত হোয়।'

[বিশ্বসুদ্ধ পুঁথি পড়েও পণ্ডিত হওয়া যায় না। প্রেমের আড়াই বর্ণই জ্ঞানী করে তোলে।]···লছমীকে চোখে দেখলেই মন পবিত্র হয়ে যায়।

নয়

ডাক্তার প্রশান্তকুমার!

'জাত?'

এখানকার লোক নাম জিজ্ঞেস করার পরই কী জাত জানতে চায়। প্রশান্তর জীবনে জাত তুলে কেউ কিছু জানতে চায় নি বড় একটা। কিন্তু এখানে এটা রেওয়াজ। প্রশান্ত হাসে, বলে—'জাত? ডাক্তার!'

'ডাক্তার! জাতি—ডাক্তার! তা বাঙালী না বিহারী?'

'হিন্দুস্থানী—ভারতীয়'—ডাক্তার জবাব দেয়।

জাতি ফেলনা কথা নয়। যারা জাতপাঁত মানে না, তাদেরও একটা-না-একটা জাত আছে। সেরেফ 'হিন্দু' বলে দিলেই লেঠা

১. মুক্তোর মতন অক্ষর।

ঢুকে যায় না। ব্রাহ্মণ? তা কী রকম ব্রাহ্মণ? গোত্র কী? মূল কোথায়? তা শহরবাজারে কেউ কারুর জাতের খোঁজ করে না। শহরে লোকের জাতটাতের ঠিকানা পাওয়া যায় না। কে কার কড়ি ধারে! পাড়াগাঁয়ে কিন্তু আপনার জাতের ঠিক না থাকলে জলচলা মুস্কিল।

প্রশান্ত তার জাতের ব্যাপারটা ভাঙে না। আসলে কী যে তার জাত সে নিজেই জানে না। জানলে হয়ত ভাঙতে সংকোচ করত না। আর তা হলে হয়ত জাতবেজাতের ভেদাভেদ সম্পর্কে তার এতখানি বিশ্বাসের অভাবও ঘটত না। তখন হয়ত নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিতে তার গর্বই হত, বলা যায় না।

যেদিন হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে নাম লেখাতে যায়, সেদিনও খানিকটা এইরকম সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। রাতভর ঘুমোতে পারে নি সেদিন। প্রশান্তকুমার, পিতা অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, হিন্দু, ব্রাহ্মণ। সব মিথ্যে কথা। বেচারা অনিল বাঁড়ুজ্জে, ডাক্তার, নেপালের তরাইয়ে কোনো এক গ্রামে, তখন হয়ত তার পরিবার-পরিজন নিয়ে সুখের কোলে ঘুমিয়ে। প্রশান্তকুমার নামে তার কোনো ছেলে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে গেছে— এমন কথা সে বেচারা স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। কিন্তু প্রশান্ত তাঁকে চিনত— তার তথাকথিত পিতা অনিল ডাক্তারকে। ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফর্ম ভরার দিনই অনিল ডাক্তার তার পিতার শূন্যস্থান পূরণ করেছেন।

ছেলেবেলা থেকেই সে তার জন্মবৃত্তান্ত শুনে আসছে। বাড়ির ঝি, বাগানের মালী, পাড়ার ময়রা সবাই তার জন্মকাহিনী জানত। সবাই তার দিকে আঙুল উঁচিয়ে বলত—'ঐ-যে ছেলেটাকে দেখছ না? ওকে উপাধ্যায়জী কুশী নদীতে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। বাঙালী ডাক্তারনী ওকে মানুষ করেছেন।' যে শুনত সেই অবাক হত, করুণা করত। তাদের মুখে বিস্ময়ের অনুকম্পার হালকা ছায়া পড়ত। কতশতবার এসব দেখেছে প্রশান্ত। সে কী দৃষ্টি! অ-সনাক্ত লাশের দিকে লোকে যেমন চোখে তাকায়।

প্রশান্ত অজ্ঞাতকুলশীল। তার মা তাকে মাটির কলসিতে

শুইয়ে কুল-প্লাবিনী কুশীনদীর বানের জলে সঁপে দিয়েছিল। নেপালের প্রসিদ্ধ উপাধ্যায় পরিবার তখন নেপাল সরকারের কোপে বিতাড়িত অবস্থায় সহরাঅঞ্চলে আদর্শআশ্রম প্রতিষ্ঠা করে বসবাস করছেন। সেদিন উপাধ্যায়জী বন্যার্তত্রাণের উদ্দেশ্যে রিলিফের নৌকো নিয়ে বেরিয়েছিলেন। ঝাউবনের পাশে মাটির হাঁড়ি দেখে থমকে গেলেন—নতুন হাঁড়ি! ব্যাপার কী? তাঁর স্ত্রীর কৌতূহল হল, "দেখই-না, হাঁড়িতে কী আছে।" ঝাউবনের গায়ে নৌকো ভিড়তেই, জলের ধাক্কায় হাঁড়ি নড়ে উঠল। উঠতেই হাঁড়ির গা থেকে একটা ঢোঁড়া সাপ মাথা তুলে ফোঁস ফোঁস করে উঠল। তারপর সাপটা যেই জলে নেমে গেল, শুনি হাঁড়ির ভেতর থেকে সদ্যোজাত শিশুর কান্না শোনা গেল! যেন এইমাত্র মা পিঠ থাবড়ানো বন্ধ করেছে।··ব্যস, এই তার জন্মের ইতিহাস। এই একই ইতিহাস নানান জনের মুখে নানান রকম ভাবে শোনা যায়।

আদর্শআশ্রমে এক দুঃখিনী নারী ছিল—স্নেহময়ী। তার স্বামী ডাঃ অনিল বাঁড়ুজ্জে তাকে ত্যাগ করে এক নেপালী মেয়েকে বিয়ে করেছিল। উপাধ্যায়ের আশ্রমে স্নেহময়ীর দিন কাটত—হরিণ খরগোস ময়ূর আর বাঁদরের বাচ্চাদের নিয়ে, তাদের আদর-যত্ন ক'রে। সেদিন যখন উপাধ্যায়দম্পতি তার কোলে একটা জলজ্যান্ত ছেলে তুলে দিলেন, তখন স্নেহময়ী উল্লাসে অধীর হয়ে উঠল—"প্রশান্ত!··· এ আমার প্রশান্ত!" সেদিন থেকেই প্রশান্ত স্নেহময়ীর অন্ধের নড়ি—একমাত্র সন্তান। এর কিছুদিন পরেই নেপাল সরকার উপাধ্যায়ের উপর থেকে বহিষ্কার আদেশ তুলে নিয়ে তাঁকে ফিরিয়ে নিলেন। আদর্শআশ্রমের পশুপাখিরাও তাঁর সঙ্গে গেল। স্নেহময়ী আর প্রশান্তও ঐ পরিবারের লোক। নেপালের তরাইয়ে বিরাটনগরে আদর্শবিদ্যালয় স্থাপিত হল। স্নেহময়ী সেই স্কুলে সেলাই ফোঁড়াইয়ের মাস্টারনী বহাল হলেন।

স্নেহময়ীর স্নেহাঞ্চলে লালিত প্রশান্তর কৈশোরে কর্মব্রতী উপাধ্যায়-পরিবারের দীপ্তির প্রভাব না পড়লে, সে হয়ত কোনদিনই সেতারের ঝংকার আর রবীন্দ্রসংগীতের গুঞ্জরণের আওতা ছাড়াতে

পারত না। উপাধ্যায় মশায়ের বড়ছেলে বিহার বিদ্যাপীঠের স্নাতক আর মেজ ছিল দেরাদুনের বিখ্যাত ইংরিজি ইস্কুলের ছাত্র। মেয়ে শান্তিনিকেতনে পড়ছিল। ছুটির সময় যখন সকলে বাড়িতে জমায়েত হত, তখন শান্তিনিকেতনের ছাত্রীটি চরখা চালাতে শিখত, বিদ্যাপীঠের স্নাতক আশ্রমভজনাবলীর কলিগুলোর রাবীন্দ্রিক স্বরারোপ করত, আর দেরাদুনের ইংরিজি স্কুলের স্টুডেন্ট—সেবাদলের প্যারেডে হিন্দী কম্যাণ্ডের পরিভাষা নিয়ে তর্ক করত—"অ্যাটেন্‌শনে যে কোর্স, সাবধানে" তা নেই। অ্যাটেনশন্‌ শুনলেই মনে হয় কয়েক ডজন বুট যেন একসঙ্গে তাল ঠুকল।

এইরকম পরিবেশে প্রশান্তর ব্যক্তিত্ব বিকশিত হচ্ছিল।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের আই. এস্‌সি. পাস করার পর সে পাটনা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হল। মার ইচ্ছে ছিল ছেলে ডাক্তার হয়। কিন্তু ছেলেকে ডাক্তার দেখে যাওয়া তার হয়নি। কাশীবাস করতে করতেই কাশীর এক কানাগলিতে স্নেহময়ী হারিয়ে গেল। আর ফেরেনি।···এর অনেকদিন পরে লাহোর থেকে প্রশান্তর নামে একটা মনিঅর্ডার এসেছিল—বিজয়ার আশীর্বাদসহ। প্রেরকের নাম—শ্রীমতী স্নেহময়ী চোপড়া।···এক মা জন্মের পরেই কুশীর কোলে বিসর্জন দিয়েছিল,আর-এক মা পৃথিবীর জনসমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়ে গেল!

ডাক্তারী পাস করার পব প্রশান্ত যখন হাউসসার্জেন হয়েছে, এমনি সময় দেশে ১৯৪২-এর প্লাবন এল। নেপালে উপাধ্যায়-পরিবারে এমন কোন শিশু ছিল না যে গ্রেপ্তার হয় নি। ইংরেজ সরকার ওয়াকিবহাল ছিল যে ঐ পরিবারটি যে কেবল ফেরারী নেতাদের সাহায্যই করত তাই নয়, তারা গুপ্ত আন্দোলনে সক্রিয় অংশও নিয়েছিল। মেজছেলে বিহারের সোশালিস্ট পার্টির কর্মী, তাকে আগেই নজরবন্দী করা হয়েছিল। প্রশান্তও সেই পরিবারের ছেলে, কাজেই তাকেও নজরবন্দী করা হল। জেলে বসে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এবং কর্মীদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের সুযোগ এল।···সব দলের লোকেই ওকে ভালবাসতেন।

১৯৪৬ সালে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হতে, একদিন ও হেল্‌থ

মিনিস্টারের বাংলোয় হাজির হল। বলল, পূর্ণিয়ার কোনো গ্রামে বসে ম্যালেরিয়া আর কালাজ্বরের ওপর রিসার্চ করতে চায়। তাকে সরকারী সাহায্য দেওয়া হোক। মিনিস্টার সায়েব বললেন—"কিন্তু গভর্নমেন্ট তোমাকে বিদেশে পাঠাচ্ছে। স্কলারশিপ…"

"আজ্ঞে, আমি বিদেশে যাব না", পূর্ণিয়া আর সহর্ষা জেলার ম্যাপ দুটো বিছিয়ে ধরে প্রশান্ত, হাসতে হাসতে বলে, "এই ম্যাপের যে-কোনো অংশে আমি বাস করতে চাই। এই দেখুন, সহর্ষার এই এলাকায় ফি বছর কুশীর তাণ্ডবনৃত্য ঘটে থাকে। আর এই হল পূর্ণিয়ার পূর্বাঞ্চল, এখানে ম্যালেরিয়া আর কালাজ্বর বছরে বছরে সর্বনাশের বান ডাকায়।"

মন্ত্রীমহোদয় প্রশান্তকে ভালভাবেই চিনতেন। এ ব্যাপারে তার সঙ্গে তর্কে জেতা যাবে না। "কিন্তু প্রশ্ন হল…"

"প্রশ্নোত্তরের কিছু নেই তো। আমায় কোন-একটা ম্যালেরিয়া সেণ্টারেই পাঠিয়ে দিন না।"

"ম্যালেরিয়া সেণ্টারে! কিন্তু তুমি হলে একটা এম. বি. বি. এস. ডাক্তার। ম্যালেরিয়া কালাজ্বর সেণ্টারে তো এল. এম. পি.-দের নেওয়া হয়।"

"যতদিন না আমার রিসার্চ পুরো হচ্ছে, ততদিন আমি কিছুই না। আমার ডিগ্রির মূল্য কী!"

বহু মেহনত করে, নতুন পুরনো ফাইল ঘেঁটে ঘেঁটে, পূর্ণিয়া জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যানকে চিঠিপত্র লেখালেখি করে, অবশেষে মিনিস্টার-মশায়, মিস্টার মার্টিনের দান করা জমির হদিস পেলেন। কুড়ি-বাইশ বছর আগে মন্ত্রীমশায় পূর্ণিয়াতেই ওকালতি করতেন। পাগলাসায়েব মার্টিনকে তিনি দেখেছিলেন।

অবশেষে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সলাপরামর্শের পর, একদিন প্রেসনোটে বিজ্ঞপ্তি বেরোল যে, 'পূর্ণিয়া জেলার মেরীগঞ্জ গ্রামে ম্যালেরিয়া সেণ্টার খোলা হচ্ছে (…দি স্টেশন উইল আণ্ডারটেক ম্যালেরিয়া অ্যাণ্ড কালা-আজার ইনভেস্টিগেশন ইন্ অল্ আসপেক্ট্স্ —প্রিভেনটিভ্, কিউরেটিভ অ্যাণ্ড ইকনমিক)।'

প্রশান্তর এই সিদ্ধান্ত শোনার পর মেডিকেল কলেজের অফিসার-মহল, অধ্যাপকবৃন্দ এবং ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে নানারকম প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। যশস্বী সার্জেন ডাঃ পটবর্ধন বললেন, "আহাম্মক"! ই. এম্. টি.-র বড়কর্তা ডাঃ নায়েক বললেন, "পরে বুঝবে বাবা।" মেডিসিন বিভাগের ডাক্তার তরফদারের অভিমত, "ভাবপ্রবণতার প্রকোপও একটা বিপজ্জনক রোগের লক্ষণ। বুঝলে হে?"

প্রিন্সিপ্যাল কিন্তু শুনে খুশি হলেন, "তোমার কাছে এইটাই আশা করে ছিলুম। আমি তোমার সর্বাধিক সাফল্য কামনা করি। যদি কখনো কোনরকম সাহায্যের প্রয়োজন হয় আমাকে লিখো।"

প্রশান্তর কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

মাদ্রাজের মেডিকেল গেজেটের সম্পাদকীয়তে তাকে অভিনন্দন জানানো হয়েছিল।

…পূর্ণিয়া রওনা হবার দিন, স্টীমার ছাড়তে তখন বোধহয় মিনিট পাঁচেক বাকি, প্রশান্ত দেখল এক যুবতী মহিলা প্রায় দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছেন। আরে, কে? মমতা, না! হ্যাঁ তাই তো!

মমতা এসেই বলল, "তোমার কি মাথাটাথা খারাপ। একবার জানাতে কী হয়েছিল। বলিহারী যাই।…প্রশান্ত, তোমায় কী বলে বোঝাব আমি কী খুশি হয়েছি। তুমি সত্যিই বিরাট।…আমি তো এই আসছি বেনারস থেকে। পা দিতেই চুনী তোমার চিঠি দেখাল।"

রুমালের মোড়ক থেকে ফুল আর বেলপাতা বার করে প্রশান্তর মাথায় ছুঁইয়ে মমতা বলেছিল, "বাবা বিশ্বনাথের প্রসাদ। বাবা বিশ্বনাথ তোমার মঙ্গল করুন। পৌঁছেই চিঠি দিও।"

দশ

ডাক্তার চিঠি লিখছিল—

"মমতা,

"বলে দিয়েছিলে পৌঁছেই চিঠি দিতে। পৌঁছবার এক সপ্তাহ পরে চিঠি দিচ্ছি। তোমার বাবা বিশ্বনাথ আমি আসবার আগেই তাঁর এক দূতকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তার নাম পিয়ারু। আসল দেবদূত। কাজেই তোমার চিন্তার কোন কারণ নেই। সাত দিনের মধ্যেই সে দু'বার গোঁসা করেছে—"ডাক্তার হয়েছেন। এদিকে নাবার খাবার সময়ের ঠিক নেই। এমন করলে শরীর গতর টেঁকে! কোনদিকে হুঁশ নেই!" আশা করি এইটুকুতেই তুমি তার পরিচয় পেয়ে গেছ।

"এ এক নতুন পৃথিবী। জায়গাটাকে স্বচ্ছন্দে বজ্রদেহাত (অজ পাড়াগাঁ) বলতে পার। গাঁয়ের চৌকিদার হপ্তায় একবার করে থানায় হাজরি দিতে যায়। সেই আমার ডাক নিয়ে যাবে এবং নিয়ে আসবে।

"কাজ শুরু করে দিয়েছি। সকাল সাতটা থেকেই রুগীদের ভিড় জমে যায়। আপাততঃ জেনারেল সার্ভে করে যাচ্ছি। রক্ত পরীক্ষা চালাচ্ছি। পিয়ারুর মতে এখানকার কাকেদেরও ম্যালেরিয়া আছে।

"...এখানকার পুকুরে ডোবায় খানাখন্দে সর্বত্র পদ্মপাতা বোঝাই হয়ে থাকে। এরা বলে, ফুলের মরশুমে নাকি খানায়-ডোবায় অব্দি রঙবেরঙের পদ্ম শাঁপলা ফুটে থাকে।...তা বলে এখানকার লোককে কিছুতেই লোটাস-ইটার্স বলা যাবে না! খানা ডোবাগুলো পরীক্ষা করাচ্ছি।...এখানকার মাটি সম্ভবতঃ বারো মাসই ভিজে থাকে!

"গাঁয়ের লোকগুলো বড় সরল, অবিশ্যি সারল্য মানে যদি অশিক্ষা,

অজ্ঞতা আর অন্ধবিশ্বাস বোঝায় তা হলে এরা বাস্তবিকই সরল। তবে যদি বৈষয়িক বুদ্ধির কথা তোল, তবে তোমার-আমার মতন লোককে এরা দুবেলা ঠকাতে পারে। আর এদের বাহাদুরী হল এই যে, হাজারবার ঠকেও তুমি এদের সারল্যে মুগ্ধ হতে বাধ্য। এ হল আমার বিগত সাতদিনের অভিজ্ঞতা। ভবিষ্যতে এসব ধারণা ভুল প্রমাণিত হওয়াও সম্ভব। মিথিলা আর বাংলার মাঝখানের এই জায়গাটুকু বড় মনোহর। মেয়েরা সচরাচর সুন্দরী, তাদের স্বাস্থ্যও মন্দ নয়।"

"ডাক্তার সায়েব!"

"কে?"

"বিশ্বনাথ প্রসাদ।"

"আসুন। বলুন, কী ব্যাপার?"

"ডাক্তারসায়েব, একবার আমার বাড়িতে চলুন। আমার মেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে।"

"অজ্ঞান হয়ে গেছে! বয়েস কত? এর আগে কখনো অজ্ঞান হয়েছে?"

"আজ্ঞে হাঁ। আরো বার দু'তিন এইরকম হয়েছে। বয়েস? এই ধরুন ষোলো-সতেরো বছর হবে। একটু তাড়াতাড়ি···।"

"চলুন।"

বন্ধ ঘরের মাঝখানে খাটিয়ার ওপর নীলরঙের লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে রয়েছে একটি যুবতী মেয়ে। ফরসা মুখখানা শুধু লেপের বাইরে। এলোচুল মুখের চারপাশে ছড়ানো। চোখ বন্ধ। ঘরে লণ্ঠনের মিটমিটে আলো— আলোর চেয়ে ধোঁয়াই বেশি।

জানলা খুলে দিতে বলে ডাক্তার তরুণীর মুখের ওপর টর্চের আলো ফেলে।···মুখের চেহারা ভালই। শ্বাসপ্রশ্বাস যথাযথ। নাড়ীর গতিও ঠিক আছে।

ডাক্তার রুগিণীর চোখের পাতা টেনে খোলে, যেন পদ্মের পাপড়ি —ব্রাইট।···পেট? কোষ্ঠকাঠিন্য নেই তো?

কেউ জবাব দেয় না। ঘোমটার আড়ালে ঢাকা মুখগুলো

পরস্পরের ঘোমটার কাছাকাছি হয়। মাঝবয়সী এক মহিলা এগিয়ে আসেন। মেয়েটির মা। "আজ্ঞে না কোষ্ঠকাঠিন্য নেই।"

ঘরের ঝি-চাকরাণীদের পর্দা নেই। ঝি বলে, "ডাক্তারবাবু একবার লল্ লাগিয়ে দেখুন না।"

"লল্" মানে নল অর্থাৎ স্টেথস্কোপ। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস ঐ নল দিয়ে ডাক্তার রুগীর ভেতরকার সব তথ্য জানতে পারে—কী খেয়েছে না খেয়েছে, খাবার পেটে হজম হয়েছে কিনা, সব।

"সুই লাগাবেন নাকি?"

"হুঁ।"

ডাক্তার সিরিঞ্জ ঠিক করে। তরুণী চোখ মেলে—

"কী? সুঁঈ?...না, না সুঁই না। মা? ও বাবা...।"

"...আচ্ছা ঠিক আছে, ছুঁচ ফোটাব না। শরীর কেমন লাগছে এখন?...বেশ। অজ্ঞান হয়ে গেছলেন কেন? হাঁ, কেমন করে হল। ভয় পেয়েছিলেন? হাঁ, কিসের ভয়?...তারপর? মাথা ঘুরে গেল। ঠিক আছে। এখন কেমন লাগছে? আর ভয় করছে না তো? ওষুধ পাঠিয়ে দেব, আর ভয় পাবেন না।...

"ওষুধ?...না না ওষুধ না। মা, আমি ওষুধ খাব না।"

"বাঃ ইঞ্জেকশনও না, ওষুধও না?...কেন, মিষ্টি ওষুধ?"

সবাই হেসে ওঠে। তরুণীর শুকনো গোলাপী ঠোঁটে হালকা হাসির রঙ লাগে। চোখের পাপড়ি মেলে, ডাক্তারকে যেন ভর্ৎসনা করে—'যাঃ। ওষুধ আবার কখনো মিষ্টি হয়।'

বেরিয়ে এসে ডাক্তার তশীলদারকে বলে, "ঘাবড়াবার কিছু নেই। ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি। এর আগে কতক্ষণ অব্দি অজ্ঞান হয়ে থেকেছে?"

প্রায় একঘণ্টা। জ্যোতিষীকে দিয়ে একবার তাবিজ বাঁধিয়ে দিয়েছিলাম। ঝাড়ফুঁকও করিয়েছি। ডাক্তারসায়েব, বেটা বলুন, বেটী বলুন, ঐ মেয়েই আমার সব।"

"ভাল হয়ে যাবেন।"

সেণ্টারে ফিরে ডাক্তার ভাবতে বসে। কী দেওয়া যায়। মিষ্টি

দাওয়াই। কার্মিনেটিভ মিক্সচার না ব্রোমাইড।···“ওহে তোমার নামটা কী ?”

“আমার নাম ? আজ্ঞে আমার নাম রণজিৎ।”

“তা, রণজিৎ তশীলদার সায়েবের এখানে কদিন চাকরি করছ ?”

“অনেকদিন। বাচ্চা বয়েস থেকেই। ডাক্তারবাবু, একটা বিড়ি থাকে তো দিন।”

‘প্যারু, রণজিৎকে বিড়ি খাওয়াও।’

পিয়ারু বিড়ি দেশালাই দিয়ে গেল। বিড়ি ধরিয়ে রণজিৎ নিজের মনেই স্মৃতিচারণ করে। “জানেন ডাক্তারবাবু, তশীলদারদের ত্রিসংসারে ঐ এক মেয়ে বই আর কেউ নেই। কত পুজো কত মানতের পর কমলামাইয়া যদিবা মুখ তুলে চাইলেন—তা মেয়ে তাও আবার—।”

বিড়ির ছাই ঝেড়ে রণজিৎ চুপ করে যায়। ডাক্তার লক্ষ্য করে রণজিৎ কথার মাঝপথেই থেমে গেছে। বলে—“তাও আবার কী ?”

“এই দেখুন-না। তিন তিনটে জায়গা থেকে সম্বন্ধ এল, কিন্তু···প্রথম জায়গায় তো প্রায় পাকা দেখার কথা হয়েই গিয়েছিল। তা ঠিক পান তিলকের দিনই ছেলের মা মরে গেল। দ্বিতীয় জায়গার কথা পাকা হল তো তাদের বাড়িতে আগুন লেগে গেল। তৃতীয় পাত্রের মায়ের দয়া হল, মরেই গেল ছেলেটা। এখন আর কোনো ছেলের বাপ এগোচ্ছে না। হাজার, দুহাজার মায় পাঁচ হাজার টাকা অবদি দিতে চাইছে মেয়ের বাপ, কিন্তু···। শেষ পর্যন্ত এক তেজবরে কায়েতকে ঘরজামাই করবে বলে বাড়িতে নিয়ে এল তো সেই থেকেই কমলীর মিরগীর ব্যারাম। লোকে বলে কমলা-মার ইচ্ছে না যে কমলীর বিয়ে হোক। তিনি নিজেও তো কুমারী ছিলেন কিনা! তা এখন আপনি এসেছেন। কোনমতে কমলীদিদিকে সারিয়ে তুলুন ডাক্তারবাবু। আপনি যা বক্‌শিশ চাইবেন, তশীলদার দেবে।”

“এই নাও রণজিৎ, তিন খোরাক আছে। মিষ্টি ওষুধ।

তোমার কমলীদিদি ভাল হয়ে যাবে কাল সকালে আবার আমায় খবর দেবে। বুঝেছ?

"তিন খোরাক? তা খাবে কী?"

"এখন? এবেলা দুধরুটি।"

এমন সময় একজন লোক ছুটতে ছুটতে আসে। রণজিৎকে ডাকে।

"কে রে, রামদেল, কী হয়েছে রে?"

"কমলীদাইয়া ফের বেহুঁশ হয়ে গেছে। তশীলদার সায়েব বলে পাঠালেন দাগদারবাবু যেন আর-একবার কষ্ট করে চলেন"—ডাক্তার ঘড়ি দেখে।···নটা বেজে দশ মিনিট। একটু পরেই খবর হবে। কী চিন্তা করে ডাক্তার বলে, "রণজিৎ, ঐ বাক্সটা নাও তো, নিয়ে চলো।"

"বেতারের খবর!"

"হ্যাঁ, তোমার কমলীদিদির চিকিৎসা করব বেতার দিয়ে।"

আগের মতই অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে কমলা। চোখ বন্ধ, চুল আলুথালু। ডাক্তার রোগের নিদান পেয়ে গেছে। ব্যাগ থেকে, শিশি, সিরিঞ্জ বের করতে থাকে।

"ছুঁচ না, না" একমুহূর্তে কমলার জ্ঞান ফিরে আসে। "ভেবে দেখলুম, ছুঁচ না ফোটালে আপনার অসুখ সারবে না।" ডাক্তার নির্বিকার মুখে সিরিঞ্জ সাজাতে থাকে।

"ওষুধ দিন ডাক্তারবাবু, আমি সুই নেব না।"

"আবার ভয় পেয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ।"

"রণজিৎ, ওষুধের শিশি কোথায়? আনো, বাক্সটা এখানে এনে রাখো।···নিন খেয়ে নিন,।···ঠিক আছে।" কী, কেমন ওষুধ, মিষ্টি না?"···

ডাক্তার পোর্টেবল রেডিওসেট খুলে মিটার ঠিক করে—'অল্ ইণ্ডিয়া রেডিও। রাত্তির নটা বেজে পনেরো মিনিট। এখন খবর পড়ছেন'···"ভয় লাগে। মাগো···।"

"শুনুন, ভয়ের কিছু নেই। আমার কথা শুনুন..."

"মা আমায় তুলে ধর মা, আমি উঠে বসব।"

"উঠবেন না। শুয়ে থাকুন। '...এখন মৈথিলী লোকগীতি গেয়ে শোনাচ্ছেন সবিতা দেবী। মাইগে, হম না বিয়াহেব অপনা গৌরাকে। জেঁা বুঢ়োবা হোইৎ জামাইগে, মাই।...মাগো, বুড়ো জামাইয়ের হাতে আমার গৌরী দেব না।' শুনে কমলা খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে, "ওমা, এ যে বিয়ের গান হচ্ছে।"

হম না বিয়াহেব অপনা গৌরাকে...ঘরে উঠোনে চার দিকে ঘোমটার ভিড় লেগে যায়। কমলার শরীরে ব্রোমাইড কাজ করছে, তার চোখে ঘুমের ঘোর লাগে।...

ফিরে এসে ডাক্তার অসমাপ্ত চিঠিটা শেষ করতে বসে। সকাল সাতটা না বাজতেই রুগীর ভিড় শুরু হয়ে যায়। অগম্ চৌকিদার কাল থানায় হাজরি দিতে যাবে। ভোর পাঁচটার সময়ে এসে হাঁক পাড়বে। ডাক্তার লিখে চলে—"চিঠিটা শেষ করতে পারি নি। একটা কেস দেখতে গিয়েছিলুম। বিচিত্র কেস, হিস্ট্রি আরো চমৎকার। তোমাদের শীলা থাকলে আহ্লাদে আটখানা হয়ে পড়ত। হিস্টিরিয়া, ফোবিয়া, কামবিকার, হঠকারিতার প্রবণতা...শব্দের ফুলঝুরি ছড়াত এতক্ষণে। শীলার সঙ্গে দেখা হলে বোলো— আমি আমার পোর্টেব্‌ল রেডিওর সাহায্যে রোগীণীর মগজ ধোলাই করে ডাইভার্ট করার চেষ্টা করছি।...

এগারো

নহী তোরা আহে প্যারী তেগ তরবারিয়া সে
নহী তোরা পাস মেঁ তীর জী!...

এক সখি জিজ্ঞেস করে যে, হে সখি, তোমার না আছে তীর না আছে

তলোয়ার, তবে কী দিয়ে শিকারকে ঘায়েল করলে, ভূপাতিত করলে···

নহী তোরা আহে প্যারী তেগ তরবারিয়া সে

কৌনহি চীজসে মারলু বটোহিয়াকে, ধরতী লোটাবেলা বেপীর জী-ই-ই।···

এই কথা শুনে সদাব্রিজের প্রীতিমুগ্ধা নারী বলে,

···সাসু মোরা মরে হো মরে মোরা বহিনী সে মরে ননদ জেঠ মোর জী! মরে হমার সব কুছ পলিবরবা সে, ফসী গঈলী পরেম কে ডোরজী!···আমার পরিবার উজাড় হয়ে গেল রে সখি, আমার গলায় প্রেমডোরের শক্ত ফাঁসি লেগেছে!

এত বলি কন্যা ধায় দয়িতের পাশে। সদাব্রিজের পিপাসা মিটিয়ে প্রেমকথা শোনায় তাকে।···

আজু কী রতিয়া হো প্যারে মহীঁ বীতায়ো জী! হে প্রিয় মোর, আজকের রাতটা এখানেই কাটিয়ে যাও।

তন্ত্রিমাটোলীতে সুরঙ্গা-সদাব্রিজের কথা হচ্ছে। মহঙ্গুদাসের দাওয়ার পাশে লোক ধরে না। পুবৈনিয়ার এসটেশান থেকে এক মেহমান এসেছে, রেলওয়েতে কাজ করে। সেই অতিথিকে তন্ত্রিমা-টোলীর লোকে বলে—খালাসীজী। খালাসীজী সবকারী লোক। খালাসীজী লাল নিশান উড়িয়ে দিলে ডাকগাড়িও থেমে যায়। থামবে না? লাল নিশান দেখলেই গাড়ি দাঁড়িয়ে যায়। যাও দিকি লাল ওড়না গায়ে দিয়ে রেলগাড়িতে চড়তে!···গাড়িও চলবে না। মাঝখান থেকে ওড়নাও বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। হুঁ! খালাসীজী দস্তুরমত গুণী মানুষ। পাকা ওঝা। চক্র পুজো করেন। গাছে কাঁটা ঠুকে ভূতপ্রেতকে বশ মানায়। বাঁজা মেয়েমানুষকে তুকতাক করে দেয়। কুমার বিজ্জেভান, লোরিকা আর সুরঙ্গা-সদাব্রিজের গান জানে। আর গলায় কী তেজ।···সেবার সুরাজী হুলমালের[১] সময় খালাসীজী লিখে দিল—"বৈগনবাড়ির জমিন্দারের বেটা রেলের

১. স্বদেশী আন্দোলন।

লাইন উপড়েছে।"—ব্যস তার ফাঁসি হয়ে গেল। হৈকোঠ[১] আর নন্দন[২] অব্দি সেই ফাঁসির হুকুম বহাল রইল।···কিন্তু মহঙ্গুদাসকে কে বোঝাবে বল! আজ বছর ঘুরতে চলল। খালাসীজী মহঙ্গুর বিধবা মেয়ে ফুলিয়ার সঙ্গে চুমৌনার[৩] কথা পাকা করার জন্যে ছুটোছুটি করছে। তাঁতিয়াটোলির মোড়ল-মুরুব্বিদের নেপালের মোরঙ্গিয়া গাঁজা খাওয়াচ্ছে, সুরঙ্গা-সদাব্রিজ শোনাচ্ছে, গেরামের রোগব্যামোয় ঝাড়ফুঁক করছে। এইতো সেবার উচিতদাসের ঘরণীকে এমন তুকতাক করল যে মরার চারদিন আগে বুড়ো উচিতদাস পুত্রমুখ দেখে মরল।···তা এ কথা মহঙ্গুদাসকে কে বোঝায়। তা খালাসীজী দেনাপাওনার কথাও তুলেছে। নগদ কানাকড়িও নয়, জ্ঞাতকুটুমকে একসাঁঝ ভোজ খাইয়ে দেবে। আর কী চাই? সরকারী চাকরে তোমার জামাই হচ্ছে। তীর্থিযজ্ঞি করার সাধ হলে জামাই নিয়ে যাবে, রেলগাড়িতে 'টিকস্' লাগবে না।

তন্ত্রিমাটোলীর মেয়েমানুষদের সর্দারনী হল রমজুদাসের বৌ। হাটবাজারে যেতে আসতে, মালিকের ক্ষেতে রোওয়া-কাটার সময়ে, কি গাঁয়ের কারুর বিয়ে সাদীর সময় এলে মহল্লার তাবৎ মেয়েছেলের নেত্রিত্ব দিয়ে থাকে। সে কি রাজপুত, কিবা বামুন কিবা মালিক-টোলার বাবু-বিবি—সকলেরই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলে। ঠাট্টা-মসকরার জবাব হাসিঠাট্টা করেই দিতে জানে। আবার সময় অসময় হাত মুখ নেড়ে বেশ ঝগড়া করতেও পারে। একবার তো স্বয়ং সিংজীকেই থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিয়েছিল। 'উঃ বুড়ো হয়ে মরতে চলল এখনো ঠমক যায় না। মাথার চুল পাকলে কী হয় মনের রঙ ঘোচে না।···যান যান, আমার মুখ খোলাবেন না।'···তাকে সবাই ডরায়। কে জানে কখন কার হাঁড়ি হাটে ভাঙে। তাই সবাই তাকে খোশামোদ করে। টোলীর তাবৎ জোয়ান মেয়েছেলে তার হাতের মুঠোয়। কেউ তার কর্তৃত্বের বাইরে নয়। খালাসীজী এবার লালবাগের মেলা থেকে তার জন্যে আসল গিলটির কাঁকন নিয়ে

---

১. হাইকোর্ট। ২. লণ্ডন। ৩. নিকে।

এসেছে। ঠিক যেন রুপোর মত ঝিলিক্ দেয়। "···মাসী গো কোন উপায়ে ফুলিয়ার সঙ্গে নিকেটা ঠিক করে দাও।"

আর সুতে লে দেবী হে প্যারে লালী পলঙ্গিয়া সে···
খায়ে লে গুয়া খিল্লি পান জী!···

খালাসীজী আজ প্রাণ খুলে গান গাইছেন। মনে মনে যেন নিজেই আজ সদাব্রিজ হয়ে গেছেন। কিন্তু না ওঁর বিরহিনী ফুলিয়া ওঁকে থাকবার জন্যে সাধছে, না তার বাপ মহঙ্গুদাস চুমৌনার কথায় রাজি হচ্ছে। কী করা যায়?···আরে সুতে লে দেবী হে প্যারে লালী পলঙ্গিয়া।···ফুলিয়া বেচারীই বা কী করবে। মা-বাপ থাকতে সে কী বলবে! মরমে মরমেই জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কথায় বলে বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। ফুলিয়ার হয়েছে তাই। লোকে কী বলবে।···তার মর্মদাহের খোঁজ রাখে এক রমজুদাসের বৌ। সেদিন ফুলিয়া বলছিল— "কালীর দিব্যি মামী, কাউকে বোলো না। খালাসীজী আজ এতদিন থেকে ছুটোছুটি করছে। বাবা কোন কথাই খোলাখুলি বলছে না। একটা মানুষ কতদিন ছুটোছুটি করবে বলো তো। এখানে ঠাঁই না হলে আর কোথাও যাবে। দুনিয়ায় তন্ত্রিমার বেটি কি আর কোথাও নেই?···তারপর যদি একদিন কিছু একটা হয়ে যায় তখন সহদেব মিশির তার গায়ে মাছিটিও বসতে দেবে না, ঠিক পিছলে বেরিয়ে যাবে। তখন কর খোশামোদ নাককাটী চামারনী আর চিচাইয়ের মার! মুসব্বর চিবোও আর গোড়ালি দিয়ে পেট রগড়াও ময়দা মাখার মতন। সেবার জোতখীর বেটা নাপলরেপকে কী করতে পারলে। সে তো দিব্যি সরে পড়ল। শেষে নাককাটীকে গাভীন ছাগল দিয়ে তবে খালাস পাই···"

য়াদ জো আবে হে প্যারী তোহরী সুরতিয়া সে
শালে করেজবা মেঁ তীর জী ··!

শরবিদ্ধ খালাসীজীর কলজে ধড়ফড় করতে থাকে। ফুলিয়া কী করে? তার মুখ বন্ধ। কিন্তু রমজুদাসের বৌয়ের মুখ বন্ধ করবে কে?···

"হ্যাঁ গো ফুলিয়ার মা। তোমাদের কি বাছা লজ্জাশরমও নেই,

ধর্মভয়ও নেই। বলি আর কতকাল মেয়ের রোজগারে লালপাড় শাড়ির ঠাট দেখিয়ে বেড়াবে? সবকিছুরই একটা সীমা আছে বাপু। জোয়ান-গতরের বেওয়া মেয়ে দুধোলা গাইয়ের সমান মানছি। তা বলে এমন দোওয়া দুইবে যে ধড়ের রক্তটুকুও শুষে নেবে!"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, হয়েছে হয়েছে। বলে, মার পোড়েনা পোড়ে মাসীর···। কে গা তুমি? চালন বলে ছুঁচ তোর ইয়েতে কেন ছেঁদা। বলি, হাতে বালারুলির ঠনক দিয়ে তো বেড়াচ্ছ; তা খালাসীজীর মুরোদ নেই, এক মোড়ক সিঁদুর জোটে না?" রমজুদাসের বৌয়ের হাতে কাঁক দেখা ইস্তক ফুলিয়ার মারও কলজে ফেটে যাচ্ছিল। মহঙ্গুদাসের ওপর গোঁসা করে কোন লাভ নেই। খালাসীর কৌশল ব্যর্থ হয়ে গেল। তার রমজুদাসের বৌকে কাঁকন পরিয়ে কূটনী সাজিয়ে কোন লাভ হল না। রমজুর বৌ তো আর মা কালী নয় যে সবাই তার কথা শুনবে!

"মুখ সামলে কথা ক' নেংড়ী। ভাল হবে না বলে দিচ্ছি। খালাসী আমার বোন-পো। বোন-পোর নাম করে অকথা কুকথা বলিস! তোর ও গালাগাল আমার গায়ে লাগবে না। তোর নিজের দিকে একবার তাকিয়ে দেখ। নিজের সাক্ষাৎ ভাইপো তেতরার সঙ্গে ভেগে গেছলি, মনে নেই, আবার অপরকে মুখ তুলে কথা বলতে আসিস। শরম নেই তোর। মাগো কী ঘেন্না। বেহায়া নির্লজ্জ। ভরা পঞ্চায়েতে পিঠের ওপর ঝাঁটার বাড়ি পড়েছিল সে কথা ভুলে গেছিস? গুওরটোলীর কলরুর সাথে রাতভর রাসের লীলা খেলতিস, জানতে কি কারুর বাকি আছে রে মাগী। তুই মুখ খুলতে আসিস আমার সামনে?"

"থাম থাম সিংবুড়োর রাঁড়ী। সিংয়ের বাগানের বোম্বাই আমের সোয়াদ ভুলে গেছিস বুঝি। তালবনে রাত জেগে লুকোচুরি খেলত কে? আমি? তোর পেটের ছেলে হলে সিং কেন বাছুর দিয়ে মুখ দেখে রে কালামুখী। সে কেচ্ছা সবাই জানে, বুঝলি?"

"এই কথা শোনামাত্র সদাব্রিজ পুনরায় মূর্ছিত হয়ে ভূতলে পতিত হল।"

এদিকে মেয়েদের তুমুল ঝগড়া হলেও মহঙ্গুদাসের বহিরঙ্গনে কথকতায় কোনো বিঘ্ন হয় নি। মেয়েদের ঝগড়ায় মদ্দদের কান দিতে গেলেই হয়েছে আর কী। মেয়েছেলের আবার ঝগড়া। এই ঝগড়া করে মরছে, একে অপরকে গালিগালাজ করছে, হাত নাচিয়ে গয়না বাজিয়ে গলা ফাটিয়ে এ ওব গোরের মড়া তুলে এনে জিভের ধারে এ ওর বেটাবেটির ধড়মুণ্ডু আলাদা করে ফেলছে। মাকালীর দোরে কালোপাঁঠা মানত করেছে। এ ওর হাতেমুখে কুড়িকুষ্ঠি মহাবেদ্যি হয়ে খসে গলে যাবার প্রার্থনা জানাচ্ছে। আবার দেখ, তুদণ্ড কাটতে না কাটতেই কোথায় ঝগড়া, কোথায় চুলোচুলি, সব পরিষ্কার। আবার যেমনকার তেমনি গলাগলি। এ ওর হাতের হুঁকো নিয়ে গুড়গুড় করে সুখটান দিতে লেগে যাবে। এর বাড়ির শাক ওর বাড়িতে যাবে, ওর বাড়ির সকবকন্দ আসবে এর হেঁসেলে। 'কাল সন্ধেবেলায় ছেলেটা মালিকের ক্ষেত থেকে অন্ধকারে তুলে এনেছিল। ভাগ্যিস মালিক দেখতে পায় নি। পিঠের ছাল তুলে নিত নইলে।'

প্রথমে ঝগড়ার সূত্রপাত হয় তুজন মেয়েছেলের মধ্যে। তারপর সেই সুবাদে একে একে তুয়ে তুয়ে পাড়াপড়শির প্রসঙ্গ উঠে পড়বেই। ব্যস, ঝগড়াপ্রেমিকাদের সংখ্যাও সেইহারে বেড়ে চলে। তা ঝগড়া চলতে থাকাকালে যে গেরস্তালীর কাজ আটকে থাকবে এমন নয়। কাজও চলবে ঝগড়াও চলবে। তারপর যখন পাড়ার সমস্ত মেয়েছেলে একত্র হয়ে গলাবাজি করতে আরম্ভ করবে, ঝগড়ার সেই পর্বে কেউ কারুর কথা শুনবে না, শুনতে চাইবেও না, শুনতে পাবেও না। তখন একসঙ্গে লক্ষ লক্ষ চরখা ঘ্যানঘ্যান করতে থাকবে।...

ফুলিয়া কিন্তু আজ ঝগড়ায় যোগ দেয়নি। টাটের আড়ালে দাঁড়িয়ে সুরঙ্গা-সদাব্রিজের কথা শুনেছে সারাক্ষণ।...যাতু আছে খালাসীজীর গলায়। ওরা গুণী মানুষ বটে। কথায় গানে ফুলিয়া একেবারে ভুলেই গেছে যে ওদিকে কোঠীবাগিচার জঙ্গলে সহদেব মিশির সেই সন্ধে থেকে তার পথচেয়ে মশার কামড় খেয়ে মরছে।... নাঃ, খালাসীর গলায় যাতু আছে!

"মামী!"

"কী রে? বল না। সহদেব মিশিরের কাছে যাবি, এই তো?"

"না মামী, একটা কথা বলতে এলুম। কালীর কিরিয়া, কাউকে বোল না।...খালাসীজী তো তোমার গোয়ালঘরেই শোবে?...কালীর দিব্যি মামী।"

কথকতা সমাপ্ত হয়েছে। লঙ্কাকাণ্ডের উপসংহারে পৌঁছে শেষ হয়েছ ঝগড়া। সহদেব মিশির মশার হাতে নিজের রক্তপানের ভার সঁপে দিয়ে কত আর ধৈর্য ধরতে পারে।...শালা খালাসীর বাচ্চা। শালী হারামজাদী।...আচ্ছা আমিও দেখে নেব।

সারা গ্রামে পল্লীনিশির স্তব্ধতা। রমজুর বৌয়ের গোয়ালঘরে সুরঙ্গা বলছে সদাব্রিজকে—"এখন নয়। বাবা যদি চুমৌনায় রাজি না হয় আমি পালিয়ে যাব তোমার সঙ্গে।"

বেচারা সদাব্রিজ বলে, "কী করে ওঁকে রাজি করানো যায়। শুনেছি কে এক মিশির নাকি..."

"ওসব বাজে কথা। তুমি বালদেওজীকে বলো গিয়ে।"

"কে বালদেও। পুরনিয়ার সেই আসরমওয়ালা!"

"হাঁ। সবাই তার কথা মানে। বাবু-বিবিরাও বাদ যায় না। গিয়ে বন্দেগী কোরো না, জৈ হিন্দ বোলো।...

"কিন্তু সে যে আমার ওপরে চটা। দেশদ্রোহীর ফর্দে আমার নাম দিয়েছে।" ..."মার জন্যে নাকচাবি এনো, খাঁটি পেতলের নাকচাবি।"

বারো

মঠে আচার্যগুরু আসছেন। তিনি এসে নতুন মোহন্তকে চাদরটীকা দেবেন। মজঃফরপুর জেলা থেকে এক মূর্তি এসেছে। তার নাম

লরসিংদাস। আচার্যগুরু মজঃফরপুরের পুপড়ী মঠে অবস্থান করছেন —সেখানে ভাণ্ডারা হচ্ছে। আচার্যগুরুর আসন্ন আবির্ভাবের বার্তা নিয়ে এসেছে লরসিংহ দাস। মঠের তাবৎ সেবক-সাধ্বী, আশপাশের বাবুমহল সবাইকে খবর দেওয়া হচ্ছে— মঠের মহামোহন্ত আচার্যগুরুদেব শীগ্যিরি পদার্পণ করছেন।

রামদাসই মোহন্ত সেবাদাসের একমাত্র চেলা। কাজেই মোহন্তগিরির তিলক তারই পাওনা।··· রামদাস ভাবে, ভাগ্যে খঞ্জনী বাজাতে শিখেছিল, নইলে আজও বেলাহীর জমিদারবাড়ির মোষের লেজ হাতে নিয়ে ঘুরতে হত। তার হাতের খঞ্জনী শুনে মোহন্ত সায়েব মোহিত হয়ে গিয়েছিলেন বলেই না সেইদিন রাত্তিরে তাঁর সঙ্গে মেরীগঞ্জে পালিয়ে আসতে পেরেছিল।··· তারপর পনেরো বছর কেটে গেছে। পনেরো বছর পরে আজ আবার রামদাসের ভাগ্য ফিরল। 'জয় হোক সদ্‌গুরুর!'

প্রথা অনুযায়ী সমবেত সুধীজনের সমক্ষে নতুন মোহন্ত একরারনামা লিখে দেবে যে, এখন থেকে সারাজীবন কৌপীনবদ্ধ থেকে সদ্‌গুরুর আসন রক্ষা করে চলবে। কোনপ্রকার মাদকদ্রব্য সেবন করবে না; সেবাদাসী রক্ষিতা রাখবে না ইত্যাদি। তার পর আচার্যগুরু একখানি ফরমান সই করে নতুন মোহন্তর হাতে দেবেন। তার পরেই তিলক-উত্তরীয়ের আচারবিধি।··· কপালে দইয়ের ফোঁটা, মাথায় ধানদুব্বো। ব্যস, সেই মুহূর্ত থেকে মোহন্তমশায় নশো বিঘের পত্তনী জমির একছত্র মালিক।

এদিকে লরসিংহ দাস এসে তো ছিল আচারজজীর সন্দেশবাহক হয়ে। কিন্তু মেরীগঞ্জের মঠে একরাত্রি কাটাতেই তার মগজে মোহন্তগিরির মোহ চেপে বসল। নশো বিঘের চাষীজমি! কলমী আমের বাগান! দশ বিঘে জুড়ে খালি কলারই বাগান। তাতে হাজার হাজার ফলন্ত কলা। দু'কুড়ি গাইগরু, একগণ্ডা গুজরাতী মোষ··· আর সবার ওপরে রয়েছে সবচেয়ে দামী, সকলের সেরা সম্পত্তি অমূল্য নারীরত্ন লছমীদাসিন। সেই লছমী দাসী নিজেই বলছে মোহন্তসায়েবের একমাত্র চেলা ঐ রামদাস। তার মানে

আইনত রামদাসই হবে ভাবী মোহন্ত— সেবাদাস মোহন্তের বৈধ উত্তরাধিকারী। একি সহ্য হয়! রামদাস! ঐ জরদগবটা! সদ্‌গুরু হে। এ কী ঘোর অবিচার! রামদাসের মোহন্ত হওয়া চলবে না। ঐ ছুঁচোমুখো হবে মোহন্ত? না, এ হতে দেওয়া যায় না। আর ঐ লছমী··· শাপভ্রষ্টা অপ্সরা।

ওদিকে লছমী লরসিংদাসের চোখের চাউনিতে কী দেখল কে জানে, সে পারতপক্ষে তার ছায়া মাড়ায় না। রাত্তিরে ঘরের কপাট মজবুত করে এঁটে শোয়। আগে ছিটকিনি আঁটে, তার ওপর খিল চড়ায়। সবশেষে একটা ভারী হামালদিস্তে এনে দোরের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখে।··· লরসিংদাসের বোধহয় বহুমূত্রের ব্যায়রাম আছে। সারারাত ধরে, তা দশ-বারোবার তো হবেই, পেচ্ছাপ করতে ওঠে। যতবার সে বাইরে যায়, ততবারই রামদাস সাড়া নেয়— 'কে?' রামদাস রাত্রে ধুনীর পাশেই শোয়। লরসিংদাস কোনবারই জবাব দেয় না। কাল রাত্তিরে কেবল একবার রাগের চোটে বলে ফেলেছে— "মোহন্ত হবাব আগেই চোখের মাথা খেয়েছ নাকি। দেখতে পাও না?··· যেমন গুরু তেমনি চেলা!" রামদাস মনের ঝাল মনে পুষেই রেখেছিল। সকালে সৎসঙ্গের সময় লছমী একেবারে ফেটে পড়ে— 'কী ভেবেছেন? কেন আপনি ওরকম ভাষায় কথা বলবেন? মোহন্ত হবার আগেই অন্ধ হয়েছ। যেমন গুরু··· এইসব কথা। গুরুনিন্দা সুনহি জো কানা···। আমি গুরুনিন্দা শুনতে চাইনা, গুরুনিন্দা আমার সহ্য হয় না। রামদাসকে আপনি কী মনে করেন। সে এই মঠের অধিকারী মোহন্ত। আপনার মতন এককুড়ি পেটবৈরিগীকে সে রোজ প্রসাদ খাওয়াবে।··· কথা বলতে শেখেন নি? আসুন আচারজজী আগে।"

রামদাসও ছাপে না। বলে, "রাত্তিরে কিছু বলিনি, ছেড়ে দিয়েছি। আর কখনো যদি অমন কথা শুনি, সিধে খিড়কির দোর দেখিয়ে দেব। এই বলে দিলুম, মনে রেখ।"

ভাণ্ডারীটা তো একনম্বর শয়তান। কাল থেকেই বদমায়েসী শুরু করেছে। ডালের বাটিতে সেরেক জল বৈ আর কিস্‌সু থাকে

না। আলুর তরকারি একবারের বেশি তুবার ঘোরায় না। ঘি চাইলে বলে—'ডালে ঘি ফোড়ন দেওয়া হয়েছে।' কলা নাকি বিক্কিরির জন্যে হাটে পাঠান হয়। তুধে জল মিশিয়ে দেয়। বালভোগে আগে ক'দিন দই চিঁড়ে দিচ্ছিল, কাল থেকে সেরেফ শুকনো চিঁড়ে এনে ঠক করে বসিয়ে দিচ্ছে।

পেটবৈরিগী! বটে!··· রাঁড়ীর এত বড় আস্পর্ধা! তাকে বলে কিনা··· আচ্ছা, দেখা যাবে!

··· কিন্তু লছমীর তো ওকে চেনবার কথা নয়। কী করে চিনবে? ও তো আগে এখানে আসে নি। আর পুপড়ী মঠের মূরতিও আগে এখানে আসে নি।··· সোনমতিয়া কাহারনীও তো এ মঠে কোনদিন আসেনি। নাকি এসেছিল? সেবার তার মেয়ে রাধিয়ার খোঁজে সম্ভবতঃ এসে থাকতে পারে।··· রাধিয়া। তাকেও প্রথম যখন দেখে ওর মনের এই রকম দশা হয়েছিল। কানের লতির পাশটা সদাসর্বদা গরম হয়ে থাকত। তবে রাধিয়া ছিল অনভিজ্ঞা। এক চালেই তার জালে ধরা দিয়েছিল। আর লছমী হল পুরনো ঘাঘু, খেলেছে, খেলিয়েছে অনেক তো! এ বেড়াল একশো ইঁতুর খাওয়া বেড়াল। নওটংকী কোম্পানীর যাত্রার দলে গিয়ে না ভিড়লে কি আর রাধিয়া হাতছাড়া হত? তাও কোম্পানীর শুধু মালিক হলে না-হয় কথা ছিল, হারমোনিয়ামঅলা থেকে নিয়ে মায় ঢোলঅলা অব্দি কেউ রাধিয়াকে ফুরসত দিত না। কখনো তালের রিহার্সাল তো কখনো নাচের মহড়া।··· রাধিয়া শালীও পয়লা নম্বর কুত্তী। বদলে গিয়েছিল খুব পরের দিকে।

কপালের একটা কাটা দাগের ওপর হাত বোলায় নরসিংদাস। মাফলার দিয়ে ঢেকে দেয় তাড়াতাড়ি। ঢাকী শালা ঠিক কপাল লক্ষ্য করে ডাণ্ডা চালিয়েছিল।

··· মঠে ফিরতেই মোহন্তসায়েব খড়ম দিয়ে আগাপাশতলা তুরুস্ত করে ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সাতদিন যাবৎ পেটে দানাপানি পড়ে নি, কাজেই ভেগে যাবার মতন তাকত ছিল না গতরে। মাথার ঘাটাও তখন দগদগে। মোহন্তসাহেব গুরু। তাঁর

খড়মপেটা তো গুরুর আশীর্বাদ। গুরুর পা জড়িয়ে শুয়ে রইল। তিনি ছিলেন প্রকৃত দয়ালু পুরুষ। লরসিংদাস ছিল তাঁর একমাত্র চেলা। গুরু তাকে ক্ষমা করে দিলেন। মোহন্তসায়েবের দেহরক্ষার পর পুপড়ী মঠের মোহন্তগিরি তাকেই বর্তাত। কিন্তু রামবরণ কোয়েরী ইতিমধ্যে তার মতিনাশ করে বসল।··· "লরসিংদাস, নেপালী গাঁজায় বেজায় লাভ। দশ টাকার মালে চারশো টাকার নগদ আমদানী। নেপালে গাঁজার দর চার আনা সের। চল না বরাহছত্তরের মেলায় যাই।"

মোহন্তসায়েবের দেহত্যাগের সময় লরসিংদাস জেলে। তিনি মরবার আগে জীউতদাসকে চেলা কবুল করে উইল করে দিয়ে গেলেন।··· না'হলে আজ সেও একটা মঠের মোহন্ত হত। লছমীর কী ক্ষমতা ওকে পেটবৈরিগী বাউণ্ডুলে সাধু বলে! তার বদলে সে তখন তার পা ধুইয়ে চরণামৃত খেত।··· কিন্তু সেও লরসিংদাস। ঐ লছমীকে সে পাদোদক খাইয়ে ছাড়বে।

"রামদাস!"

"কী চাই? রামদাস বলে ডাকবেন না, বলুন অধিকারিজী।"

"কোঠারিনকে বল, লরসিংদাস আজ চলে যাচ্ছেন।"

"চলে যাচ্ছেন তো যান, বলবার কী আছে?"

"তুমি কোঠারিনকে গিয়ে বল···।"

"এই! 'তুমি-তুমি' করবে না। কোঠারিনজীকে বলবার কিছু নেই। পথখরচ কালই দিয়ে দেওয়া হয়েছে।"

রামদাস তার ঝুলির ভেতর থেকে একটা পাঁচটাকার নোট বের করে লরসিংদাসের নাকের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

লরসিংদাস বলে, "আমি জানতে চাই কোঠারিন আমায় অপমান করল কেন? আমাকে বাউণ্ডুলে, পেটবৈরিগী কেন বলল? আমাদের আচারজগুরুকে গাল দিলে কেন?"

"আচারজগুরুকে কখন গালি দিয়েছে?"

"দিয়েছে। বলে নি যে··· পুজো বিদেয় নেবার সময় আচারজগুরু আর অসময়ে দরকার পড়লে তখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না?

বলে নি যে, আজই না-হয় আচার্য হয়েছেন, কাল অব্দি তো গুরুভাই ছিলেন। এসব কথা বলা মানে তাঁকে গালাগাল দেওয়া নয় তো আর কী!"

"সংসারে সত্যের কিছু লেশমাত্রও বাঁচিয়ে রাখুন সাধুমহারাজ।" —লছমী ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে বলে, "মিথ্যে কথা বলা সাধুর কাজ নয়। ছিঃ ছি!"

"ছিঃ ছিঃ আবার কী? আমাকে হা'ঘরে পেটবৈরিগী বলেন নি আ-আ— আপনি, মানে বল নি তুমি?"

"রামদাস!" লছমী গর্জে ওঠে। বলে, "ঘাড় ধরে এটাকে বের করে দাও। এ সাধু নয়, পিশাচ। এর মগজে মায়া ভর করেছে। একে জিজ্ঞেস করো তো, আজ সকালে স্নানের সময় বাঁশের বেড়ায় ছেঁদা করে কী দেখছিল? শয়তান!"

লছমী থুতু ফেলে ভেতরে চলে যায়।

রামদাস উঠে লরসিংদাসের ঘাড় ধরে ধাক্কা মারে। লরসিংদাস সিঁড়ির ওপর পড়ে যায়। তার নাক দিয়ে রক্ত পড়তে থাকে।

ইতিমধ্যে বালদেওজী এসে পড়েন— "জায়হিন্দ রামদাসজী! একী! কী ব্যাপার, কী হয়েছে?"

"কিছু না, একটা হাভাতে সাধু। কায়ায় কোথাও সাধুস্বভাব তিলমাত্র নেই। কোঠারিনজীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি করছিল।"

"তা মারপিট হল কেন? শান্তির সঙ্গে সব কাজ হওয়া দরকার তো। হিন্‌সা বাত করা উচিত নয়।"

"রামদাস! বালদেওজীকে অন্দরে পাঠিয়ে দাও।"

নাক থেকে গড়ান রক্ত মুছতে মুছতে লরসিংদাস দেখতে পায় —বালদেও নামধেয় খদ্দরধারী ব্যক্তিটি দিব্যি অন্দরমহলে গিয়ে ঢুকল সিধে লছমীর অন্তঃপুরে!.... জায়হিন্দ বালদেওজী!

... হয়ত ঐ খদ্দরধারী লোকটার সঙ্গে এক আসনেই বসেছে লছমী— একেবারে পাশাপাশি— গায়ে গা ঠেকিয়ে!... আচ্ছা!

তেরো

গ্রামের গ্রহ শুভ নয়!

জোতখীজী একা নয়, গ্রামের সব মাতব্বর ব্যক্তিদেরই একমত। তাঁরা মনে মনে বিচার-বিবেচনা করে দেখেছেন— গ্রামের গ্রহদশা ভাল নয়।

এস্টেটের সার্কেল ম্যানেজার তশীলদারকে একান্তে ডেকে বলেছেন, "যার যার কাছে খাজনা বাকি পড়েছে, সে এক বছরের বাকি পড়লেও তাদের নামে চুপচাপ নালিশ ঠুকে দাও। ওপরে চা-পান খাইয়ে ৫৮-বি নং নোটিশ তামিল করিয়ে নাও। কুর্কী আর ইস্তাহার বার করিয়ে সরেজমিনে পেয়াদা নিয়ে যাবার দরকার নেই। কাছারিবাড়িতে বসেঃ গ্রামের চামারের বুড়ো আঙুলের টিপসই দিয়ে ঢোল বাজানোর রসিদ বানিয়ে নাও।··· দু'একজন সাক্ষীও ঠিক করে রাখ গ্রাম থেকে। এস্টেট থেকে তাদের ভাতা দেওয়া হবে। এসব কংগ্রেসীদের কোনো বিশ্বাস নেই।"

যাদবটোলীর গুণ্ডা ছোঁড়াগুলো ছাতি ফুলিয়ে হেঁটে বেড়ায়— সিংজীর দু'চক্ষের বিষ। জোতখীজী ঠিকই বলেন— কথায় কথায় লাঠি সড়কি দেখায়। আস্পদ্দা বেড়েই চলেছে। গয়লার বাচ্চারা আজকাল পথে দেখা হলে পেন্নামটাও করতে চায় না। কলিয়াটা আবার চটাবার জন্যে মাঝে মাঝে নমস্কার জানায়! শুনলে পিত্তি অব্দি জ্বলে যায়। কিন্তু সিংজী কী করবেন? রাজপুতটোলীর ছোকরাগুলোও ধীরে ধীরে গয়লাদের দলে গিয়ে মিশছে। আখড়ায় গয়লাদের সঙ্গে কুস্তি লড়ে। রোজ সন্ধেবেলায় কীর্তনে গিয়ে জমে। হরগৌরী বলে মন্দ কথা নয়— এইভাবে যদি চলতে থাকে তো পাঁচ বছর বাদে গয়লার ছেলে এসে ঘরের মেয়ে বিয়ে করতে চাইবে। তা হলে কি কাল কুর্তাওয়ালাদের ডেকে আনাই সঙ্গত হবে হরগৌরী

যেকথা বলছিল! বলছিল, লাঠি সড়কি শেখাবার মাস্টার আসবে। তা ছাড়া সংযোজকজী না কি সমচালসজী কি যেন বলছিল, তিনিও আসবেন। হিন্দুরাজত্ব— মহারানা প্রতাপ আর শিবাজীর রাজত্ব হবে। হরগৌরী আজকাল বড়-বড় কথা বলে!

ভাণ্ডারার দিন সিংজী খেলাওন সিংয়ের অভিমান ভাঙিয়ে জোর করে টেনে আনলেও খেলাওন সিংয়ের মনে চাপা ক্ষোভ খানিকটা থেকেই গিয়েছিল। জোতখীকাকা রোজই আসেন। তিনি বলেছেন, সকলদীপের আঠারো বছর বয়েসে মাতা কিংবা পিতা একজনের বিয়োগ লেখা আছে। তার বয়েস সতেরো চলছে। তার মা ছেলের গওনার জন্যে রোজ তাগাদা দিচ্ছে। ছেলেকে উকীল করার বাসনা কি মা-কালী পূর্ণ হতে দেবেন না। একবার গওণা হয়ে গেলে আর পডাশুনো হয়েছে! মাতাপিতার বিয়োগ? বালদেও সারা তুনিয়ার লোকের ভাল করে বেড়াচ্ছে. কিন্তু যার নুন খাচ্ছে, তার এক কানা-কড়ির উপকারও যদি হয় তার দ্বারা! দিনভর তশীলদারের ওখানে পড়ে থাকে। সন্ধে হলেই কীর্তন লেগে আছে। কমলার ধারের একটা জমি, কলরু পালোয়ানের ঠাকুর্দার নামে কায়েমী বর্গাদারী ইজারা দেওয়া আছে। বালদেওকে বলা হল, কলরুর সঙ্গে কথাবার্তা বলে একটা সুপুর্দী লিখিয়ে নাও, কিংবা রেজেস্ট্রি করিয়ে নাও, তা কানেই তুলল না। হেলে গোনায় ততমা বেটা কাল থেকে হাল জুড়তে আসছে না। বলছে, গেল বছরের বকেয়া পাওনাটা মিটিয়ে দিলে তবে লাঙলে হাত দেবে। বালদেও বসে বসে জুলজুল করে দেখল, একটা কথা বলল না। আবার উলটে আমার সঙ্গে তর্ক··· গরীব মানুষের মাইনে-কড়ি আটকে রাখা উচিত নয় দাদা।

জোতখীজীর অষ্টাদশী নববধূ কনচীরাবালীর পেটে রোজ খাবার পরে বেদনা হয়। গত একবছর ধরে খাবার পরে রোজ পেট ধরে গড়াগড়ি খায়। এবছর বেদনাটা যেন বেশির দিকে।··· ডাক্তারের ওষুধ? রাম বল। ডাক্তার পেট টিপবে, জিভ দেখবে, চোখের পাতা উলটে দেখবে, পেচ্ছাপ-পায়খানার কথা জিজ্ঞেস করবে, হয়ত বা রক্তও যাচাই করতে চাইবে। এদিকে রুগী রোজ খ্যানখ্যান

করছে, ডাক্তারবাবু কোথরীটোলার ছোট চম্পাকে একজক্সন[১] দিয়ে আরাম করে দিয়েছেন। এই রকম পেটে ব্যথা তারও ছিল।··· মেয়েমানুষকে বোঝান দায়। সব মেয়েছেলেই সমান। জেদ একবার ধরলে, ছাড়তে চায় না। জোতখীজীর চার-চারটে পরিবারের অভিজ্ঞতা। প্রথমার ছিল খালি মেলায় বাজারে খাবার রোগ। একটা মেলাও বাদ যেত না। মেলা একবার কোথাও লেগেছে কি, আর রক্ষে নেই। জোতখীজীকে অমনি পরমানন ঝার খোসামোদ করতে হত। তার মোষের গাড়ি চড়েই মেলায় যাবে। পরমানন বেচারা নিজেই গাড়ি হাঁকিয়ে নিয়ে যেত। কখনো ভাড়া নেয় নি। শেষ পর্যন্ত মৃত্যুও হল মেলা দেখতে গিয়ে। সেবার অর্ধোদয়ের মেলায় ভীষণ কলেরা হয়েছিল।··· দু'নম্বর বৌয়ের ছিল হুঁকোটানার অভ্যেস। বামুনের মেয়ে হুঁকো খাবে কি! কিন্তু জোতখীজী কী করবেন? মেয়েমানুষের জেদ! এমন হয়েছিল শেষটা যে, বৌ. বিছানায় পড়লে জোতখীজীকেই তার জন্যে তামাক সেজে দিতে হত। পুরনো কাশির রোগে কাশতে কাশতেই মরণ হল তার।··· তৃতীয় পক্ষের জেদ চরে গিয়েছিল সে পাড়ার ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করা বন্ধ করবে না।···· আর কনচীরাবালীর ডাক্তারী ওষুধের জেদ। একমাত্র ছেলে রামনারায়ণ তো কুলাঙ্গার। বিদাপত্ নাচ নেচে বেড়ায়। ততমা আর পালোয়ানদের সঙ্গে ওঠাবসা। গোটা ব্রাহ্মণ সমাজে তার দুর্নামে কানপাতা যায় না। কেউ তাকে মেয়ে দিতে রাজি নয়। কী করবেন জোতখীজী? হাতের ঊর্ধ্বরেখা তো তর্জনী ভেদ করে গেছে, কিন্তু কুণ্ডলীতে যে দশম স্থানে শনি। বুঝিয়ে বুঝিয়ে হার মেনে গেছেন, যে বাবা নিজের নামটা অন্ততঃ ঠিক করে বল্ তা রামনারায়ণ মিশ্র নামটাও উচ্চারণ করতে পারে না। আকাট মুখ্যুদের মতন বলবে নামলরৈন।··· রামনারায়ণের সঙ্গে একদিন বৌকে কি হাসপাতালেই পাঠিয়ে দেবেন নাকি? বাড়িতে ডাকলেই তো ডাক্তার ফি চাইবে।

১. ইনজেক্শন

গাঁয়ের ঘরে ঘরে গিয়ে লরসিংদাস সবাইকে খবর দিয়ে বেড়াচ্ছে —আচারজে৷ গুরু আসছেন। মঠের অধিকারী মোহন্ত সে-ই হবে। চাদরটীকা তারই পাওয়া উচিত। মোহন্তর রক্ষিতা কিংবা দাসীর মঠের ব্যাপারে কিছু বলার অধিকার নেই। রামদাস তো মোষ চরিয়ে খেত। এত বড় একটা মঠ চালানো মুখ্যুলোকের কাজ নয়। সে 'বি. এ.' পাস, ইংরিজিতেই বীজকের ব্যাখ্যানা করে। শিক্ষিত লোক বলেই তো বাবরি চুল রাখে, ধুতিকুর্তা পরে আর ছাঁটা গোঁফ রাখে।··· মঠে ইসকুল খোলা হবে। গ্রামের লোকের হিত করা হবে। আপনারা সবাই বুদ্ধিমান ব্যক্তি। নিজেরাই বিচার করে দেখুন। দাসী-রক্ষিতা মঠের পরিবেশ নষ্ট করে দিচ্ছে ; সাধু ধর্মভ্রষ্ট হচ্ছে। আপনারা নিজেরাই বিবেচনা করুন।

তন্ত্রিমাটোলীতে পঞ্চায়েত হয়েছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে— তন্ত্রিমা-টোলীর কোন মেয়েছেলে বাবুটোলার কোন বাড়ির অন্দরমহলে কাজ করতে যাবে না। বাবুরা বাবুদের ছেলেরা সন্ধেবেলায় গাঁয়ে আসুক, ক্ষতি নেই। কারুর ভেতর বাড়ির উঠোনে পা দিতে পারবে না। মজুরীর বাবদ যা এক-আধসের জোটে তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। অসৎপথে রোজগারে কোন ইষ্ট নেই। অনোখে আর উচিতদাস ছড়িদার নিযুক্ত হয়েছে। কারুর এতটুকু বেচাল দেখলে, কঞ্চির ঘায়ে পিঠের চামড়া তুলে নেবে।

তন্ত্রিমাটোলীর এই ফতোয়ার পর গহলোতছত্রী, কুরমীছত্রী, পোলিয়াটোলা ধনুকধারী আর কুশবাহাছত্রীটোলার পঞ্চায়েতেও অনুরূপ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।··· খালি পৈতে নিলেই তো হয় না, কর্মও করা চাই। কই, থাক-না কোন বাবু সাঁওতালটোলায়— রাত করে। তাদের মেয়েছেলেদের সঙ্গে একবার রসিকতা করার চেষ্টা করে দেখুক-না!··· সাঁওতালদের তীরে বিষের জল মাখান থাকে, হ্যাঁ। কুর্মক্ষত্রিয় পাড়ার নবযুবকরা কাল রাত্তিরে বাবু শিবশঙ্কর সিংহকে ঘোল খাইয়েছে। ঝববী মুসম্মতের ঘরখানা তো একেবারে সীমানা ঘেঁষে— সেপাইটোলীর বাঁশবাগানের ঠিক কোলে। কিন্তু শিবশঙ্করসিংমশায় কী করে জানবেন যে বাঁশঝাড়ের আড়ালে

ছোকরার দল ওৎ পেতে আছে।··· ঝুবরী মুসম্মতের দশটাকা জরিমানা হল। যেখান থেকে পারে দিক, দিতে হবেই। নইলে ধোপা-নাপিত বন্ধ। দিক শিবশঙ্করসিংয়ের কাছ থেকে নিয়ে। এবার লালবাগের মেলায় পাঞ্চলাইট[১] কেনা হবে। পাঞ্চলাইট নইলে পঞ্চায়েত মানায়। লাইটের দামে এখনো গোটাকুড়িক টাকা ঘাটতি আছে। আবার একদিন বাঁশঝাড়ে ঘণ্টাখানেক মশার কামড় খেতে হবে, আর কী ?

কালীচরণের আখড়া আজকাল খুব জমজমাট। সন্ধের কীর্তনও খুব জমে। নতুন হারমনিয়া কেনা হয়েছে। গঙ্গাজীর মেলায় গঙ্গতীরিয়া ঢোলক আনা হয়েছে। তার কী গমগম আওয়াজ।

কীর্তন জিনিসটা বালদেওজীর অপছন্দ নয়। কিন্তু আখড়া আর কুস্তি এ দুটোই উনি খারাপ বলে মনে করেন। শরীরের বেশি বল হওয়া মানেই হিংসাবাদ করার আশঙ্কা থাকে। আসল জিনিস হল বুদ্ধি। বুদ্ধিবলেই মোহাত্মা গন্হীজী ইংরেজদের হারিয়েছেন। গাঁধীজীর দেহে তো একটা চড়াইপাখির মাংসও নেই। কংগ্রেসের অন্য লীডারদেরও রোগাপাতলা শরীর।

কিন্তু কালীচরণের আখড়া বন্ধ হবার নয়। ঢোলের আওয়াজে এমন মন্তর আছে যে কুস্তিগীর জোয়ান ছেলেদের রক্ত গরম হয়ে ওঠে।

ঢাক ঢিন্‌না ঢাক ঢিন্‌না !

শোভন মুচির কাঠি ঢাকের গায়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীর কসকসিয়ে ওঠে।

ঢিন্‌না ঢিন্‌না, ঢিন্‌না ঢিন্‌না··· ।

অর্থাৎ— আয়না আয়না, ভায়েরা আয়না।

সবাই আখড়ায় জড় হয়। লেঙট জাঙিয়া চড়ায়, তারপর এক মুঠি মাটি নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে— আ য্‌-য্‌-য্‌ যা বলে হাঁক দিয়ে ময়দানে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে। কালীচরণ ময়দানে নামে 'আ-আ—আলি'

১. পেটরোম্যাক্‌স।

বলে হাঁক পেড়ে। চম্পাবতীর মেলায় পাঞ্জাবী পালোয়ান মুস্তাক এইরকম আলি বলে হাঁক দিত ময়দানে নামার আগে।

এবার শোভন তাল বদলায়—

চট-ধা গিড়-ধা, চট-ধা গিড়-ধা !

··· আয়না লড়ে যা, ঝটিতে ভিড়ে যা !

আখড়ার পালোয়ানরা পাঁয়তারা কষছে। কেউ কাউকে নিজের হাতটাও ছুঁতে দিচ্ছে না। প্রথমেই ধরে ফেলার তাক খুঁজছে। ঐ ঐ ধরল···

ধাগিড়াগি ধাগিড়াগি ধাগিড়াগি।

···কষে ধর কষে ধর ধরে রাখ !

চটাক চটধা চটাক চটধা !··· দে তুলে আছাড়, দে তুলে আছাড় ! গিড়-গিড়-গিড় ধা, গিড়ধা গিড়ধা··· বাহবা, বাহবা, বা ভাই বাহবা ! ফেলে দিলেই হল না। চিত করতে হবে। চিত করা খেলার কথা নয়। মাটি কামড়ে রেখেছে। দাঁও, প্যাঁচ, কাট— সবই জানা আছে খেলোয়াড়ের। ঢাক চিন্না, তিরকিট চিন্না···দাও কাট্ না, মেরে কেটে বেরো না । বাঃ ভাই বাহাদুর। বেরিয়ে গেছে।··· ঢোলের তালে তালে কুস্তির মারপ্যাঁচের বোল্। আবার কালীর থানে পুজোর দিন এই ঢোলেরই বুলি একদম বদলে যাবে— ধাগিড় ঘিনা, ধাগিড় ঘিনা—জয় জগদম্বা ! গ্রামকে রক্ষা কোরো মা !

চোদ্দ

চড়লী জওয়ানী মোরা অঙ্গ অঙ্গ ফড়কেসে
কব্ হোইহেঁ গওনা হমার'রে ভউজিয়া !

বাঁধানো সড়কের ওপর গাড়োয়ানের দল ভৌজিয়ার গান গাইতে গাইতে গাড়ি হাঁকাচ্ছে। 'হাঁ হাঁ। চল বড়কে। দাহিনে··· ডাইনে চ—ল্। হ্যাঁ হ্যাঁ, হে দ্দেখ··· শালা ঘোড়া দেখে ভড়কাছে দেখ··· !'

হাথোয়া রাঙায়ে সাইয়াঁ দেহরী বৈধাই গইলে
কিরহুন লিহলে উদেশ রে ভউজিয়া !

বিরহিনী ননদিনীর মরমের হুহু গাড়োয়ানের গলায় কুহু হয়ে বেরোচ্ছে। ভউজিয়া ?··· কমলীবেচারীর কোন ভাজ নেই, মরমের কথা কার কাছে বলে। ভউজিয়ার ননদিয়ার তো তবু বিয়ে হয়ে গেছে। বেচারী কমলীর তো গায়ে হলুদই পড়ে নি।···

'প্রেমসাগরে' মন লাগে না— শ্রীশুকদেবজী বলেছেন, হে রাজন, একদিন কৃষ্ণ কান্হাইয়া বংশী বাজাইয়া কদম্ব বিরিক্ষের ডালে বসে বংশীধ্বনি করছিলেন। চীর হরিণ লীলার ছবি দেখতে দেখতে কমলীর বুকের ভেতরটা কেমন যেন করতে থাকে। 'প্রেমসাগরের' পাতা বন্ধ করে দেয়।

··· সকালে প্যারু এসেছিল। প্যারু বড় ভালমানুষ।··· আজ কী রান্না হ'ল প্যারু ? তোমার ডাক্তার সায়েব আজ ঠিক সময়ে খেতে বসেছিলেন, না কি শিশি বোতল নিয়ে পড়েছিলেন ? প্যারু হাসে। রোজকার মতনই জবাব দেয় "তুমিও যেমন দিদি। এই মানুষটার কোনও তালের ঠিক নেই। রোজ বলবে প্যারু আজ একটু তাড়াতাড়ি রান্না করবে। খাবার বেলায় আর হুঁশ থাকে না। দিনের বেলায় ছুটো, রাতের বেলায় এগারোটা বেজে যাবে। আজ বাঁধাকপির ঝোল রেঁধেছিলুম। সে ঝোলেরই-বা কী বাহার ! লংকা-মরিচের নামগন্ধ নেই। মশলা বলতে নয়। খাওয়া দাওয়ার বাচবিচার নেই এতটুকু। যা রেঁধে দাও খেয়ে নেবে।··· আর শিশিবোতলের কথা বলছ ? সে আর কী বলব ? কাল থেকে মশা ছারপোকা আর তেলাপোকা নিয়ে পড়েছেন। আজ শুনি সাঁওতালটোলীর জোগিয়া মাঝিকে ডেকে বলেছেন— চারটে খরগোস আর এক ডজন ইঁদুর ধরে দিয়ে যাও। পুরো বকশিশ পাবে।"

প্যারু গ্রামের সমস্ত মেয়েদের প্রিয়পাত্র। সারা গাঁ জুড়ে তার

মামী, মাসী, নানী, দাদী আর খুড়ী। কমবয়েসী সব মেয়েই তার 'দৈয়া', মানে দিদি।

ডাক্তারের মুচকি হাসি বড় সব্বনেশে। আর যখনই হাসবে মুচকে হাসবে— কী, ভয় লাগে নাকি ?··· হ্যাঁ লাগেই তো। তোমার তাতে কী ? তোমার তো মজা লাগে ? তা হলেই হল। হাসো, হাসো, খুব হাসো।.... আহা গলায় নল ঝুলিয়ে বেড়ান হয় বাবু সায়েবের। বুকে পিঠে নল ঠেকিয়ে বুকের রোগের খবর নেন। মিথ্যেবাদী কোথাকার !

এতদিন হয়ে গেল আমার বুকের গোপন রোগের খবর কিছু জেনেছ ?

কিছু না ! ···নাকি জেনেশুনেই অবুঝ হয়ে আছ ডাক্তার ! তোমার হাসি দেখলেই তো তাই মনে হয়।··· আচ্ছা ডাক্তার ! সত্যি করে বল তো, তুমি কেন অমন করে হাস ? আমাকে জ্বালাবার জন্যে তুমি কেন এ গাঁয়ে এলে ? ··· না না একী বলছি। তুমি না এলে পাগল হয়ে যেতুম। রোজ স্বপ্নে কমলানদীর বানের জলে ভেসে যেতুম। বড় বড় সাপ। রকম-বেরকমের সাপ কামড়াতে আসত। তুমি এলে, তাইতো আমি ডুবতে ডুবতে বেঁচে গেছি।··· তুমি আমার চোখের পাপড়ি উলটে দেখ, আমার পিঠে নল রেখে আমার হৃদয়ের কথা জেনে নাও।··· তুমি আমার ছুঁচ ফোটাবার ভয় দেখাও, রাগিয়ে দাও। ভা— রী ভাল লাগে আমার। 'আবার মিষ্টি ওষুধ পাঠিয়ে দেব ?'··· হ্যাঁ গো মশায়, পাঠিয়ে দিয়ো ! আবার জিজ্ঞেস করছ কি ? তোমার বুলিগুলোই কি কম মিষ্টি ! কিন্তু রোজ একবার করে এসে দেখে যেয়ো। নইলে, সত্যি বলছি বড্ড ভয় লাগে আমার। ··· সেপাইটোলীর কুসমী বলছিল, 'ডাক্তার আমাকেও জিজ্ঞেস করেছে— মিঠা দাওয়াই চাই নাকি ?'···

আমার বিশ্বাস হয় না। ডাক্তার এমন মানুষ নয়। কুসমী মিছে কথা বলেছে। মিঠে ওষুধ আর কেউ পেতেই পারে না। ডাক্তার, খবরদার। কুসমী ভয়ানক চালবাজ মেয়ে। কত লোককে যে বদনাম করিয়েছে ও। হরগৌরী ওর মাসতুত ভাই··· কিন্তু··· থাক্-

গে না, কী করবে সে সব কথা শুনে ? ওর শ্বশুরবাড়ি ফারবিসগঞ্জে। ঘরের মানুষ এক মারোয়াড়ীর দারোয়ান। সেপাই রাতভর পাহারা দিয়ে মরে, ওদিকে কুসমী 'বায়স্কোপ' দেখে বেড়ায়।...

"... শ্রীশুকদেবজী বলেছেন, হে রাজা। একদিন যশোমতী সব গোপিনীকে ডেকে পাঠালেন।"

"কম্‌লী !"

"মা !"

"পড়া বন্ধ কর। ডাক্তারবাবু বারণ করেছেন না ! ওষুধ খেয়ে নাও। আমি তোমার বই নিয়ে বাকসে তালাবন্ধ করে রাখব, নইলে তুমি মানবে না।"

"পড়লে কী হবে মা ?"

"কথা শোন মেয়ের ! পড়লে কী হবে ডাক্তারকেই জিজ্ঞেস কোরো।"

"ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করব ? জানো মা, তোমাব এই ডাক্তরটি মাটির মহাদেব !"... মা হেসে ওঠেন, "কথাও জানিস তুই। দাঁড়া, আজ আসুন ডাক্তারবাবু।"

কমলা মা-বাপেব নয়নপুতলী। মেয়ের ইচ্ছের বিরুদ্ধে তশীলদার কিছুই করতে পারে না। মা মেয়ের মুখের কথা খসবার আগেই তার সব আবদার পূরণ করে দেন। বাপ নিজে বসে পড়িয়েছেন মেয়েকে— রামায়ণ, মহাভারত, নলদময়ন্তী, সাবিত্রী-সত্যবানের কথা, পার্বতীমঙ্গল আর শিবপুরাণ। প্রতিদিন শিবপুজো করে কমলা—ওঁ শিবশংকর সুখকর, নাথ বরদায়ক মহাদেব।...

মহাদেব! মাটির মহাদেব !

"মা, চুপ কর।" মার গলা জড়িয়ে ধরে মুখে হাত চেপে দেয় কমলী। বলে, "তোমার ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করো না মা, খরগোষ পুষে কী করবে ?"

ডাক্তার কোন জবাব দেয় না, খালি মিটমিটিয়ে হাসে। তারপর গম্ভীর হয়ে বলে, "এবার তো তা হলে 'সুই' দিতেই হয়। ওষুধে মূর্ছাটা সেরেছে। কিন্তু পাগলামিটা...।"

সবাই হোহো করে হেসে ওঠে। তশীলদারসায়েব, কমলীর মা আর প্যারু। কমলীর মুখ রেঙে ওঠে। বলে, "আমি আজ কিছুতেই রক্ত পরীক্ষা করব না। না, না কিছুতেই না। ঠিক আছে, হ্যাঁ আমি পাগলী··· ।"

তশীলদার মেয়েকে 'দিদি' বলে ডাকেন। বলেন, "দিদি যাও। ডাক্তারবাবুর দেরী হয়ে যাবে।"

ব্লাডপ্রেসার মাপার সময় ডাক্তার গম্ভীর হয়ে যন্ত্রটার দিকে তাকায়। কমলী অপাঙ্গে ডাক্তারের মুখ দেখে—হ্যাঁ মশাই আমি তো পাগলী! কিন্তু আমায় পাগলী করেছে কে, শুনি!

গ্রামের মধ্যে এক তশীলদারসায়েবই চা খান। উৎকৃষ্ট চা পাতা ব্যবহার হয় তাঁর বাড়িতে। ডাক্তার রোজ সন্ধেবেলা চা খেতে আসে এখানে। কমলার মার অনুরোধ— রোজ বিকেলে এসে চা খেয়ে যাবেন!

তশীলদারসায়েব বলেন ডাক্তর বাড়ির ছেলের মতন হয়ে গেছে। ডাক্তারও ঘনিষ্ঠতাবোধ করে এই পরিবারের প্রতি। এই গ্রাম, এই জেলার নতুন পুরনো অনেক কাহিনী জানা আছে তশীলদার-সায়েবের। অজস্র গল্প শোনে ডাক্তার।··· রাজপারবঙ্গা এস্টেটের জেনারেল ম্যানেজার ডফ সায়েব মানুষটা কেমন। আজকাল একদম হিন্দুস্তানী বনে গেছে। ধুতিকুর্তা পরে। মাঝে মাঝে ফোঁটা-তিলকও কাটে! রাজ পারবঙ্গার কুমারসায়েব তো তার মুঠোয়। ডফসায়েবের বেটি যতদিন আছে, সায়েবকে হটাতে পারবে না কুমার।··· মহারানী চম্পাবতী জাতে মুসহরের মেয়ে ছিলেন।··· রাজা ভূপতি সিংয়ের মেমরানীর পেটে দুটি ছেলে। আয়েসী বিলাসী মানুষ রাজা ভূপতি। পোলোর জব্বর খেলোয়াড়। দারজিলিংয়ের রেসকোর্সে তাঁর ঘোড়া ফি বছর জেতে। আজও বাইশটা ঘোড়া আছে। রাজার জন্মদিনে বেনারস এলাহাবাদ আর লখনৌ থেকে এত বাইজী আসে যে তিন দিন তিন রাত মেহফিল জমজমাট হয়ে থাকে, এক মিনিটের ছেদ পড়ে না।··· প্যারিসের মদ খান। আসল রাজা তো ও-ই। রাজ পারবঙ্গা অলাটা তো

—মক্ষিচুষ।··· জেলার সবচেয়ে বড় কিসান ভোলাবাবু। তার তিরিশ হাজার বিঘের জমি। রহুয়া এস্টেটের গুরু বংশীবাবুও আসলে কিসান। তবে তাঁর কথাই আলাদা। স্বয়ং দাতা কর্ণ। বারফন্নে[১] সকলের থেকে বেশি টাকা দিয়েছেন। কংগ্রেসের সহায়তা করেও সকলের বেশি টাকা দিয়েছেন। আর এই দুনিয়ার বিচার দেখুন। সর্বস্ব বিলিয়ে দান করার সুফল কী পেয়েছেন জানেন? লোকে মিথ্যে অপবাদ রটিয়েছে যে উনি নোট জাল করেন। আরে ভাই, ও কেন নোট বানাবে। নোট তো বানায় ওর কুশী-গঙ্গার কিনারের হাজার হাজার বিঘের জমি। সে জমিতে হাল বলদ লাগে না। মেহনত মজুরী লাগবে না। বানের জলটা সরে গেলেই কাদা বালিমাটির ওপরে ছোলা, খেসারি, মটর, বিউলি সরষে এমনি সব বীজ ছিটিয়ে দেন। ব্যস ঐটুকুই যা মেহনত। কুশী আর গঙ্গার স্নানপূতা মা ধরিত্রী দু'হাতে যেন উজাড় করে ফসল দেন।··· জেলা কংগ্রেসের সবচেয়ে বড় লীডার বিশ্বনাথ চৌধুরিজী।··· ওঃ আপনি তো তাকে চেনেনই। উনিও বড় কিসান।··· পূর্ণিয়ার কাছারিতে যে ওকালতী সিসিবাবু করে গেছেন, সেরকমটি আর কোন উকীলে পারবে না। হাইকোর্টের ব্যারিস্‌টরেও ওর বানানো নজীরকে কাটতে পারবে না। কিন্তু ফৌজদারী কাছারিতে কোনদিন পা দেন নি। একবার একটা খুনের কেসের জন্যে রাজা ভূপতি দশহাজার টাকা ফিস্ দিতে ইচ্ছুক ছিল। কিন্তু সিসিবাবু নিজের পণ নষ্ট করলেন না। কাছারি গেলেন না। কাগজ পড়ে সেরেফ এক জায়গায় একটা লাইন কেটে দিলেন, আর এক জায়গায় একটা অক্ষর বসিয়ে দিলেন। রাজা ভূপতি বেকসুর খালাস পেয়ে গেলেন।··· আর এখন সে অযোধ্যাও নেই, সে রামও নেই।···

"বাবা!"

"দিদি!"

১. ওয়ার-ফাণ্ড।

"ডাক্তার সায়েব আজ এখানেই খেয়ে যাবেন।"

"প্যারুর সঙ্গে ঝগড়া বাধাবি শেষে!"

"তাকে বলে দিয়েছি।"

"তা হলে ডাক্তার সায়েব।··· আমার তো কখনো সাহস হয় নি বলার। দিদি বলছে, যদি আপনার আপত্তি না থাকে তো···।"

"না আপত্তি কিছু নয়। আসলে কথা হচ্ছে···"

"আপনি ঝালমশলা খান না, এই তো"- - কমলী কথার মাঝখানেই বলে, "সেদ্ধ জিনিস খাবেন, এই তো?"

ডাক্তার বুঝতে পারছে— রোগ প্রতিদিন তিল তিল করে বাড়ছে।···এখন শীলা থাকলে চট করে কিছু একটা মন্তব্য করত। হয়ত বলত, 'ভাবাত্মক সংক্রমণ' কিংবা বলত রোগটা 'প্রত্যাবর্তনে'র দিকে মোড় ফিরেছে।

পনেরো

সুমরিত দাসকে লোকে নেলাক্ষেপা বলে ভাবে। কিন্তু ঠিক সময়ে ঠিক কথাটি বলায় তার জুড়ি নেই। আজকাল তার নাম হয়েছে— বেতারের খবর। সংক্ষেপে 'বেতার'। কথা ছোট হোক বড় হোক, নতুন খবর হলেই হল, বেতার সঙ্গে সঙ্গে সেটা ঘরে পৌঁছে দেবে। তশীলদারের পেটোয়া সাক্ষী। সাক্ষী দিতে দিতে চুল পাকিয়েছে। উসুলে তাগাদায় তশীলদারের সঙ্গে থাকে। দাখিল খারিজ করানো, কোনো রায়তের জমিতে হাঙ্গামা বাধানো, কি কাউকে বন্দোবস্ত দেওয়া, যে-কোনো কাজেই লোকে তশীলদারের আগে সুমরিত দাসের সঙ্গে কথা কয়। সে রায়তকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলে তশীলদার তো আমার হাতের মুঠোয়।

পান-সুপুরি খেতে আমাকে কিছু দাও না দাও, সে তোমার খুশি। তবে তশীলদার সায়েবের পাওনাটা তো··· যেটা উচিত বলে মনে কর··· !

ছোটখাট জিনিস রায়তদের কাছ থেকে তশীলদার সায়েব হাত পেতে নেয় কেমন করে? সে সমস্ত সুমরিত দাসই তার হয়ে চেয়ে নেয়। লাউটা, শশাটা, বেগুনটা, উচ্ছেটা, একটা পায়রা কি হলুদ লংকা সরষের তেল, শাক কিংবা মূলো! এসব জিনিস সুমরিত দাস নিজের জন্যেই নেয়। কিন্তু ভেট নেবার সময় রায়তকে আড়ালে বলে, "বোঝ না? এসব আমি নিয়ে কী করব। আমার না আছে ঘর, না আছে ঘরণী। চালও নেই চুলোও নেই। একটা পেটের জন্যে মেগে খেতে যাব কেন বল? এসব হল···।" তশীলদার সায়েবের সংসারে এক পয়সার তরকারি কোনদিন কিনে খেতে হয় না। সুমরিত দাস ভিক্ষে মাঙ্‌বে! আজ দৈবদুর্দশায় তার অবস্থাটা খারাপ যাচ্ছে বলে কি বংশমর্যাদা ধুলোয় লুটোবে। তার প্রপিতামহের দোরে হাতী বাঁধা থাকত। সব কর্মফল। সুমরিত দাসের পেটে কথা থাকে না। কালীচরণ বলে — মুখে দাঁত নেই তা কথা আটকাবে কী দিয়ে। বেতার!

বেতারের অনেক কথা ফলে গেছে। প্রথম কথা হল মঠে পশ্চিম থেকে আচার্যি গুরু আসছেন। স্বয়ং কালেকটর সায়েবও নরসিং দাসকে মোহন্ত বলে মেনে নিয়েছেন। দ্বিতীয় কথা মাঝখানে অভদ্দা পড়েছিল। কাল থেকে খামার খুলে যাচ্ছে। তশীলদার সায়েব বলেছেন— কাল শুভদিন।

তশীলদার সায়েবের খামার খোলার সঙ্গে সঙ্গেই গাঁয়ের অন্যান্য কিষাণদের খামার খুলবে। তশীলদার সায়েবের খামারের নাম— বড় খামার। 'খরা-ঝরা'য় নষ্ট হয়েও যা বাঁচে তাতে দুইহাজার মন ধান হয়।

··· হ্যাঁ, তৃতীয় কথাটা তো বলতেই ভুলে গেছে বেতার। আবার ফিরে এসে কথাটা শুনিয়ে যায়, "কাপড় চিনি আর তেলের সিলিপ্ বিলি করার কাজ পেয়েছে বালদেও। ডাগ্‌ডারবাবুরও নাম

ছিল, তিনি বলেছেন তাঁর ফুরসত নেই। আমাকে বলছিলেন যে আমাব কাজটা আপনিই করুন দাসজী। তা আমি বললুম, আমারই বা ফুরসত কই।

আচার্যি গুরুর আসার খবরের দাম থাক না-থাক, বাকি দুটো খবরই বেশ মূল্যবান, যদি সত্যি হয়।

কিন্তু খবব সত্যি। বালদেওজীও বলেছেন, খবরটা পাকা।

খামার! বছরভরের যত কাজ তার হিসেব-নিকেশ খামারেই লেখা থাকে। দু'মাসের কাটাই, এক মাসের মাড়াই; আবার ছমাসের খাটুনি। খেটেখুটে ঝাড়াই-মাড়াই কব, মরাইয়ে জমা দাও। সালভর যে কর্জ নিয়ে রেখেছ তার হিসেব চোকাও। তবুও যদি বকেয়া বাকি থেকে যায় তো সাদা কাগজে বুড়ো আঙুলের টিপছাপ দাও। আর বকেয়া শোধ করতে চাও তো গাইবাছুর বাঁধা রাখ। কিংবা ছেলে মজুর দাও, বাগালি করার ছোঁড়া জোগাও। তারপর আবার ধার করে খাও। খামারের চক্র নিরন্তর চলছে। সারিবদ্ধ বলদে পেষাই মাড়াই করছে। বলদের মুখে জালের ফাঁস পরানো। গরীব ভূমিহীনদের অবস্থাও খামারের ঐ বলদকুলের মতই। তাদের মুখেও জালের ফাঁস।··· তবু। খামারের মোহ। এ মোহ ভাঙবার নয়। ভোরের তারার সঙ্গে সঙ্গে খামার জেগে ওঠে। মাঘ মাসের নিশিশেষের কনকনে বাতাস ছুঁচের মতন শরীরে ফোটে, তাও গতরে সাড় থাকে না। হিমে জলে শরীরের সার চলে যায়। হাত দিয়ে নাক ঝাড়তে গিয়ে যখন আর হাত নাকে ঠেকান যায় না, তখন আবার মালসায় শুকনো খড় দিয়ে নতুন আগুন করা হয়। সেই আগুনে সকরকন্দ[১] পোড়ে। আঁচের পাশে তাপ পোয়াবার যার পালা পড়ে, সে ভোরের বন্দনা গান গায়—'হরি বিনুকে পুরিহৈ মোর সুরারথ, হরি বিনুকে।···' কিংবা 'নিরবল কে বল রাম হো সন্তো, নিরবল কে···।'

দিনভর ধান ঝেড়ে জমা করে তারপর ধানের বোঝা ছিটিয়ে

১. সাদা রাঙা আলু।

দেয়। আবার সন্ধে থেকে মাড়াই পেষাই শুরু হয়। সন্ধের সময় আগুনের পাশে 'লোরিক' কিম্বা কুমার বিজ্‌জৈভানের কথা গান হয়।...

আরে রাম রামরে দৈবা রে ঈসর রে মহাদেব,
বামে ঠাড়ী দেবী দুরগা দাহিন বোলে কাগ।
আপন মন মেঁ সোচ করৈয়ে মানিক সবদার
বাত মে নাহী মানে বীর কনোজিয়া গুয়ার...।

কাপড় তেল আর চিনির সিলিপ বিলি করতেন কমলদাহার কামরুদ্দিবাবু। মেরীগঞ্জ থেকে কমলদহ দশ ক্রোশ পথ। দশ ক্রোশ যাতায়াত এমন কোন বড় কথা নয়। কিন্তু সিলিপ্ পাওয়াটাই ছিল মহা ভাগ্যের কথা। কামরুদ্দিবাবু আসলে কুঁজড়া[১], বেগুন বেচে জমিদার হয়েছেন; 'মুস্‌লীংগের'[২] লীডার। কাটিহার-পূর্ণিয়া মোটর রাস্তার পাশেই তাঁর বাড়ি। হাকিম-হুকুমের দল হামেশাই তাঁর বাড়ি ওঠাবসা করে থাকেন। মাসে ষাটটা মুরগি খরচা হয়। লোকে বলে, নতুন 'ইস্‌ডিয়ো' আসতেই গোটা এলাকায় চাউর হয়ে গেল যে এবারকার হাকিম বড় কড়াধাতের মানুষ। কারুর বাড়ি যাওয়া কি চা-পান খাওয়ার ধার ধারে না। তা কামরুদ্দিবাবুই কি ছেড়ে দেবার বান্দা! ইস্‌ডিওর ডালেবর[৩] মুসলমান। তাকে কোরানের কসম খাইয়ে। পান-সুপুরির খরচা দিয়ে হাত করলেন। একবার কাটিহার থেকে ফেরার পথে, ঠিক কামরুদ্দিবাবুর বাড়ির সামনে এসডিয়োর গাড়ি গেল খারাপ হয়ে। রাত দশটার সময়ে আর সায়েব কোথায় যাবেন?... ব্যস। এই ঘটনার পর থেকেই কামরুদ্দিবাবু চোখ বুজে 'বিলেক্' করতে লাগলেন। একবার পুরৈনিয়ার মিটিনে কাংরেসী খুশায়বাবু হাকিমকে বললেন— 'পবলিস নানান কথা বল্‌চে।' কামরুদ্দিবাবুও হেসে জিজ্ঞেস করলেন— 'হিন্দু পবলিস না মুসলমান পাবলিস।' হাকিমও সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা বুঝে গেলেন যে কামরুদ্দিবাবু লীগের লোক বলেই লোকে

সবজীঅলা। ২. মুসলিম লীগ। ৩. ড্রাইভার

মিছিমিছি বদনাম করছে।··· আর এখন তো সিলিপ দেবেন বালদেওজী। বালদেওজীর বিলিতি কাপড়ের কী দরকার? খদ্দর ছাড়া আর কিছ ছোঁনই না। ··· ছোঁন? তা ছুঁলে দোষ নেই।···

"জ্যায় হো, গন্হী মোহতমা কী জ্যায় হো!"··· কাল খামার খুলছে। গত বছর খামার খোলার দিন জালিমসিংহের নাচ হয়েছিল। সেপাই জালিমসিংহ এক ডোমের মেয়েকে বিয়ে করেছিল।··· এবার কিন্তু কীর্তন হওয়া চাই। স্বদিশি কীর্তন! বেতার বলেছে—এবার নাকি বিদাপত্ নাচ হবে। ডাগডারবাবু বিদাপত্ নাচ দেখবেন। শুনে তশীলদার সায়েব তো হেসেই কুটিপাটি। সে কী। অনেক করে বোঝালেন— সেকেলে ব্যাপার। সেরেফ বিকটাই[১] হবে। ডাগডারবাবুর এক কথা— "তা হোক। ঐ বিদাপত্ই করান।" পাসোয়ানটোলীর লিবড়ু পাসোয়ানকে তাই খবর দেওয়া হয়েছে। লিবড়ু হল নাচের মূলগায়েন অর্থাৎ মিউজিক ডাইরেকটর!

তা কালীচরণের কীর্তন হবে না? আচ্ছা ঠিক আছে, ডাক্তার সায়েবকে আর একদিন কীর্তন শুনিয়ে দেওয়া যাবে'খন।

ডাক্তারবাবুর বিবেচনা-বুদ্ধি দেখে বালদেওজী হতবাক্। বিদাপত্ নাচ দেখবেন কী? জঘন্য ব্যাপার। কোন ভদ্রলোকে ঐ নাচ দেখে! যত বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি গান। নাচ দেখার এত শখ তো তশীলদার সায়েবকে বলে সিমরবনী গ্রামের ঠিয়াটার কোম্পানিকে আনিয়ে নিলেই হত! আসা-যাওয়া আর পঁচিশ জনের খাইখরচ দিতে কি পারতেন না তশীলদার? সেসব নাচ-গান দেখলে গাঁয়ের চোখ খুলত। সিমরবনীর ঠিয়াটার কোম্পানির খুব নাম ডাক। যুরজোধনের পাটে দাঁড়িয়ে মহাবীর যখন তরোয়াল হাতে নিয়ে হাঁক-ডাক করে বেরোয়, এক ক্রোশ দূর থেকে তার গলা পষ্ট শোনা যায় — "ব্যস বন্দ্ করা— দো য়হ মৃদঙ্গ বাজা, হমকো অচ্ছা নহীঁ লগতা।"

২. ভাঁড়ামি।

ধিননা ধিননা নিন না নিন না!
ধিন তাক ধিন্না, ধিন তাক ধিন্না!

বিদাপত্ নাচের মৃদঙ্গ 'জমীনকা' দিচ্ছে— চল, চল, চল সবাই!

ধিনক ধিনক ধা তিরকিট ধিন্না!
ধিনক ধিনক ধা তিরকিট ধিন্না!

তশীলদার সায়েবের খামার বাড়িতে গাঁ-সুদ্ধু লোক জড়ো হয়েছে। সামিয়ানা টাঙান হয়েছে। সামিয়ানা একেবারে ঝকমকে। ডাক্তারবাবু, সিংজী আর খেলাওন সিং চেয়ারে বসে আছেন। কালীচরণ তার দলের সঙ্গে। জোতখীজী আসেন নি। সিংজী বললেন— "কী হে, আজও তাঁর দাঁতের ব্যথা নাকি!" সকলে হা-হা করে হেসে ওঠে। জোতখীজীর না আসার কারণ সবাই জানে —তাঁর ছেলে নামলরেন ও বিদাপত্ নাচের দলের সমস্যা···· বামুন নাচবে আর তেলী তামাশা দেখবে! রামনারায়ণ একটা কুলাঙ্গার! শিব হো!···· বালদেওজীও আসেন নি। বিদাপতের নাচ কোন ভাল মানুষ দেখে না। এবার মৃদঙ্গে 'চলন্তি' বাজতে থাকে—

তিরকিট ধিন্না, তিরকিট ধিন্না! ধিনতাক ধিন্না, ধিনতাক ধিন্না। ধিনক ধিনক ধা, ধ্রিক ধ্রিক তিন্‌না! —"ও নায়ক জী।" বিকটা[১] আসরে এসে গেছে! সে আসার সঙ্গে সঙ্গে সভায় হাসির লহর বয়ে যায়। কয়েকশো মুক্ত হৃদয়ের হাসির তরঙ্গ!··· নূপুরের রিনিঝিনি!

এক গালে চুন, এক গালে কালি মাখা, ছেঁড়া ময়লা পাজামা পরা লৌকায়া দাস বিদূষক সেজে এসেছে। লোকটা জন্ম বিদূষক। ভগবান তাকে বিদূষক বানিয়েই পাঠিয়েছেন। ওপরের ঠোঁটটা ত্রিভুজের আকারে কাটা। ফলে সামনের দাঁত সবসময়ে বেরিয়েই থাকে। তার ওপর মা শেতলা দয়া করে একটা চোখ উপড়ে নিয়েছেন। কথা বানাতে ওস্তাদ।

"ও। হোয়। হো নায়কজী।"

"কী হয়েছে কী?"

---

১. বিদূষক।

"আরে এই কতং কতং করে কী বাজছে ?"

"ওরে, মৃদঙ্গ বাজছে। আর এটা হ'ল করতাল, ওটা কাঁসর।"

"আহা তা নয় বুঝলুম। তা এত তিড়িং বিড়িং বাজনা কিসের জন্যে ?"

'নাচ হবে নাচ, বিদ্যাপত্তির পালা।'

"অ তাই বল। আমি ভাবলুম বুঝি 'নীলেমের' ঢোল বাজছে।"

··· ধিন তাক ধিন না, ধিন তাক ধিন্না !

আহে ! উত্তরহি রাজ সে আয়েল হে নটুকবা কি আহে মৈরা

কি আহে মৈয়া সরোসতী হৈ পরথমে বন্নোনি হে তোহার !

··· হুমহুঁ মূরখ গঁবার কি আহে মৈয়া, সবোসতী, ভুলল আখর জোড়িকে আহে মৈয়া, কণ্ঠে লী হৈঁ হে বাস !

[আমি মূর্খ নাট্যকার, হে দেবী সরস্বতী, আমার গ্রাম্যতা, আখর রচনায় আমার অক্ষমতা ক্ষমা করো, আমার কণ্ঠে কৃপা করে ভর করো —তোমার বন্দনা করি।]

"ও হো, হোয় নায়কজী"— বিকট বিকটা চীৎকার করে ওঠে। তালও কেটে যায়। ঠিক তাল কাটার মুহূর্তেই বিকটাকে চেঁচিয়ে উঠতে হবে, তাই মৃদঙ্গের তাল সম্পর্কে বিকটার জ্ঞান থাকা দরকার।

"তুমি কী রকম বেকুব হে !"

"আরে ও নায়কজী, এসব কার বন্দনা করছ তোমরা ?"— এই কথা শুনেই সভায় হাসির ঢেউ ওঠে— হালকা হাসির ঢেউ।

"বেকুব। শুনছ না সরস্বতীর বন্দনা হচ্ছে।"

"অ। তা এই সুরস্···সুরস্-সুরসে··· সরসরতী মাকে তুমি দেখেছ ? আমায় বলে বেকুব। আরে তুমিই আস্ত বেকুব। সরস্সতীর বন্ননা করবে তো নেকা-পড়া করা পোন্ডিত লোকে।"

আসরে খিলখিল হাসির ধূম পড়ে যায়।

"আমরা তাহলে কার বন্দনা করব ?"

"এঃ তুমি দেখছি খাঁটি চালানী ঘি। ভাণ্ডারায় যে ঘিয়ের পুরী খেয়ে আমার পেট দশ দিন খারাপ হয়েছিল।··· তুমিও তেমনি একেবারে খাঁটি বেকুব— একটুও ভেজাল নেই। এটুকুও জান না ?

শোনো তবে— দেখি তাল ধরতে বলো দিকি— হ্যাঁ বাজাও— ধিনক ধিন না, তিরকিট ধিন না।'

"আরে দাল বন্‌দো ভাত বন্‌দো শাক বন্‌দো বথুয়া··· আরে ভাই এতো গেল কাঁচা সরকার। এবার একটু পাকা কথা শোনাই—

"আরে চুড়া বন্দো ভুজা বন্দো রোটী বন্দো মাড়বা।"

··· হা-হা হা-হা !··· হা-হা···

"এবার শুনুন হুজুরেরা ফল মেওয়ার বন্দনা—

"আরে গুলর বন্দো ডুমুর বন্দো আর বন্দো আলুয়া"··· হা-হা-হা হো-হো— আবার শত শত মুক্ত কণ্ঠে হাসির লহর।

"হাল বন্দো বৈল বন্দো অর বন্দো গাইয়া।··· আর সবচেয়ে বড় ভগবান", বলে বিকটা মুখ ভেঙচায়।

"চটাক চটপট দড়ত সিরপর ভাগত বাপ কে ভুতবা।
সবসে বড়ি কে তোহরে বন্দো মালিক বাবুক জুতবা !

[ভাত-রুটি, চিড়ে-মুড়ি, ফল-ফুলুরী সবই আমার বন্দনীয় বটে। তবে সবার বড় সবার ওপরে কাকে বন্দনা করি ?— মাথার ওপরে যার পটাপট ঘা পড়লে বাপ বাপ বলে মাথার ভূত পালাতে পথ পায় না, সেই মালিকবাবুর জুতোই হ'ল আমার সবচেয়ে বড় ভগবান !]

বিকটা খেলাওনের পায়ের জুতো ছুঁয়ে সেলাম বাজায়।

ডাকটর সায়েব অবাক হয়ে বসে আছে। একেবারে স্তব্ধ ! মুগ্ধ হয়ে নাচ দেখছে।··· এবারে জমে উঠবে নাচ। হাজার হোক এসব হল পুরনো জিনিস, কী বল হে।·· পুরনো চাল ভাতে বাড়ে, তাই না ?

··· ধিন ধিন না, ধিন না তিন না। সমাজীরা শুরু করে দেয়।

আহে লেল পরবেশ সুকুমারী হে
হংস গমন বিরখামান দুলারী হে।

মৃদঙ্গের তালে তালে পা টিপে টিপে নটুয়া আসে আসরে। তালে তালেই পা ফেলে চলে। প্রথমে প্রণাম করে মৃদঙ্গকে, তারপর ক্রমান্বয়ে ঢোল-করতালকে। সবশেষে মূল গায়েন লিবড়ু পাসোয়ানের

পা ছুঁয়ে প্রণাম করে। পোলিয়াটোলীর ছিওনদাসের বেটা চলিত্তরা মেয়েদের মতন লম্বা চুল রাখে। আবার নাকে একটা নোলকও ঝুলিয়ে রাখে সবসময়। ওই হ'ল নান্টুয়া। বাঃ আজ সাজ-পোষাক তো বেশ করেছে ছোঁড়াটা। কে বলবে বামুনের মেয়ে নয়? কানে আবার কানপাশা পরেছে দেখি। কার ও-জোড়া? কমলি দিদির বুঝি?··· বাহবা, বাঃ রে, ছোঁড়া। আজ যদি কানপাশাটা বকশিশ বাগাতে পারিস তো বুঝি হ্যাঁ— আসল বিদপতিয়ার সাগরেদ!··· মৃদঙ্গ বাজাচ্ছে উচিতদাস। কী বললে— আসল বিদপতিয়া?··· আমি হচ্ছি সহর্ষার গৈনু মিরদঙ্গিয়ার চেলা!···শোননি— গৈনু মিরদঙ্গিয়া একবার নিজের সম্প্রদায়ের সঙ্গে নাচগান করে কোথা থেকে ফিরছিল। চোরেরা খবর পেয়েছিল যে গৈনু মিরদঙ্গির দল পালা গেয়ে ফিরছে। তাদের কাছে নগদ একশো টাকা করে আছে, তাছাড়া ধুতি কুর্তা গামছা চাদর···। ব্যস। ভাঙা পাকুড়ের গাছের তলায় চোরেরা গৈনুকে ঘেরাও করল। দিশা ময়দানের জন্যেই হয়ত দল ছেড়ে একটু পিছিয়ে পড়েছিল গৈনু মৃদঙ্গী। তা কী করল তখন গৈনু মিরদঙ্গিয়া! বল দিকিনি? জান না তো? হা-হা! কিচ্ছু না। সেরেফ মৃদঙ্গে একবার হাত চাপড়াল। ডান দিকের গাবের ওপর তার হাতের আঙুল চরকির মত ঘুরতে লাগল, ঘুঙুরের মতন বলতে লাগল— ধ্রিকিট ধিন না, ধ্রিকিট তিন না···· নিন্ না নিন্ না, দিন না দিন না। গুণিনের হাতের চাঁটি পেয়ে মৃদঙ্গের শুকনো কানি জ্যান্ত হয়ে উঠল। মানুষের গলায় পষ্ট বলে উঠল— 'টুটটী পাখের তর চোর ঘেরলক হো, চোর ঘেরলক হো!' ভাঙা পাকুরের নিচে চোর পড়েছে রে ভাই।··হ্যাঁ বাবা, এ হল লিবত দাসের দল, খেলার কথা নয়। নাচ্ বেটা!

ধিরিনাগি ধিরিনাগি ধিরিনাগি ধিনতা!
আহে তনমন ধদন মদন সহজোর হে,
আহে দামিনী উপর···

"হায়রে, হায়রে, হায়রে!" কলজেয় হাত রেখে বিকটা মুখ বিকৃত করে।

ধিনক ধিনক তা, ধিনক ধিনক তা।
আহে দামিনী উপর উগলয় চান হৈ।

বিকটা মূর্ছিত হয়ে পড়ে যায়।— "আরে বাপ রে !"

"কী হল, কী হল ?"

"আরে বাপ !"

"আরে কী হল বলবি তো ?"

"আচ্ছা নায়ক বলো দেখি একটা কথা। জলদি বলো। আসমানের চান্ যদি মাটিতে নেবে আসে, তবে তো মাটির চান্‌কে আকাশে উঠতে হয় ?"

"আ গেল। মাটির আবার চাঁদ কিরে ?"

"শুনুন শুনুন একবার সবাই এর কথা। সাধে কি আর বলি খাঁটি চালানী ঘি ! ওহে আমার তো একটা বিজলী বাতি খারাপ, তোমার কি দুটোই খারাপ ? আজকাল রেলগাড়িতে নাকি বাতি জ্বলে না। আগে বিলেকাউট, তবে তো বিলেকমারকিট। হাহা ! হাহা ! শালা রেলগাড়িরও দোষ বার করে। কাটিহারে দিদিমার বাড়ি যাতায়াত করে কিনা। কানাখোঁড়ার একগুণ বাড়া। নিজে যেমন ত্রিভঙ্গ, দুনিয়াকেও তাই দেখে। শোন শোন, মাটির চাঁদ আবার কাকে বানায় শোন।"

"আরে ভাকুয়া নায়কজী, ধরত্তিকে চান্ (মাটির চাঁদ) ছত্তিরিশ কলায় পূর্ণ হয়ে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখতে পাচ্ছনা, চোখ ধাঁধিয়ে গেছে নাকি ? বলি, ছঠবাঁ লাইটটা জ্বালিয়ে দেখ।"

হা ! হা ! হা ! শালা কথা বানাতে জানে বটে ?

"কী হল ছঠবাঁ লাইট বুঝলে না ? দেখনা পঞ্চম লাইট হল এই যে এখানে—যা পঞ্চজন পরমেশ্বরের মাঝখানে জ্বলছে। ষষ্ঠ লাইট তোমার ঘরে আজকাল যা জ্বলে। তেল তো জোটে না। পাটকাঠিতে আগুন ধরিয়ে হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাক। ভকভক করে গ্যাসের বাতির মত আলো দেবে। আমি আজকাল তাই করি। আচ্ছা, আপনারাই বলুন পাঁচজন— এই সভায় আমার থেকে সুন্দর কেউ আছে ?"

"না না সেকি। আপনি হলেন স্বয়ং কামদেবের অবতার।"—বলেন সিংজী।

···হা! হা! হা! হা!···নাচ্‌রে চলিওরা। আজ মোহড়া[১] পড়েছে। দিল খুলে নাচরে বেটা!···

ধিরনাগি ধিন না। তিরনাগি তিন না!
ধিনক তিনতা, তেটেকত গদ—ধা!···

আহে চলহু সখি সুখধাম, চলহু! আহে কন্থৈয়া জঁহা সখিহে। রাম রচাওল হে। চলহু হে চলহু।···

ধিননা তিননা না ধি ধিন না!···

আহে সির বিরনাবন কুনজ্ গলিন মে (শ্রীবৃন্দাবনের কুঞ্জগলিতে)—কানহু চরাবত ধেনু; আহে মুড়ুলী জে টেড়ে বিরছী কে ওটে, আহে সব গ্রিহে···ধিরিনাগি ধিরিনাগি···আহে, অব গ্রিহে রহলো নি জায়ে। চলহু চলহু হে···।

ততমাটোলীর মেয়েদের সারিতে বসা ফুলিয়ার কলজের মধ্যে চিড় খায়···অব্ গ্রিহে রহলো নি জায়! ঘরে মন মানে না কো আর।

তশীলদার সায়েবের হাবেলীর সামনের দিককার জানলা খোলা। কমলি দিদিও যাত্রা দেখছে। না দেখলে বকশিস দেবে কী করে?

"দেখিস বেটা। চরখির মত নাচ দেখাস। এমন নাচ নাচবি যেন সরষের ফুলের মতন ধাঁধা লেগে যায়।"

"ও আমার নায়ক নাগর। একটা কথা বলে যাও। আমায় ছেড়ে সে কোথায় চলল। কোথায় যায় নাগরী! চলহু চলহু—বলি কোথায়? মেলা-পাব্বন আছে নাকি কোথাও, রঙ তামাশা? নাকি ভোজসভা? নাকি কাপড়ের সিলিপ বাঁটা হচ্ছে? বলদিকি?"

"ওহে ও মেয়ে তোমার কাছেই চলেছে। কিষ্টকানাই তো তুমিই কিনা। তোমার রূপে ও যে মোহিত হয়ে গেছে।"

"ও তাই বল। আমিও তো তাই বলি, আমায় ছেড়ে কার

১. মোরচা।

কাছে যাবে সে। আমিই যে কান্‌হাইয়া। কিন্তু কানাইয়ের বাপের নাম ছিল নন্দ। আমার বাপের নাম উজাড়ুদাস।'··· হাহা! হাহা! হাহা!···

"আরে উল্লুক। তোমার বাপের নাম ছিল উজাগির দাস। বাপের নামটাও খাস্ত করে বলছ?"

'উজাগিরদাস নামটা তার মা-বাপে রেখেছিল বটে। কিন্তু গরু-মোষের বাগালি করবার জন্যে যে মালিকের বাড়ি চাকরীতে ভর্তি হত, সেই তাকে দিনকতক পরে মারধর করে তাড়িয়ে দিত। কেন? আমার বাপ করত কি, গরুমোষ নিয়ে গিয়ে মালিকের ভরাক্ষেতের মাঝখানেই চরতে ছেড়ে দিত। বলত, গরু-বলদই লক্ষ্মী। তারই মেহনতের দৌলতে তো ক্ষেত ফসলে ভরপুর হয়েছে।—খাও গো লক্ষ্মী, তোমরাই খাও।

"মালিকরা যে ভৈঁসের দুধ ঘি খেয়ে মোটা হচ্ছে, এই ক্ষেতের ফসলে সেই গাইমোষের আলবৎ হিসসা আছে। খাওগো লক্ষ্মী, তোমরা পেট ভরে, উজাড় করে খাও!···তাই লোকে আমার বাবার নাম দিয়েছে উজাড়ুদাস।"

নটুয়া এবার কষে গাঁজায় দম দিয়ে আসরে এসেছে। ছোঁড়া এবার কী রকম নাচ জমায় দেখো।

ধির নাগি ধিন না···

আহে কুঞ্জভবন সে নিকলল হো,
আহে সখি রোকল গিরিধারী!

"হাঁ, লুকিয়ে লুকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে কোঠীর বাগিচায় যাওয়া—রসলীলা করতে! আটকাবে না? পথ রুখে দাঁড়াবে না? বেশ করবে। একশোবার আটকাবে।" বিকটা নিজের মনে বিড় বিড় করে। নটুয়া জোড়হাতের মুদ্রা করে, ফণা তোলা গোখরো সাপের মতন হেলেদুলে কোমরে ভর করে বসে। পদ্মফুলের পাপড়ির মতন ঘাগরা মাটির ওপর বিছিয়ে আছে।···মিনতি করছে নাগরী। হায় হায় রে! হায় হায় রে!···বাঃ রে ছোঁড়া, গাঁয়ের নাম রেখেছিস বটে!

আহে একটি না-গর বন্ধু মাধব হো,
আহে জনি করু বটবা—বা-রী!
আহে ছোড়ু ছোড়ু জদুপতি আঁচর হো,
হো ভাংগত ন-ব সারো।

"হ্যাঁরে দাদা। কোটা-কনট্রোলের যুগ। কাপড় জোটে না। একটু বুঝে শুনে···!"

অরে অপজস হোইত জগত্র ভবি হো!

"ওঃ ভারী আমার কুলমন্তী, কুলবতী এলেন। চোকেমুকে কিরিয়া[১] খাচ্ছেন কুলমন্তী—মোর মন নহী পতিয়ায়ে।" বিকটা ফোড়ন কাটতে থাকে।

আহ পরেখ রখ লয় লীহ হো,
আহে পন্থ ছাড়ু ঝটকারী!

"সব দহী জুঠৈল করে কিসনা। আহিবে বাপ!'···বিকটা বিকট চেঁচায়, "বাপরে বাপ, সব দই যে এঁঠোরে কেষ্ট।"

আহে সঙ্গকে সখি আগুয়াইল হো। আহো কানহা, হমহুঁ একসরি নারী! "হায় রে! হায় রে একসরি নারী, ওরে আমার একচারিনী নারী রে!"

ভণহিঁ বিদ্যাপতি গাওল হো, সুমু কুলমন্তী নারী। হরিকে সঙ্গ কিছু ডর নাহিঁ হৈ···।

"হাঁ, তা তো বটেই। হরিসঙ্গে দোষ হবে কেন? যত দোষ আমাদের সঙ্গে। নিজের বেলায় রসলীল্লা[২]। আমাদের বেলায় পঞ্চায়েতের ঝাড়ু জুতো।"

কী ব্যাপার? কী হয়েছে? ··ডাগডর সায়েবের নেংড়া চাকর এসে কী বলছে?···কমলি দিদি তার কানের ফুল বকশিস দিয়েছে? ···বটে!···বাহবা, বাঃ রে ছোঁড়া! নাম রাখলি তবে। জীওরে চলিত্তরা! জীও। বেঁচে থাক বাবা!

১. দিব্যি গালা। ২. রাসলীলা

বিকটাও পেছপা হবার বান্দা নয়। সেও আজ 'থই থই' করে ছাড়বে। নাচ জমেছে আজ খুব! "আরে হোয় নায়কজী! আমাদের দুঃখ দেখার শোনার কেউ নেই গো।"

"কেন, কেন, কী হয়েছে?"

"তা বলি কেমন করে?" তশীলদারের দিকে আঙুল উঁচিয়ে বিকটা ভয় পাবার ভাব দেখায়।

"আচ্ছা বুঝেছি। তা বলেই ফেল না, ভয়টা কিসের" তশীলদার বুঝে ফেলেন। "দুনিয়ায় আমিই কি একলা তশীলদার-পাটোয়ার রে ভাই? কথা তো তুমি ন্যায্য কথাই কইবে। শুনছেন ডাক্তার সায়েব। এবার বিকটা তশীলদারকে নিয়ে 'বিকটাই' করবে।"

"নায়কজী। আমায় সান্ত্বনা দেবার কেউ নেই। শুনতে পাই বরাহছত্তরে সরকার বাহাদুর কুশীজাইয়ার বুকে বাঁধ বাঁধছেন; কিন্তু আমার বুকের বানে বাঁধ দেবার কেউ নেই!"

"আহা বলেই ফেল না গো।"

"তবে শোনো। পঞ্চাশ বছর আগের থেকেই কাহিনী শুরু করি। যে-বছর সর্ব-শীতলমণ্ডী[১] হল সেই সময় থেকে— "

··· শোন শোন, শোন সবাই। আবাব কী নতুন আখর জুড়েছে! বকশিস আদায় না করে এও ছাড়ছে না।

"বাজাতে বল ভাই— তাকধিন তাকধিন··· !"

আরে কেনাকে বাঁধতে রে ধীরজা, কেনাকে বাঁধবে রে।

আরে মুদ্দঈ[২] ভেল্ পাটোয়ারী রে ধীরজা কেনাকে বোঁধবৈ রে!

"সারবে জব হোনে লাগা!"

দশ হাতকে লগ্‌গা বনৈলকে, পাঁচকে হাত নপাই।

[পাটোয়ারীই আমার শত্তুরকে আমার ভরসা বল। দশ হাতের লগি বানিয়ে পাঁচ হাতের মাপ নিয়েছে।]

গল্লী কুচী সেহো নপলকৈ। টিপটাপ সেহো নপলকৈ। ঘাট-বাট সেহো নপলকৈ। ডগর-পোখর সোহো নপলকৈ।··· তারপর?

---

১. সার্ভে-সেটেলমেণ্ট। ২. শত্রু।

হাথী জস ভলবেশন বৈঠলকৈ, জম্মা ভৈলে ভারী রে··· ধীরজা···

"গলি-ঘুঁজি, ঢিপি-ঢাপা, ঘাটবাট, ডোবাপুকুর— মাপতে আর বাকি রাখেনি কিছুই। তারপর হাতীর খোরাক দিতে গিয়ে জমা যা পড়ল··· তা আর কী বলব ?— জমিদারের পাইকবরকন্দাজ পেয়াদা সেপাই এসে চালের কুমড়ো, মাচার শশা, উঠোনের পাঁটা আর চার-জোড়া কবুতর— তলব দিতে এসেই সাফ করে দিয়ে গেল।"

"তারপর ?"

থারী বেঁচ পাটোয়াবীকে দেলিয়ৈ
লোটা বেঁচ চৌকিদারি।
বাকি থোড়েক লিখাই জো রহলৈ
কলম দেলক ঘুরাই রে ধীরজা···।

—থালা বেচে পাটোয়ারকে দিলুম, ঘটি বেচে চৌকিদারকে দিলুম। বাকি যা লেখাজোখা ছিল, তাকে কলম ঘুরিয়ে দিল।

"শেষ পর্যন্ত কী হল ?"···

কহে কবীর সুনো ভাই সাধো সব দিন করো বেগারী,
খঁজড়ী বজায়কে গীত গবৈছ— ফটকনাথ গিরধারী রে ধীরজা···।

ওহো—হো, হা হা, খিখি—হা-হা-হা !··· শামিয়ানা ফেটে পড়ছে। কামাল করে দিয়েছে শালা বিকটা। চমৎকার পদ জুড়েছে। বাঃ বাঃ বাহবা রে লৌকায় দাস !

ডাক্তার তশীলদারকে জিজ্ঞেস করে— "গীতরচনা তো বিদ্যাপতির। কিন্তু বিদূষকের রচনাগুলো কার ?"

"আপনারও যেমন কথা ডাক্তারবাবু।" তশীলদার সায়েব হাসতে থাকেন। "এসব রচনার জন্যে কি তুলসীদাস-বাল্মীকির দরকার হয় ? ক্ষেতখামারে কাজ করতে করতে মুখে মুখেই কথার ওপর কথা মিলিয়ে বানিয়ে নেয়।"

··· ডাক্তার সায়েব বিকটাকে কী দিলেন রে ?··· পাঁচটাকিয়া লোট ?··· বাজি মেরে দিয়েছে রে বিকটা। আহে পরথম পহুসঙ্গ হে··· ধিরনাগি ধির্নাগি !··· নাচগানের পালা শেষ হতে হতে

শুকতারা ফুটে ওঠে। আহা খুব জমেছিল।··· এবার খামারের বরাত খুব খুলবে।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে ডাক্তার ভাবে— কী মধুর কোমল পদলালিত্য? অপভ্রংশ শব্দেরও কী মাধুর্য!··· "পিয়া ভইলে ডুমরীকে ফুল রে পিয়া··· চাঁদ বয়রি ভেল বাদল, মছলী বয়রি মহাজাল, তিরিয়া বয়রি ছুছুলোচন— রিদয়কে ভেদ বতায়েঁ।··· ভোমরা ভোমরী ·· রোইরোই কাজরা দহায়ল, ঘামে তিলক বহি গেল।··· চানকে উগয়ত দেখল সজনি গে··· লট ধোয়ে গইলী হম বাবা কী পোখরিয়া··· পোখরিমেঁ চান কেলি করে।"

ডাক্তার ভাবে। বিদ্যাপতির কথা উঠলেই কবিবর 'দিনকরের' একটা প্রশ্ন সরাসরি মনের সামনে খাড়া হয়। "বিদ্যাপতি কবির গান কোথা থেকে এলো?" বহুদিনের এই কণ্টকিত প্রশ্নের জবাব আজ পেয়েছে— সারাজীবন বেগার খাটা, অর্ধনগ্ন, অশিক্ষিত গ্রাম্য মানুষের ভাঙা কুঁড়ের জীবনে, হে কবি, তোমার গান আজও মধুবর্ষণ করে চলেছে। তোমার কবিতায় তুমি বলেছ— চলো কবি বনফুলের কুঞ্জে!

···কবি, বনফুলের ফোটা না-ফোটা কলিগুলি তোমার আসার পথ চেয়ে আছে।

ষোলো

মুসম্পাত সুন্দরী !

টাকা কাটপিস্— এক গজ।

ছিট— দেড় গজ।

মলেছিয়া সাটিন— এক গজ।

সাড়ি— এক নহা।

বালদেওজী কাপড়ের পূর্জী বাঁটছেন[১]। রাউতহাট টিশনের হংসরাজ বচ্ছরাজ মারোয়াড়ীর গদিতে কাপড় মিলবে।

খেলাওন যাদবের দরজায় দাঁড়াবারও জায়গা নেই। সকাল থেকে পূর্জী বাঁটা হচ্ছে, দুপুর গড়িয়ে গেছে।··· শাড়ি নেই !···নেই ?··· বালদেওজী ! আমাকে একখানা শাড়ি··· রওকার মা বেচারী একেবারে নগন্ হয়ে রয়েছে বালদেওজী।

বালদেওজী বলেন, "দেখুন, গোটা মৌজার জন্যে মোটে সাত খানি শাড়ি পাওয়া গেছে। তার চারখানি ফর্দী— চোদ্দ টাকা করে জোড়া। সে তো মালিকদের ঘরে পরার জিনিস। বাকি তিনখানা শাড়ি আমরা এমনভাবে বাঁটোয়ারা করতে চাই, যাতে যারা একেবারে বেপরদা হয়ে পড়েছে এমন লোকই···"

"সারা গাঁই তো বেপরদা হয়ে পড়েছে বালদেওজী !"

খেলাওন যাদব বলেন, "এতদিন যখন কামরুদ্দিবাবু পূর্জী বাঁটতেন, তখন গ্রামের ঔরতেরা বেপরদা আর নগন্ ছিল না নাকি ? আরে ভাই, যা আছে তার মধ্যেই একটা বিচার-বিবেচনা করে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নাও।"

কালীচরণ জেদ ধরেছে, পূর্জীতে আরো দু'গজ ছিট চড়িয়ে দিতে

১. সিলিপ বিল করছেন

হবে— হারমুনিয়ার খোল বানাবে। বালদেওজী মানতে চাইছে না।··· বলে মানুষের পরনের কাপড় জুটছে না, হারমুনিয়া ঢোলকের গায়ে গেলাপ-চাপকান চড়াবে— কী খেয়ে? আবদার দেখ দিকি!

বালদেওজীর পথ চলা মুশকিল হয়ে পড়েছে। কাপড়ের মেমবারী নিয়ে ঝকমারি হয়েছে! দিসা-ময়দানে যাবার জো নেই— লোকে পেছন নেবে।··· জায়হিন্দ বালদেওজী! এসেছিলুম আপনার কাছেই। তুলারীর গওনা।··· আচ্ছা, আচ্ছা, বসুন গিয়ে, আমি মাঠ সেরে আসছি।···কাপড় কোথায়? রিচরবে[১]ও নেই। কাফন আর ছেরাদ্দের কোটা ছাড়া আর ত্যানাও নেই।··· কী বলছেন? ঐ থেকেই! সে কী কথা! কাফন আর শ্রাদ্ধের কাপড় গওণায়···?

তুলালীর গওণা যে পাঁচ বছর আগেই হয়ে গেছে, তার এখন তিন-তিনটে ছেলেমেয়ে— এ তথ্য বালদেওজীর জানবার কথা নয়।

লছমী দাসিন রামদাসকে পাঠিয়েছেন, "আচারজজী আসছেন। আপনার তো আজকাল সময়ই হয় না। ওদিকে তো মাড়ানই না। কণ্ঠি নেবার কথা হয়েছিল না একবার?···· তা কী বিবেচনা করলেন? আচারজজী আসছেন। চাদরটীকায় চাদর তো লাগবেই, তাছাড়া পুজো বিদেয় আছে, সে বাবদেও একজোড়া ধুতি দরকার— কোরা হলে চলবে না, মিহিমারকিন কিংবা নন্‌কিলাঠের ধুতি।··· আর কোঠারীনজীবও কাপড় ফুরিয়েছে।"

বড়ই মুশকিল হ'ল! রিচারবে অল্প কিছু কাপড় আছে— বিয়ে থা আর শ্রাদ্ধ-তর্পণের জন্যে। কীভাবে দেওয়া যায়? ও! আচারজজী মহন্তসায়েবের শ্রাদ্ধ উপলক্ষেও আসছেন। তাহলে ঠিক আছে।··· সিরিমতী, না, সিরিমতী নয়। দাসিন লছমী কোঠারিন— নন্‌কিলাঠ[২] দশ গজ! কৈন মারকিন দশ গজ। চাদর— এক।

'লংগোটা কৌপীনের জন্যেও এক গজ'— রামদাস মনে করিয়ে দেয়। বড়ই মুশকিল! বালদেওজীকে আজকাল দিনে দশ-পনেরো

১. রিজার্ভ। ২. লংক্লথ।

বারেরও বেশি মিথ্যে কথা বলতে হয়। উপায় কী? বড়ই সংকটের কাজ।··· এদিকে জেলা কংগ্রেসের মিটিন্। মেনিস্টর সায়েব আসছেন। গাঁ থেকে ঝাণ্ডা-পতাকা নিয়ে জাথ্থা[১] করে যেতে হবে। জিলা সেকরেটারী গাঙ্গুলীজী চিঠি দিয়েছেন। ইস্তাহারও এসেছে।··

চল! চল! পুরৈনিয়া চল! মেনিস্টর সায়েব আসছেন। মেয়ে-মদ্দ, আণ্ডা বাচ্চা, ঝাণ্ডা নিশান নিয়ে ইনকিলাব জিন্দাবাঘ করতে করতে পুরৈনিয়া চল!···রেলগাড়ির টিকস্?··· কোথাকার গাধা! মেনিস্টর সায়েবের দর্শনে যাচ্ছ, আবার রেলের টিকস্? বালদেওজী বলেছেন, মেনিস্টর সায়েবকে বলতে হবে কোটায় খুবই কম কাপড় পাওয়া গেছে।··· চল চল, পুরনিয়া চল। ভুরুকুবা ফোটার সঙ্গে সঙ্গে কালীথানে জমায়েত হয়ে মিছিল কর।

'বোলিয়ে একবার— কালীমায় কী জা—য়।'

'জায়! জায়!'

'বোলিয়ে পরেম্ সে— গন্হী মহতমা কী জা-য়।'

'জায়! জা-য়!'

ফরর-ফরর-র-র্।··· গাছের ডালে পাখির বাসায় সাড়া পড়ে যায়। ঘুমভাঙা পাখিরা পাখনা মেলে উড়ে যায়। কালীচরণ বলে গুলতি থাকলে অন্ধকারেই দুটো একটা হরিয়ালকে নামিয়ে দিত। বাসুদেব বলে— চুপ কর। বালদেওজী ভাগ্যিস শুনতে পান নি। নইলে এক্ষুনি অনসন···।

গিন্তি কর। কতজন অওরত, কতজন মরদ? এখন বাচ্চাদের নিয়োনা, ঝামেলা হবে। কালীচরণ আর গুদর সবাইয়ের গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে গোণে। কালীচরণ বলে— পাঁচ কুড়ি চার অওরত। গুদর হিসেব করে— চারকুড়ি দশ মরদ।··· মাতব্বর মোড়লরা কী করতে যাবে? মাতব্বরেরা হামেশা গদারী করে।··· আজ আবার একটা নতুন শব্দ দিয়েছেন বালদেওজী— গদারী! গদার!··· গদারী?[২]

প্রভাতফেরীতে গাইবার উপযুক্ত দুটো গানই বালদেওজীর জানা

১. শোভাযাত্রা। ২. বেইমান, দেশদ্রোহিতা।

আছে। একটা সেই লবণ আইনের সময়কার শেখা— 'আরো বীরো মরদ বনো অব জেহল তুমহে ভরসা হোগা।' অন্যটা বেয়াল্লিশের মোমেণ্টের[১] সময় জেলে বসেই শুনেছেন—'জিন্দগী হ্যায় কিরান্তী কী কিরান্তী থেঁ লুটায়ে জা।' কিন্তু এ-গানটা তো সোসালিস্ট পার্টির ওরা গায়।··· পুরনোটাই ভাল— আরো বীরো মরদ বনো অব···। আজ বালদেওজী নিজেই গাইছেন : সুন্‌রাও গীতের আখর ধরছে।

তন্ত্রিমাটোলীর মঙ্গলুততমার গায়ে কাঁপুনি দেখা দেয়। জেহল! ওরে বাপরে!—এরা তবে জেলে নিয়ে চলেছে। য়্যাঁ। পনেরো বছর আগে ওর একবার চুরির কেসে সাজা হয়েছিল। জেলের জমাদারের বেল্টের মারের কথা ও আজো ভোলেনি। চার হাওদা[২] পানি রোজ ভরতে হত। না বাবা!···পেচ্ছাপ করতে বসার অছিলায় মঙলু্ পেছনে পড়ে যায়। তারপর সকলের নজর বাঁচিয়ে গা ঢাকা দেয়। বাড়িপানে পিটটান দেয়। লোকগুলো পাগল হয়ে গেছে।

তাহলে এই শহর পূরনিয়া! পাকা সড়ক, হাওয়াগাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি আর পাকা দালানকোঠা। 'এক রত্তি চিনগল জায়, সহর পুরনিয়া লুটল জায়···বল্ দিকিনি কী?'···'আগুন, আগুন।' আগুনের আঁচ নেবাবার সময়ে গ্রামের বাচ্চাকাচ্চারা শহর পুরৈনিয়ার নাম করে। মেরীগঞ্জের এই মিছিলে এমন জনাচারেক ব্যক্তি আছে, যারা এর আগেও পুরনিয়ায় এসেছে। অনেকে অবিশ্যি আজই জীবনে পয়েলাবার রেলগাড়িতে চাপছে। তাদের কলজেয় ধকধক আওয়াজ হচ্ছে। কারোর হাতে গান্হী মহতমা ঝাণ্ডা দেখলে, রেলের গাঁটবাবু, চিকিহর বাবুরা তার কাছে টিক্সি চান না।— সত্যিসত্যিই রেলের গাড়ি 'জয়জয় কালী, ছয়ছয় পয়সা' বলতে বলতে দৌড়ায়। জয় জয় কালী?— এই হল কালীপুল। বালদেওজী দেখিয়ে দেন—পোল বাঁধবার সময়ে এখানে পাঁচজন মানুষকে বলি দেওয়া হয়েছিল।—পাঁ-চজন! বাপরে! জৈ কালী! নিমককানুনের

১. মুভমেণ্ট। ২. চৌবাচ্চা।

সময়ে, শীতের রাত্তিরে পুলিসের লোকেরা এইখানে ভোলটিয়রদের ধরে আনত—এই পুলের তলায়— কনকনে জলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুবিয়ে রাখত। জলে ডুবিয়ে ডুবিয়ে মারত। মাথা চেপে ধরে জলের তলায় ঠেসে ধরত। দম বন্ধ হয়ে আসত। নাকের ভেতর জল ঢুকে যেত।—এই হল হাসপাতাল। আমাদের গাঁয়ের ইসপিতাল-এর কাছে তো বুতরু[১]।—জেহল! এই জেলখানা? জেহল ন হঁা সসুরাল, হম বিহা করন কো জায়ঙ্গে। আরো বীরো জেহল্ ভরো। পুরৈনিয়া টীসন থেকেই কুলিরা কী যেন খুঁজছে। খালাসীজী তো কালোকুর্তা পরেন, তাই না? আর এই হ'ল কাছারি। এই 'কর-কাছারিতে' লোকে 'মর-মুকদমা' করতে আসে। গাঁয়ের লোকের এইরকম উপসর্গ জুড়ে কথা বলাই অভ্যেস—করকচহরী, ঘর-খাজানা, গর-গরামিত, ঘর ঘরাইট, চরচুমৌনা, জর জমীন, পর-পঞ্চায়েত, কর-ফৌজদারী, বর-বরাত, মরমুকদ্দমা কিংবা মর্-মহাজন।

শহরের লোকও অবাক হয়ে মিছিল দেখছে। ইনকিলাস···জিন্দাবাঘ। কাছারির মোড়ে ফলের দোকানে বসে মৌলবী সাহেব হাসতে থাকেন —"কাপড় নিতে এসেছে সবাই। যাও যাও দৌড়ে যাও, কাপড় পাবে। ইন্‌কিলাব হাঁকা হবে। কথার মানে বোঝ, নাকি—।"

মস্তবড় একটা ঝাণ্ডা আসমানের গায়ে উড়ছে, ঐ হল রাম-কিস্নুন আসরম। এই! এখানে সবাই দাঁড়িয়ে পড়। কাপড়-চোপড় ঠিক করে পরে নাও। যাও ঐ কলের ধারে গিয়ে মুখ ধুয়ে নাও। ভয় কিসের? বালদেওজী রয়েছেন। এখান থেকে কাতার-বন্দী হয়ে হাঁটতে হবে। বালদেওজী হাঁটবেন সকলের আগে। সকলের আগে কালীচরণ নারা লাগাবে— ইনকিলাব। তখন তোমরা সমস্বরে চেঁচিয়ে বলবে— জিন্দাবাঘ। নইলে গোলমাল হয়ে যাবে। কালীচরণ হাঁকবে— আংরেজী রাজ। তোমরা বলবে —নাস হো। লাগাও লারা নাগাও কালীচরণ! কালীচরণ বুক ফুলিয়ে গলার জোরে চেঁচায়— 'ইন্‌কিলাব!'

১. বাচ্চা।

"নাশ হো, জিন্দা···নাশ !"

"এই, এই ! হল না, একী হল। দাঁড়াও।"

শিবনাথ চৌধুরী মশায়, গাঙুলীজী, শশাংকবাবু, নাথবাবু সবাই আশ্চর্য হয়ে দেখছেন। চৌধুরীজী বালদেবের ওপর ভারী খুশি। নাথবাবু বলছেন--"সমস্ত ওয়ার্কার যদি নিজের নিজের ফিল্ডে এইভাবে ওয়ার্ক করে, তবে তো ? দু'মাসের মধ্যে এতগুলো গ্রামকে একলা অরগানাইজ করে ফেলেছে। চার আনা মেম্বার কতজন বানিয়েছে ? পাঁচশো ? তবে তো তুমি আপনি জেলা কমিটির মেম্বার হয়ে গেছেন।" গাঙুলীমশায় বালদেওকে বরাবরই আপনি করে কথা বলেন, আজ নাথবাবুও 'আপনি' করে বলছেন।

চৌধুরীজী বললেন—"বালদেও, চরখা সেণ্টার খোলাও। গঠনমূলক কাজও তো কিছু হওয়া দরকার, নয় কি ?"

খাদিভাণ্ডারের ছত্তিশবাবু বললেন, "দেহাত থেকে খাদিভাণ্ডারে কিছু খাঁটি ঘি পাঠাও বালদেও ?"

সত্যিসত্যি 'গিয়ানী আদমী' বালদেওজী সত্যিকার জ্ঞানী পুরুষ, বড় মানুষ। টুপিপরা বাবুদের দল সিঁড়িওয়ালা যে চৌকির ওপর বসেছেন, বালদেওজীও সেইখানে বসেছেন। আরে, এ কে রে ? বাওনা ? দেড়হাত লম্বা একটা বামন ! দেখতে ঠিক চার বছরের ছেলের মতন। আবার দাড়ি-গোঁফের বহর দেখ। গলার আওয়াজ কী ভারী ! ধুধুক্কার[১] ভেতর দিয়ে অবিশ্যি সকলেরই গলা ভারী শোনায়। কারুর কথা বোঝাই যায় না। কে জানে কোন দেশের ভাষা বলে—হিন্দুস্থান, আজাদী আর গান্ধীজী এই তিনটে শব্দ ছাড়া আর কিছুই বুঝতে পারার জো নেই। তালি বাজাচ্ছে কেন ? ব্যস ? সভা খতম ? মেনিস্টর সাহেব কোথায় ? কোন্ জন ? ঐ রোগা-পাতলা বড় বড় গোঁপওয়ালা লোকটা ? কথা বলছিল একদম—পেরেম্ সে আস্তে আস্তে। মাথার টুপিটাও ঢলঢল করছে। সেবার গাঁয়ে দারোগা সায়েব এসেছিল মনে

১. লাউডস্পীকারের চোঙা

আছে? সারা গায়ে চামাটি পড়ে ছিল। মেনিস্টার সায়েবও দেখছি ঐরকম। একী-রকম হাকিম রে বাবা!

কালীচরণ বলে, "মেনিস্টর সায়েব নয়, ইনি হলেন রাজিন্নরবাবু। সুরাজী কীর্তনে রোজ শোন না···দেশবা কে খাতির মজরুল হক ভইলে ফকিরবা হো, দীন ভইলে রজিন্নর পরসাদ দেসবাসিয়ো! দেশের জন্যে নিজের হক-হিস্‌সা জমিজেরাত, মাল-মবেশী[১] সব বিলিয়ে দিয়ে ফকির হয়েছেন— আহা-হা।—হুঁ। আজকাল মেনিস্টরের থেকেও দাদা পাওয়ার-অলা আদমী। ঠিক আছে। হবে না তো কী? 'দেস কে খাতির মজরুল হক' মানে দেশের জন্যে নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছে না?"

চৌধুরীজী বালদেওজীর হাতে একখানা দশটাকার নোট দিয়ে বলেন— "সবাইকে জলপান করিয়ে দিও।"

জয় জয়! চল। চল!

কালীচরণ কোথায় গেল? বাসুদেবও নেই। না-না, ফেরার সময় নারা লাগাবার দরকার নেই। কিন্তু ওরা গেল কোথায়? ভিড়ের মধ্যে থেকে কে একজন বললে—ওরা দুজন পাজামা পরা সুরাজীবাবুর সঙ্গে কোথায় যেন যাচ্ছিল। বলল কাল যাবে।— পাজামা পরা স্বদেশীবাবু? কিন্তু না বলে গেল কেন? শহর বাজার বলে কথা। বালদেওজী আজকাল কালীচরণের ওপর খুব সন্তুষ্ট নন। কালীচরণও এদানি বালদেওজীর কাছ থেকে আলাদা আলাদা থাকে।

"কালীচরণ নয়, কমরেড কালীচরণ। কমরেড মানে সাথী। আমরা সবাই সঙ্গী-সাথী। এখানে কেউ লীডার নয়, আবার সবাই লীডার। সবাই সবাইকার সাথী।···আচ্ছা কমরেড, আপনাদের গাঁয়ে কোন্ জাতের লোক সবচেয়ে বেশী?···যাদব! ঠিক আছে। ভূমিহার?···একঘরও নয়? গুড। জুলুসে[২] যত লোক এসেছিল, তারা কি সবাই বালদেওজীর দ্বারা প্রভাবিত? মানে, ব্রাইণ্ড্

১. মবেশী—গোরু-ছাগল। ২. মিছিলে।

ফলোয়ার···অর্থাৎ, বালদেওজী যা বলবেন চোখ বুজে বিশ্বাস করবে এইরকম নয় তো ? অন্ধভক্ত নয় তো ?”

···“মশায়, অন্ধ ভক্ত তো গ্রামে একজনই ছিল—মহন্ত সেবাদাস। তা সে তো মরে গেছে। তার কোঠারিন তো··· ।”

“···ঠিক আছে। বেশ বেশ। আপনি সব কথা বেশ বুঝে নিয়েছেন তো ? মেম্বরশিপের ফোলডার নিয়ে যান। রাজবল্লী, এঁকে কিছু লিটারেচার দিয়ে দিন! কমরেড সৈনিকজীকে একটু এদিকে পাঠিয়ে দেবেন।···এই যে, ইনি হলেন কমরেড গঙ্গাপ্রসাদ সিংহ যাদব সৈনিকজী, আর এঁরা হলেন কমরেড কালীচরণ আর কী যেন নাম ? হ্যাঁ, বাসুদেবজী। আজ মেরীগঞ্জ থেকে রামকৃষ্ণ আশ্রমে যে জুলুস এসেছিল— সেটা এঁদেরই তত্ত্বাবধানে। পার্টি প্লেজে সই করে দিয়েছেন। মেরীগঞ্জে সবচেয়ে বেশি বসত যাদবদের। ওখানে আপনারই যাওয়া দরকার। ওখানে অর্গানাইজ করতে কোন অসুবিধে হবে না।···এবং বালদেও আছে, এই যা।··· আচ্ছা কমরেড কালীচরণ, আপনার আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে ?” সোশ্যালিস্ট পার্টির জেলামন্ত্রী মহাশয় প্রশ্ন করেন।

“আজ্ঞে হাঁ। ধরুন আমরা যদি দশজনে ভালর জন্যে কোন কাজ করি আর কেউ যদি সেই কাজকে ‘হিংসাবাত’ বলে বাধা দেয়, তাহলে আমরা কী করব ?’ কালীচরণের এই একটাই জিজ্ঞাস্য।

জেলামন্ত্রীজী একটু ভাবনায় পড়ে যান। কিন্তু কমরেড রাজবল্লীজীর এসব প্রশ্ন ভাবতে সময় লাগে না। তাঁর যেটুকু সময় লাগে তাঁর জবাব দিতে, তা তোতলামির দরুন। বলেন— “আ-আ-আরে! কম্-কম্ কমরেড তা-তাকে সাফ জী-জ-জবাব দেবেন যে ফর-ফর-ফরটিটু মু-মুভমেন্‌টে অহিংসার ভরসায় বসে থাকলে আজ আর গ-গ-গ-গদি বরাতে জুটত না। সো-সো-স্সোজা ক-কথায় বলে দেবেন যে তুমি বাপু রি-রি-রি-রি-য়্যাকশনারি। ডিডি-ডি-ডিম-ডিমরালাইজড্। এই নিয়ে যান ‘ডা-ডা-ডায়লে ডায়লেক্‌টিক··· দ··· দ··· দ্বন্দ্বাত্মক ভৌতিকবাদ’ ‘স-স-সমাজবাদী কেন ?’— এই দুটো বই। এতে সবপ্রশ্নের জবাব লেখা আছে। ‘লাল প-প-প-পতাকা’র

এক কপি নিয়ে যান! এর গ্রা-গ্রা-গ্রাহক জোগাড় করুন। লাল ঝাণ্ডা নিয়ে নিয়েছেন তো?"

লাল ঝাণ্ডা!

উঠ মেহনতকশ অব হোশ মেঁ আ
হাথ মেঁ ঝাণ্ডা লাল উঠা,
জুল্‌ম কা নামো নিশান মিটা
উঠ হোশ মেঁ আ বেদার হো জা।— শ্রমজীবীর দল

জাগো, সজাগ হও। হাতে নাও লাল নিশান, অত্যাচারের চিহ্ন লোপ করে দাও, মুক্ত হও।

কমরেড কালীচরণ আর কমরেড বাসুদেও!··· সুশলিং পার্টি!··· ফেরার পথে কালীচরণ বাসুদেওকে বোঝায়, "এই হল আসল পার্টি। গরম পার্টি বুঝলি? 'কিরান্তীদলের' নাম শুনিসনি?··· 'বম্ ফোড় দিয়া ফটাক্‌সে মস্তানা ভগৎসিং' গানটা শুনিসনি? এ হ'ল সেই পার্টি। এতে কেউ লীটর নেই। সবাই সাথী, সবাই লীটার। শুনলি না? হিংসাবাত তো বুরজুয়া লোকেরা বলে। বালদেওজী তো বুরজুয়া, পুঁজিবাদ লোক!··· এই বইটাতে সব লেখা আছে। বুরজুয়া, বেটী-বুরজুয়া,[১] পুঁজিবাদ, পুঁজিপতি, জালিমজমিদার, যে খাটবে সেই খাবে, তারপরে যা হয় তা হোক।··· আর বালদেওজীর লীটারীগিরি চলবে না। সব সময় এক শিখে রেখেছেন হিংসাবাদ, কিছু করেছ কি না করেছ অমনি অনশন।··· কাপড়ের মেমবারীটা একবার কোনমতে পেয়ে যাই, তারপর দেখিস!"

স্টেশনে এসে বাসুদেওজীও একটা বই কিনলেন— সেরেফ এক আনা দামে। লাল রঙের বই। একজন ঝুলিতে ফেরি করছিল। বইয়ের নাম—যিশুসন্দেশ!···তাহলে কুল্লে দুটো বই হ'ল— 'যিশু-সন্দেশ' আর 'দ্বন্দ্বাত্মক ভৌতিকবাদ!'

১. পাতি বুর্জোয়া।

সতেরো

কাশীধাম থেকে আচার্য গুরুদেবের শুভাবির্ভাব হয়েছে। আচার্য গুরু হলেন তাবৎ মঠের প্রধান অধ্যক্ষ—জমিদার। তাঁর সঙ্গে আবির্ভাব হয়েছে আরো তিরিশ মূর্তির— ভাণ্ডারী, অধিকারী, সেবক, খবাস, চিলম্‌চি, আমীন, মুনসী আর গাওয়াইয়া! সাধুদের দলে একজন নাগা সাধুও আছেন। তিনি যদিও ভিন্নমতাবলম্বী, তবুও আচারজজী তাঁকে সঙ্গে রাখেন। নাগাবাবা বড়ই ক্রোধী সাধু। হাতে সদাসর্বদা একটা ছোট কুড়ুল নিয়ে চলাফেরা করেন। লম্বা দাড়ি, জটাজূট, সারা অঙ্গে বিভূতি-ভস্ম আর কোমরে শুধু একটি রুপোর শিকলি! উলঙ্গ থাকেন। আচার্য সর্বাধ্যক্ষের সঙ্গে তিনি যে মঠে যান, সেখানকার মোহন্ত-অধিকারীদের গুষ্টির ষষ্ঠীপুজো করে ছাড়েন। তাঁদের সেবায় বিন্দুমাত্র তুরুটি হবে— বাপের সাধ্যি কী? আচার্যদেব তাই নাগাবাবাকে সঙ্গে রাখেন।

নাগাবাবা যখন গোঁসা করেন, তখন তাঁর মুখ থেকে অনর্গল অশ্লীল বাক্যের অগ্নিস্রোত বেরোতে থাকে; গালিগালাজের ফুলঝুরি ছোটে! আসার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি লছমীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন— "তেরী জাতকো মচ্ছড়[১] কাটে। হারামজাদী! রাঁড়! তুই ভেবেছিস কী রে? এঁ্যা, দুনিয়ার লোককে তুই অন্ধ ঠাউরেছিস? বল্।··· তোর ইয়েতে আমি লাল লংকার গুঁড়ো ঘষে দেব। ছিনাল। তোর এতবড় আস্পদ্দা, আচারজগুরুকে গাল দিস। তোর মুখে আমি এই কুড়ুলের ডাণ্ডা ঢুকিয়ে দোব। বল্ শালী কুত্তী! সাধুর রকতোপাত করবি, আর বাবুদের দিয়ে গাল চাটাবি! এঁ্যা! দোব—দোব এক থাপ্পড় গালের ওপর! দূর হ সামনে থেকে, কাতিক মাসের কুত্তী কোথাকার!"

---

১. মশা।

হাত জোড় করে বসে থাকে লছমী। নাগাসাধুর গালাগালে রাগ করতে নেই, কিছু মনে করতে নেই। ও তো আশীর্বাদ। লছমী নাগাবাবার পা দু'খানি ধরে মিনতি করে—"ছিমা[1] করো প্রভু দাসিনের যত অপরাধ···।"

নাগাবার খড়মের পিটুনি খেতে খেতে রামদাসের সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে—"সুয়ারকে বচ্চে, কুত্তেকে পিল্লে![2] তুই মোহন্ত হবি, এঁ্যা! আয় এদিকে। খড়মের বাড়ি তোর কপালে মোহন্তর টীকা লাগিয়ে দিই, আয়। (খটাস্)··· তেরী বহন্-কো! (খটাস্) তেরী মা-কো! (খটাস্)··· শালা ঘুঁটে কুড়নির বাচ্চা! যা কাঠ কুড়িয়ে এনে ধুনী জ্বালা!"

লরসিংদাস খুব খুশি। যে উদ্দেশ্যে মহাপুরুষদের এগিয়ে আনতে স্টেশনে গিয়েছিল, তা ব্যর্থ হয়নি। সমস্ত কথা শুনে আচার্যদেবও রাগে লাল হয়ে আছেন।··· দাসীকে মঠ থেকে বিদেয় করতে হবে। নাগাবাবাকে পাঁচ ভরি গাঁজা দিয়েছে লরসিংদাস। অধিকারীজীকে একশোটাকা কবলেছে।··· তার মোহন্তগিরি তো এখন বাঁধা। সবই সদ্গুরুর কৃপা!

আচারজগুরু লছমীকে পষ্টাপষ্টি জানিয়ে দিয়েছেন—"রামদাসকে মোহন্তগিরির টাকা দেওয়া যাবে না। সে যে মোহন্ত সেবাদাসের চেলা তার কী প্রমাণ আছে? আছে কিছু লেখাজোখা? কোন উইল আছে? পন্থের নিয়ম অনুসারে চেলাহীন মঠে, আচারজগুরুই মোহন্ত বহাল করার ক্ষমতার অধিকারী। তুই মঠে থাকতে পারবি না। সেবাদাস তোকে রক্ষিতা রেখেছিল। সেবাদাস নেই, তুই তোর রাস্তা দেখ।"

"সাহেব কা জো মরজী!— মহারাজের যা আজ্ঞা, যেমন মরজী!" মহারাজের মরজী, নাগবাবার যা মরজী!

নাগাবাবা গভীর রাতে উঠে একবার চারদিকে দেখেন, তারপর লছমীর ঘরের দিকে পা বাড়ান। খালি পায়ে। খড়মে খট খট শব্দ হবে!

১. ছিমা = ক্ষমা। ২. কুকুরের বাচ্চা।

··· হারামজাদী দোর বন্ধ করে ঘুমোয়। এখানে এটা কে শুয়ে? ঐ কুত্তার বাচ্চা রামদাসটা!··· "এই ওঠ্ শালা তেরী জাতকো মচ্ছড় কাটে। জাগ্গা দাসিনকে। বাবাজীর গাঁজা মেরে পালঙ্কে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। আমার গাঁজা কোথায়? জানিস না আমার রোজকার খোরাক তিন ভরি। কোথায় গাঁজা?"

"হুজুর। এই মাঝরাত্তিরে গাঁজা···।"

"তবে রে হারামজাদা। চুপ একেবারে। দাসিনকে জাগা বলছি।"

"আজ্ঞা করুন প্রভু!" লছমী দোর খুলে বেরোয়।

"গাঁজা কোথায়?"

"হাজির সরকার!" লছমী একটা বড়সড় মোড়ক বার করে নাগার হাতে দেয়।

···আরে! হারামজাদীর কাছে এতখানি গাঁজা কোত্থেকে এলো? পুরো তিন ভরি আন্দাজ।··· এ শালা রামদাসবা, কুটেরুগীর বাচ্চা এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী করছে?···

"আবে সুয়ারকে বচ্চে, এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কার মুখ দেখছিস?"— খট খটাক্! লছমী তাড়াতাড়ি দোর বন্ধ করে দেয়।

"আচ্ছা, কাল দেখা যাবে। তোর চুলের মুঠি ধরে হিঁচড়ে যদি বার না করি তো গুরু মচ্ছেন্দরনাথের চেলা নই!"

লরসিংদাস একবার একান্তে লছমীকে বলতে চেয়েছিল, "কিচ্ছু ভেব না লছমী। মোহন্ত তো আমিই হব। তুমি মঠেই থাকবে। তোমায় কেউ মঠ থেকে তাড়িয়ে দিতে পারবে না। তুমি নিরাশ হয়ো না। কিন্তু কথা বলার মওকাই পাচ্ছে না। ভোর না হতেই লছমী আবার কোথাও চলে না যায়।

আচারজগুরুর জোয়ান অধিকারীরও রাতভর ঘুম হয়নি— উঃ পুরৈনিয়া জিলার মশা, সুমুন্দির পো কম্বলের ভেৎ দিয়ে ঢুকে কামড়ায়।

সকালবেলায় লছমী বালদেওজীর কাছে আসে। বালদেওজী সিলিপ বিলি করছিলেন, সমস্ত কথা শুনে বলেন, "কোঠারিনজী, আচারজগুরু হলেন সকল মঠের নেতা। তিনি যা করবেন, তাই

হবে। এ ব্যাপারে আমাদের করবার কী আছে বলুন? বড়ই ধর্ম-সংকট! কারুর ধর্মের ব্যাপারে নাক গলানো ভাল নয়।—যাই হোক। তেসরা পহরে টীকা হবে বললেন না? আমি যাব'খন।"

বালদেওজীর ওপর লছমীদাসীর সম্পূর্ণ ভরসা ছিল। তশীলদার সায়েব বাড়িতে ছিলেন না। ডাক্তার সায়েব পরপঞ্চায়েতে যান না। সিংহজী সব শুনে গুম হয়ে রইলেন। খেলাওনজী বলদেওজীর ওপরেই সব ভার সঁপে দিলেন— বালদেও যা বোঝে করুক!···আমি আর কী বলব।··· সদ্‌গুরু হে! কোন উপায় দেখছি না।

"সাহেব বন্দেগী কোঠারিনজী!"

"কে! কালীচরণ বাবুয়া! দয়া সদ্‌গুরুকে!"

"টীকা হচ্ছে কখন? কীর্‌তন করাবেন না?"

লছমী কাঁদতে কাঁদতে সব কথা বলে কালীচরণকে—"কালীবাবু! এমন অকথা কুকথা কানে শোনা যায় না! উঃ সদ্‌গুরু হে! ·· আমি এখন কী করি, কালীবাবু, কোথায় যাই? কে আমায় আশ্রয় দেবে?"

"ঠিক আছে! আপনি কিচ্ছু চিন্তা করবেন না।···বালদেওজী এ ছাড়া আর কী বলবেন? উনি তো বুরজুয়া।···কাঁদবেন না।"

লছমী কালীচরণের দিকে তাকায়···সেবার প্রয়াগতীর্থের যাদু-ঘরে আবলুস কাঠের এক মূর্তি দেখেছিল, অবিকল সেই মূর্তির মতন।

সাধুসন্ত, সতীসাধ্বী, বাবুবিবি, দাস-অনুচরে মঠ গিসগিস করছে। মণ্ডপে সামিয়ানার নীচে সবাই সমবেত। নরসিংদাস মাথা মুড়িয়েছে, জুলফি কামিয়েছে। তার শখের আধছাঁটা গোঁফও মুড়িয়ে ফেলেছে। সাধুজনের ভাষায় এবম্বিধ ক্ষৌরকর্মের নাম—সোঁছভদরা। তার পরনে শুভ্র মলমলের নতুন লেঙট আর কৌপীন। ঊর্ধ্বাঙ্গে চাদর নেই।··· আচারজগুরুই উত্তরীয় দেবেন। আচার্যের মুনসী একরারনামা আর সূরতহাল[1] লিখছে। সভার একপাশে মেজেয় বসে আছে লছমী চুপচাপ। লছমীকে দেখে বালদেওজীর

১. ফরমানা।

বড় মায়া হচ্ছে। কিন্তু কী করা যাবে!··· রামদাসও বসে আছে। তার সারা গায়ে চুন হলুদের দাগ।···

"সাধুসাধ্বী, সেবকসেবিকা সবাই শুনুন!" আচারজজীর মুনসী এবার দলিল পড়া শুরু করে। "লিখিতং লরসিংদাস ছেলে গোবর্ধন দাস মোওকা জাত বৈরাগী ফিরকে···। অতএব আপনারা উপস্থিত সকল সজ্জন এতে দস্তখৎ করে দিন।"··· লছমী ফুঁপিয়ে ওঠে, কান্নায় ভেঙে পড়ে। সদ্‌গুরু হে!

'চোপরও হারামজাদী। চুপ করবি, না লাগাব ডাণ্ডা— চুপ!" নাগাবাবা চীৎকার করে ধমক দেয়।

যারা স্বাক্ষর করতে জানে, সবাই একে একে সই করে দেয়। বালদেওজী স্বাক্ষর করলেন। তাঁর হাত একটুও কাঁপল না।··· এবার কালীচরণ। দলিলখানা হাতে নিয়ে কালীচরণ উঠে দাঁড়ায়— "আচারজজী। আপনি বলছেন, মোহন্ত সেবাদাস কোন চেলা না রেখেই মারা গেছেন। আপনি কি এ গাঁয়ের সবাইকেই গাধা ঠাউরেছেন?

"কালীচরণ! বসে পড়।" বালদেওজী নিষেধ করেন।

"কালীচরণ।" খেলাওন যাদব ধমক দেন।

কিন্তু কালীচরণ আজ থামবে না। তাতে কেউ হিংসাবাতই বলুক, আর অনসনই করুক। সেও ভাখন দিতে জানে।

"···আমরা এ কথা জানি, এবং ভালভাবেই জানি যে, রামদাস এই মঠের চেলা। তাকে মোহন্তগিরির তিলক না দিয়ে আপনি একটা দাগী বদমাসকে মোহন্ত বানাছেন।···আমাদের বাপ-দাদারাই মঠে জমি দান করেছে, এটা কারুর বাপের সম্পত্তি না···।"

"তেরী জাতকো মচ্ছড় কাটে, চুপ শালা, কুত্তেকে বচ্চে। দোব কুড়ুলের ডাণ্ডা ঢুকিয়ে···তোর মাকে···।"

"তবে রে বদমায়েস!" কমরেড বাসুদেব একলাফে খাড়া হয়ে যায়।

"পাকড়ো শয়তান কো!" কমরেড সুন্দর চেঁচিয়ে ওঠে।

"পালাতে না পায়। ধর। মার বদমাসকে। ধর ধর।

পাকড়ো। মার-মার, হো-হো।···থাম, এই বাসুদেও। এই সুন্দর! ···এই!···

নাগাবাবা অতিকষ্টে দাড়ি ছাড়ায়, জটা ছাড়ায়, এলোপাতাড়ি থাপ্পড়ের ঘায়ে তার দু'চোখের সামনে জোনাকির ফুলঝুরি কাটতে থাকে। গাঁজার নেশা কোথায় উবে যায়।···কোনমতে দাড়ি-জটা খামচে ধরে। হাতের কুড়ুল ফেলে দে চম্পট। পাকড়ো, পাকড়ো! ছেড়ে দে, ছেড়ে দে। ঢের হয়েছে, আর মারিস না! ···বাবা জান নিয়ে পালাতে থাকে। সর্বাঙ্গে ছাই লেপা নেংটো ধেড়েঙ্গে শরীর, এলোথেলো জটা। বাবা দৌড়োচ্ছে, ছুটন্ত মূর্তি যেন আরো ভয়াবহ দেখাচ্ছে। দেখে শুনে গাঁয়ের কুকুরের দল একেবারে ক্ষেপে উঠেছে। ঘেউ ঘেউ!···ডজন কয়েক গোঁয়ার কুকুর ছুটন্ত নাগাবাবার পেছু ধাওয়া করে চলে। অধিকারী মোহন্ত লরসিংদাস তো চার চাঁটা খেয়ে চিঁ-চিঁ করতে থাকে। —"ছেড়ে দিন আমায়, মোহন্ত হতে চাই না, দিব্যি করছি!" "ছেড়ে দাও!" কালীচরণ হুকুম দেয়। ছাড়া পেয়ে লরসিং দাস নিমেষে হাওয়া হয়ে যায়।

পঞ্চায়েতের পক্ষাঘাতের অবস্থা। সাধুবৃন্দের হাল বেহাল। সুধীজনের মুখে 'রা'টি নেই। আর সব-কিছুর মাঝখানে, কালীচরণ দলিল হাতে নিয়ে সেকেন্দারশাহ বাদশার মতন দাঁড়িয়ে। এক পলকে কী থেকে কী ঘটে গেল।···ঠিক যেন রামলীলার ধনুসজগ[১]!

"আচারজজী, এবার আপনার কাছে আমাদের প্রার্থনা এই যে, সুরতহালে রামদাসজীর নাম লিখে তাঁকে মোহন্তর টীকা চাদর দিয়ে দিন।"

আচারজগুরু কাঁপতে কাঁপতে বলেন, "বা-বুয়া! আমি তো সদ্‌গুরুর দয়ায়···আমায় তো সবাই বলেছিল যে সেবাদাসের কোন শিষ্য নেই, তাই···। তা রামদাস যখন তার চেলা, তখন সে-ই

১. ধনুর্যজ্ঞ বা হরধনুভঙ্গ পর্ব।

মোহন্ত হবে।···মুনসীজী, এখনই সুরতহাল লিখুন। নিয়ে এস চাদর, নিয়ে এস দধিপাত্র!"

রামদাস গা থেকে চুন-হলুদের দাগ ছাড়িয়ে, নেয়ে ধুয়ে এল। কপালে দইয়ের ফোঁটা পড়তেই তার শরীর মনের সব জ্বালা জুড়িয়ে গেল।···সদ্‌গুরু হো! সদ্‌গুরু···।

পুজোবিদেয় না নিয়েই আচারজজী আসন ভঙ্গ করতে যাচ্ছিলেন। ওদিকে পঞ্চায়েতের মাতব্বরেরাও চুপচাপ খসে পড়েছিলেন। পূজা-বিদায়ের থালি হাতে নিয়ে লছমী এল আচার্যের সামনে—"গ্রহণ করুন প্রভু! দাসীর অপরাধ ক্ষমা করুন!"

"কালীবাবু!"

বালদেওজী মুখ ফিরিয়ে দেখে লছমী কালীচরণকে ডেকে নিয়ে অন্তঃপুরে যাচ্ছে।···কালীচরণ অন্যায় করেছে, ঘোর অন্যায়। হিংসা-বাদকে প্রশ্রয় দিয়েছে। এবার বালদেওকে দুদিনের অনসন করতে হবে।

জ্ঞাতিকুটুমদের পঞ্চায়েত ডেকে খেলাওনজী সব বদমায়েসদের শায়েস্তা করেন। হে ভগবান্! সাধুসন্তের গায়ে হাত তোলা!···

"কালীবাবু, তুমি দেবতা।"

কালীচরণ কুস্তি লড়ে। ওস্তাদের আদেশ, কুস্তিগীরকে আওরতের কাছ থেকে পাঁচ হাত দূরে থাকতে হবে।···পাঁচ হাতের চেয়ে অনেক বেশি দূরে দাঁড়িয়ে আছে কালীচরণ।

আঠারো

"কী নাম ?"

"সনিচ্চর মাহাতো।"

"কতদিন থেকে কাশি হয়েছে কোন ওষুধবিষুধ খাচ্ছ নাকি ?··· কী ! থুথুর সঙ্গে রক্ত পড়ে ? কবে থেকে ? হুঁ।···একটা পরিষ্কার কৌটোয় রাত্তিরের থুতুটা জমা করে আনবে।···এদিকে এস।····জোরে নিশ্বেস টানো।···এক দুই তিন বল।···জোরে। হুঁ, ঠিক আছে।"

"কী নাম ?"

"দাসু গোপ।"

"পেট দেখি !···হুঁ ! ··পিলে আছে। সুঈ লাগবে। সুইয়ের দিন সিলিপ নিয়ে আসবে। কাল সকালে আসবে ,রক্ত নিতে হবে। বুঝলে ?"

"নাম ?"

'নিরমলা।'

"ডাগতার বাবু। আমার মেয়ে।" —এক বুড়ো হাত জোড় করে এগিয়ে আসে। বিড়বিড় করে বলে—"আজ থেকে প্রায় একবছর আগে একটা চোখের ওপর ভোমরায় ঝাপটা মেরেছিল। কিছুদিন বাদে দুটো চোখেই ঝাপসা দেখতে থাকে। নানারকম জংলী দাওয়াই করেছি। কিছু ফল হয়নি। এখন একদম দেখতে পায় না।"

নজর দেবার মতন সুন্দরী নিরমলা। দুধে আলতায় গোলা রঙ।···অবিমিশ্র মৈথিলী সৌন্দর্য। ভ্রমরের ভ্রম হয় নি। দেখি চোখ !···আর একটু এগিয়ে আসুন।···আঃ !···এক ফোঁটা আইড্রপের অভাবে পদ্মের মতন সুন্দর চোখ দুটো জন্মের মতন নষ্ট হয়ে গেছে ···এখন সব চিকিৎসার বাইরে।···

চোখের পাতা উলটে আলোর মৃদুতম রেখার সন্ধান করে ডাক্তার।···উঁহু! মণি দুটো কাঁচের মতন সাদা হয়ে গেছে। আহা যদি তুলি দিয়ে ঐ মণিতে রক্ত ভরে দেওয়া সম্ভব হত—ভাবে ডাক্তার! হ্যাঁ, একমাত্র কোন ছবি আঁকিয়েই পারে এই বর্ণহীন চোখে রূপ-কোটাতে, রক্তের আভাস এনে দিতে।

"ডাগডার বাবু!" রোগিণী কথা বলছে। কী মিষ্টি গলার স্বর। "অনেক নাম শুনেছি আপনার। অনেক আশা নিয়ে এসেছি—বাইশ ক্রোশ দূর থেকে! ভগবান আপনাকে যশ দেবেন!"

আলো দাও। আলো দাও। অন্ধকারে আর্তজীব ছটফট করছে। তার আত্মায় বৈকল্যের আর্তনাদ—দীপ্তি দাও গো! ডাক্তার কী করবে?···ডাক্তারের ভাবুক হওয়া সাজে না।

"ঘাবড়াবেন না, ওষুধ দিচ্ছি। এখানে না সারলে পাটনায় যেতে হবে।···হ্যাঁ, পরের রুগী!···কী নাম?"

"রাম চলিত্তর সাহ।"

"কী অসুখ?"

"জী। কিছু খেলেই বমি হয়ে যায়। জল খেলেও···?"

"কবে থেকে?"

"সাতদিন থেকে।"

"সাত দিন! আরে!···একটু এদিকে এস তো।"

"আজ্ঞে? রুগী তো বাড়িতে রয়েছে।"

"বাড়ি কোথায়?"

"আজ্ঞে সরসৌনী বিজলিয়া। এখান থেকে ক্রোশ দশেক হবে।"

হঠাৎ সমস্ত রুগীর দল একদিকে সরে যায়। হিংস্র জন্তুকে দেখে গোরুমোষের পাল যেমন ভড়কে যায়—তেমনি। সবার মুখ ফেঁকাসে হয়ে পড়ে। মেয়েরা যে যার বাচ্চার গায়ে আঁচল চাপা দেয়। সব কটি ভয়ার্ত চাউনির লক্ষ্য একই দিকে। ডাক্তার চোখ ফেরায়, দেখে এক মাঝবয়সী স্ত্রীলোক···ভদ্রমহিলা!

"বলুন, কী ব্যাপাব?"

"ডাক্তারবাবু। এ আমার নাতি, এই একটিমাত্র নাতি আমার।

আমার অন্ধের নড়ি। আজ এক বছর ধরে পায়খানার সঙ্গে রক্ত পড়ছে। একে বাঁচিয়ে দিন ডাক্তারবাবু!···ও আর বাঁচবে না।"

"ঘাবড়াবার কী আছে? এদিকে এসো তো বাবু! কী নাম তোমার? গণেশ! বাঃ বাঃ। দেখি একটু পেট দেখাও তো গণেশবাবু।"

ওষুধ নিয়ে গণেশের দিদিমা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে রুগীর দল ডাক্তারের টেবিল ঘিরে দাঁড়ায়।

চিচায়-কী-মা বলে, "ও হ'ল পারবতীর মা, ডাইনী! তিনকুলে কাউকে বাকি রাখেনি। সবাইকে খেয়েছে। আগে ভাতারকে, তারপর দেওরকে, তারপর একে একে জা-ননদ, বেটাবেটি সব্বাইকে গিলেছে। এখন ঐ নাতি সম্বল। তা তাকেও চিবুচ্ছে।"

কথার শেষে চিচায়ের মা এমন মুখভঙ্গী করে, মনে হয় ও-ই বুঝি কিছু চিবোচ্ছে। ডাক্তার চিচায়ের মার দিকে তাকিয়ে থাকে। কালো, মোটা, নোংরা আর ঝগড়াটে—এই বুড়িটা সারাক্ষণ অকারণে বকবক করে, চেঁচায়। এ ডাইনী নয়। সেদিন সুমারিতদাস বলছিল—'চিচায় কী মা তো জেনানা-ডাগদর। পাঁচ মাসের পেটও এমন অনায়াসে খালাস করে দিতে পারে যে কারুর বোঝবার জো থাকবে না।' অথচ এ বুড়ি ডাইনী নয়। ডাইনী হল গণেশের দিদিমা। আশ্চর্য!

গণেশের দিদিমা। বুড়ো বয়সেও কী অম্লান সৌন্দর্য ভদ্রমহিলার। মুখের বলিরেখাগুলো যেন অনির্বচনীতা দিয়েছে তাঁর রূপকে। রুপোলি চুলের সম্ভারে গুচ্ছগুচ্ছ কুঞ্চিত অলকদাম। ঠোঁটের লালিমা যেমনকার তেমনি আছে। চিবুকে একটি ছোট্ট টোল। নাকের পাশ দিয়ে একটি গভীর রেখা থুতনি ছুঁয়েছে। সুন্দর সাজান দাঁতের পাঁতি। যৌবনের রূপ আগুন ধরায়। কিন্তু বার্ধক্যের রূপ স্নেহসুধা ঝরায়। অথচ একে লোকে বলে ডাইনী। আশ্চর্য!

"কোথায় থাকেন?"

"এই গাঁয়েই। কালীচরণের বাড়ি দেখেছেন তো? তার পাশেই। বৈশ্য বেণের জাত। কত ওঝাগুণী হার মেনে গেছে, ওকে বশ মানাতে পারেনি। জীতাষ্টমীর রাত্তিরে কুঠিবাড়ির জঙ্গলের পাশে, নেংটা

হয়ে বাচ্চা কোলে নিয়ে নাচে, কতবার কতলোকে দেখেছে। গৈনু ভৈঁসোয়ার একবার ধরবার চেষ্টা করেছিল। এমন ঝটকা আগুন বাণ মেরে দিল যে, গৈনুর সারা গায়ে বড় বড় ফোসকা পড়ে গেল। পরের দিনই গৈনু মরে গেল।”

রোজ রাত্তিরে ডাক্তার কেস হিস্ট্রি লিখতে বসে। এখন তার হাতে কালাজ্বরের এমন পঞ্চাশটা রুগী আছে, যাদের বাহ্যিক রোগ-লক্ষণগুলো বিভ্রান্তিকর, এবং কালাজ্বর বলে নিশ্চিত রোগ নির্ণয়ের পক্ষে একান্ত অন্তরায়।

এক ॥ (ক) সেবী মণ্ডল, বয়স পঁয়ত্রিশ, হিন্দু (পুরুষ) গ্রাম—মেরীগঞ্জ, পোলিয়াটোলী। উপসর্গ : দাঁতে ও মাড়িতে বেদনা। দাঁতন করার সময়ে রক্ত পড়া, মুখে দুর্গন্ধ, গায়ে চুলকানি, অগ্নিমান্দ্য। জ্বর : নেই। রোগনির্ণয় : পায়োরিয়া। ওষুধ : কার্বলিক লোশনে কুলকুচো। ভিটামিন সি ইনজেকশন।

(খ) পনেরো দিন পরে : সন্ধেবেলায় মাথার যন্ত্রণা। জ্বর : ৯৯.৫° রাত্তিরে ঘাম হওয়া। ক্যালসিয়াম পাউডার।

(গ) পাঁচদিন পরে পেট খারাপ। জ্বর : ১০০°। কারমিনেটিভ মিক্সচার। কালাজ্বরের জন্যে পরীক্ষার্থে রক্ত গ্রহণ।

(ঘ) অল্‌ডেহাইট টেস্‌টের ফলাফল : (+ +) কালাজ্বর। চিকিৎসা : নিয়োস্টবোসন ইনজেকশন।

দুই ॥ (ক) তেতরী, বয়স : সতেরো, হিন্দু (স্ত্রী) গ্রাম—পাসোয়ানটোলী, মেরীগঞ্জ। অসুখ : অস্থিগ্রন্থিতে ব্যথা। মাঝে মাঝে নাক দিয়ে রক্ত পড়ে। জ্বর : নেই। (থারমোমিটারে দেখে ৯৯.৫°)। ক্ষিদে নেই। রোগ অনুমান : গেঁটে বাত। ওষুধ : ভিটামিন ‘বি’ ইনজেকশন। মালিশের তেল। ডব্লিউ-আর এর জন্যে রক্ত নেওয়া হ’ল।

(খ) ডব্লিউ, আর (যৌন ব্যাধি) : (—) যৌন ব্যাধি নেই।

(গ) এক সপ্তাহ পরে নাক দিয়ে রক্ত পড়েছে। পেট খারাপ হয়েছে। কালাজ্বরের জন্যে রক্ত নেওয়া হয়েছে।

(ঘ) অল্‌ডেহাইট্ টেস্টের ফল : সন্দেহজনক। আবার রক্ত পরীক্ষা।

(ঙ) ব্রহ্মচারী টেস্টের ফল : (+)। চিকিৎসা— য়ুরিয়া স্টিবামাইন (ব্রহ্মচারী)।

তিন॥ (ক) রামেশ্বরের বাচ্চা : বয়েস দু-মাস। নাভিতে ঘা। রাত্তিরে কাঁদে। দুধ তোলে। মাকে ক্যালসিয়াম পাউডার।

(খ) এক হপ্তা পরে সর্বাঙ্গে চাকা ঘা। অনুমান : এলারজিক।

(গ) চারদিন পরে : চাকা চাকা দাগে জল ভরা। W.R.এর জন্যে মায়ের রক্ত পরীক্ষা। ফল : (—) না।

(ঘ) কালাজ্বরের জন্য মায়ের রক্ত পরীক্ষা। ফল : (—)। কালাজ্বরের জন্যে বাচ্চার রক্ত পরীক্ষা। ফল : (+ + +) কালাজ্বর।

আর এই বাচ্চাটার যদি মৃত্যু হয় তো নিশ্চিত কোন ডাইনীর ঘাড়ে দোষ পড়বে। গায়ে ফোসকা। আর দেখতে হবে না! গণেশের দিদিমাকেই সন্দেহ করা হবে। গণেশের দিদিমা। কেন জানি না ঐ ভদ্রমহিলার সঙ্গে একটা ভালবাসার সম্বন্ধ গড়ে তোলার জন্যে ডাক্তারের মনটা অধীর হয়ে উঠেছে। কমলী তাঁকে মাসী বলে ডাকে। বলে, "মাসীর অনেক গুণ। কাঠি দিয়ে সুন্দর সুন্দর হাতের কাজ করতে জানে মাসী— ফুলদানী, ডালি, পাখা। কাপড়ে কী চমৎকার নক্সার ফুল তোলে। পুজোপাব্বণে, বিয়েশাদীতে কী সুন্দর দেয়ালে আলপনা আঁকে— পদ্মফুল, পাতা, ময়ূর। আর গালচের আসন তো চমৎকার বানায়।" প্রশান্তও তাকে মাসী বলেই ডাকবে।

"মাসী!"

"কে?"

"আমি, ডাক্তার। গণেশ কোথায়?"

"ডাক্তারবাবু। আপনি? আসুন, বসুন। গণেশ ঘুমোচ্ছে। ...আমি তো চমকে উঠেছিলাম। 'মাসী' বলে কে ডাকল।" বুড়ির চোখ ছলছল করে।

"মাসী। শুনতে পেলুম তুমি নাকি কী একরকম হালুয়া বানাও।" মাসী হেসে ওঠে—"আরে দূর। কে বলেছে তোমায়? কমলী

পাগলীটা নিশ্চয় ।···কমলি এখন কেমন আছে ? অনেকদিন আসে নি। আগে তো রোজ আসত ।”

“ভাল আছে। ভাল হয়ে যাবে। মাসী, একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?···তোমার কোন বোন, মা, মেয়ে বা আর কেউ কি···সহরসার ওদিকে হনুমানগঞ্জের কাছে ছিল ?” অদ্ভুত প্রশ্ন করে ডাক্তার নিজেই হেসে ওঠে।

“সহরসা এলাকায়—হনুমানগঞ্জের ওদিকে ? দাঁড়াও, ভেবে দেখি। ···কই না তো ? কেন বলো তো ?”

“এমনি জিজ্ঞেস করলুম। ঠিক তোমার মতন আমার আর এক মাসী আছে ওখানে।” কথা ঘোরায় ডাক্তার, “আমায় একটা ফুলের ডালি দাও-না মাসী !”

উঃ···বুড়িটা বাস্তবিকই ডাইনী। ঐ হাসিতেই যাদু আছে। স্নেহের ধারা ঝরায় বুড়ি। কী আকর্ষণ ঐ হাসির !

গণেশ ছেলেটা ভারী চমৎকার। সুন্দর দেখতে। ধবধবে ফরসা, লাল ঠোঁট, আর কোঁকড়া চুল পেয়েছে দিদিমার কাছে উত্তরাধিকার সূত্রে।··· বড় নিঃসঙ্গ ছেলেটা। মাসী বলেন, “কার সঙ্গে খেলবে বল ? গ্রামের ছেলেরা কেউ ওকে খেলতে নেয় না। আমার সঙ্গেই খেলে।”

“গণেশবাবু, একবার পেটটা দেখাও তো !···মাসী, কাল সকালে একবার ওকে নিয়ে এসো তো। রক্ত নেব। ঠোঁটটা ফেকাসে হয়ে আছে।”

গণেশ নতুন মামা পেয়েছে।

“সত্যি এমন হালুয়া জন্মে খাই নি মাসী!···বিশ্বাস কর।··· গণেশকেও দাও-না। কোনো ক্ষতি হবে না।”

“মামা এই দেখ।” গণেশ স্টেথসকোপটা গলায় ঝুলিয়েছে। হাসছে।

“বাঃ এই তো চাই। মামাও ডাক্তার, ভাগ্নেও ডাক্তার।”

ডাক্তার মাসীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে লক্ষ্য করে কালীচরণের কুয়োয় জল ভরতে আসা মেয়েছেলেরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। বিস্ফারিত চোখে, হাঁ করে তারা সবাই ডাক্তারকে দেখছে—

'ডাক্তারকে বুঝি কালে পেয়েছে।' 'লাল সেলাম।' হাত মুঠো করে ডাক্তারকে সেলাম জানায় কালীচরণ। তার হাতে একখণ্ড লাল কাগজ দিয়ে বলে—"কমরেড মন্ত্রীজী আপনাকে চেনেন ডাক্তার সায়েব।...হ্যাঁ, কৃষ্ণকান্ত মিশ্রজী।"—আসুন। নিশ্চয় আসুন। যে খাটিবে সে খাবে। কিসান রাজ: কায়েম হোক। মজদুর রাজ কায়েম হোক। প্যারে ভাইয়ো।...তারিখে কুঠিবাগিচায় কিসান-দের এক বিরাট জনসভা হবে। পূর্ণিয়ার সোশালিস্ট পার্টির সহায়ক মন্ত্রী সাথী গঙ্গাপ্রসাদ সিংহ যাদব সৈনিকজী...।

"পরশু সভা আছে। আসবেন।...লাল সেলাম!"

উনিশ

চল! চল! সভা হবে, দেখতে চল।

সোশালিস্ট পার্টির সভার খবরে সবচেয়ে আলোড়ন তুলেছে সাঁওতালটোলীতে। গ্রামে হাসপাতাল খোলার খবরে সাঁওতালদের মধ্যে তেমন বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া হয় নি। গাঁয়ের ঝগড়া কাজিয়া কি মিলনসম্প্রীতির ব্যাপারেও তাদের বিশেষ কিছু যায় আসে না। কিন্তু এই সভার ব্যাপারটাই আলাদা। লাঙল যার, জমি তার?... কর্মনিষ্ঠ শ্রমজীবী সাঁওতাল কিসানের মগজে যত অমীমাংসিত সমস্যার বোঝা, এ সভায় বুঝি তার সমাধান পাওয়া যাবে। এ সভা জমি যারা জোতে, তাদের সভা! সত্যি!

"জমি কার?... যে চষে তার! যে হাল চষে, সে-ই বীজ বুনবে, যে বুনবে সে-ই ফসল কাটবে। যে খাটবে সে-ই খাবে, এই নীতির ভিত্তিতে যা হবে তা হবে!" কালীচরণ সবাইকে বোঝাচ্ছে।

চারদিকে স্বাস্থ্যবান, সুডৌল আর সরল মানুষের ভীড়। শ্যামবর্ণ

মুখের ওপর স্বচ্ছ সাদা হাসির রঙ, যেন কাল মেঘের প্রেক্ষাপটে তৃতীয়ার চাঁদের হাজার হাজার খণ্ড। বিরসা মাঝির জোয়ান বেটা মঙ্গল মাঝি কালীচরণের কথাগুলোকে গানের কলিতে গাঁথবার চেষ্টা করছে···

জোহিরে জোতবে সোহিরে বোয়বে···

সনিয়াঁ মুরুমু কালীচরণের কথা শুনছে আর খিলখিল করে হেসে উঠছে। ইঁহঁহঁ হঁহঁ— হিহিহিহি। সনিয়াঁর হাসিতে যেন সরগমের সাতটা সুর ঝরে পড়ছে। তিতির পাখির ডাকের মতন— হিঁহিঁ-হঁহঁহঁ! পিঠের ওপর ঝোলানো আঁচলে থেকে থেকে চঞ্চল কাঁপন লাগছে। যেন নাচবার আগ্রহে ময়ূরী পেখম মেলে উঠছে। তার চরণ-দুটি নাচের হিল্লোলে ছন্দময় হয়ে উঠবে বলে চপল হতে চাইছে।

মাদলের সুমন্দ ধ্বনি··· রিং রিং তা ধিন-তা!

ডিগ্‌গার অটুট তাল··· ডা ডিগ্‌গা ডা ডিগ্‌গা!

উন্মুক্ত স্বরলহরী···জোহিরে জোতবে সোহিরে বোয়বে!

মূরলীর লয়ে লয়ে নূপুরের ছমছম রুনুঝুন্‌!

ডা ডিগ্‌ গা··· রিং রিং তা।···চলরে সব সভা দেখতে।···

চার পুরুষ আগের কথা! সাঁওতাল পরগণার তিনপাহাড়ী অঞ্চলের পাথুরে মাটির মোহ ত্যাগ করে, এবড়ো খেবড়ো পাহাড়ী পথ পেরিয়ে আজকের সাঁওতালদের পূর্বপুরুষেরা এই গাঁয়ের নরম মাটিতে এসে বাসা বেঁধেছিল। সেদিন গ্রামবাসীরা জমিদারের কাছে গিয়ে নালিশ জানিয়েছিল, "হুজুর, মা-বাপ! জংলী লোকেরা এসেছে। শুনেছি ওরা তীর ধনুক দিয়ে জানে মেরে দিলেও সরকার বাহাদুর ওদের কিছু করতে পারেন না। এদের যেন কিছুতেই গাঁয়ে বাস করতে দেওয়া না হয় হুজুর!"

কিন্তু জমিদার তাদের বুঝিয়ে বলেন, "এটা ঠিক কথা নয়। ওরা খুব মেহনতী মানুষ। ধরমপুর এলাকায় গিয়ে দেখ, রাজা লছমীনাথ সিংহ ওদের দিয়ে হাজার হাজার বিঘে অনাবাদী পাথুরে জমি চাষ-আবাদ করিয়ে নিয়েছেন। অফলা পতিত জমি থেকে সাঁওতালরা দুহাজার মণ গম তুলে দিয়েছে তেজুবাবুকে। জান?"

জমিদার গ্রামবাসীকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে ওদের গ্রামের বাইরে আলাদা ভাবেই বসত করতে দেওয়া হবে। সব জমিদারই ওদের জঙ্গলে বসিয়েছেন।

তারপর থেকেই বাবলা আর শেয়াকুলের ঘন জঙ্গল ফি বছর সাফ হতে লাগল ; ফি বছর সে জায়গায় চাষ আবাদ হতে লাগল। আজ যেখানে শ' শ' বিঘে জমিতে মুক্তোর দানার মতন গমের শীষ পূবালী বাতাসের ঢেউয়ে হিল্লোল তোলে, সার্ভে অফিসের কাগজে নকসায় সেই ভূখণ্ডের নাম আজও কিন্তু জঙ্গলের তালিকাভুক্ত। এইসব জঙ্গলে একদিন এই জেলার রাজন্যবর্গ বাঘ শিকার করতে যেতেন। এ গাঁয়ের নতুন বয়েসের ছেলেরা এসব কথা বিশ্বাস করে না।

নীলকর সায়েবদের নীলের চৌবাচ্চার অধিকাংশই এই বোবা মানুষগুলোর কাল শরীরের ঘামে ভরে উঠত।

সারাদিন সায়েবের বোড়ার মার খেয়ে, জমিদারের কাছারিতে দিনভর মোগলিয়া-বাঁধী[১]র দণ্ড ভোগ করে, দিনের শেষে যাদুভরা মোহন বাঁশির সুর শুনে তারা সব ভুলে যেত— সব দুঃখ, সব কষ্ট···। রিং রিং তা তিন তা/ডা ডিগ্‌গা ডা ডিগ্‌গা !···

ধরিত্রীর গোপন রত্নভাণ্ডার লুঠ করে, যারা ক্ষেতে ক্ষেতে মাঠে মাঠে সোনাব ফসল ছড়িয়ে দেয়, তাদের ওপর বসুমাতার কোপ পড়াই বোধহয় স্বাভাবিক। বোধহয় এই কারণেই, আজ জমির মালিকের দল, আর ব্যবস্থাপকের দল আর পৃথিবীর ন্যায়নীতির মাপকাঠি— সবাই একজোট হয়ে ঐসব খাটিয়ে মানুষগুলোকে মাটির ওপর কোনরকম ভাগবখরা জমাতে দেয় নি। ততটুকু দখল নিতে দেয় নি। যে জমিতে তার ভাঙা কুঁড়ের অস্তিত্ব, তার পরেও কোন অধিকার নেই তার। হালে জোতা বলদ সারাদিন ক্ষেত চষে, তা বলে সেই ক্ষেতে তার হক জন্মায় ? এ আবার কী কথা ?

১৯৪৭ সালে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের আমলে জেলায় একজন ইংরেজ কালেকটর এসেছিল। সে ভদ্রলোক এই ব্যবস্থার অন্যায়টা

১. এক ধরনের কঠোর দৈহিক শাস্তি

শোধরাতে চেষ্টা করেছিল। তাতে জেলার যত ভূমিহার রাজা আর জমিদারের দল বিচলিত হয়ে পড়েন। জেলার নেতৃত্বের গরিষ্ঠতা ছিল তাদের শ্রেণীরই হাতে। ইংরেজ কলেকটরের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হল— সাঁওতালদের ক্ষেপিয়ে তুলে জেলা জুড়ে অশান্তি ছড়িয়ে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাকে ব্যর্থ সাব্যস্ত করার ষড়যন্ত্র করছে। 'কংগ্রেস সন্দেশ' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে সাঁওতালদের প্রতি কিঞ্চিৎ সমবেদনার আভাস প্রকট করা হয়েছিল। বেচারা সম্পাদক বিদ্যালংকার! সেইদিনই তিনি মালুম পেয়ে যান— বিদ্যার অলংকার কত ভুয়ো, কত মূল্যহীন। জেলামন্ত্রী রাঙাচোখে তাঁকে শাসিয়ে বলেন, 'বিদ্যাপীঠের শাস্ত্র দিয়ে এখানে কাজ হবে না। বিদ্যাপীঠে গাধার মাথায় শিং থাকতে পারে, এখানে ওটা চলবে না।'…

জমিদারেরা ভাড়া করা লেঠেল দিয়ে সাঁওতালদের লকলকে ফসল ভরা ক্ষেতে হামলা চালিয়ে, সাঁওতালটোলীর ঘরে ঘরে চড়াও করিয়ে, লাঠি-পিছু টাকার হিসেবে টাকার বস্তা খুলে দিয়ে সাঁওতালী তীরের ঘায়ে লেঠেলদের জখম করিয়ে আদালতে জোরাল প্রমাণ দাখিল করলেন যে— সাঁওতালদের জোরাল জুলুমের পেছনে রয়েছে প্রধান অপরাধী ইংরেজ জেলা-শাসক। তারই আস্কারা পেয়ে তারা নাচছে কুঁদছে।

ইংরেজ কালেকটরের অবিলম্বে বদলীর অর্ডার এল। বহু-সংখ্যক সাঁওতাল সরকারী গুলিতে ঘায়েল হ'ল। শয়ে শয়ে সাঁওতাল বিহারের বিভিন্ন জেলার জেলে জেলে সাফাইয়া কামানে[১] গতর পচিয়ে বয়েস কাটিয়ে দিল। তারপরও কি কেউ আবার 'ট্যাঁ-ফুঁ করে!'… কিন্তু এততেও মানর[২] আর ডিগ্‌গার আওয়াজ কোনদিন থেমে যায় নি। বাঁশির সুর রুদ্ধ হয়ে যায় নি আর তীরেও জং ধরে যায় নি।

আজও মাঝে মাঝে বুনো জানোয়ার শিকার করার সময়ে তাদের ফলা সূর্যের আলোয় ঝলসে উঠে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়।

১. মেথর-কম্যাণ্ড। ২. মাদল।

ম্যালেরিয়া আর কালাজ্বরের তীর্থভূমিতে বাস করেও ওরা সুস্থ সবল দেহে বিহার করে বেড়ায়। হাড়ের কাঠামোয় কোন নিপুণ স্থপতির ভাস্কর্যকলার নমুনার মত ওদের মাংসপেশীর নিখুঁত সংস্থান হাজার কষ্টেও ঝরে পড়ে নি; সদ্য ফোটা ফুলের পাপড়ির মতন ওদের ঠোঁট কখনো পাণ্ডুর হয় না; সাঁওতালের পেটে পিলে লিভার বেড়েছে বলে কেউ কখনো শোনে নি। হাসপাতাল খুললে ওদের কী আসে যায়? কিন্তু জমি! ···যে জুতবে তার হবে? সত্যি! ···'চল! চল! সভায় চল!'

কিসান রাজ কায়েম হো! মজদুর রাজ কায়েম হো! গরীবের পার্টি সোশালিস্ট পার্টি। সুশলিস্পাটী জিন্দাবাদ! "···এইযে লাল ঝাণ্ডা, এ ঝাণ্ডা আপনার ঝাণ্ডা, জনগণের নিশান—বিপ্লবের পতাকা ন্যায়ের নিশান। এর লালিমা—উদীয়মান সূর্যের রক্তিম আভা। এর লাল রঙ যেমন তেমন রঙ নয়। এ হল গরীবের, নিপীড়িতের, শোষিত মানুষের, অসহায় নিঃসম্বল কিষাণের শ্রমিকের রক্তে রাঙা পতাকা!" কমরেড সৈনিকজী ভাষণ দিচ্ছেন।

"এ্যাঁ! রক্তে রাঙা ঝাণ্ডা।" কালীচরণের কথায় ভুলে বাদরদাস এই ঝাণ্ডা হাতে নিয়েছে। বাদরদাস বোষ্টম মানুষ, মাছ-মাংস ছোঁয়ও না। আর আজ কিনা সে এই মানুষের খুনে রাঙানো ঝাণ্ডা হাতে নিল? ছি ছি ছি ছিঃ, কালিয়াটা শেষ পর্যন্ত তাকে ধর্মভ্রষ্ট করল! ···কোন কথা না বলে ঝপাস করে ঝাণ্ডার বাঁশটা হাত থেকে মাটিতে ফেলে দেয় বাদরদাস। ···মানুষের রক্ত-মাখা ঝাণ্ডা। ছিঃ ছিঃ!···

জোতখী কাকা বলেন, "পতাকাপতন, অশুভ অমঙ্গল আর অনিষ্টের সূচনা করে।"

সৈনিকজী তাঁর ভাষণে অবিচল থাকেন। ভাষণের মাঝ পথে থেকে গেলে আবার গোড়া থেকে মনে করতে হয়—"সূর্যের অস্ত যাওয়া যেমন ধ্রুব সত্য, পুঁজিবাদের বিনাশও তেমনি ধ্রুব সত্য। কারখানার মালিক হবে মজদুর। জমির মালিক হবে কিষাণ। চারদিকে লাল ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা দিয়েছে। ওঠো, জাগো কিষাণের

প্রকৃত সুপুত্র। ধরিত্রীর আসল মালিকের দল ওঠো! বিপ্লবের মশাল হাতে নিয়ে এগিয়ে চলো।"

"বোলিয়ে একবার পরেম্ সে—সুশলিট্ পার্টী কী জৈ!" এই পার্টিই হ'ল আসল পার্টি। কিষাণের পার্টী, গরীবের পার্টী। সভা-স্থলেই তিনশো মেম্বার হয়ে গেল। সাঁওতালটোলীর একজনও অ-সভ্য রহিল না। সব লাল হয়ে গেল। কেবল টুডু সরদারের তেরো বছরের ছেলেটা বাকি রইল। সে কাঁদছে। তার বাপ সৈনিকজীর কাছে গিয়ে আপীল করে—'ইশ্ কা নাম লেম্বারী সে নেহী লিখা জায়গা? এর নাম 'লেম্বারী' খাতায় লেখা হবে না কেন? মোটেই ওর বয়েস কম নয়, দেখুন গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে।"

বালদেওজী কিছু বলবার জন্যে দাঁড়াতেই বাসুদেও উঠে দাঁড়ায়। বলে, "বালদেওজী আপনার ব্যাখ্যানা আমরা অনেক শুনেছি। আপনি হলেন পুঁজিবাদ। এ সভায় আপনি বলতে পাবেন না।"

জনতাও তাঁর বিরোধী—'বসে পড়ুন, বসে পড়ুন। যান, কাপড়ের পূর্জী বাঁটুন গিয়ে, চিনি বিল্যাক করুন।'

···আরে বাপ! কত টিন ছোয়ার কথা বললেন যেন নেতা? শোন, একহাজার টিন ছোয়াবিলেক্ করে দিয়েছে কংগ্রেসী মেনিস্টর। সেইজন্যেই তো দেহাত থেকে হুঁকো উঠে যাচ্ছে। বিড়ি খাবে না তো কী করবে লোকে! হুঁকোর তামাকেরজন্যে চিটেগুড়—ছোয়া কোথায় পাচ্ছে, সব তো বিলেক হয়ে গেছে। অন্যায়, ঘোর অন্যায় এসব!

তশীলদার সায়েবকে তো নেতা সভার মধ্যে বেজ্জত করে দিলেন। বেড়ে গাল দিতে পারেন নেতামশায়। ···জমিদারের লেজুড় হল তশীলদার মুফতখোর।

তশীলদার সায়েব কিন্তু হাসতে থাকেন। সেদিন সন্ধেবেলায় বিদাপত নাচের সময় যেমন তাঁর মুখে মৃদুমন্দ হাসির ছটা দেখা গিয়েছিল, আজও তেমনি দেখা যাচ্ছে।

কালীচরণ আজকাল খেলাওন সিংয়ের কবজার বাইরে। কালী-চরণ যাদবকুলের কলঙ্ক। বুড়ো কুকরু বুড়োবয়েস অব্দি খেলাওনের গাই-বলদ চরিয়েছে। আর তার বেটা আজ লীডার হয়ে গেল।

সুশলিং লীডার! আর তাকে মুঠোয় পোরার কোন হাতিয়ারও নেই। ও-বেটার কাছ থেকে কখনো বুড়ো আঙুলের ছাপটাও নেওয়া হয় নি।

সেপাইটোলীর একটা বাচ্চাছেলেও এ সভায় হাজির হয় নি। ওদের টোলায় কাটিহার থেকে কালো টুপির দলের সংযোজকজী এসেছেন। তিনি লাঠি-বল্লমের টরেনিং দেন। ছোট জাতের লোকের সভায় তাঁরা যেতে পারেন না।

কালীচরণ সৈনিকজীর থাকবার বন্দোবস্ত মঠে করেছিল। মোহন্ত রামদাস নামেই মোহন্ত, আসল মালিক তো লছমী।··· পনেরো সের দুধ ঘন করে খোয়া ক্ষীর বানানো হয়েছে। মাল-পোয়ার সুগন্ধে বাতাস ভরপুর।

লছমী প্রশ্ন করে, "কালীবাবু! নেতা মশায় ময়দান থেকে এসে স্নান করবেন না?"

সৈনিকজীর সঙ্গে 'লাল পতাকা' সাপ্তাহিকীর সম্পাদক চিনগারীজীও এসেছেন। রোগাপাতলা চেহারা, দিনভর কাশি লেগেই আছে। চোখে বিনাফ্রেমের কাল চশমা। দিনভর সিগারেট মুখে লেগেই আছে। বোধহয় সেই কারণেই চিনগারী[১]জী নাম হয়েছে। ডাক্তার ডিম খাবার পরামর্শ দিয়েছেন। তা ডিমটিম না খেলে কখনো অমন গরমাগরম কাগজ বার করা যায়?···কিন্তু মঠে তো আর আণ্ডার বন্দোবস্ত হওয়া সম্ভব নয়!

লছমীর আতিথিসৎকার ভোলবার নয়। রাত্তিরে শুতে যাবার সময় চিনগারীজী সৈনিকজীকে বলেন, "আমি লছমীজীর ওপর একটি মুক্তছন্দ পয়ার লিখব ঠিক করেছি—

"অয়ি মহান সদগুরুর সেবিকা

গায়িকা পবিত্র ধর্মগ্রন্থরাজির? হে মহানমার্কসের দর্শন-দর্শিকা, সুদর্শনে প্রিয়দর্শিনী— তুমিই দ্বন্দযুক্ত ভৌতিকবাদের মূর্তিমতী সিনথেসিস!"

১. চিনগারী – স্ফুলিঙ্গ

কুড়ি

কমলী ডাক্তারকে চিঠি লিখছে—

'প্রাণনাথ !···তুমি কাল আসনি। কেন এলে না? শুনলুম রাত্তিরে···।' কমলী রোজই ডাক্তারকে চিঠি লেখে। লিখে পাঁচ বার সাতবার পড়ে। তারপর ছিঁড়ে ফেলে। তার আলমারীর এক কোণে ছেঁড়া চিঠির কাঁড়ি জমা হয়ে আছে। চিঠি লেখে আর সেটা প'ড়ে ও মনে বড় শান্তি পায়। বুকটা বেশ হালকা বোধ হয়।

"···শুনলুম রাত্তিরে নাকি গোখরো সাপের মুখ থেকে এক চুলের জন্যে বেঁচে গেছ। ভগবানকে যে কী বলে ধন্যবাদ জানাব !"

কথাটা সত্যি। রাত্তিরে ডাক্তার আলোর জন্যে সাপের মুখ থেকে বেঁচেছে। গোখরো নয় ঘোড়া করেৎ। গোখরো আর করেতের দো-আঁশলা। ঘোড়ার চেয়ে জোরে দৌড়ায়। ঘোড়া-করেতে কামড়ালে আর ওঝা-গুণীর কিছু করার থাকে না। মাঝ-রাতে খরগোস আর ইঁদুরগুলো খাঁচার মধ্যে ছুটোছুটি করছিল। ডাক্তার প্রথমে পিয়ারুকে ডাকে। কিন্তু সে অঘোরে ঘুমোচ্ছিল। তার সাড়া না পেয়ে ডাক্তার নিজেই গেল। খাঁচার দোর খুলে টর্চের বোতাম টিপতেই চক্ষু স্থির। ডাক্তার এক লাফে পিছিয়ে আসে—ঠিক দোরের পাশেই সাপটা। সমস্ত শরীরটা লেজের ডগায় ভর করে ফণা তুলে দাঁড়িয়ে হিস্ হিস্ করছে। ইতিমধ্যে পিয়ারুও জেগে উঠেছে। উঠে সে বাঁ-হাতেই এমন লাঠি চালিয়েছে যে সাপ তখনই অক্কা পেয়েছে। আড়াইহাতি সাপ। ডাইনীর মন্তর হয় আড়াই অক্ষরে। আর ডাইনীর পাঠানো সাপ আড়াই হাত !

সকালে যে শোনে সেই বলে, এ তো জানা কথা। সকলেরই

এক কথা। ডাক্তারবাবুকে এত করে বোঝানো হল যে পারবত্তীর মার সঙ্গে অত দহরম মহরম করবেন না। তা তো শুনবেন না, এখন বুঝুন। ও রাক্ষুসী কি কাউকে ছেড়ে কথা কইবে? যাকে ভালবাসছে, তাকেই খাবে। ডাক্তার বেচারা করবেই বা কী! ওকি আর সজ্ঞানে কিছু করছে? ওকে তো পারবতীর মা যাদু করেছে। ও কি আর এখন নিজের বশে আছে? আহা, এমনি করেই বে-ঘোরে জানটা যাবে একদিন। চু-চ্চু!

কমলী ভূতপ্রেত ডাইনী এসবে বিশ্বাস করে না। তশীলদার-সায়েবও এসব আহাম্মকী বলে মনে করেন। কালীচরণ তো মানুষের চেয়ে কোনও দেবতাকেও বড় বলে ভাবে না। ভূতপ্রেত ডাকিনী যোগিনী—ওঝা--গুণী তো দূরের কথা। এই ক'জনকে বাদ দিলে গাঁয়ের আর সবাই ডাইনীর ব্যাপারে একমত। বালদেওজী তো বহুবার ভূত দেখেছেন স্বচক্ষে। মোষের গাড়ির পেছন পেছন খইনি তামাক চাইতে চাইতে হাঁটছে! শাঁকচুন্নির পা উলটো হয়, গাছের ডালে পা লটকে ঝোলে। ভূতপ্রেত মিথ্যে? তবে কমলা নদীর কিনারে, কুঠিবাড়ির জঙ্গলের চারপাশে রাতবিরেতে যে ধক করে আগুন জ্বলে ওঠে, ছুটে যায়! দেখতে দেখতে এক থেকে দশটা হয়ে যায়— এসব তবে কী?

"ডাক্তার সায়েব আজকাল রোজ মাসীর ওখানে যান। মাসীর বাড়ি একবার না গেলে ওঁর যেন ঘুম হয় না।" প্যারু বলে। কমলী শোনে আর হাসে।

"ডাক্তার সায়েব গণেশকে দেখতে যান, প্যারু।"

"ছেলেটা তো সেরে গেছে। মুটিয়ে হাতীর মতন গতর হয়েছে। আবার তাকে অত দেখতে যাবার কী আছে?"

"আচ্ছা প্যারু, উনি তো আমাদের বাড়িও রোজ আসেন।"

"সে আলাদা কথা।"

"কেন, আলাদা কথা কেন!"

ইতিমধ্যে ডাক্তার হাসতে হাসতে হাজির হয়, "তাই বল।

প্যারুজী এখানে দরবার করেছেন। সেই জ্বোরো রুগী খরগোসটা পালাল কী করে ?"

"আজ্ঞে, আমি দুপুরে দানা দিতে গিয়ে দেখি, পিঁজরে খালি !"

"সকালে সুই দেবার পর আমি তো খাঁচা বন্ধ করেছিলুম। তুমি তাহলে জল দেবার পর বন্ধ করনি। মাস ভরের মেহনতটা বেকার হয়ে গেল।" এইসব ইঁদুর-খরগোসের ওপর প্যারুর অকথ্য ঘেন্না। ··· চিকিচ্ছে করার জন্যে যেন মানুষ-রুগীর বড় আকাল পড়েছে যে জন্তুজানোয়ার ধরে ধরে আনতে হবে ! চোপরদিন পিঁজরে নিয়ে পড়ে আছেন। তাদের জ্বর দেখা হচ্ছে. রক্ত নেওয়া হচ্ছে, ছুঁচ ফোটানো হচ্ছে। যেদিন থেকে জানোয়ারগুলো এসেছে, ডাক্তার-সায়েব নাওয়া-খাওয়া ভুলে গেছেন। প্যারুর সঙ্গে দুদণ্ড কথা বলারও ফুরসত নেই তাঁর।···সেদিন আবার ভাওরটোলীর লোক-দের ডেকে বলা হয়েছে—"দু'তিনটে শিয়ালের বাচ্চা বড় দরকার। সেদিন মাদারীর কাছ থেকে বাঁদর চাইছিলেন। আশ্চর্য শখ বাবা।"

প্যারু বেজার মুখে চলে যায়। হাসতে হাসতে কমলীর মা ঘরে ঢোকেন, "ডাক্তার সায়েব। আমি বিষহরিকে একজোড়া কবুতর আর দুধ-দই মানত করেছি !"

"বিষহরি দাওয়াই ?"

"এন্টিভেনস একটা ওষুধ আছে, সাপে কামড়ানোর ওষুধ।"

ডাক্তার বলে, "আমি এন্টিভেনসের চেয়ে অরো শক্তিশালী অথচ সস্তা ওষুধের খোঁজে আছি। শুনছি রাউতহাট স্টেশনের আছে সাপুড়েদের আড্ডা আছে। সাপ ধরিয়ে রাখতে হবে।"

"তা হলে তখন আর মাটির মহাদেব নয়, একেবারে আসল মহাদেব হয়ে যাবেন।" কমলী ব্যঙ্গ পরিহাস জানে।

ডাক্তার হেসে ওঠে। মা হাসি চেপে কমলীকে ধমক দেন, "যা মুখে আসে তাই বলিস, না ? লজ্জাসংকোচ একটুও নেই। ওর বাবাই ওর মাথাটা খেয়েছেন, বাক্যবাগীশ করে তুলেছেন। চুপ করে একটু বোস তো দেখি, আমি চা করে আনি।"

"তশীলদার সায়েব কোথায় গেছেন ?" ডাক্তার জিজ্ঞেস করে।

"কাটিহার। সারকেল ম্যানেজারের ক্যাম্পে গেছেন।" কমলী আজ প্রথমবার ডাক্তারের একাকী সান্নিধ্য পেয়েছে। সামনে আয়না নেই, তবুও কমলী বুঝতে পারে যে তার মুখ ধীরে ধীরে লাল হয়ে উঠছে। চোখের পাতা ভারী হয়ে আসছে। কানের ইয়ারিং থর থর করে কাঁপছে। সারা শরীরে শিহরণ লাগছে। দেহটা যেন হালকা হয়ে গেছে।··· মূর্ছা নয়তো? না, ও মূর্ছা যেতে চায় না। না, না! ডা—ক্ তার!

"কমলা!"

"বলুন।"

"কমলা, এদিকে তাকাও। চোখ তোলো।"

"ডাক্তার, আমাকে বাঁচাও।"

"কমলা চোখ খোলো!"

কমলা চোখ মেলে। তার মাথা ডাক্তারের কোলে। মা হাতে চামচ নিয়ে দাঁড়িয়ে, ভয়ে তাঁর মুখ পাংশু, ডাক্তার কিন্তু হাসছে।

"ডাক্তার সায়েব, এর অসুখের কথা তো এক মুহূর্ত আগেও টের পাওয়া যায় না।"

"কিন্তু অসুখ ধীরে ধীরে কম হচ্ছে। অজ্ঞান হ'লেও পাঁচ মিনিটে জ্ঞান ফিরে আসছে। এইভাবেই একদিন মূল থেকে আরাম হয়ে যাবে।···দিন, কমলাকেই চা করতে দিন-না। যাও কমলা!"

কমলা উঠে পড়ে এমন ছুটে যায় যে মনেই হয় না ওর কোন অসুখ আছে। কমলার বইটা হাতে নিয়ে ডাক্তার উলটে দেখে—নল-দময়ন্তী! অস্বাধিকারিণী কুমারী কমলা দেবী।···বইয়ের আর-এক জায়গায় নামের আগে কুমারী কাটা। নামের শেষে নতুন পদবী বসানো—ব্যানার্জি—কমলাদেবী ব্যানার্জি। ঐ পাতাটা ডাক্তার দ্রুত উলটে দেয়—আর্টপেপারে নলদময়ন্তীর ছবি। নলের নীচে নীল পেনসিলে লেখা—'প্রশান্ত।' দময়ন্তীর তলায় লাল পেনসিলে—'কমলা।' ডাক্তারের কপালে ঘামের ছোট ছোট ফোঁটা। ওর মনে পড়ে যায় একবার মমতার সঙ্গে বাঁকিপুর স্টেশন থেকে ফিরছিল। রিকশায় বসতেই একটা ভিখিরি ওদের পেয়ে বসে—'যুগলে তীর্থি

কর মা, পতিসোহাগিনী হয়ে থাক মা, ছেলেমেয়েতে সুখের সংসার ভরে উঠুক মা··· মমতা তার ব্যাগ থেকে এক আনি বের করে ভিখিরিকে দিয়ে, প্রশান্তর দিকে তাকিয়ে হেসে লুটিয়ে পড়েছিল। ডাক্তারের কপালে সেদিনও এমনি ঘামের ফোঁটা জমেছিল।

"কমলীর জন্যে একটা ভাল পাত্র দেখে দিন-না ডাক্তার সায়েব! ··· আপনার সঙ্গী সাথীদের মধ্যে···" কথা বলতে বলতে হঠাৎ মা চুপ করে যান, হাত দিয়ে মাথায় ঘোমটা টেনে দেন। তশীলদার সায়েব এসে গেছেন। রণজিতের হাতে একটা বড় রুই মাছ।

"এ নজরানা কোথায় পেলেন?" ডাক্তার সাহেব হাসেন।

তশীলদার সায়েব মোড়ায় বসতে বসতে বললেন, "পকরিয়া ঘাটে মেছোরা আজ মাছ ধরছিল।"

কমলা চা নিয়ে আসে।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে তশীলদার বলেন, "আজ পাপের বোঝা নামিয়ে এলুম ডাক্তার সায়েব।"

"তার মানে?" ডাক্তার অবাক হয়। বুঝতে পারে না।

"এই তশীলদারী, পাপের বোঝা ছাড়া আর কী বলুন না। নতুন সারকেল ম্যানেজার এসেই হাতে মাথা কাটতে শুরু করেছে। 'লাল পতাকা' পত্রিকায় ঠিকই লিখেছে—রাজপারবঙ্গার মীনাপুর সারকেলের নতুন ম্যানেজার নাদিরশাহের ভাইপো। আপনিই বলুন ডাক্তার সায়েব। যেসব প্রজার কাছে মাত্র এক বছরের খাজনা বাকি তাদের নামে নালিশ রুজু করতে বললেই করা যায়? তাপপর চুপিচুপি ডিক্রি জারী করে, নীলেমে জমি খাস করে নেওয়া! এতবড় অনাচার আমায় দিয়ে হবে না। যুগের চাকা যে কী রকম ঘুরে গেছে, সে খবর তো আর বাবুদের জানা নেই! আমি সরাসরি অস্বীকার করতে চোখ রাঙিয়ে বলে দিলে, 'না পার তো ইস্তফা দাও।' গঙ্গার চানের চেয়েও বড় পুণ্যের এরকম সুযোগ বারবার আসে না, বুঝলেন ডাক্তার সায়েব। আমি সঙ্গে সঙ্গে ইস্তফা দিয়ে দিলুম। সারা জীবন তো গোলামী করে কাটল।···কমলার মা, আজ

ঘরে মৎস্যঅবতারের আবির্ভাব হয়েছে। কমলাকে বলো, ডাক্তার সায়েবকে নেমন্তন্ন করতে।”

তশীলদার সায়েবের রসিকতা শুনতে-শুনতে ডাক্তারের নলদময়ন্তীর কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। কমলী মুখ টিপে হাসছিল। মা বললেন, “বিনা ঝালমশলায় মাছ রাঁধার কৌশল কমলাই জানে।”

ডাক্তার অনুভব করে, কমলার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা তার নেই।···কমলা ব্যানার্জি।···কমলার আঁখি-কমল !···

চাঁদ বয়রি ভেল বাদল,
মছলি বয়রি মহাজাল
তিরিয়া বয়রি তুহু লোচন···

একুশ

রাত্তিরে তন্ত্রিমাটোলীতে সহদেব মিশির ধরা পড়েছে। এসব কারসাজি খালাসীর। বাইরের লোক ছাড়া এসব জাল-জোচ্চুরির ফিকির কি গাঁয়ের লোকের মাথায় আসে ? পুরুষানুক্রমে বাবুদের বাড়ির ছেলেরা ছোটলোকের পাড়ায় আসে যায়। চাষবাসের মরশুমে সন্ধের ঝোঁকেই লোকে 'জন' ঠিক করতে যায়। সূর্যোদয়ের এক ঘণ্টা আগেই মজুরদের ক্ষেতে পৌঁছতে হয়। সেইজন্যে বড় চাষী মাত্রেই সন্ধেরাত্তিরে নিজের নিজের জনমজুরের সঙ্গে কথা কয়ে ঠিকঠাক করে আসে। তন্ত্রিমাটোলীতে যে দিন থেকে খালাসীর আনাগোনা শুরু হয়েছে, সে দিন থেকেই নতুন নতুন নানান কথা শোনা যাচ্ছে। দেখাদেখি অন্য সব পল্লীতেও নানান নিয়ম-কানুন, পঞ্চায়েত, বিধিনিষেধ চালু হয়ে গেছে। বেচারা সহদেব মিশিরকে ততমাটোলীর লোকেরা সারারাত বেঁধে রেখে দিয়েছিল।···ফুলিয়ার

ঘরে ঢুকেছিল তো ফুলিয়া কেন চেঁচামেচি করে নি। যার ঘরে ঢুকল তার ঘুম ভাঙল না, তার মা-বাপ পায়ের শব্দ পেল না, ঘরের কুকুরটা অব্দি ডাকল না। আর পাড়াপড়শির কানে বেতারে খবর হয়ে গেল! এসব খালাসীটারই বদমাইশি। এরকম ঘটতে থাকলে তো জনমজুর খুঁজতে ছোটলোকের পাড়ায় যাওয়াই মুশকিল হয়ে পড়বে। কে জানে বাপু, কখন কার নামে মিছিমিছি কুচ্ছো বদনাম রটে যায়। পঞ্চায়েত ডাকা উচিত। রাজপুতেরা যদি এই পঞ্চায়েতে বামুনদের পক্ষে না দাঁড়ায়, তবে বামুনরা গয়লাদের রাজপুত বলে মেনে নেবে।

"আমি কিছু জানি না"—পঞ্চায়েতে হাতজোড় করে দাঁড়ায় ফুলিয়া, "উঠোনে হল্লা শুনে আমার ঘুম ভেঙেছে।"

সহদেব মিশিরের হাতে মহঙ্গুদাসের বুড়ো আঙুলের টিপসই আছে—সাদা কাগজের ওপর। মহঙ্গুর টিকি সহদেবের কাছে বাঁধা। সহদেব যা খুশি করতে পারে। গোরু দুটো আর বাছুর চারটে কালই খোঁটা থেকে খুলে নিয়ে যাবে। তাছাড়া সম্বচ্ছরের খোরাকী খরচাও তো সহদেবই চালিয়েছে। নইলে একটা মানুষের মজুরী আর ক'পয়সা? তাতে একটা পেটই চলে না!···কিন্তু এখন ফুলিয়ার হাতেই সহদেব মিশিরের মানইজ্জত, তথা ফুলিয়ার বাপের যথাসর্বস্ব। তার কথার এতটুকু হেরফেরে সহদেবের মানসম্ভ্রম ধুলোয় লুটোবে, তার বাপ পথে বসবে।

গাঁয়ের ছোট বড় তাবৎ বাসিন্দে পঞ্চায়েতে জমায়েত হয়েছে। তশীলদার সায়েব পুরৈনিয়া গেছেন। পঞ্চায়েতে একলা সিংজী বলছেন। কাল টুপিঅলা সংযোজকও আছেন। বালদেওজীও রয়েছেন। কালীচরণ না ডাকতেই এসেছে। সিংজী একাই জেরা সওয়াল করছেন। তশীলদার সায়েব থাকলে সিংজীর একটু সুবিধে হত।

"···একটা কথার জবাব দিতে যে ঘণ্টা কাবার হয়ে যাচ্ছে।··· হ্যাঁ, কী বলছ? উঠোনে হল্লা শুনে তবে তোমার ঘুম ভাঙল।··· শুনুন সবাই।···বেশ, তা তোমার ঘুম ভাঙার পর তুমি কী দেখলে?'

"সহদেও মালিককে উঠোনে ঘেরাও করে সবাই চেঁচামেচি করছে।"

"আচ্ছা, তুমি বোসো। কই, সহদেব মিশির? এবার আপনি বলুন যে মহঙ্গুদাসের ওখানে অত রাত্তিরে আপনি কেন গিয়েছিলেন?"

"রাত্তিরে আমার পেটটা একটু ব্যথা ব্যথা করছিল। তাই লোটা নিয়ে বাইরে বেরিয়েছিলুম। দিশাময়দান সেরে ফেরার সময় দেখি কমলার পাড়ের গমের ক্ষেতে কার যেন গোরু চরছে। তাই মহঙ্গুকে জাগাতে গিয়েছিলুম।"

"কেন?"

"কমলার পাড়ের ঐ জমিটার জন্যে আমি মহঙ্গুদাসকেই পাহারা বহাল করেছি।"

"আচ্ছা, তারপর?"

"যখন যাই তখন রবিয়া আর সোনমাকে দেখলুম আপনার ক্ষেতের সকরকন্দ ওপড়াচ্ছে। দুজনকেই একটু বকেঝকে দিলুম। তারপর মহঙ্গুদাসকে তুলে দিয়ে সবে তার উঠোনের বাইরে পা দিতে যাচ্ছি, এমন সময় রবিয়া সোনমা তেতরা আর নাকছেদিয়া এসে আমায় ঘেরেও করে হল্লা করতে আরম্ভ করে দিল।"

"কী আর বলব, আমার পাঁচবিঘের সকরকন্দ এই শালারাই চুরি করে খতম করে দিল।··· আচ্ছা, আপনি বসুন।··· কী মহঙ্গু?"

"জী সরকার", বুড়ো মহঙ্গু হাতজোড় করে দাঁড়ায়।

"সহদেব মিশির গিয়ে তোমায় ডেকে তুলেছিলেন?"

"জী সরকার!"

"তা হলে আসলে কী ঘটেছিল এবার পাঁচজনে বিচার করে ফয়সালা করুন।"

কালীচরণ চুপ করে থাকে কী করে। পঞ্চায়েতে একতরফা কথা হওয়া উচিত নয়। রবিয়া আর সোনমা পার্টির মেম্বার। এটা তো পঞ্চায়েত নয়, লোক-দেখানি। কালীচরণ চুপ করে থাকতে পারে না —"সিংজী আমাকেও কিছু জিজ্ঞেসা করতে দিন।"

পঞ্চায়েতের সকল পঞ্চজনের দৃষ্টি একসঙ্গে কালীচরণের ওপর

পড়ে। সিংজী রাগে থমথম করেন। কিন্তু পঞ্চায়েতে গোসা করা সাজে না। রাজপুতটোলীর জোয়ান ছেলেরা নিজেদের ভেতর কানা-কানি করতে থাকে। সংযোজকজী তাঁর পকেটে হাত দিয়ে দেখেন—সিটিটা আনতে ভুলে যাননি তো? জোতখীজী আপত্তি তোলেন—"কালীচরণকে আমরা মাতব্বর বলে মানি না।"

কালীচরণ উঠে দাঁড়াল--"তবে সেই কথাটারই আগে মীমাংসা হয়ে যাক যে এই পঞ্চায়েতে কতজন আমাকে 'পঞ্চ'বলে মানেন, আর কতজন মানেন না। একজনের মানা না-মানায় কিছু যায় আসে না। ··· আচ্ছা পঞ্চ পরমেশ্বর। আপনারাই বিচার করে বলুন, আমার কি এই বৈঠকে বসবার, কথা বলবার কিংবা মতামত জাহির করবার অধিকার নেই? আমি কি এ-গ্রামের বাসিন্দা নই? ···যদি আপনারা আমাকে স্বীকার করেন তা হলে হাত তুলুন।"

এতক্ষণ গুম খেয়ে বসেছিল যে কয়েকশো বোবা জীব, হঠাৎ যেন তাদের মাথায় শিং গজাল। বুনো মোষের শিংয়ের মতন কয়েকশো গোঁয়ার হাত একসঙ্গে উঠে পড়ল।

"দু-হাত নয় একহাত। দাঁড়ান, গুণতে দিন। এক··· দুই ···তিন ···চার পাঁচ···একশো পাঁচ।"

বালদেওজী হাত তোলেন না।

"একশো পাঁচ। এবারে যাঁরা আমায় পঞ্চ বলে স্বীকার করেন না, তাঁরা হাত তুলুন। ···এক ···দুই ···তিন ··· চার···পাঁচ ··পনেরো।"

"মোটে পনেরো!" সিংজীর বিশ্বাস হতে চায় না। নিজেই গোনেন। আশ্চর্য! রাজপুত আর ব্রাহ্মণটোলীর লোকগুলো গেল কোথায়? জোতখীজীর বেটা নামলরৈনও কালিয়ার পক্ষে হাত তুলেছে!···

"ফুলিয়া!" কালীচরণের হাঁক শুনলে ভয় করে। ফুলিয়া ভয়ে-ভয়ে উঠে দাঁড়ায়।

"দেখ, এটা পঞ্চায়েত। পঞ্চায়েতে পরমেশ্বর থাকেন। এখানে মিথ্যেকথা বললে সঙ্গেসঙ্গে তার ফলভোগ করতে হয়। সত্যি কথা বল কী হয়েছিল?"

'বল।'

"সহদেও মিশির আমার ঘরে ঢুকেছিলেন।"

হল্লা কর নি কেন?"

"বল, ভয়ের কিছু নেই!"

"বাবার ভয়ে।"

"বাবার ভয়ে?"

"হ্যাঁ, বাবা সহদেও মিশিরের কাছে টাকা ধারেন।"

"বসে পড়।··· মহঙ্গু!"

মহঙ্গু এবারও জোড় হাতে উঠে দাঁড়ায়।

'ব্যাপার কী?'

'ফুলিয়া যা বলছে তা সত্যি?'

'ভয় কোরো না, যা ঘটেছে ঠিক করে বল।'

'এমন কোন গাছ আছে যার গায়ে হাওয়া লাগে না, পাতা ঝরে না?'

'অন্যের কথা বোলো না নিজের কথা বল।'

'একলা আমায় দোষ দিচ্ছেন কেন? সারা গাঁয়ের তো একই হাল! এমন কোন ঘর আছে··· ?'

"আমি তোমায় জিজ্ঞেস করছি।"

"আগে নিজের মাকে গিয়ে জিজ্ঞেস কর, ধর্মের নামে বলুক, তুমি কার ছেলে···" জোতখীজী দুঃসাহসী হয়ে ওঠেন। রাগে তাঁর চোখ টকটকে হয়ে উঠেছে।

"জোতখী কাকা, আমার বাপের পরিচয় আমার জানা আছে।"

"জোতখীজী গিয়ে তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করুন, তাঁর পেটে কার বাচ্চা— " বাসুদেও চীৎকার করে বলে।

'কে না জানে যে জোতখীজীর চাকর··· '

"চুপ কর সুন্দর।" কালীচরণ সবাইকে শান্ত করে— "চুপ কর। শান্তি! শান্তি!"

"টিটি-টিটি···" সংযোজকজী সিটিতে ফুঁ পাড়েন।

রাজপুতটোলীর ডজন খানেক নওজোয়ান লাঠি নিয়ে দৌড়ে আসে এবং পঞ্চায়েত মণ্ডপের চারপাশ ঘিরে দাঁড়ায়।

"সিংজী, লাঠি হাতে এই জোয়ানদের আপনি ডেকে পাঠিয়েছেন? ···তার মানে আপনি পঞ্চায়েত চান না, দাঙ্গা বাধাতে চান?"— কালীচরণ প্রশ্ন করে।

সিংজী বলেন, "আর এ পঞ্চায়েত চলতে পারে না। পার্টিবাজি করলে কখনো ন্যায়বিচার হয়?"

সিংজী রাজপুতটোলীর মাতব্বরদের সঙ্গে উঠে দাঁড়ান। কালো-টুপিপরা জোয়ানরা সিংজী, সংযোজকজী, আর রাজপুতটোলীর পঞ্চজনকে চারদিক থেকে গার্ড করে ঘিরে, ফৌজী কায়দায় কুচ-কাওয়াজ করতে করতে চলে যায়।

জোতখীজীর সঙ্গে ব্রাহ্মণটোলীর পাঁচজন ইতুরকলে ফেঁসে গেছেন। একমাত্র আশ্রয় খেলাওন বাবু। বালদেওজীও আছেন বটে। কিন্তু··· কালীচরণের গোসা?···

"তবে পঞ্চায়েত এই রায় দিচ্ছে যে মহঙ্গুদাস খালাসীর সঙ্গে তার বেটি ফুলিয়ার চুমৌনা দেবে। আর আজ থেকে সব টোলীর লোকেরাই বাবুদের ওপর নজর রাখবে।"

পঞ্চায়েতের সমস্ত মাতব্বরই সমস্বরে কালীচরণের রায়কে সমর্থন জানান। জোতখীজীও হাত তোলেন, বালদেওজীও হাত তোলেন। ··· এ হল 'নিয়ায়ের' কথা। এতে 'ডিফেট্' করা উচিত নয়।

"সহদেব মিশিরের কাছে আমার টিপসই করা সাদা কাগজ রয়েছে। সে যদি কাগজে যা খুশি নিয়ে নালিশ ঠুকে দেয়, তখন?" —মহঙ্গুদাস গজগজ করতে থাকে।

"সহদেব মিশির মামলা করলে পঞ্চায়েতের সবাই তোমার হয়ে সাক্ষি দেবে। সে তোমার কাছ থেকে একটি পয়সাও হড়্‌পে নিতে পারবে না।"

বাইশ

'সদ্‌গুরু হো ! সদ্‌গুরু হো !'

মোহন্ত রামদাসজীও আজকাল তাঁর পরলোকগত গুরুর মতন, হাঁচতে, কাশতে, হাই তুলতে দু'আঙুলে তুড়ি বাজিয়ে সদ্‌গুরুর নাম স্মরণ করেন, তাঁর চোখদুটো আপনা থেকেই বুজে যায়।

ভজন, বীজকপাঠ আর সৎসঙ্গ সব-কিছুই আজকাল লছমীই সামলায়। মোহন্ত রামদাসজী লেখাপড়া জানেন না। সৎগুরু বচনের গম্ভীর তত্ত্বে পৌঁছনো তাঁর কম্ম নয়। তবে হ্যাঁ, খঞ্জরী বাজানোয় তাঁর বহুবর্ষার্জিত অধিকার। খঞ্জনী অবিশ্যি ভাণ্ডারীও বাজাতে পারে। তবে কোঠারিন লছমী দাসিন, ভাণ্ডারীর তালে একটু অসুবিধে বোধ করেন। তখন মোহন্ত স্বয়ং ভাণ্ডারীর হাত থেকে খঞ্জনী নিয়ে নেন। লছমী মিটিমিটি হেসে গান ধরে···

সন্তো হো করু বহিঁয়া বল অপনী
ছাড়ুঁ বিরানী আস !
সন্তো হো জিহি অঙ্গনা নদীয়া বহে।
মো কস মরে পিয়াস। হো সন্ত, মো কস মরে পিয়াস !

তাই তো ! রামদাসের আঙিনায় নদী বইছে আর সে কিনা পিয়াস বুকে নিয়ে মরছে !··· সদ্‌গুরু বচনে বলেছে— 'জসখর চন্দন লাদে ভারা, পরমিল বাস ন জানু গমারা।' তা পরিমল সৌরভ যে রামদাসের অঙ্গে লাগে না এমন নয়। তার ঘ্রাণে তারও চিত্ত উদ্‌বেল হয় বই-কি। কিন্তু কী করা যায় ? একদিন মুখ ফসকে একবার বেরিয়ে পড়েছিল— 'লছমী, একবার এদিকে এসো তো।' চারঘণ্টা ধরে কোঠারিন তাকে সদ্‌গুরুবচনামিরিত গিলিয়েছে— "অন্তরজোতি সবদ ইক্‌নারী, হরি ব্রহ্মা তাকে ত্রিপুরারি। তে তিরিয়ে ভঙ্গলিঙ্গ অনন্তা, তেউ ন জানে আদি ন অন্তা। মোহন্ত সায়েব, আপনি আপনার

চিত্তকে বিচলিত হতে দেবেন না। আপনার পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলে মোহন্তর গদী পেয়েছেন। না হলে আপনার মতন লোকের মোষ-চরানো ছাড়া আর কোন কাজই জুটত না। আপনি আমার গুরুপুত্র, আমি আপনার গুরুবোন।"

মোহন্তগিরির মাসদেড়েক যেতে না যেতেই রামদাসজীর কলেবরে প্রচুর পরিবর্তন ঘটেছে। লছমীর আদরযত্নে দুধমাখন টাটকা ফলাহার ইত্যাদির নিয়মিত সেবনে মোহন্তজীর ঘোরশ্যামবর্ণ মুখশ্রীতেও লালিমার আভাস ছেয়েছে। পেট ঈষৎ বহিরাগত। আর কায়ার উত্তাপ মাঝে মাঝে চিত্তকে বিচলিত, বিভ্রান্ত ও আত্মবিস্মৃত করে তোলে। লছমী সদ্‌গুরুবচনামৃত ছিটিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করে। তনুর তাপ শীতল করবার পক্ষে সদ্‌গুরুবচনামৃতের চেয়ে অনেক বেশি জোরাল দাওয়াই হচ্ছে কালীচরণের স্মৃতি। রোজ একবার করে মঠে আসেই কালীচরণ, অল্পক্ষণের জন্যে। পার্টির চাঁদা, অফিসঘর বানাবার জন্যে বাঁশখড়— কোন-না কোন চাহিদা নিয়ে আসে। লছমী বলে— 'কালীচরণ আসল 'নিয়ায়ী'[১] আদমী। গাঁয়ের আর যেসব বড়-মানুষ, তারা নামেই বড়। কালীবাবুর সুভাব[২] একটু তীব্র বটে, কিন্তু দুনিয়ার লোক এমন কুটিল হয়ে পড়েছে যে সাদাসিধে মানুষের কাল নেই। তা ছাড়া সুভাবে একটু কড়া হওয়াই তো সুপুরুষের লচ্ছণ।...'

মোহন্ত রামদাসের প্রথম প্রথম কালীচরণের ওপর বড়ই সন্দেহ ছিল। কালী মঠে এলে মোহন্ত সায়েব আড়াল থেকে আড়ি পেতে লছমী আর কালীর কথাবার্তা শুনত, বাঁশের দরমার গায়ে ছেঁদা করে দেখত। কিন্তু না, কালীচরণ সবসময়ই লছমীর কাছ থেকে চারহাত দূরে দাঁড়ায়। তার কথায় কখনো মায়ামেশান থাকে না। লছমীর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তার চোখের পাতা কখনো শরমে নত হয় না। রামদাস তার জীবনে এমন লোক খুব কমই দেখেছে। কালীচরণের ধ্যানজ্ঞান তার সুশলিষ্ট পার্টী। লালঝাণ্ডা আর সুশলিষ্ট পার্টীকে সে রমণীর মতন ভালবাসে।... তাকে সন্দেহ করা বৃথা। কিন্তু

১. ন্যায়পরায়ণ। ২. স্বভাব

বালদেওজী? সে আজকাল আসে না বললেই হয়। ও লোকটার নজর বড় ময়লা।

লছমী বালদেওকে ভোলে নি। বলে সাধুস্বভাবের পুরুষ। কারুর চিত্তে দুঃখ দিতে চায় না। বালদেওজী মঠে আসেন না, বলেন, লছমী মঠের মধ্যে হিংসাবাদের প্রশ্রয় দিয়েছেন, মঠে যাব না।··· বড় সরল মানুষ বালদেওজী। সাচ্চা সাধুস্বভাব। ওঁর কাছে 'ছিমা' চাইতে হবে।

ভেবেচিন্তে দেখেন মোহন্ত রামদাস, কালীচরণের ভয়েই তাঁকে পিয়াসী থাকতে হচ্ছে। কোন কিছু হলেই লছমী তাকে বলে দেবে; তারপর! চাদরটাকার দিনের কথা রামদাস ইহজীবনে ভুলবে না।··· আর বলতে গেলে, কালীচরণ আর তার দলবলের দৌলতেই সে মোহন্তর গদী পেয়েছে।

তা কালীচরণের জোরেই যদি মোহন্তগিরি পেয়েও থাকে তার মানে এ নয় যে কালীচরণ মঠের যাবতীয় ব্যাপারেই নাক গলাবে। হিসেব মতন মোহন্তর গদীতে তো তার অধিকার ছিলই। কাল যদি কালীচরণ বলে গদীতে তোমার হক্ নেই, তাই মেনে নিতে হবে?··· মোহন্ত রামদাস আস্তে আস্তে ওঠে। পা টিপে টিপে লছমীর কুঠরীর পাশে এসে দাঁড়ায়। দোরটা কি খোলা? না, বন্ধ। বাইরে থেকে ছিটকিনি খোলার কৌশল মোহন্তসায়েবের আয়ত্তে। পাতলা এক চিলতে কাঠ নিয়ে নিঃশব্দে ছিটকিনি খুলে ফেলে। লছমী আজকাল দোরে খিল দেয় না।··· লছমী ঘুমোচ্ছে। তার কাপড় আলুথালু, এলোকরা চুল মুখের দুপাশে ছড়িয়ে আছে। লণ্ঠনের নরম আলোয় তার রূপ যেন ঠিকরে পড়ছে।····

'কৌন?'

'...'

'রামদাস?'

'...'

"রামদাস! হাত ছাড়ো। বোসো। শেষ পর্যন্ত তোমার চিত্তকে সামলাতে পারলে না। মায়া তোমাকে অন্ধ করে দিল।"

"মায়ার অধীন সকলেই। কেউ মায়াকে বাগ মানাতে পারে না।" মোহন্ত আজ লছমীর প্রত্যেক কথার জবাব দেবে।

"তুমি নরকের দিকে পা বাড়াচ্ছ রামদাস। এখনো সাবধান হও।"

"সাবধান হয়ে লাভ নেই। আমার সরগো চাই না।··· আর এ নরকে আমি নতুন আসছি না।"

রামদাস লছমীকে সেই ছেলেবেলার কথা মনে করিয়ে দিতে চাইছে। লছমী হাত ছাড়িয়ে বিছানায় উঠে বসতে চায়, কিন্তু মোহন্ত সায়েবও মিনিট দশেক হল চৌঠো ছিলিম গাঁজা ফুঁকে এসেছেন।

"আমি তোমার গুরুবোন রামদাস।"

"গুরুবোন আবার কী! তুমি মঠের দাসিন। মোহন্ত মরার পর নয়া মোহন্তর দাসী হয়েই তোমায় থাকতে হবে। তুই আমার সেবাদাসী।"

"চুপ কুত্তা!" লছমী জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে রামদাসের গালে সজোরে থাপ্পড় কসিয়ে দেয়। তারপর পা দুটো জোর করে সমস্ত শক্তি দিয়ে রামদাসের ছাতিতে ধাক্কা মারে। রামদাস উলটে পড়ে যায়।····সদ্‌গুরু হো!

সন্তো অচরজ ভৌ এক ভারী
পুত্র ধায়ল মহতারী।
একে পুরুষ এক হি নারী
তাকে দেখহু বিচারী।

"ভাণ্ডারী। ভাণ্ডারী!"

"সরকার!"

"পানি লাও।"

লছমী থরথর করে কাঁপতে থাকে। তার চোখের সামনে মোহন্ত সেবাদাসের শ্বাসরুদ্ধ সংজ্ঞাহীন মূর্তি ভেসে ওঠে।··· না, মরে নি। ভাণ্ডারী বলে, "মোহন্ত সায়েবের মিরগীর ব্যায়রামটা আবার শুরু হল? কাল রামপুর মঠ থেকে যে সাধু এসেছে, সে মিরগীর ওষুধ জানে। কালই খাইয়ে দিন।"

সদ্‌গুরু হো !

মোহন্ত মশায়ের গায়ে খুব জ্বর, বুকে ব্যথা। ডাক্তার সায়েব মালিশ করার তেল পাঠিয়ে দিয়েছেন। লছমী তাঁর বুকে তেল মালিশ করছে। মোহন্ত কাতরাচ্ছে, "সদ্‌গুরু হো। আর বাঁচব না। আমায় কাশী পাঠিয়ে দাও কোঠারিন। আমি পাপের প্রাচিত্তির করব।··· একেবারে জানেই মেরে ফেললে না কেন ?··· হায় রে ! সদগুরু হো !"

"জায় হিন্দ কোঠারিন জী !"

"জৈ হিন্দ ! আসুন বালদেওজী ! অনেকদিন পরে এলেন ?"

"রামদা··· মোহন্ত সায়েবের কী হয়েছে ?"

"জ্বর, বুকে বেদনা।"

"বেদ্‌না ? পুরনো গাওয়া ঘি মালিশ করুন।"

পুরনো গাওয়া ঘি মানে পচা ঘি। শুনেই লছমীর ভিরমি লাগার জোগাড়। মোহন্ত সেবাদাসেরও হাঁপানির টান উঠলে পচা গাওয়া ঘি মালিশ করতে হত।

"কোঠারিনজী ! সিবনাথবাবু আসছেন। এখানে একটা চরখা সন্‌টর খোলা হবে। কিছু সাহায্য দিতে হবে।"

"চরখা সন্‌টর ! কী হবে সেখানে ?"

"চরখা সেন্‌টরে ? এই চরখা, তাঁত, তুলো বোনা কাপড় বোনা এ-সবের টরেনিং হবে।"

"গাঁয়ে তো রোজ নতুন নতুন সেন্‌টর খোলা হচ্ছে— মলেরিয়া সেন্‌টর, কালীটোপী সন্‌টর, লালঝাণ্ডা সন্‌টর, এবার হবে চরখা সন্‌টর।"

"তা তো হবেই। নতুন যুগে রোজই নতুন নতুন কথা হবে বইকি। শুনছি আপনি সোশালিট পার্টীকেও অনেক সাহায্য দিয়েছেন।··· তবে কি জানেন কোঠারিনজী। গন্‌হী মহাতমার রাস্তাই সবচেয়ে পুরনো রাস্তা, ওটাই যথাত্থ রাস্তা। নিত্যি নতুন পার্টী খুলছে বটে, কিন্তু কারুর রাস্তা খাঁটি নয়। সবাই হিংসাবাদের পথে চলছে।"

"সদ্‌গুরু হো ! সদ্‌গুরু হো ! কোঠারিন, একে যা দেবার দিয়ে বিদেয় কর। সদ্‌গুরু হো।" যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকেন মোহন্ত।

...বালদেওজীর নজর বড়ই ময়লা। দশটাকার নোট বার করে দিয়ে লছমী বলে, "আজকাল হাত একেবারেই খালি। আপনি তো ইদানীং এদিককার পথ ভুলেই গেছেন। আমার যা অপরাধ হয়েছে, ক্ষমা করে নিন।"

"না কোঠারিনজী, আজকাল ছুটি পাই না মোটে। কাপড়ের চিরকুট বিলির কাজ নয়তো, মাথা খারাপ হবার জোগাড়। আপদের ভোগে পড়া গেছে। আর কংগ্রেসের কাজ করারও ফুরসত পাই না। ওদিকে অন্য সব পার্টীর লোক মওকা পেয়ে যাচ্ছে। কালীচরণ দিবারাত্তির খাটছে। কংসেগ্রের মিমবরকেও সুশলিট পার্টীর মিমবর বানিয়ে ফেলছে। তাই সিবনাথ বাবুকে ডাকা হচ্ছে। চরখা সেন্টর খোলা হবে। একজন পুরনো কর্মী বাবনদাসও আসছে। পুরনো এমন কিছু নয়, আমার সঙ্গেই স্বদেশী খাতায় নাম লিখিয়েছিল।... বাবনদাস হল বাওনা, বামন সেরেফ দেড় হাত লম্বা। বৈষ্ণব। এলে এখানে নিয়ে আসব। জায়হিন্দ!"

'জয়হিন্দ!'— লছমীর অঙ্গসুবাস বালদেওজীর ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে আজ আবাব স্পর্শ করে। বড় মনোহর সেই সুবাস!

লছমী দেখে বালদেওজী আজকাল বড় রোগা হয়ে গেছেন। বালদেওজীর মনে এতটুকু ময়লা নেই। কী সরল মানুষ!... জানি না কেন, বলদেওজীকে দেখে লছমীর চিত্ত আজ এত চঞ্চল হচ্ছে। বালদেওজী প্রকৃত সাধু!

বিরহ কী ওদী লাকড়ী
সপুটে অর ধুধুয়ায়।
ছুখ সে তবহি বাচিহৌঁ
জব সকলো জরি জায়।

বিরহের ভিজে কাঠ ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে জ্বলে। একেবারে পুড়ে ফুরিয়ে গেলে, তবেই দুঃখের নিষ্কৃতি।

তেইশ

পাড়াগাঁয়ের লোকে অর্থশাস্ত্রের সাধারণ সিদ্ধান্তও জানে না। সাপ্লাই আর ডিম্যাণ্ডের গোলকধাঁধায় মাথা ঘামাতেও চায় না। ফসলের দর চড়ছে, খুশির কথা। পাটের দর বেড়েই চলেছে, আরো আনন্দের খবর। পনেরো টাকা শাড়ির দাম তাতে কী? ধানের দরও তো বারো টাকা করে। হালের ফাল পাঁচটাকায় মেলে; দশটাকায় কড়াই পাওয়া যায়, তাতে কী হয়েছে? পাটের দরও তো বিশটাকা মন। 'খুশী কী বাত!'

ফসলের মূল্যবৃদ্ধির সুযোগ নিয়ে গ্রামের যে তিন ব্যক্তি লাভবান হল তারা হচ্ছে— তশীলদার, সিংজী আর খেলাওন যাদব। ছোটখাট কিসানদের জমিগুলো জলের দামে বিকিয়ে যাচ্ছে। জনমজুররা সওয়াটাকা রোজ মজুরী পাচ্ছে; পেলে কি হবে, একজনের পেটটাও ভরে না। পাঁচবছর আগে রোজ মজুরী ছিল পাঁচ আনা, তাতেই সংসার চলে যেত।

ধান মরাইয়ে উঠতে না উঠতেই তশীলদার সায়েব কোথায় পাচার করে দিলেন। উঠোনে ডজন ডজন মটকা··· এবছর সব খালি পড়ে আছে। তাতে চামচিকের বাসা হয়েছে।··· সরকার সম্ভবতঃ ধান 'সীজ্' করবার আইন বানাচ্ছেন।

কাপড়ের অভাবে গাঁয়ের জনাজাতি অর্ধউলঙ্গ। মরদরা প্যাণ্ট পরা শুরু করেছে। আর মেয়েরা ভেতরবাড়ির আঙিনায় কাজ করার সময় একটা ত্যানা কোনমতে কোমরে জড়িয়ে রাখে।

শিবনাথ চৌধুরী মশায় সভায় খাদির অর্থনীতির ওপর আলোকপাত করছেন। পরিসংখ্যান দেখিয়ে প্রমাণ করছেন, যদি পরিবার পিছু একজন করে চরকা চালাতে থাকে, তবে গ্রামের গরীবী দূর হবে, অন্নবস্ত্রের অভাব থাকবে না।

চরখা সেণ্টার খুলেছে। আর গ্রামে দারিদ্র্য থাকবে না। পাটনা থেকে দু'জন মাস্টার এসেছেন— চরখা মাস্টার আর তাঁত মাস্টার। মাস্টারনীও এসেছেন একজন। তিনি মেয়েদের চরখা শেখাবেন। তিনি মেয়েদের শেখান— 'চরকা আমার ভাতারপুত চরকা আমার নাতি। চরখার দৌলতে আমার দুয়োরে বাঁধা হাতি।'

চরখার দৌলতে··· হাতি ! য়্যাঁ !··· জয় হোক গান্ধীবাবার !

শিবনাথ চৌধুরী সৈনিকজী কি চিনগারীজীর মতন গরমাগরম বক্তিমে করেন না। তবে কথা যা বলেন সব দামী কথা। তাঁর কথায় হিসেবের একচুল নড়চড় হয় না। খুব জ্ঞানের কথা বলেন সব। কলে পেষা আটা খান না। চিনি খান না, গুড় খান। ত্যাগী পুরুষ। চৌধুরীজীর সঙ্গে এসেছেন দ্বারভাঙা জেলার তমোড়িয়া টিশানের রমলগীনা বাবু। তিনি নাকি সেরেফ জল দিয়ে রোগের চিকিৎসা করেন। রান্নাকরা খাবার তিনি খান না। শাকপাতা কাঁচা চিবিয়ে খান। তাতে নাকি বেজায় শক্তি পাওয়া যায়। উনিও আসল ত্যাগী পুরুষ। শরীরে সেরেফ হাড়কখানি অবশিষ্ট আছে, মাংসের লেশমাত্র নেই। সারাদিনে পনেরোবার ঘটি হাতে ময়দানে বেড়াতে যান।

সাদা কাগজের একরকম 'ফারম'[১] বিলি করা হয়েছে। তাতে মহাত্মাজীর 'ছাপী'[২] আর তার নিচে লেখা— বাপু কহতে হৈঁ : জো পহনে সো কাতে / জো কাতে সো পহনে। অর্থাৎ বাপুজীর বাণী : যে কাপড় পরবে সে যেন চরকা কাটে, আর যে সুতো কাটবে সে-ই কাপড় পরবে।

সুশলিট পার্টী থেকেও 'ফারম্' বিলোনো হয়েছিল। কিন্তু সেটা সাদা নয়, লালরঙের কাগজ, আর তাতে একটা দোহা বেশি ছিল 'জো জোতেগা সো বোয়েগা/জো বোয়েগা সো কাটেগা/জো কাটেগা সো বাঁটেগা/ '—অর্থাৎ, কর্ষণ, বপন এবং বণ্টন সবই একহাতে।

বালদেওজীর জায়গায় বাওনদাস এসেছে। পুরৈনিয়ার সভায় রাজিন্নর বাবুর উপস্থিতিতে এই বামনবীরই 'ভাখন' দিয়েছিল।

---

১. ফর্ম। ২. ছবি।

বালদেওবাবু পূর্জী বাঁটোয়ারার কাজে একবিন্দু ফুরসত পান না বলে, পব্‌লিগের কাজ করবার জন্যে বাওনদাসকে এখানে পাঠানো হয়েছে। বীর বাবনদাস। শোনা যায়, বেয়াল্লিশের 'মোমেন্‌টে' জনতা যখন কাছারিতে ঝাণ্ডা ওড়াতে যায়, তখন মেলেটারী সেপাইয়ের দু'পায়ের ফাঁক দিয়ে গলে গিয়ে কাছারির মাঠে ঝাণ্ডা উড়িয়ে দিয়েছিল।··· রমৈন মেঁ হনুমান জী যেমন মশার রূপ ধরে শত্রুপক্ষকে ঠকিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি বিত্তান্ত।···

"এই আর্যাবর্তে কেবল আর্য অর্থাৎ শুদ্ধ হিন্দুরাই থাকবে" কালোটুপী দলের সংযোজকজী বৌদ্ধিক ক্লাসে রোজই বলেন। আরো বলেন— "যবনরা আমাদের আর্যাবর্তের ধর্ম, সংস্কৃতি, কলাকৌশল সব নষ্ট করে দিয়েছে। ফলে আজ হিন্দুসন্তান ম্লেচ্ছসংস্কৃতির উপাসক হয়ে পড়েছে। শিবাজী, মহারাণা প্রতাপ ···।"

বৌদ্ধিক ক্লাস। সোশ্যালিস্ট পার্টির কমরেড বাসুদেব বলে— 'বুদ্ধ কিলাস।' বাসুদেব একলা নয়, কালটুপিঅলাদের বেশ কিছু জোয়ানও বুদ্ধু কিলাস-ই বলে। লাঠি সড়কি তলোয়ার হাতে নিলেই রক্ত ফুটে ওঠে— রাজপুত যুবকদের রক্ত। সেদিন হরগৌরী বলছিল —"বুঝলেন কিনা সংযোজকজী! যবনদের ওপর আমার রাগ নেই। কিন্তু যবনদের পক্ষে যারা যোগ দিয়েছে সেইসব হিন্দুগুলোকে পেলে গরদান উড়িয়ে দিই।" ভাগ্যিস সংযোজকজী সময়মতন দূরে সরে গিয়েছিলেন নইলে আর একটু হলেই হরগৌরীর তলোয়ারের কোপে তাঁর গরদান ধড় থেকে আলাদা হয়ে যেত।

আরজাব্রত!

···মেরীগঞ্জের নামই যেন 'আরজাব্রত' হয়ে গেছে। কিন্তু এ গাঁয়ে যে একঘরও মুসলমান নেই।···

সারাগ্রামের জেলে চাষা, রাখাল আর জনমজুরদের নেতা কালীচরণ। উপনেতা বাসুদেব সবাইকে বোঝায়— "দেখ ভাইসব, মানুষের একরকম রঙে থাকাই ভাল। এইযে তিন রঙের ঝাণ্ডা খানিক সাদা, খানিক লালহলদে আর খানিক সবুজ···এ তো খিচুড়ি পার্টীর ঝাণ্ডা। কাংরেস পার্টীটাই যে খিচুড়ি পার্টী। এতে জমিদার আছে,

শেঠ মহাজন আছে, আবার পাল্লায় খোলামকুচির মতন জনকতক চাষামজুরকেও মেমবার বানিয়ে রেখেছে। গরীব মানুষের একরঙা পার্টীতেই থাকা উচিত।"

তশীলদার সায়েবও কংগ্রেসী হয়ে গেছেন।

তিনি চরকা সেণ্টারের জন্যে নিজের গোয়ালঘরখানা দিয়েছেন। খদ্দর পরাও শুরু করেছেন। বলছিলেন, ঝুঠ-বেইমানী করে তো সারাটা জীবনই কেটে গেল। শেষ বয়েসে পুণ্যিও তো কিছু করা দরকার।··· তশীলদার সায়েব চারআনার মেম্বার হন নি। সে তো সবাই হয়। তিনি চারশো টাকিয়া মেমবার হয়েছেন। দেখলে না? শিবনাথ বাবু রসিদ কেটে দিলেন, আর তশীলদার সায়েব অমনি মান্ধাতা-তামাকের পাতার সাইজের চারখানা 'নম্বরী'[১] নোট বের করে দিলেন। খড়খড় করছিল নোটগুলো!··· এবার সুশলিট পার্টীর চলা মুশকিল হবে। ও পার্টীতে একটাও ধনী লোক নেই। মঠের কোঠারিন কদ্দিন পার্টী চালাবে বল!

৪০ দফায় লোটিশ এসেছে।

জেলা কংগ্রেসের মন্ত্রীজী লোটিশ পাঠিয়েছেন। সোশ্যালিস্ট পার্টি তো জোরজবরদস্তি করে জমি কেড়ে নেবার পরামর্শ দেয়। কংগ্রেসের মন্ত্রীজী দফা চল্লিশের কানুন পাস করিয়ে নোটিস পাঠিয়ে দিয়েছেন। বালদেওজী হাটে নোটিশ বিলি করছেন··· দফা চল্লিশ আইন পাস হয়ে গেছে। ভাগচাষী, বখরাদার, বর্গাদার সব কিসানরা যে যার জমি নগদী করিয়ে নাও, বহতীগঙ্গায় হাত ধুয়ে নাও। নয়াকানুন পাস হয়ে গেছে। হিংসাবাদ করবার দরকার নেই। পুরৈনিয়া কাছারিতে দফা চল্লিশের হাকিম এসে গেছেন। দরখাস দিয়ে দাও, ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে জমি নগদী হয়ে যাবে।

উচিত কথাই বলেছেন বালদেওজী। বিনা তুলকজুলেই[২] যদি জমি নগদী হয়ে যায়, তা হলে আর সুশলিট পার্টীতে যাবার দরকারটা

১. নম্বরী নোট = একশো টাকার বড় নোট। ২. তুলকুজুল = হাঙ্গামা-·

কি? বিশেষ রাজত্বটা যখন কংরেসের। যা দরকার কংরেসের মন্ত্রী-মশায়কে বল,আইন বানিয়ে দেবেন। তবে একটা কথা। এরকম একলা দোকলা গিয়ে বললে মন্ত্রীমশায়ও কিছু করতে পারেন না। সবাই একজায়গায় এককাট্টা হয়ে, একমত হয়ে একটা কথা বললে তবে কাজ হয়। দশে মিলে করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ। ভুলটা তো পবলিস্‌ই করে। কেউ কংগ্রেসে, তো কেউ গেল সুশলিটে, আবার কেউ কালীটোপী দলে। এরকম ছিন্নভিন্ন হয়ে থাকলে কখনো কোন মঙ্গল হয় না। বালদেওজী ঠিক কথাই বলছেন!

"ফরটি বি. টি. অ্যাক্‌ট?" সোশ্যালিস্ট পার্টির জেলা মন্ত্রীজী কমরেড কালীচরণকে বোঝান, "ওটা তো কোন নতুন আইন নয়। ও তো পুরনো আইন। কংগ্রেসের মন্ত্রী ইস্তাহার বিলি করেছেন? ঠিক আছে। আপনি গিয়ে গ্রামের কিষাণদের বলুন— যত বড় চাষী আছে তাদের সকলের জমিতে হামলা করুক। আর, কেউ যেন কারুর বিরুদ্ধে সাক্ষি না দেয়। আইনে কী হয়? আসল কথা প্রমাণ করা সাক্ষিসাবুদ পাকা হওয়া চাই। সাক্ষিদের এজাহারে যেন একটুও উনিশ বিশ না হয়। আর এটা তখনই সম্ভব, যখন সমস্ত গরীব মানুষ এক ঝাণ্ডার নিচে এক পার্টির ভেতরে একসূত্রে বাঁধা হয়ে পড়ে। তশীলদার সায়েব কংগ্রেসী হয়ে গেছেন। ব্যস, ওঁর জমিতেই কিষাণ-দের দিয়ে জবরদখল করিয়ে দিন তো দেখি। দেখবেন মুখোস খুলে যাবে। কংগ্রেসের মন্ত্রীজীর নোটিশবাজির মূল্য কী বুঝতে পারবেন।··· 'লালপতাকা'র এবারকার সংখ্যায় এই প্রসঙ্গে চিনগারীজীর বিশেষ আর্টিকল আছে, এবার কয়েক কপি বেশি করে নিয়ে যান।"

"··· ধারা নং ৪০··· দফা ৪০··· আধী আর বটৈয়াদারী করা কিষাণের জমির ওপর সর্বস্বত্ব বর্তাবার কানুন। কিন্তু কানুনের মজাটা হল এই, যে তার ভেতরে ছোট্ট একটা ছেঁদা থাকে, আর সেই ছেঁদা দিয়ে হাতীও পেরিয়ে যেতে পারে।··· দফা ৪০-এর যে ক'গণ্ডা হাকিম বহাল হয়েছেন, তাঁরা সবাই জমিদার-নন্দন কিংবা ধনীচাষীর সন্তান। তাঁরা করবেন গরীবের মঙ্গল! বৃথা আশা। কিন্তু, একতার

শক্তি আইন-কানুনের চেয়ে অনেক বেশি। সোশালিস্ট পার্টির লাল নিশানের নিচে সমবেত হয়ে আসুন আজ আমরা প্রতিজ্ঞা করি, যে জমিদার আর বড় চাষীর পক্ষ হয়ে গ্রামের একটা বাচ্চা ছেলেও সাক্ষি দিতে যাবে না। 'লালপতাকা' ভাগচাষীদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে ···।"

ন্যায্য কথা! উচিত কথা!

"উচিত কথাটথা নয়, এসব কথার দাঁওপ্যাঁচ!"

জোতখীজীর নিয়ম হল সকল কথার রাশিলগ্ন বিচার করা।

"মোষে মোষে লড়াই, দুব্বোর মাথায় বজ্রাঘাত। কাংরেস আর মুশলিং নিজেদের মধ্যে লড়ছে। উভয়েই নিজের নিজের মেমবার বাড়াবার ফিকিরে রয়েছে। আর জাঁতার দুটো পাটের ফাঁকে পড়ে গরীবেরাই পিষে মরবে।"

"গরীব পিষে মরবে না, গরীবের মঙ্গল হবে। এক পার্টী থাকলে কাজ হয় না। বরং দু'দলের মধ্যে রেষারেষি দলাদলি থাকলে পাবলিকেরই লাভ হয়। সেবার রাউতহাটের মেলায় বিদেশীয়া নাচের দল এসেছিল। নাচগান কিছুই তেমন জমছিল না। তিনদিনের দিন মেলায় এল এক বাউল-ঝুমুরের দল। দু'দলে মোকাবেলা হল। ব্যস। সেদিন সন্ধে হতে না হতে সে কী নাচগানের ফোয়ারা··· গজল কাওয়ালী খেমটা দাদরা ঝুমুর··· সে যে কত তার ইয়ত্তা নেই। এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায়···। পরদিন সূর্য উঠে গেছে, তবুও হুঁস নেই। শেষে মেলার ম্যানেজারবাবু দু'দলকে বুজিয়ে সুজিয়ে তবে ক্ষান্ত করেন।"

চলিত্তর কর্মকার এসেছে।

কিরান্তী চলিত্তর। জাতে কামার, বাড়ি সেমাপুব। 'মোমেণ্ট'-এর সময় গোরা মেলেটারী চলিত্তর কামারের নাম শুনলে কাপড়ে চোপড়ে হয়ে যেত। বোমা পিস্তল বন্দুক চালাতে অদ্বিতীয় বাহাদুর। 'মোমেণ্ট'-এর দিনে যারা সরকারী সাক্ষি হয়েছিল, তাদের সকলের নাককান কেটে নিয়েছিল চলিত্তর। বীর বটে। তাকে ধরবার সাধ্য হয় নি কারুর। কত যে সি.আই.ডি.র জান নিয়েছে চলিত্তর। ধরম-

পুরের বড় বড় লোক তার নাম শুনলে থরথর করে কাঁপত। কারুর দোরে চলিত্তরের ঘোড়া হাজির হয়েছে কি অমনি 'সিসি সটক'। ভয়ে কাঠ সবাই। 'দিজিয়ে চান্‌দা।'··· কী পঞ্চাশ টাকা? না চলবে না। পাঁচশো টাকার এক পয়সা কম নেব না। নেই? ঠিক আছে, চাবি দিন তিজুরির। দেবেন না?···'ঠাঁই— ঠাঁই'।··· দশদশটা খুনের মামলা মাথার ওপর ঝুলছে। কক্‌খনো ধরা পড়ে নি। শেষ পর্যন্ত হেরে গিয়ে সরকার সব মকদ্দমা তুলে নিয়েছে। চলিত্তর কর্মকার কালীচরণের এখানে এসেছে? তবে আর দেখতে হবে না, সোনায় সোহাগা। চলিত্তরও সুশলিট পার্টীতে মেমবার? তা হলে বম্‌-পেস্তলের টরেনিং দিতেই এসেছে। বম্‌-পেস্তলের সামনে কালোটুপির দলের লাঠি কী করবে? হাতীর সামনে চামচিকে!

চরকা-করখা, লাঠি-সড়কি, আর বোমা-পিস্তল! মেরীগঞ্জে এখন তিন টরেনিং।

চব্বিশ

হাঁরে, অব না জীয়ব রে সাঁইয়া

ছতিয়া পর লোটল কেশ, অব না জীয়ব রে সাঁইয়া···!

মাগ্‌গীর বাজার পড়েছে কি আকাল পড়েছে, তা বলে তো আর পব্ব-পাব্বন বন্ধ থাকতে পারে না। আর যদি বল হোলির কথা, তো ফাগুন মাসের হাওয়াই, বাপু যেন বাউরী বাতাস। আশ্বিন-কাত্তিকের ম্যালেরিয়া কালাজ্বরে হাড়মাস কালি হওয়া শরীরেও ফাগুনের হাওয়া যেন সঞ্জীবনী এনে দেয়। কাতরানি গোঙানির জন্যে বছরের এগারোটা মাস তো রয়েইছে। অন্ততঃ ফাগুন মাসটা ভোর হেসে-গেয়ে নেচে-কুঁদে নাও। জো জীয়ে সো খেলৈ ফাগ। অন্য কোন উৎসব হলে

যেমন-তেমন, দেয়ালীতে ছুটো পিদিম জ্বাললে ফুরিয়ে গেল। কিন্তু হোলির কথা আলাদা। মড়া মনেও পুলক জাগায় হোলি। আমবাগানের পাগলা বাতাস বইতে থাকলে ছেলে বুড়ো সবাই মাতাল হয়ে ওঠে।··· পুয়া-পকবানের সামান্য আয়োজন। একটু চাল, একটু আটা, গুড় আর তেল। এর জন্যেই মালিকের দোরে পাঁচদিন আগে থেকে ভিড় লেগে যায়। বোরার মুখ খুলে দিয়ে, বইখাতা নিয়ে বসে যান মালিক, হাতের পাশেই খোলা কাজললতা। একজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁড়িকরা ধানের স্তূপ থেকে ধান মেপে চলেছে।··· বাদর দাসকে এক মণ।···সোনাই, ততমাকে তিন পসেরী।··· সাদা কাগজে বুড়ো আঙুলের ছাপ দিয়ে যাও। ভাদ্দর মাসে ভাদো ধানে কর্জা চুকিয়ে দিতে পার তো—ডেড়া, মানে মণ পিছু দেড় মণ। আর যদি অঘ্রানের ফসল অব্দি দেরী কর, তা হলে দেড় মণে তিনমণ সোজা হিসেব!

গ্রামের সব বড় চাষীরই নিজস্ব মজুর পাড়া আছে। সিংজীর ততমা আর পাসোয়ান টোলা। তশীলদার সায়েবের— পোলিয়া-ধানুক-কিয়োছ আর কুরমীটোলা। খেলাওন যাদবের গোয়ারটোলা আর কোয়রীটোলা। কেবল সাঁওতালটোলীর ওপরেই কারুর খাস দখল নেই।

এবছর তশীলদার সায়েব ছাড়া আর কেউই মজুরদের ধান দেয়নি।···টিপছাপ দেবে না অথচ ধান নেবে! বা রে আব্দার! বাপ-পিতেমোর আমল থেকে বুড়ো আঙুলের নিশান মেরে এল, কোনদিন বেইমানী হল না, আর হঠাৎ এইবারই বেইমানী হবে? কালীচরণ টিপসই দিতে বারণ করে দিয়ে থাকে তো বেশ তো, কালীচরণের কাছ থেকেই ধান নাও গে!

তশীলদারের নতুন টিপসইয়ের দরকার নেই। পুরনো টিপছাপই এত জমা আছে যে কেউ এদিক-ওদিক করতে পারবে না। অন্য মহাজনদের মজুরদেরও এবার তিনিই ধান কর্জ দিয়েছেন, তবে কালীচরণকে জামানতনামা লিখতে হয়েছে। ধান উস্মুল করার দায়িত্ব কালীচরণের। আরে ভাই, ঠিক আছে, দেড়গুণ না পারো তো সওয়া

গুণ তো দেবে, তাই সই।···যাই বল তশীলদারের শরীরে দয়ামায়া বলে বস্তু আছে। বাকি মালিকগুলো পিশাচ, পিশাচ!

এক ওর লৌটস বারী রে বিহউবা!

ফাগুয়ার গান শুনলেই দেহে শিহরণ জাগে। ফুলিয়ার খালাসীজীর সঙ্গে চুমৌনা হয়ে গেছে। খালাসীজী এসেছেন 'বিদাই' করতে কিন্তু ফুলিয়া এই হোলিতে শ্বশুরবাড়ি যেতে রাজি নয়! খালাসীজী বেজায় বিগড়েছে; ধন্না দিয়ে চারদিন ধরে বসে বসে শেষ পর্যন্ত অভিমান করে ফিরেই যাচ্ছিলেন। ফুলিয়া রমজুর ইস্তিরির বাড়ীতে বরের সঙ্গে দেখা করে মিনতি করেছে—'এবছরটা বাপের বাড়ীতে হোলি খেলতে দাও, আসছে বছর তো....!'

নয়না মিলানী করী লে রে সাঁইয়া, নয়না মিলানী করী লে!
অবকী বের হম নৈরে রৈহব, জো দিল চাহে সে করী লে!

দুপুর থেকে সন্ধে পর্যন্ত রমজুদাসের বৌয়ের ভিটেয় বসে ফুলিয়া খালাসীজীকে রাজি করাল। হোলির জন্যে খালাসীজী একটা টাকা দিয়ে গেল। বেচারা সহদেও মিশির এবার কার সঙ্গে হোলি খেলে? গত বছরের কথা মনে পড়তেই ফুলিয়ার দেহে শিহরণ জাগে। ভাঙ খেয়ে একেবারে টং হয়েছিল সহদেও মিশির। একখানি পুয়া দুজনে পালা করে দাঁত দিয়ে কেটে কেটে খেয়েছিল।···'আরে রাখ্ তোর জাত-ধরম। ফুলিয়া তুই আমার রাণী, তুই আমার জাতধরম জীবন-সর্বস্ব।'···বাপকে মদ খেতে দেড় টাকা দিয়েছিল, মাকে আধুলি।··· রাতভর জেগেছিল সহদেব।···ফুলিয়ার দেহের কোষে কোষে মিঠে বেদ্না অনুভব করে। শরীরের জোড়ে জোড়ে হালকা মধুর ব্যথার আমেজ। আহা কেউ যদি বাহুবন্ধনে বেঁধে তাকে দুমড়ে মুচড়ে সোহাগ জানায়— যাতে পেষণের মনোহর আহ্লাদে তার হাড়গুলো মড়মড় করে ওঠে— তবে বুঝি তার ব্যথা জুড়োয়। সহদেওকে একবার খবর পাঠালে কেমন হয়।··· কিন্তু···গাঁয়ের লোক! উঃ হোলির-দিনে সাতখুন মাপ। কিন্তু সে আসবে তো? রাগ করে আছে না!···

অরে বেহিয়াঁ পকড়ি ঝকঝোরে শ্যাম রে
ফুটল রেসম জোড়ী চুড়ি
মসকি গঈ চোলী, ভীগাওল সাড়ি
আঁচল উড়ি জায় হো,
এ্যায়সো হোরী মচাও শ্যাম রে।···

কমলীর চোখ লাল হয়ে এসেছে। গত বছর এমনি দিনেই সে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। এ বছর কী হয় কে জানে? না, এবার ও অজ্ঞান হবে না। এবার ডাক্তার আছে, সে ওকে মূর্ছা যেতে দেবে না। ···কিন্তু আজ সকাল থেকেই ডাক্তার বাইরে। রামপুরে গেছে রুগী দেখতে। যদি আজ না ফেরে···কী হবে তবে? ··না, না, ফিরবে নিশ্চয়। মা আজ এক সপ্তাহ থেকে নেমন্তন্ন করে রেখেছে। রঙ, আবীর···গুলাল! পিচকারী!

'মা!'

'কী রে মা?'

'তোমার ডাক্তার কি আজ আসবে না?'

'কেন রে? কী হয়েছে?'

'আমার শরীরটা ভাল নেই!'

'ও কথা বোলো না মা, মন শক্ত করো। কিছু হবে না।'

···আজু ব্রজ মেঁ চহুদিশ উড়ত গুলাল!

চারদিকে গুলাল উড়ছে। ডাক্তারকে কেউ রঙ দেয় না। রামপুরেও কেউ তাকে রঙ দেয়নি। পথে এক জায়গায় ছেলেরা পিচকিরি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু ডাক্তারকে দেখে লজ্জায় সংকুচিত হয়ে পড়েছে।···রঙ নয়; ফাগ নয়, গোবর। রঙ কেনার পয়সা কই এত? ডাক্তারকে কেউ রঙ দেয় না, দিতে নেই। ডাক্তার সরকারী লোক, সরকারী উর্দি পরে থাকে। সরকারী উর্দির ওপর রঙ দিলে জেলের সাজা হয়ে যায়। ডাক্তার সরকারী লোক, বাইরের লোক। গ্রামের কেউ নয়, পল্লীসমাজের কেউ নয়।···এটা ডাক্তারেরই দোষ। গোড়া থেকেই সে গাঁয়ের লোকের থেকে তফাতে তফাতে থেকেছে।

কেবল রোগ আর রুগীর সঙ্গে তার সম্পর্ক। গ্রামের জীবনের সঙ্গে মেশবার কোনো চেষ্টাই সে করে নি। আজ কিন্তু তার এ-জীবনের ওপর টান জন্মেছে। গ্রাম, গ্রামের মানুষ এসব এখন তার ভাল লাগতে আরম্ভ করেছে। গ্রামের প্রতি তার ভালবাসা জন্মেছে। তবু কেন সে তাকে ফাগ দেয় না? সে আজ চাইছে— ওরা সবাই মিলে তাকে রঙ দিক, ফাগ দিক, আবীরে কাদায় গোবরে তার সারা শরীর মাখামাখি করে দিক!

'হারে রে রে! কিছু মনে করবেন না হোলি হায়!'

লাল গোলাপী রঙের ঝরনা ডাক্তারের সাদা কুর্তাকে রাঙিয়ে দিয়ে গেল।

'ও কালীচরণ!'

'রাগ করবেন না ডাক্তার সায়েব, আজ হোলির দিন।'

ডাক্তার মানিব্যাগ খুলে দশটাকার নোট বার করে কালীচরণকে দেয়— হোলির চাঁদা, আবীর কিনবে!

হোলি হায়। হোলি হায়!

গণেশ হাতে পিচকিরি নিয়ে দিদিমার আঁচল ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। মাসী হেসে বললেন, "সকাল থেকেই বায়না ধরেছে রঙ খেলবে। আমার একখানা শাড়ি রঙে রঙে একাকার করে দিয়েছে। এখন বায়না ধরেছে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে দোল খেলবে।"

"এসো ভাইটি" কালীচরণ গণেশের হাত ধরে নিয়ে যায়। গণেশ বেজায় খুশি হয়ে ডাক্তারের গায়ে রঙের পিচকিরি দিয়ে ফোয়ারা ছোটায়। তারপর কালীচরণের সঙ্গে ছুটে চলে যায়। মাসীর মন খুশি হয়ে ওঠে। বলেন—'বেঁচে থাকো বাবা কালী, শতায়ু হও।'

'ভারী ফূর্তিবাজ ছোকরা', ডাক্তার বলে।

"কমলী ইতিমধ্যে বার পাঁচেক লোক পাঠিয়েছে ডাক্তার সায়েব ফিরল কিনা খোঁজ নিতে। আমায় শাসিয়ে গেছে—আজ তুমি ডাক্তারকে খাওয়াতে পাবে না। আজ আমার কাছে খাবে।"

ঢোল ঢাক ঝাঁঝ মৃদঙ্গ অর ডম্‌ক !
হোলী, ফাগুয়া ভড়োয়া অর জোগীড়া।

কালীচরণের দল খুব বড়। ত্নটো ঢোল, একটা ঢাক, ঝাঁঝ, ডঙ্কা ভাল ভাল গাইয়েরাও সব তারই দলে। সুন্দরলাল মুখীলাল, দেবী-দয়াল আর জোগীড়া গাইয়ে মহন্থা। মিডিলে পড়ে; পড়াশুনোয় ভারী তেজী! দোহা-কবিতা রচনায় রুপোর মেডেল পেয়েছে। গাঁয়ে যেসব ছোট ছোট দল ছিল, তারাও সব কালীচরণের দলে মিশে গেছে।

জোগীড়া সর···র র র···
জোগীজী তাল ন টুটে
তিন তাল পর ঢোলক বাজে

তাক ধিনা ধিন ধিনক্ তিনক্···জোগীজী! হোলি হায়! রাগ করবেন না কেউ, আজ হোলির দিন। হোলি হায়!

বরষাতে খানাখন্দ জলে ভরর্ ভর্
ব্যাঙেরা সেই গর্তে ঢুকে করে টরর্টর্
কাংগ্রেসের রাজত্বি আজ হল তেমনিতর-র্
কালকের সব খেঁকশিয়ালী বনেছে লীডর-র্
হো জোগীজী সর সর সর র্ র ব্ ববং!
দেখ জোগীজী তাল না কাটে— তাক্‌ধিনা ধিন্!
চরখা কাতো, খদ্দড় পহনো রহে হাঁথ মে ঝোলী
দিন দহাড়ে করো ডকৈতী বোল্ স্বরাজী বোলী···
জোগীজী সররর....!

শুধু জোগীড়া কেন। মহান্থা এবার নতুন ফাগুয়ার গীতও বেঁধেছে। বটগমনী ফাগুয়া— পথে চলতে চলতে গাইবার গান।

আইরে হোরিয়া আই ফিরসে! আইরে!
গাওত গান্ধী রাগ মনোহর
চরখা চালাবে বাবু রাজেন্দর

গুঞ্জল ভারত অমহাইরে! হোরিয়া আই ফিরসে!
বীর জমাহির শান হমারো
বল্লভ হায় অভিমান হমারো
জয়প্রকাশ জৈসো ভাইরে! হোরিয়া আইরে!
হোলি হায়! হোলি হায়! হোলি হায়!

কোয়রীটোলার বুড়ো কলরু মাহাতো বলে, "আরে ডাগডর সাহেব! এখনকার ছেলেরা কী হোলি খেলবে। হোলির দিন চলে গেছে। সে একটা কাল গেছে যখন গাঁয়ের সব বুড়োকে নেংটো করে নাচানো হত। একদম নেংটো। সেবার রাজ ইস্টেটের মানিজর জনসন সায়েবের সাথে আরো তিন চারজন সায়েব এল। কালা বাকসায় চোখ লাগিয়ে 'ছাপী' নিল। বাদমে খানসামার কাছে জানা গেল কি বিলৈতের গজটে 'ছাপী' হয়েছে। একদম নাংগা!"

কমরেড বাসুদেব 'ভঁড়ৌয়া' গান গাইতে বলছেন, "এবার একটা নয়া ভাঁড়ৌয়া হোক। একদম নয়া তাজা মাল চাই। জার্মান বালা!"

ঢাক ঢিন্‌না, তাক ধিন্ না।
আরে হো বুড়বক বাম্‌না আরে ও বিটলে বাম্‌না,
চুমা নিতে তোর জাত জায়না রে···
সুপতি মউনিয়া লায়ে ডোমনিয়া, মাগে পিয়াস সে পানিয়া
কুঁয়াকে পানী ন পায়ে বেচারী দৌড়ল কমলাকে কিনারিয়া
সোহী ডোমনিয়া জব বনলী নটিনিয়াআঁখিকে মারে পিপনিয়া
তেকরে খাতির দৌড়লে বুড়হবা, ছোড়কে ঘরমে বাঁভনিয়া।
জোলহা ধুনিয়া তেলী তেলনিয়া কে পীয়ে না ছুওল পানিয়া
নটিনীকে জোবনাকে গঙ্গাজমুনবাঁ মেডুবকীলগাকে নহনিয়া।
দিনভর পূজাপর আসন লগাকে পোথী পুরাণ বঁচনিয়া
রাতকে ততমাটোলী-কে গলিয়ান মেঁ জোতখীজী পত্‌রা গণনিয়াঁ।

ভকুবা বাভনা রে, চুম্মা লেবে মেঁ জাত নহীঁ রে জায়।

[ডোমনী জেলেনী তেলেনী তাঁতিনীর জল চলে না। বামুনের

কুয়ো থেকে তেষ্টার জলটুকুও তুলে খেতে পায় না বেচারীরা। জল খেতে ছুটতে হয় কমলার কিনারে। নইলে বড়জাতের গায়ে ছোঁয়া লাগে, জাত যায় বামুনের। আবার সেই ছোট জাতের মেয়েছেলে যখন নটী হয়, তখন তার আঁখিঠারে বিজলী চমকায়, তার যৌবনের গঙ্গাযমুনায় ডুব দেবার জন্যে অস্থির হয় বামুন। দিনের বেলায় পুজোপাঠ, পুঁথি পুরাণ— কত তপস্যার ঠাট! রাত হলেই বাম্‌নীকে ছেড়ে পুজুরী বামুন চুরি করে ডোমনীর ঘরে গিয়ে ঢোকে। ততমাটোলীর কুঞ্জগেলিতে জোতখীজী পাঁজি লেখে··· হায়রে বিটলে বামুন। চুমু খেলে জাত যায় না। না রে?]

কেউ রাগ কোরো না ভাই, আজ হোলি হায়!

তশীলদার সায়েবের দেউড়িতে পা রাখতেই ডাক্তারের মুখ আর মাথা গুলালে লাল হয়ে গেল। ডাক্তার চোখ বুজিয়ে ফেলেছিল, কিন্তু স্পর্শ থেকেই বুঝে ফেলেছে কার হাত। কমলী!

বসন্তোৎসবের কমলা! ডাক্তার স্মরণ করার চেষ্টা করে একবার কোন মাসিক পত্রিকায় কার একটা ছবি বেরিয়েছিল, ছবিটার নাম ছিল 'মৈথিলী'···চিত্রকারের নামটা কী যেন! কী যেন!

"আহা বেচারার কাছে ফাগটাগ কিছু নেই, ওকে রঙে নাইয়ে দেওয়া এ কীরকম একতরফা হোলি খেলা!···নিন ডাক্তারবাবু আবীর নিন। আর এই যে বালতিতে রঙ গোলা আছে···।" কমলীর মা আজ খুশিতে ফেটে পড়েছেন। গত বছর এইদিনে হাওয়া থমথম করছে। আর আজ। আনন্দের হাট বসেছে। মেয়ে কাকলি করে ফিরছে।···জয় বাবা ভোলানাথ!

বেচারা ডাক্তার আনাড়ি, রঙ দিতেও জানে না; হাতে আবীর নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মুখের দিকে তাকাচ্ছে, কোথায় দেবে বুঝতে পারছে না।

"কই দেখি একটু হাতটা বাড়ান তো।"

"কেন?"

"এই ফাগ দেব আর কি।"

কমলী খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে— "আপনি দোল খেলছেন না

ইঞ্জেকশন দিচ্ছেন? মুঠোর আবীর নিয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছেন, যেন কারুর সিঁথিতে সিঁদুর দিতে যাচ্ছেন।" কমলী রঙিন হাসি হাসে!

ডাক্তার আর আগের মতন কমলীর কথাকে রুগীর প্রলাপ বলে উড়িয়ে দিতে পারে না। লণ্ঠনের হালকা আলোয় ঘর ভরে আছে; সামনে কমলী ঘর আলো করে হাসছে। এমন হাসি ডাক্তার কখনো দেখেনি। স্বচ্ছ সুস্থ হাসি— বিকারের লেশ নেই! কমলীর প্রতিটি অবয়বে যেন উল্লাসের ঢল নেমেছে। ডাক্তারের কপালে আজও ঘামের ফোঁটা জমেছে। তার হৃৎপিণ্ডের ধক্‌ধক্ সে নিজের কানে শুনিতে পাচ্ছে। সামনের দেওয়ালে টাঙানো বড় আয়নায় ডাক্তার নিজের ছায়া দেখে…কপালে ঘামের ফোঁটা ঠিক যেন বিয়ের বর…কপালে চন্দনের ফোঁটা! ভবভূতির 'মালতী-মাধব' মনে পড়ছে ডাক্তারের। হোলিকে আগে মদনোৎসব বলা হত। আমের মঞ্জরী দিয়ে মদনের পূজা করা হত। এই মদনোৎসবের দিনই মালতী আর মাধবের চারচোখের মিলন হয়েছিল। প্রেমের ডোরে দুজনে দুজনের হাতে বাঁধা পড়েছিল। জঁহা রাধাশ্যাম খেলে হোরী!

আবীরের পুরো মোড়কটা কমলীর মাথার ওপর উপুড় করে দেয় ডাক্তার। লাল আবীরে মাখামাখি হয়ে গেছে কমলীর মাথা, মুখ, গাল, নাক।…লোকে বলে, সিঁদুর পরার সময় যে মেয়ের নাকের ওপর সিঁদুর ঝরে পড়ে, সে বড়ই পতিসোহাগিনী হয়।…

কনক ভবন মেঁ শ্যাম এ্যাসী মচায়ো হোরী হো…।

পঁচিশ

বামনদাস আজকাল কেমন মনমরা হয়ে থাকে।

"দাসজী, চুন্নি গুঁসাইয়ের আজকাল কী খবর?" রাত্তিরে শোবার সময় বালদেওজী বাওনদাসের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন।

"চুন্নি গুঁসাই তো সুশলিট পার্টীতে চলে গেছে।"

বালদেওজী হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন। আশ্চর্য!

"বালদেওজী ভাই, আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যেই করেন।"

"মনে পড়ে দাসজী চন্ননপট্টির সেই সভা, তেওয়ারীজীর লেক্‌চার আর তনুকলালের গীত! মনে পড়লে আজও গায়ে কাঁটা দেয়। ...গঙ্গারে জমুনবাঁ কী ধার...।"

"ভারথমাতা কিন্তু আজও কাঁদছে বালদেও!" বাওনদাসের গলায় ঘুমের ঘোর।

চমকে ওঠেন বালদেওজী ভারতমাতা কাঁদছেন...আজও? এ্যাঁ! বলে কী বামনদাস।

পাশ ফিরে শুতে শুতে বামনদাস বলে, "বিলিতি কাপড়ের পিকেটিনের যুগের কথা মনে পড়ে, বালদেও? চানমল-সাগরমলের গোলায় পিকেটিন করার দিন কী হয়েছিল মনে আছে? চানমল মারোয়াড়ীর বেটা সাগরমল নিজের হাতে সব কজন ভোলটিয়রকে পিটেছিল। ভোলটিয়রদের জেলে রাখবার জন্যে সরকারকে খরচ দিয়েছিল। সেই সাগরমলই আজ নরপতনগর থানা কংগ্রেসের সভাপতি। আরও শুনবে? দুলারচন্দ কাপরাকে চেন তো? সেই যে জুয়া কোম্পানির লোক, একবার নেপালী মেয়েদের ভাগিয়ে নিয়ে যাবার সময়ে জোগবনীতে ধরা পড়ে গেল। সে এখন কটহা থানার

কংগ্রেস সেকরেটরী!···বালদেও, ভারথমাতা আজ কপাল চাপড়ে বুক চাপড়ে কাঁদছেন।”

বালদেও অবাক। তবু তার মন চাইছে বামনদাসের সঙ্গে তর্ক করতে। কিন্তু বামনা নাক ডাকাচ্ছে। বালদেওজীর মাথায় কিছু ঢুকছেনা। ভারথমাতা বুক চাপড়ে ডুকরে কাঁদছেন? সেকি!···

বামনদাস, চুনী গোঁসাই আর বালদেও গোপ। এই সংসারের মায়া-মোহ ত্যাগ করে তিনজনে একদিন স্বরাজীতে নাম লিখিয়েছিল।

গৃহস্থ চুনী গোঁসাই। চার বিঘে জমি, আম-কাঁঠালের তু'চারটে গাছ, একটা গাইগোরু আর তুটো অপোগণ্ড ছেলের একমাত্র অভিভাবক। ধর্মভীরু স্বভাব। চন্ননপট্টিতে সভা দেখতে গেল। তেওয়ারীজীর ভাখন আর তনুকলালের গান শুনে সমবেত জনতার চোখে বান ডেকে গেল। অশ্রুধারায় গলে গলে চুনীদাসের মনের ময়লাও ধুয়ে গেল। সেই দণ্ডেই সে স্বদেশীতে নাম লেখাল। চরখা-কবখা, ঝাণ্ডা তিরঙ্গা আর খদ্দর ছাড়া ত্রিভুবনে সব মিথ্যে। স্বদেশী বানা, বিদেশী ‘ব্যয়কাঠ!’ ···‘আরে দেসোয়াকে ধনধান বিদেসোয়া মেঁ জায় রহে। মহঙ্গী পড়ত হরসাল কৃসক অকুলায় রহে।’

দোহাই গান্ধী বাবা।···গান্ধী বাবা একা কী করবেন। দেশের সকলজনের কর্তব্য।···

কা করেঁ গাঁধীজী অকেলে, তিলক পরলোক বসে ;
কবন সরোজনী কে আস অবহিঁ পরদেশ রহী।

দোহাই গান্ধী বাবা। চুন্নিদাসকে তোমার চরণে নাও প্রভু!··· বিদেশী কাপড় ‘ব্যয়কাঠ’···নিমক কানুন···জেল। গাঁজা মদ ছেড়ে দাও পেয়ারের ভাইরা আমার···জেল। ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ···জেল। ১৯৪২···জেল। ···সব মিলিয়ে দশবার জেলযাত্রা করেছে চুনী গোঁসাই!

আর আজ সে সোশলিট পার্টীতে চলে গেল?

বাওনদাস!

পূর্বজন্মের ফল, নাকি সৃষ্টিকর্তার খেয়াল—কে বলবে! প্রকৃতির

অন্যমনস্কতা কিংবা থায়রয়েড্, থায়মস্ আর পিট্যুটরি গ্ল্যাণ্ডসের হেরফের! মাথায় মোটে দেড় হাত লম্বা। শাঁওলা রঙ, মোটা ঠোঁট, বিচিত্র বিস্ময়ের মতন তার আবক্ষ দাড়ি আর চমকে দেবার মতন মোটা হেঁড়ে গলার স্বর। তার দৈর্ঘ্যের তুলনায় কণ্ঠস্বর অন্ততঃ দশগুণ ভারী। অদ্ভুত হাঁটাচলা, মনে হয় যেন গড়িয়ে চলেছে। অজ্ঞাত-কুলশীল। জন্মজাত সাধু। যেখান দিয়ে হেঁটে যাবে সকলের দৃষ্টি কেড়ে নেবে। আর পড়ে যাবে হাসিঠাট্টার ধূম। পেছনে যাবে বাচ্চাকাচ্চার পাল···তামাশা। কুকুরের ডাক, মানুষের হাসি! গর্ভবতী মেয়ে তাকে দেখলে লুকোয়, অথবা লুকিয়ে ফেলা হয়।··· আর ভগবান যখন তাকে জ্যান্ত চলন্ত তামাশা বানিয়েই পাঠিয়েছেন, লোকে যখন তাকে দেখে আমোদই পায়, তো তারও পারিশ্রমিক আশা করতে দোষ কি।···দেদে ভাইয়া কুছখানেকো। ভগবান ভলা করেঁ। সীত্তারাম সীত্তারাম!

চন্দনপট্টির সেই সভায় তেওয়ারীজীর বক্তৃতা আর তনুকলালের গান শুনে এই দেড় হাতের মানুষটারও ভেতরে কী তুমুল ভাঙাগড়া হয়ে গেল।···কে জানে পূর্বজন্মের কোন্ পাপের ফল ভোগ করছে। কী হবে অযথা এই শরীর রেখে। ফেলে দাও গান্ধীবাবার চরণে, ভারতমাতার সেবায়!

আরে দেসবা কে খাতির···ভইলে ফকিরওয়া···রাজিন্নরবাবু দেস-বাসিওঁ। আর এ তো ফকিরই।···চুন্নী গুঁসাঈ নাম লিখিয়েছে? মেরা ভী নাম···আমার নামও লিখে নেওয়া হোক।···রামকিস্নুনবাবুর স্ত্রী ওকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠেছিলেন— 'ভগবান! বামনাবতার।'··· তিনি ওকে পূর্ণিয়া যেতে বলেন।

সীত্তারাম! সীত্তারাম! বন্দেমহাতরম্······

জেলার রাজনীতির জনক রামকিস্নুনবাবুর বাংলোয় গিয়ে দেখে পুলিশের লরী দাঁড়িয়ে। দারোগা সাহেব গৃহস্বামীর জন্য অপেক্ষা করছেন। রামকিস্নুনবাবু তাঁর আভারাণীকে জরুরি নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছিলেন।

বন্দে মহাতরম! বন্দে মহাতরম্!

"তুমি যাও। আমার জন্যে ভেবো না। ওই ছাখ ভগবান আমার কাছে নিজেই এসে গেছেন।" আভারাণীর চোখে আনন্দের চমক।

আভারাণী বামনদাসকে 'ভগবান' ছাড়া আর কোন নামে কোনদিন ডাকেন নি!

এর কিছুদিন বাদেই আভারাণী গ্রেপ্তার হলেন। বামনকেও পুলিসে ধরল। পুলিস ভেবেছিল ছ'এক ঘা ডাণ্ডা মেরে ভাগিয়ে দেবে। কিন্তু প্রথম ঘা লাঠির চোট পড়ার আগেই আভারাণী ঝাঁপ দিয়ে পড়ে বামনের আঘাতটা নিজের ওপর নিলেন। 'আমার ভগবানকে মেরো না'···রক্তে ভিজে গেল শুভ্র খদ্দরের সাড়ি—পুলিসের পায়ের তলার মাটি সরে যায়···। আভারাণীর করুণামমতার কোমল কম্প্র ডাক— 'আমার ভগবান' শুনলে পাথর গলে যায়। বামনের পূর্বজন্মের সমস্ত পাপ যেন অকস্মাৎ এক অপ্রত্যাশিত পুণ্যে রূপান্তরিত হয়ে যায়। শুকনো ডালে হঠাৎ নতুন কিশলয় মঞ্জরিত হয়ে ওঠে। তার মোটা ছুটো ঠোঁট কাঁপিয়ে অবিশ্বাস্য মোটা কর্কশ গলার স্বর বেরোয়—"মা।"

মহাত্মা গান্ধীও আভারাণীকে 'মা' বলে ডাকতেন। ১৯৩৫ সালের ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত এলাকায় বাপু সফরে এলেন, তাঁর সঙ্গে রামকিস্নুনবাবু, আভারাণী আর বামনদাস। বামনদাসকে ছেড়ে আভারাণী কোথাও যেতেন না। গান্ধীজী হেসে বলেছিলেন, 'মা, তোমার ভগবানকে দেখে আমার হিংসে হয়।'···দন্তহীন মুখে শিশুর মত পবিত্র, স্বচ্ছ সে হাসি।

ফুলকাহা বাজার। লাখ লাখ লোকের ভিড়। উঁচু মঞ্চ···মহাত্মা-গান্ধী কী জয়!···থেকে থেকে আকাশ কেঁপে উঠছে। 'জয়।'··· রেলমপেল! পুষ্পবৃষ্টি!···চরণধূলি! সিটি···স্বয়ংসেবক। কর্ডন কর ···ঘেরা···ঘেরা!

মঞ্চের ওপর আগে আগে রামকিস্নুনবাবু, আভারাণীর কাঁধে হাত রেখে গান্ধীজী। ঐ নাকি গান্ধীজী! জয়! জয়।···আভারাণী আবার কাকে হাত বাড়িয়ে মঞ্চে তুলে নিচ্ছেন? কে ও?···আরে বাওনা! বামন বামনদাস!···গান্ধীজী তর্জনী তুলে সকলকে শান্ত

থাকতে নির্দেশ দিচ্ছেন।...লক্ষ লক্ষ মানুষের সভায় বামনদাস খঞ্জনী বাজিয়ে গান গাইছে— 'এক রামনাম ধন সাচা জগমে কুছনা বাঁচা হো!' তার গলা বেশিদূর পৌঁছচ্ছিল না। কিন্তু বাওনা! দেড় হাত উঁচু এই আধা মানুষটা আজ কত বড় হয়ে গেছে দেখ। মহাত্মাজী ভিক্ষে মাগছেন। হরিজনদের জন্যে দান দিন! টাকার থলে, সোনার আংটি, চেন, বোতাম, হার, কঙ্কণ থেকে নিয়ে আধুলি, সিকি, দোয়ানি, আনি, খোলামকুচি। সবাই দিচ্ছে। কিন্তু সবার সবকিছু দিয়েও বাবনদাসের চেয়ে বড় হওয়া অসম্ভব!

বামনদাস যেন কুবেরের রত্ন ভাণ্ডার পেয়ে গেছে। শুকনো ডালের কিশলয়ে নতুন মঞ্জরী...বাপু!

১৯৩৭। নির্বাচনের আগে ঝটিকা সফরে এসেছেন পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু। বামনদাসকে দেখে বিস্ময়ের ভঙ্গিমায় অনেকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর কপালে হাত আর নাকের ডগায় আঙুল ঠেকিয়ে, গাঙুলীজীর কানে কানে ইংরিজিতে বললেন, 'আই কাণ্ট রিমেমবার দি নেম অফ দ্যাট বুক।' (সেই বইটার নাম আমার মনে পড়ছে না)।

'কিং অফ্ দি গোলডেন রিভার।' গাঙুলীজী বলতেই দুজনে একসঙ্গে হেসে উঠলেন।

এখন আর বামনদাস কেবল ভজনই গায় না, 'বিখ্যান' দিতেও শিখে গেছে। বামন বলবার জন্যে উঠে দাঁড়ায়। মাইকস্ট্যাণ্ড অনেক উঁচু। অপারেটর হকচকিয়ে গেছে। তাড়াতাড়িতে কী করবে বুঝতে পারছে না। কখনো উঁচু কখনো নিচু করছে। বামনদাসের নাগালে কিছুতেই আসছে না। নেহরুজী ক্ষিপ্রপায়ে উঠে গিয়ে মাইকটা খুলে হাতে নিয়ে, ঝুঁকে বামনদাসের মুখের কাছে ধরেন। ধরে বলেন —'বলুন!' জনতা হেসে ওঠে। বাওন একটু ঘাবড়ে যায়। নেহরুজী মুচকে হেসে তার গলায় মালা পরিয়ে দিয়েআবার বলেন — 'বলুন না?' প্রেসরিপোর্টারদের দামী ক্যামেরায় ঝিলিক দেয়, 'কিলিক্' ওঠে। 'নেশনাল হেরালডের' প্রথম পৃষ্ঠায় মস্তবড় ছবি ছেপেছিল — মালাগলায় দিয়ে বামনদাস, তার মুখের সামনে মাইক ধরে ঝুঁকে

দাঁড়িয়ে নেহরুজী হাসছেন। ছবির ওপরে লেখা—'মাইক অপারেটর নেহরু!'

আগস্ট ১৯৪২। কাছারি চড়াও। ধাঁইধাঁই···ডুড়ুম। পুলিশ ফাঁকা আওয়াজ করছে। লোক পালাচ্ছে! বামনদাস পলায়মান জনতাকে ভৎর্সনা করছে, লোকে আবার পেছন ফিরে দেখছে। দেড়-হাতি মানুষটা বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ···বোম্বাইসে আই আওয়াজ!···জনতা ফিরতে থাকে। পুলিশের পায়ের ফাঁক দিয়ে গলে দেড়হাতি বাওনদাস কর্ডন পেরিয়ে গিয়ে সগৌরবে বিজয়ী তিন-রঙা নিশান উড়িয়ে দেয়।···মহাত্মাগান্ধী কী জয়।

বাওনকে গান্ধীজী চেনেন, নেহরুজী চেনেন, রাজেন্দ্রবাবুও চেনেন। এই প্রদেশের সমস্ত পলিটিকাল লীডার আর কর্মীরা চেনেন তাকে। ক্যাম্পজেলে সুপারিণ্টেণ্ডেন্টের বজ্জাতির প্রতিবাদে কয়েদীরা সমবেত ভাবে অনশন করেছিল। শেষ পর্যন্ত বাওনদাস আর চুনী গোঁসাই টিঁকে ছিল। পঁচিশ দিনের অনশন। রাদারফোর্ড আর আর্চার এদের দু'জনকে দেখার আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। গান্ধীজীর কঠোর পরীক্ষায়, সত্যের, সত্যাগ্রহের পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ কুরূপ আর কুশ্রী দুটো মানুষ!

'সুরাজী'তে নাম লেখানোর পর দু'বার মাত্র বাওনদাসকে মায়া তার মোহজালে আবদ্ধ করার চেষ্টা করেছিল। দু'বারই সে সতর্ক হয়ে গেছে। ফাঁদে পা দিতে দিতে বেঁচে গেছে।···মহাত্মাজীর কৃপায়।

একবার রামকিসুনবাবু তাকে সিমরবনী পাঠান মুষ্টিভিক্ষার চাল নিয়ে আসতে। বলে দেন 'চাল বিক্কিরি করে টাকা এনো।' সবসুদ্ধু পাঁচটাকা তিন আনা হয়েছিল। ফেরার পথে সিমরাহা স্টেশন বাজারে জগমোহন সাহার দোকানে দই চিঁড়ে খেতে বসেছিল। দেখে সাহু জিলিপি ভাজছে আর সাহুনী সেই জিলিপি রসে ডুবোচ্ছে। বাওন-দাসের মনের রসে জিলিপিগুলো হাবুডুবু খেতে খেতে কেবলই ফুলে উঠতে থাকে।···পথরাহার ফাগুবাবু তার বাপের শ্রাদ্ধে কাঙালী ভোজন করিয়েছিল, সেই বাওনের শেষবার জিলিপি খাওয়া। একযুগ আগের কথা। তার পর থেকে এপর্যন্ত আর জিলিপির স্বাদ নেয়নি।

দইচিঁড়ের ওপর দুআনার গরম রসানো জিলিপি নিয়েই বসে বাওনদাস।

কিন্তু পেটে দেবার সঙ্গে সঙ্গে ওর জ্ঞান হল। একী করেছে সে? মায়ার অন্ধ আবরণ চোখের ওপর থেকে উঠে যায়।···দুআনা পয়সা। এ কার পয়সা! মুষ্টিভিক্ষার চাল বেচা পয়সা।···গ্রামের দুঃস্থা নারীদের ছবি জীবন্ত হয়ে ওঠে তার চোখের সামনে।···হাঁড়িতে চাল দেবার আগে পরম ভক্তি আর শ্রদ্ধার সঙ্গে এক মুঠি চাল গান্ধী বাবার নামে ভাণ্ডে রেখে দিচ্ছে। কুটেপিষে যে যৎসামান্য মজুরী পায়, তারই এক মুঠি! ভুখা বাচ্চাকাচ্চার পেট কেটে এক মুঠি! বাওন আজ সেই পয়সা দিয়ে তার নোলার লালসা মিটিয়েছে!···ব্রতভঙ্গ! তপোভ্রষ্ট।···দোহাই গান্ধীবাবা, ছিমা কর।···বাওন ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। তার চোখ বেয়ে অনর্গল ধারা বইতে থাকে। গলায় আঙুল দিয়ে সমানে বমি করতে থাকে সে।··· সীত্তারাম! সীত্তারাম! দু'দিনের উপবাস। আত্মশুদ্ধি, প্রায়শ্চিত্ত! রামকিসুন বাবু কত করে বোঝালেন। আভারাণী বাড়া ভাতের থালার সামনে বসে কত সাধাসাধি করলেন। বাওন তার ব্রতে অটল রইল।··· 'মা, ইস অপবিত্তর মনকো ডণ্ড দেনে সে মত রোকো।···মা অশুদ্ধ অপবিত্র মনটাকে একটু শাস্তি দেওয়া দরকার, নইলে এর শিক্ষা হবে না। তাহলে আমি বাবার পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়ব!'

মায়ার দ্বিতীয় ফাঁদ···

লবন আইন ভঙ্গের সময় শ্রীমতী তারাবতী দেবী পাটনা থেকে এসেছিলেন। তাঁর কথায় যেন যাদু ছিল। তিনি যেখানে যান, তাঁর কথা শুনতে লোক একেবারে ভেঙে পড়ে।···যুবতী নারী। মাথায় ঘোমটা নেই। ভগবতী দুর্গার মতন তেজে যেন জ্বলজ্বল করছেন। সরকারকে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছেন। "মুঠোয় পোরা যায় এই ক'টা ইংরেজকে আমরা নাকানি চোবানি খাওয়াব, নাচাব। গুলি কর আর শূলে দাও আর ফাঁসি চড়াও, ধার ধারি না, পরোয়া করি না", শুনে পুলিস দারোগাও থরথর করে কাঁপত ···"ইংরেজদের এঁটো পাতা চাটে যারা সেই হিন্দস্তানী কুত্তাগুলো ···" ···দেবী ভগবতীর অংশ

না হয়ে যায় না। সভা শেষ হবার পরও ভিড় লেগে থাকত তাঁর বাসভবনে। বাঁজা কিংবা মরা ছেলের মায়েরা এসে এসে তাঁর চরণ-ধূলি নিয়ে যেত। সাক্ষাৎ ভগবতী!··· নাওয়া-খাওয়ার, আরাম-বিশ্রামের অবকাশ পেতেন না ভদ্রমহিলা। সমসময় লোকের ভিড়। শেষ পর্যন্ত স্বেচ্ছাসেবকদের পাহারার বন্দোবস্ত করতে হয়েছিল।

চন্দনপট্টি আশ্রমে একদিন দুপুরবেলায় তারাবতী বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম করছেন। সামনের দরজায় পর্দা ঝোলানো, আর পর্দার এপারে পাহারার ডিউটিতে বাওনদাস। ফাগুন মাসের দুপুর! আমের মঞ্জরীর সুবাস-ভরা হাওয়া পরদা সরিয়ে ঘরে ঢুকছিল বারবার। তারাবতীর চোখে ঘুম এসে গিয়েছিল। বাতাসে পর্দা দুলছিল, তার ফাঁক দিয়ে কখন যেন বাওন একবার ভেতর দিকে তাকিয়েছিল। হঠাৎ কলজে ধক্ করে উঠল তার। কে যেন ওকে সজোরে পেছন দিকে ধাক্কা দিল। বাওন একবার চার দিকে চোরানজরে তাকিয়ে নিল, তারপর পর্দার একপাশে ঘেঁষে সরে এল!··· উঁকি মেরে আবার তাকাল। তার পর আবার চার দিকে দেখল···আবার ভেতরে তাকাল ···তারপর মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল!···পালংকের আলস্যে বিলোল ভঙ্গিতে শোয়া পূর্ণ যুবতী নারী। এলোমেলো কোঁকড়া চুলের রাশ, বুকের বসন সরে গেছে, খুলে গেছে কোকটী খাদির বোতামে আঁটা খদ্দরের ছোট জামা···! আশ্রমের ফুল বাগিচায় বিলিতি ফুল-'গমকোরনা'···পাঁচু রাইতের ছাগলটা রোজ এসে টপ্ টপ করে ফুল-গুলো খেয়ে যায়।···বাওনের পা থরথরিয়ে কাঁপতে থাকে। ও জানে।··· ঐ মেয়েছেলেটার কাপড়চোপড় ছিঁড়েখুঁড়ে ও ফালাফালা করে দেবে। তীক্ষ্ণ নখ দিয়ে ওই শরীরটা চিরে ফেলবে। একটা তীব্র আর্তনাদ শুনতে চাইছে ওর মন। ঐ নরম সুন্দর গৌরী যৌবন-বতীর শরীবটা ওর দু'হাতের শক্ত থাবায় দলে মুচড়ে, তছনছ করে দেবে ও। খুন করে ফেলবে!···এ্যাঁ! ওকি! সামনের জানলা দিয়ে কে যেন উঁকি মারল? কে? দেয়ালে টাঙানো গান্ধীজীর ছবিটা? অঞ্জলিবদ্ধ হাত, হাসিভরা মুখ —বাপু!···বাবা!···উন্মত্ত আগুনের পসরায় এক কলসী জল পড়ে গেল। বাবা, ছিমা! ছিমা! এক-

ঘড়া···দু'ঘড়া জল। দোহাই বাপু! জল, জল···ঘড়া ঘড়া জল! পানি, ঠাণ্ডা পানি ? বরফ···!

অনেকক্ষণ পরে চোখ খুলল বাওন। রামকিসুনবাবু জলপটী দিচ্ছেন। মা হাতপাখায় বাতাস করছেন। গাঙ্গুলীজী নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে, উৎকণ্ঠিতা তারাবতী দেবী ব্যাকুল হয়ে বলছেন : 'চীৎকার শুনে ঘুম ভেঙে যেতেই দেখি মেঝের ওপর পড়ে ছটফট করছে।'

পরের দিন আভারাণী একগেলাস টমেটোর রস নিয়ে এসে বললেন, "ভগবান, আজ থেকে তোমায় রোজ এক গেলাস এই রস, আর রাত্রে দুধ খেতে হবে।"

কিন্তু বাওন তো এদিকে সাতদিনের উপবাস ব্রত নিয়ে ফেলেছে। আত্মশুদ্ধি, ইন্দ্রিয় কৃচ্ছ্র, প্রায়শ্চিত্ত। হার মেনে আভারাণী "তাহলে আমিও খাব না" বলে শাসিয়ে চলে যান। তখন বাওন গাঙ্গুলীজীর কাছে গিয়ে চুপি চুপি সব কথা জানায়। বলে —"গাঙ্গুলীজী আপনি মাকে বুঝিয়ে বলবেন। আমি ব্রত ভঙ্গ করতে পারি না। কাল মায়া আমায়—···।"

হাসতে হাসতে গাঙ্গুলীজী আভারাণীকে বলেছিলেন—"ভগবানের ব্রতভঙ্গ হওয়া অসম্ভব। কারণ গুরুতর। তবে আপনার ভাগ্য ভাল যে বেচারার সুরদাসের গলা মনে পড়ে নি, নইলে আর এতক্ষণ আপনার ভগবানের চোখে থাকত না।" শুনে অবাক হয়ে আভারাণী গাঙ্গুলীজীর দিকে তাকিয়ে থেকে বলেন—"কী জানি বাপু!"

দেবদেবীর স্থান মন্দিরনগরী বারাণসীতে বাস করেও আভারাণীর সব ছাপিয়ে "ভগবানের" কথা মনে পড়ত। মাঝেমাঝেই গাঙ্গুলীজীর নামে মনিঅর্ডার আসত—'ভগবানের কাপড়ের জন্য'···'ভগবানের দুধের জন্য'।

···আর আজ সেই বাওনদাস বলছে, ভারতমাতা হাহাকার করে কাঁদছেন! লছমী দাসিনের মুখটা মনে পড়ছে বালদেবের।···সেও কাঁদছিল সেদিন।····কিন্তু কালীচরণ ? সুশলিট পার্টী!···

না বালদেও নিরাশ হবে না। তার ঘুম আসে না। বড্ড ছারপোকা।···হ্যাঁ, ঐকথাই জিজ্ঞেস করবে কাল বাওনদাসকে, ঘরে ছারপোকার উৎপাত বেড়েছে বলে কি ঘরেই আগুন দিয়ে দিতে হবে ?

ছাব্বিশ

বাবু হরগৌরী সিংহ রাজপারবঙ্গার নতুন তশীলদার নিযুক্ত হয়েছেন। 'বেতার খবর' সুমরিতদাস ঘরে ঘরে গিয়ে গমগম করতে থাকে, "দেখ দেখ কায়েতের এঁটো পাতা রাজপুতে চাটছে। তশীলদার বিশ্বনাথপ্রসাদকে রাজপারবঙ্গার কুমারসাহেব ডেকে নিয়ে গিয়ে অনেক বুঝিয়েছিলেন। কিন্তু বিশ্বনাথবাবুর ঐ এক কথা, ফেলা থুতু চাটা মানুষের কাজ নয়।···তশীলদারীতে আর আছেটা কী! এখন তো কেবল ছিবড়ে।····"

কথাটা সত্যিই। তশীলদারীতে আর মজা নেই। যুগের হাওয়া বদলে গেছে। বিশ্বনাথবাবুর বাপ দেবনাথ মল্লিক সেরেফ পাঁচটাকা মাইনেয় বহাল হয়েছিলেন। কিন্তু উপরি আয়টা! তিন বছর ঘুরতে না ঘুরতেই আশি-নব্বই বিঘে সুফলা জমির মালিক। উপরি আয়ই মানুষের আসল আমদানী। আর তশীলদারীর দাপটের কথা তো বলাই বাহুল্য! তশীলদারের ক্ষেতে মজুর খাটতে এলে কেউ মজুরী পেত না। রাজপারবঙ্গার রাজা তো থাকতেন ত্রিহুত্তো। তাঁকে কেউ চর্মচক্ষে দেখেই নি। আসল রাজা ছিলেন দেবনাথ মল্লিক। সে সময় কাটিহার শহরটা গুছিয়ে বসতেও পারে নি। বৃদ্ধ তশীলদার তাঁর সলীমশাহী জুতোর ওপর পূরৈনিয়া থেকে কাঁটি ঠুকিয়ে আনাতেন, আর তিন মাসের ভেতরেই কাঁটি সব ঝরে পড়ে যেত। কথা নাকি খুব কমই বলতেন, কানেও শুনতে পেতেন না তেমন ···একান্ত মুখ খুলতে হলে একটা কথাই বেরোত তাঁর মুখ থেকে —'মারো সালেকো দস জুতা।'··· শোনা কথা অবিশ্যি। কমলা নদীর কিনারায় যে খানাটা রয়েছে, তাইতে জোঁক পুষে রাখতেন। কেউ কখনো তহরীর, তলবানা কি নজরানা দিতে গড়িমসি করলে, তাকে সেই জোঁকডোবায় ঘণ্টা চারেক দাঁড় করিয়ে রাখা হত। পায়ের বুড়ো আঙল থেকে উরু

অবদি মোটা মোটা জোঁক ঘুঙুরের মতন লটকে থাকত।…সে জমানা বুড়ো তশীলদারের সঙ্গেই চলে গেছে।

'যখন নীলকুঠির সাহেবদের জুলুমে ক্ষেপে গিয়ে জায়গায় জায়গায় কিসানরা পালটা হামলা শুরু করল, তখন জমিদারেরা নিজেদের তশীলদার-পাটোয়ারদের ডেকে গোপনে পরামর্শ দিয়েছিল— খুব বেশি জোর জুলুম কোরো না!'

বিশ্বনাথবাবুও বেশ ভালভাবেই কাটিয়ে গেলেন। রায়তদের ওপর কখনো বিশেষ জোরজুলুম করবার প্রয়োজন হয় নি। তাঁর পূর্বসূরীরা রায়তদের মগজে এমন কায়েমী পাট্টা গেড়ে বসেছিলেন যে তাঁকে আদৌ বেগ পেতে হয়নি। জোর প্রবাদ আছে যে যমদূত তবুও একটু ছেড়ে কথা কয়, তশীলদার কয় না। প্রতিবার তামাদির আগে জেনাবেল ম্যানেজার ডফ সায়েবের খীমা[১] আসত। খীমার নাম শুনেই গ্রামের লোকজন, এমন-কি যাদের জোতজমি নেই তারাও গাঁ ছেড়ে নেপালের মোরং জেলায় পালাত।…কুঠির বাগানে গোটা পঞ্চাশেক ছোটবড় তাঁবু পড়ত, শামিয়ানা টাঙানো হত। জন পঞ্চাশ সেপাই, চারটে হাতী, মোটরগাড়ী, খানসামা, বাবুর্চি, ধোপা নাপিত। পাঁচ গাঁয়ের সমস্ত বলদের গাড়ি বোঝাই করে খীমার মালপত্তর আসত।

এলাকা জোড়া বদমায়েস আর অবাধ্য লোকের ফিরিস্তি তশীলদার আগে থেকেই বানিয়ে রাখত। তাদের মধ্যে মোটা আসামীদের একধারে ডেকে নিয়ে গিয়ে সুমরিত দাস তাদের কানে কানে খবরটা দিয়ে দিত। 'কিরিস্তির একেবারে মাথায়ই যে তোমার নাম হে।'

…এ্যাঁ! একেবারে মাথায়?— শ্রোতার শিরে বজ্রাঘাত! যেমন করে হোক নামটা কাটাতে হবে!

নামের তালিকা বানাবার সময় তশীলদার সুমরিতদাসের সঙ্গে পরামর্শ করে। সুমরিতদাস সারা বছরের ঘটনা মনে করে করে

১. খীমা বা খেমা = শিবির, তাঁবু।

লেখায় —"হাঁ, অনন্তপর্বের দিনে রণজিৎ দই নিতে গিয়েছিল, তাতে গোয়ালপাড়ার সাতকড়ি মিছে কথা বলে ফিরিয়ে দিয়েছিল, যে মোষ শুকিয়ে গেছে। কুঞ্জড়ো দৌলীর করজন্দ মিয়া করলা দেয়নি …।" তশীলদার আবার সেইসব লোকের নামের ফর্দ করে, যারা এস্টেটের মামলায় মিথ্যে সাক্ষি দিতে অস্বীকার করেছে দাখিল-খারিজ করিয়ে নিয়ে তশীলদারের নজরানা মেরে দিয়েছে, কিংবা যাদের পয়সার গরম হয়েছে, রাস্তা দিয়ে গটগটিয়ে হাঁটে, খাতিব নাবাজ, কিংবা যারা পঞ্চায়েতে এস্টেটের সেপাইদের বিরুদ্ধে সাক্ষি দিয়েছিল।…

ডফ সায়েব খাজনা উসুলের চেয়ে এস্টেটের জমিদারী প্রতাপের ওপর বেশি গুরুত্ব দেন। তাঁর অভিমত হ'ল —'হামারা স্টেটমে হাম একৃভি বডমাসকো নেই ডেখনে মাংটা। টুম হামারা টেসীলডার কো জুঠা (মিথ্যেবাদী) বোলা ? আমারা আমলা জুঠা ? টুম সালাকা বাচ্চা সাচ্চা ?

'চেটরু মাণ্ডল !'

'মাই বাপ।' অধোলঙ্গ একটা লোক হাতজোড় করে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ায়।

'টুম মকৃডমা মে গুয়াই (সাক্ষি) কিউঁ নেহী ডিয়া ?'

'মাই বাপ !'…

'ফঁঃ মায়বাপ কা বাচ্চা ! সিপায়, চাবুক ডেগা।'

শপাক্। শপাক্… কোড়া পড়তে থাকে !

'সিং। টুম চেটরী আয় ? রাজপট আয় ? টুম আমারা টেসীলডার সে নেই জীট্ সকেগা। বডমাশ…।'

তারপর আবার বছরভর এলাকায় শান্তি বিরাজ করে। তশীল-দারের ভয়ে বাঘেগোরুতে একঘাটে জল খায়। কিন্তু সেদিন আর নেই। আজকাল জমানা শুধু বদলেই যায় নি, একেবারে উলটে গেছে।

অনেক চেষ্টা অনেক তদ্বির করে সিংজী হরগৌরী সিংকে তশীল-দারী পাইয়ে দিয়েছেন। ম্যানেজার সায়েবকে পুরো চারশোটাকা সেলামী দিতে হয়েছে। নথিপত্র বুঝে নেবার ঠিক সময়টাতেই নাকি

হাঁচি পড়ে গিয়েছিল বলে শোনা যাচ্ছে। এখন নতুন তশীলদারের তশীলদারী কেমন চলে দেখা যাক।

রাজপুতটোলীর পাঁচ বছরের ছেলেটাও খুশি। শিবশঙ্কর সিং জনে জনে ডেকে বলছেন, 'আরা একটা কেলাস পড়ে ফেলত যদি, তাহলে হরগৌরীর ম্যানেজারী বাঁধা ছিল।'…

কালোটুপীদলের সংযোজক বৌদ্ধিক ক্লাসে বোঝান —"ঠিক যেমন করে তশীলদারী কায়স্থদের হাত থেকে রাজপুতদের হাতে চলে এলো, তেমনি করেই একদিন সারা আর্যাবর্তের রাজকার্যের যাবতীয় ভার হিন্দুদের হাতে চলে আসবে। আর সেদিন আর্যাবতের ঘরে ঘরে হিন্দুরাজত্বের পতাকা উড়বে।"

জোতখীজী পরামর্শ দেন—"লক্ষীপুজো না করে যেন নথিপত্রে হাত দেওয়া না হয়। শুক্কুরবার শুভদিন— কার্যারম্ভ, যাত্রা, গৃহ-নির্মাণ…"

বালদেওজীর বারবার তার স্বপ্নের কথা মনে আসছে— বিশাল সভা, হরগৌরী মালা পরাচ্ছে লছমীকে।

কম্‌রেড কালীচরণ আর বাসুদেও পার্টী মেম্বরদের বোঝায়, "পুরনো আর নতুনে তফাত কিছুই নেই— দুটোই সমান বিষধর সাপ। অত্যাচারী জমিদারের হাতের পুতুল দুজনেই। সোশ্যালিস্ট পার্টির সেক্রেটারী সাহেব বলেছেন, লোকে যেন সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত থাকে।"

বামনদাস এগ্রামে নতুন, লোকজনের সঙ্গে এখনও পরিচয় হয়নি। সে চুপ করেই থাকে। কী জানি, তার যেন কেমন মন লাগছে না।

চরখা সেণ্টারে চরকা তাঁত শেখানো ছাড়াও রাত্তিরে বয়স্কদের পড়াবার আয়োজনও আছে। মেয়েদের আর বাচ্চাদের পড়ান মাস্টারনীজী, আর বুড়োদের পড়ান মাস্টারজী। বুড়ো বিরিঞ্চিদাস গত দিনদশেক থেকে পড়তে আসছে। কিন্তু 'ক' এর বদলে 'গ' থেকেই বর্ণমালা শুরু করছে। বলছে— গঘ কখ …হাজার চেষ্টা করেও ফল হচ্ছে না। হয়রান হয়ে মাস্টারজী ভাবছেন— তবে কি কথাটা সত্যি! বাস্তবিকই বুড়ো তোতা পোষ মানে না?

সাতাশ

ডাক্তারের জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে। প্রেম স্নেহ ভালবাসা ইত্যাদিকে এতদিন সে বায়োলজির নিরিখেই মেপে এসেছে। ঠাট্টা করেছে—"মানুষের শরীরে 'হৃদয়' বলে কোন জিনিস আছে, অন্ততঃ আমি তো তার কোন প্রমাণ পাইনি। 'লাংস' কিংবা 'হার্ট' কিংবা 'লিভার' যাকেই হৃদয় বল-না কেন, প্রেম বলে তার কোন ফাংশন নেই।"

আজকাল সে স্বীকার করে যে মানুষের হৃদয় আছে, এবং শরীরকে চিরে ফুঁড়েও তার সন্ধান পাওয়া যায় না। হৃদয় 'হার্ট' নয়— সে এক অগম-অগোচর বস্তু, তাতে বেদনা হয়, এবং সে বেদনার উপশম 'এড্রেলিনে' হয় না। তবে সে বেদনা লোপ পেয়ে গেলে মানুষ তৎক্ষণাৎ পঙ্গু হয়ে যাবে।...হৃদয় হ'ল এমন এক মন্দির যেখানে অন্তরস্থ দেবতা বাস করেন।

ছেলেবেলা থেকেই ডাক্তার তার জন্মবৃত্তান্ত কখনো ভুলতে পারেনি। অতীত কীর্তির গৌরবের যুগে পালিত প্রত্যেক মানুষের সম্বল হ'ল তার বংশধারার কিছু ঐতিহ্যের চটক, কিছু চমকপ্রদ কাহিনী, যার জৌলুসে দুনিয়ার চোখ ধাঁধিয়ে যায়। কিন্তু ডাক্তারের ইতিহাসে কালি মাখানো—জেলের সেন্সর করা চিঠির মতন। কালো কালি দিয়ে চিঠির অংশবিশেষ এমন নিপুণ ভাবে ঢেকে দেওয়া হয়, যে কোনদিন সেখানে কিছু লেখা ছিল এমন কল্পনাই কেউ করবে না।...জন্মদাত্রী মা তাকে বিদেয় করে দিয়েছে।...অন্ধকারে এক অভাগিনী জননী মর্মের ক্ষতকে একহাতে চেপে ধরে আঁচলে তারই সদ্যোজাত শিশুকে ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারের চেয়েও গাঢ় মসীবর্ণ, আরো ভয়াবহ একটা ছায়া এসে একসময়ে হাত বাড়ায়। মর্মছেঁড়া রক্তমাংসের পিণ্ডটাকে শেষবারের মত বিদায় চুম্বন দিয়ে শেষবারের

মত দেখে, ভয়ংকর অন্ধ ছায়ার হাতে সঁপে দিয়ে— প্রাণপণে দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে— পাছে কান্না বেরিয়ে যায়।

ডাক্তার বোঝার চেষ্টা করে— অন্ধকারে 'সিল্যুয়েট' প্রতিকৃতির মতন মায়ের অস্পষ্ট স্নেহমমতাকে বোঝবার চেষ্টা। গলা টিপে মেরে ফেলতেও তো পারত। একটা আরশোলাকে আঙুলে টিপে মারতে কতটা শক্তির প্রয়োজন হয়, পাঁচ ঘণ্টার আয়ুষ্কালের একটা শিশুর ভবলীলা সাঙ্গ করে দিতে তার চেয়ে বেশি শক্তি লাগে না। করলেই পারত। কিন্তু তার মা তা করতে পারে নি।···কী জানি হয়তো চেষ্টাও করেছিল— গলার ওপর দু'একবার আঙুল রেখেছিল। ঘুমন্ত শিশু হয়তো ঠিক সেই সময়টাই জেগে উঠে হেসে উঠেছিল। মা তখন তাকে ভোলাতে লাগল।···অসহায়। নিরুপায় অভাগিনী মায়ের মনের ভেতরে কী তুফান উঠেছিল সেদিন, প্রশান্ত ডাক্তার তার আঁচ পাবার চেষ্টা করে।···সে তো আজ বেঁচে আছে। তার ভাগ্যবিড়ম্বিতা মায়ের অপার, অপরাজেয় স্বর্গীয় ভালবাসার জীবন্ত প্রমাণ তার এই অস্তিত্ব।

কোন ভাগ্যহীনা মায়ের কথা শুনলেই মনে মনে তাকে ভক্তি করে ডাক্তার। পতিতা, নির্বাসিতা, সমাজের বিচারে নিম্নগামিনী যে-কোন মায়ের কোলে শিশু হয়ে একবার মাথা রাখার জন্যে মনে মনে ব্যাকুল হয়ে ওঠে সে।···কোনো মেয়েকে প্রেমিকার রূপে কল্পনার চেষ্টাও করেনি সে কোনদিন। এক গোপন মনোব্যাধিতে ভুগত ও। একটা জোয়ানমদ্দ পুরুষের যদি দৈহিক ক্ষিদের তাগিদ না থাকে, তবে সে হয় রুগী, নয় 'এবনর্মাল'।

ডাক্তার জীবনপথের এক নতুন মোড়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখে, পৃথিবী কত সুন্দর!

লোককল্যাণের ব্রত নেয় সে। মানুষের জীবনক্ষয়কারী রোগগুলির মূল আবিষ্কার করে তার প্রতিষেধকের সন্ধান করবে। রোগবীজাণু ধ্বংস হবে, মানুষ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে। পৃথিবীর সমস্ত মেডিকেল কলেজে তার নাম নিয়ে আলোচনা হবে। 'প্রশান্ত মেথড্', 'প্রশান্ত রি-অ্যাকশন'। ডব্লিউ. আর.-এর মতন পি. আর.-এর

কথাও বলবে লোকে। তারপর!…'টেস্ট-টিউব বেবী' কাকে মা বলে ডাকবে? সেদিন কি 'মা' শব্দটা একটা কৌতুকের ব্যাপার হয়ে যাবে।…জানো হে, সেকালে মানুষের 'মা' হ'ত।…প্রায় বিবসনা তরুণী ঘরে বসে 'টেলিকাফের' মারফৎ আমেরিকান পেস্ট্রির আস্বাদ নিতে নিতে মুখ ফিরিয়ে বলবে— 'প্রি-টেস্টটিউব এজ। সি-সি! ম্মা! টিউব ম্মা!'

…মা! মা বসুন্ধরা, ধরিত্রী মাতা! মা তার পুত্রকে মেরে ফেলতে পারে নি, কিন্তু পুত্র তার মায়ের গলা টিপে মারবে। শস্য শ্যামলা!…

ভারতমাতা গ্রামবাসিনী।
ক্ষেতে ক্ষেতে শ্যামসম্ভার
ধূলিমাখা ময়লা আঁচল।

ময়লা আঁচল! কিন্তু মৃত্তিকামাতা আজো স্বর্ণাঞ্চলা! গমের সোনালি শীষে ভরা ক্ষেতে পূবালী হাওয়ায় লহর ওঠে। গাঁয়ের সব মানুষ ক্ষেতে ক্ষেতে ছড়িয়ে রয়েছে! দেখে মনে হয় যেন সবাই মিলে এক সোনার নদীতে স্নান করছে। সোনালি ঢেউ। সারি সারি তালের গাছ, বুনোকুলের জঙ্গল, কুঠির বাগান. কমলা নদীর দহে দহে পদ্মপাতার সবুজসজ্জা। সব-কিছুই নতুন লাগে ডাক্তারের চোখে। কোকিলের কুহুডাকে কখনো তার চিত্ত বিবশ হয়নি। কিন্তু ক্ষেতের মাঝখানে গম কাটায় ব্যস্ত মজুরদের 'চৈতী' গান শুনে তার মনে হয়, যেন মধ্যরাতের পাগল কোকিলের মধুর প্রলাপের সঙ্গে কোথাও তার বড্ড মিল আছে।

সব দিন বোলে কোয়েলা ভোর ভিন মরবা…
বৈরিন কোয়েলিয়া আজু বোলব আধী রাতিয়া হো রামা…
সুতল পিয়াকে জগাবে হো রামা…

পিয়ার নিঁদ না টুটে যায়! 'বড় গাঢ় ঘুমে অচেতন হয়ে আছে প্রিয়তম আমার', শিয়রে বসে বীজনরতা কামিনী শঙ্কায় মরে 'আহা, আমার প্রিয়র স্বপ্ন যেন ভাঙে না!'

ডাক্তারও অমনি কারো আদরভরা হাতের ছোঁয়ায় ঘুমিয়ে পড়তে চায়, রঙিন স্বপ্নভরা ঘুমের মধ্যে হারিয়ে যেতে চায়। দিক্‌ভ্রান্তের মত জীবনের বিস্তীর্ণ রুক্ষ পথে অনেক দৌড়ে মরেছে সে। সে-পথের কোথাও দিশা মেলেনি তার, কোথাও পায় নি দুদণ্ড জিরোবার অবসর। কখনো কল্পনাতেও খোঁজে নি কোন তরুশাখার শীতল মদির ছায়ার আশ্রয়।

জীবনের এই নতুন পায়ে-চলা পথে পা দিয়েই হঠাৎ যেন তার খুব ক্লান্তি বোধ হচ্ছে। অথচ পথের রমণীয়তায় মুগ্ধ হয়ে ছায়ায় শুয়ে থাকলে ওর চলবে না। পথের প্রান্তে রয়েছে গন্তব্য, পথের মোহনীয়তা থেকেই পথ-চলার প্রেরণা আহরণ করবে সে···তাকে চলতে হবে, পথ অতিক্রম করতে হবে। শুধু একটুখানি উদার ছায়া তার চাই— দুদণ্ড শ্রান্তি— মুক্তির অবসর। ভালবাসা!···

সুতল পিয়া কে জগাবে হো রামা!

পিয়া তবু জেগে ওঠে। প্রেয়সী বিদায় দেয় তার দয়িতকে। প্রিয়কে যেতে হবে। ভোরের প্রথম আলোর পরশে হিমগিরির শৈলশিখর স্বর্ণাভ হয়ে ওঠে। আম্রকাননে কোকিল-কোকিলা দোয়েল-বুলবুলি ঐকতান তোলে। মাঠ থেকে গানের কলি পূবালী বাতাসে ভর করে উড়ে আসে কানে, ডাক্তারের মন সহসা বিহ্বল হয়ে পড়ে। গম কাটা হচ্ছে। সদ্যবোনা রবিশস্যের সোঁদা মিষ্টি গন্ধ বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

"ডাক্তার সায়েব!"

"কী হয়েছে।"

"একবার চলুন। আমার বোন বমি করছে।"

"পেটও চলছে না কি?"

"আজ্ঞে!"

তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নেয় ডাক্তার। পাশের গাঁয়েই যেতে হবে। হয়তো ডায়েরিয়া। তবু 'স্যালাইন এপারেটাস' সঙ্গে রাখা ভাল।

"তিরিশবার পেট নামিয়েছে?"

বিছানার ওপর পড়ে আছে এক যুবতী— চেহারা হলদে হয়ে গেছে। হাতে পায় খিল ধরছে। পেচ্ছাপ বন্ধ। কলেরাই। ডাক্তার 'স্যালাইন এপারেটাস' ঠিক করে নেয়। স্পিরিট ল্যাম্প জ্বালিয়ে নর্মাল স্যালাইনের শিশি বার করে। বুড়ো বাপ হাত জোর করে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে কিছু বলার চেষ্টা করছিল, শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলে, "ডাক্তার সাব, এ তো 'জকশন' দিচ্ছেন, এর কত পড়বে ?"

ছোট জক্সনের ফী যেখানে ছ'টাকা, সেখানে এতবড় বোতলের জক্শন কম করেও পঞ্চাশ টাকা হবে নিশ্চয়।

"কত আর ? পঞ্চাশ টাকা।" ডাক্তার মুচকি হাসে।

"তা হলে থাক্, রেখে দিন। কোন ওষুধই বরং দিন।"

"ওষুধে কাজ হবে না।"

"কিন্তু আমার হাতে টাকা কোথায় ?"

"বলদ বেচে দাও।" ডাক্তার আগের মতই হাসিমুখে সিরিঞ্জ ঠিক করে।

"ডাক্তারবাবু, বলদ বেচে দিলে চাষ করব কী করে ? বাচ্চাকাচ্চা না খেয়ে মরবে যে।···মেয়েছেলের অসুখ।"

"কী বলতে চাও ?"

"হুজুর, মেয়েমানুষের জাত, দাবাদারু (ওষুধবিষুধ) বিনেই সেরে যায়।"

···মেয়ের জাত বিনা চিকিৎসাতেই সারে ! কিন্তু বেচারা মূর্খ বুড়োর কী দোষ। তথাকথিত সভ্যসমাজেও মেয়েমানুষের জন্মকে আপদবালাই ভাবা হয়।

ডিগ ডিগ, ডিডিগ ডিডিগ।

"কাল সকালে হাসপাতালে কলেরার সুঈ দেওয়া হবে। গ্রামের সমস্ত লোক— মেয়েমদ্দ, জোয়ানবুড়ো, আণ্ডাবাচ্চা সব্বাই এসে ইঞ্জেকশন নেবে।"

ডিগ ডিগ ডিডিগ ! গাঁয়ের চৌকিদার সারা গাঁ ঘুরে ঢেঁড়া পিটিয়ে আসে।

কলেরার প্রথম রুগীকে কোনমতে বাঁচানো গেছে ; কিন্তু সারা

গাঁকে বাঁচানো গেল না। ডাক্তার ঢেঁড়া পিটিয়ে খবর দিলেও কেউ সুই নিতে এল না— একজনও না। কুয়োয় ওষুধ দিতে গেলে পাড়াসুদ্ধু লোক দল বেঁধে বিরোধ করল— "ও-সব চালাকি রাখো। ডাক্তার কুয়োয় দাওয়াই ঢেলে সারা গাঁয়ে 'হেজা' ছড়াতে চাইছে— জানা আছে। ও-সব আমরা খুব বুঝি!"

ডাক্তার বালদেওজী, কালীচরণ আর চরখা সেণ্টারের মাস্টার-মাস্টারণী সবাইকে খবর পাঠিয়ে ডেকে আনে। সাহায্য চায়। "লোকে যদি ইনজেকশন না নেয়, আর কুয়োর জলে ওষুধ দিতে না দেয়, তা হলে একটা গ্রামকেও বাঁচানো মুশকিল হবে।"

দুপুরে বালদেওজী, কালীচরণ আর চরখা সেণ্টারের মাস্টার-মাস্টারনী সকলে দল বেঁধে ডাক্তার সায়েবের সঙ্গে বেরোলেন। কুয়োগুলোতে ওষুধ দেওয়া হল। কিন্তু সুঈ দেবার সমস্যা জটিলতর। কালীচরণ বলল, "একটা কথা। আজ কোঠীর হাট। হাট বসার সঙ্গে সঙ্গে চারদিক ঘিরে ফেলা যাক, আর জোর করে ধরে সুঈ দেওয়া হোক। বাকি যারা বেঁচে যাবে, তাদের ঘরে গিয়েই ধরে বেঁধে দেওয়া হবে।"

এ প্রস্তাবটা ডাক্তারের মন্দ লাগে না, কিন্তু বালদেওজী আপত্তি করেন— "কারুর ইচ্ছের বিরুদ্ধে, জোর জবরদস্তি করাটা··· ।"

"কী বাজে কথা বলছেন," চরখা সেণ্টারের মাস্টারনী বালদেওজীর কথা ঝেঁজে উড়িয়ে দেন— "কালীচরণজী ঠিকই বলছেন।"

বালদেওজীর কর্ণমূল তপ্ত হয়।···মহিলা কথা বলতেও জানে না! নারীর স্বভাব কর্কশ হওয়া উচিত নয়। কোঠারিণজীকে দেখ গে কী মিষ্টি কথা। এ যে দেখছি মেয়েমদ্দানী। চরখা সেণ্টারের মাস্টারনী! হুঁ! বলে কত মহিলা কংগ্রেস সেবিকা দেখলুম···মাইজী, তারাবতী দেবী, সরস্বতী, উখা দেবী, সরধা দেবী! কই কেউ তো এমন কর্কশ-ভাষিণী ছিলেন না। হুঁ! কালীচরণজী ঠিক কথাই বলছেন!···জোরজবরদস্তি করা হিংসাবাদ নয়তো আর কী?

কালীচরণের দলবল হাট ঘেরাও করে ফেলল। ওদিকে আম-গাছের তলায় টেবিল পেতে ডাক্তার তার সাজসরঞ্জাম বিছিয়ে

তৈরী। কালীচরণ এক-একজনকে ধরে নিয়ে আসে, মাস্টারনী স্পিরিটে ভেজা তুলো হাতে ঘসে দেয়, আর ডাক্তার ছুঁচ ফোটায়। তশীলদার সায়েব নাম লিখে চলেন। গোটা হাটময় ভয়ানক হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। কিন্তু ছুটে পালাবে কোথায়? চারদিকে স্থশলিংপাটীর সেপাই দাঁড়িয়ে।

"মাইগে! মাইগে! হে বেটা কালী!"

"তা অত কাঁদছ কেন?"

"দোহাই বাপ আমার!"

"এঁহেহে! সর্বাঙ্গে উলকি আঁকানোর সময়ে ছুঁচ ফোটাতে হয় নি? চলো!"

সাতশো পঁচিশ জনকে ছুঁচ দেওয়া হল। যারা বাড়িতে তারা বাকি বইল। কাল ভোরে সূর্য ওঠার আগেই তাদের দিয়ে দিতে হবে। ডাক্তার বললেন, রুগীর সেবার জন্যে স্বেচ্ছাসেবক চাই। কালীচরণ তার দলের যাটজনকে নিয়ে রাত্রেই হাসপাতালে চলে যাবে। মাস্টারনী নির্ভীক মেয়ে। সেবিকা-হিসেবে নাম লেখায়। বামনদাস হেসে বলে, "আমায় দেখে রুগীরা ভয় পেয়ে যাবে, আমায় অন্য কাজ দিন ডাক্তার সায়েব।" বালদেওজী মৌন থাকেন। তাঁর কলেরাকে দারুণ ভয়।

আটাশ

ডাক্তার মানুষ নয়, দেবতা।

তন্ত্রিমাটোলী, পোলিয়াটোলী, কূর্মছত্রীটোলী আর রৈদাসটোলী মিলিয়ে মোটে পাঁচটি জীবন হানি ঘটেছে। ঘরে ঘরে দু-একজন রোগে পড়েছে। কিন্তু ডাক্তার দেবতা। দিনে রাতে একটা মুহূর্ত কখনো

স্থির হয়ে বসেনি। মাস্টারনীও দেবী। কালীচরণও বীর। বমি বাহ্যে মেখে বিছানায় পড়ে থাকা রুগীর শুশ্রূষা করা, কাপড় কাচা, ওষুধ দিয়ে নোংরা পোড়ানো—এসব কাজ মানুষে করতে পারে না—এসব কাজ দেবতার। একটা পয়সা ফী নেয়নি। উলটে রাতের পর রাত জেগে রুগীর সেবা আর চিকিৎসা করেছে। রেসমলাল কোয়রীর একমাত্র ছেলেকে যমের মুখ থেকে ছিনিয়ে এনেছে। আনন্দে অধীর হয়ে রেসমলাল ডাক্তারকে একটা গাইগোরু বকশিশ দিয়েছিল। ডাক্তাব বলেছে—"এই গোরুর দুধ বেচবে না, ছেলেকে দুধ খাওয়াবে। এই আমার বকশিশ।"

বাওনদাসও অবতার পুরুষ। রাতভর নিমগাছের তলায় বসে খঞ্জনী বাজিয়ে ভজন গেয়েছে—'মালিক সীতারাম সোচ মন কাহে করো। সীত্তারাম! সীত্তারাম! বন্দে মহাত্তরম।···মালিক সীতারাম!' ভয়ংকরী রাত্রিতে যখন নিজের ছায়া দেখে শোকের আতঙ্ক জাগে, বাওনদাসের ভজন লোকের মনে বল এনে দিয়েছে—'মালিক সীতারাম। অবোধ মন কার ভয় করো তুমি!···নির্বলের বলই রাম!'

ব্রাহ্মণটোলীর তিনজন মরেছে। আর জোতখীজীর স্ত্রীও মারা গেছেন। তবে অন্য রোগে। পেটে বাচ্চা আটকে গিয়েছিল।··· কায়স্থটোলী, যাদবটোলী আর সাঁওতালটোলীতে একজনেরও অসুখ করেনি। রাজপুতটোলীতে পাঁচ-সাত জনকে ধরেছিল। ডাক্তার-সায়েব সকলকেই বাঁচিয়ে দিয়েছেন। পুরো পনেরো দিন পরে কমলা ডাক্তারের মুখ দেখতে পেয়েছে।

কমলা মনে মনে অনেক কথা সাজিয়ে রেখেছিল। রাগ করে থাকবে, কথা বলবে না।···পনেরো দিনের মধ্যে বাবু একবার চোখের দেখা দিয়ে যেতে পারেননি। কী হত, না-হয় রোগের ছোঁয়াচ লাগত আমার। লাগত, লাগত। আমি মরে যেতুম। তোমার কী ক্ষতি হত? চরখা সেণ্টারের মাস্টারনী তো ছিলই!···রাত্তিরভর খুব চা করে খাইয়েছে না?

কিন্তু ডাক্তারের চেহারা দেখেই তার সব রাগ গলে জল হয়ে

গেছে। মুখে কালি মেরে দিয়েছে। চোখ বসে গেছে। প্যারু ঠিক কথাই বলেছিল—"ডাক্তার সাহেব দুনিয়াসুদ্ধু লোকের রোগ সারাচ্ছেন, আর নিজে বিছানায় পড়বার দাখিল হয়েছেন। খাওয়া-দাওয়া মাথায় উঠেছে।"··· কমলার ইচ্ছে, মা একটুক্ষণের জন্যে ডাক্তারকে একলা ছেড়ে দিক। আজও ডাক্তারকে জড়িয়ে ধরবে।

"কী খবর হৈজা ডাক্‌টর সাব?" কমলা হাসিমুখে ডাক্তারের পাশ ঘেঁসে দাঁড়ায়।

"তোর মুখের রাখঢাক নেই, না? দিন দিন কী হচ্ছিস?—হৈজা-ডাক্তার! শোন একবার মেয়ের কথার ছিরি।···" মা বকে ওঠেন।

কমলী খিলখিলিয়ে হাসে—"বাঃ শোননি! রামপুরের বটৈয়াদারেরা সেদিন এসে বাবাকে তো তাই বলছিল— হৈজা ডাক্তার কোথায় থাকে? লোকে তো ওঁকে ঐ নামেই ডাকে।"

মা হাসতে-হাসতে চলে যান। ডাক্তার মুখ টিপে হাসে। বলে "লোকে যে-নামেই ডাকুক, তোমার তো উচিত আমাকে 'মূর্ছা ডাক্তার' বলে ডাকা।"

"আহা-হা। পনেরো দিনের পর দ্বিতীয়ার চাঁদের মতন মুখ দেখাতে এসেছেন, আবার কথা!" কমলী ঠোঁট ফোলায়।

"না কমলা, আমার ভয় ছিল তোমাকে। যদি এর মধ্যে আবার তুমি কোন গোলমাল করে বস, তাহলে কী হবে।"

"ও, তার মানে আমি জেনেশুনে অজ্ঞান হয়ে পড়ি।"

"তাই তো, জেনেশুনেই তো।"

"কেন?"

"কারণ—মূর্ছা গেলেই মূর্ছা ডাক্তার আসবে সারাতে।"

"উঁঃ। ডাক্তার এল না এল আমার বয়েই গেল।"

'উঁ!'

"ডাক্তারবাবু এতদিন পরে এসেছেন, কোথায় একটু চট করে চা করে দিবি, তা নয় বসে বসে ঝগড়া করছিস"—মা ভেতর থেকেই মেয়েকে বকেন।

কমলা জিভ কেটে পালায়— মা তার মানে সব শুনতে পেয়েছে!

এবার ডাক্তার আশপাশের পনেরোটা গ্রামের অবস্থা স্বচক্ষে দেখে এসেছে। ভয়বিহ্বল মানুষ, রোগ আর হতাশায় আতুর মানুষের চোখের ভাষা পড়েছে, পড়ার চেষ্টা করেছে। মাঝারি কিসানের বাড়িতে গেছে, সেই সঙ্গে ভূমিহীন কৃষকের ভাঙা কুড়েঘরে যাবার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যও তার হয়েছে। রুগী দেখে উঠে আসার সময় শিকেয় টাঙানো খালি হাঁড়িতে মাথা ঠুকে গেছে। সাত মাসের বাচ্চাকে লোকে বেতোশাক আর পাটের পাতা খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখছে তাও দেখে এসেছে। দেখেছে— দৈন্য আর দুর্দশা আর আবর্জনার মধ্যে সৌন্দর্যের জন্ম হচ্ছে। কিশোরী আর যুবতীদের মুখের ওপর এক বিশেষ সুষমা দেখেছে সে। কমলা নদীর দ'য়ে যেমন সুকুমার পদ্মফুল, তেমনি গরীব ঘরের বাচ্চাদের দেখেছে— জীবন-প্রত্যুষে তারা কী সুন্দর, কী মনোহরণ···তারপর বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের তাপ, রোদের তাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, তারা সব শুকিয়ে যায়। সন্ধের অনেক আগে তাদের পাপড়ি ঝরে যায়।···কাশ্মীরের পদ্ম আর পূর্ণিয়ার পদ্মে এই তো তফাত।···আর কমলা? রাজকমল!

"আমি তোমার নতুন নাম দিলাম— রাজকমল।"

"আমিও তোমায় প্রশান্ত মহাসাগর বলে ডাকব।" কমলা আজ কথার ঝোঁকে ডাক্তারকে 'তুমি' বলে ফেলে।

"প্রশান্ত মহাসাগরে কমল ফোটে না! কাজ নেই, আমি কমলা নদীর খানা ডোবাই হয়ে থাকতে চাই।" ডাক্তার হাসে।

কমলার বড় বড় চোখের পাতা দুটো একবার ওপরে ওঠে, আবার ঝুঁকে পড়ে।

"তুমি আজ পর্যন্ত আমায় তোমার হাসপাতাল দেখাওনি তো। তোমার ইঁদুর, খরগোস, শেয়াল আর নেউল···"

"মা বাবা যেতে দেবেন হাসপাতালে?"

"তা দেবেন না কেন?"

"তাহলে আজই চলো, এখনই।"

কমলা ডাক্তারের সঙ্গে হাসপাতালের দিকে পা বাড়ায়। চৈত্র

মাসের ঢলন্ত সূর্য অনেকটা নিস্তেজ, পূর্ণিমার 'উঠি-উঠি' চাঁদের মতন নরম। চোত মাসের ধূধূ করা পশ্চিমে হাওয়া দিনান্তে পড়ে গেছে। গ্রামের ঘাটে মেয়েদের ভিড় চোখ বড় বড় করে দুজনকে দেখে। হঠাৎ তাদের ঝগড়ার সুর কেটে যায়, জল ভরায় বাধা পড়ে। ওরা নজরের বাইরে চলে যাবার পর, ওদের মুখ থেকে মতামতের ছর্‌রা বেরোয়।···কমলী এখন একেবারে সেরে গেছে। ডাক্তার ওকে বাঁচিয়ে তুলেছে।···আহা দুজনকে জোড়ে মানিয়েছে। সত্‌লরৈনা বাইশ খোপের একটা কেতাব এনেছে— তাতে হুবহু এই রকম এক জুড়ির 'ছাপী' (ছবি) ছেপেছে !···ডাক্তারও বুঝি কায়স্থ ? না ? কী জাত ? কী জানি বাবা। চিকিচ্ছে করতে করতে আবার···। কী বাজে বকছিস ? মাথার গরম বিকেলের হাওয়ায় বেড়ালে জুড়িয়ে যায়। তাও জানিস না ? ওদের যুগলমূর্তি চোখে পড়তেই মাসীর হাত পড়েছে কাপড়ের আঁচলে। আচলের খুঁট খুলে আঁচল মেলে মানত করে— 'হে মা কমলা, মঙ্গল করো।'

গণেশ গুলি খেলছিল। জোরে জোরে চীৎকার করে ছড়া কাটে—

পুলবছে ছায়েব আয়া পচ্ছিমছে মেম্
ছায়েব বোলে গিটিল-পিটিল খিল খিল হাছে মেম্ !

কমলা আর প্রশান্ত ফিরে দেখে। গণেশ হাততালি দিয়ে হাসে, আর বলে, "দেখ নানী, ছাহেব মেম।"

ওরা দুজনে হাসতে হাসতে মাসীকে প্রণাম করে। গণেশ ছুটে গিয়ে মাসীর আঁচলে লুকোয়। কমলা চেঁচিয়ে ওঠে, "দাঁড়া গোবর গণেশ, ঘুরে আসি তারপর কান ধরে চাঁদ দেখাব।"

রাস্তাতেই তশীলদার সায়েবের সঙ্গে দেখা। হেসে বলেন— "আজ বুঝি আবার এই পাগলামী মাথায় চেপেছে !···তা ভাল, সকাল সন্ধেয় হাওয়ায় বেড়ানোর অনেক গুণ !"

সবাই একসঙ্গে হেসে ওঠে।

কুঠিবাড়ির বাগানে গুলমোহরের বড় বড় ডালে লাল লাল ফুল আগুনের মত জ্বলছে···মন্থর বাতাসে মৃদু মৃদু দুলছে। অমলতাসের হলুদ ফুলগুলো যেন নববধূর হলুদ ওড়না। পড়ন্ত বেলার ব্যাকুল

বাতাসে যোজনগন্ধার সৌরভ মাদকতা ছড়াচ্ছে। শিরীষ ফুলের পাপড়ি ঝরছে, যেন আশীর্বাদী ফুল।···মার্টিনের অনেক যত্নের বাগান। কত যত্ন···কত স্বপ্ন নিয়ে ফুলগাছগুলো পুঁতেছিল বেচারা। হয়ত এমনই এক সন্ধ্যার কল্পনা ছিল তার মনে— বাহুবন্ধনে বন্দিনী মেরীর ছুটি গোলাপী অধর ··রঙীন ফুলের আলো লেগে আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে! বাগানে জল দিত যে মালী, তাকে ডেকে কড়কে দিয়েছিল হয়ত— 'ডেকো! এক্‌ভি গাছ সুখ্‌লে পর পচাশ বেঁট ডেগা।'

চৈত্র গোধূলির স্নিগ্ধ আঁচলে মুখ লুকোচ্ছে হৃততেজ দিনের সূর্য। অস্ত অতলে মজ্জমান সূর্যের আত্মসমর্পণের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দিগন্তবিস্তারী তাল গাছের সারি। খানিক মেটে, খানিক সিঁদুর রঙের পটভূমিতে মাথা উঁচু করে দিনের শেষ ছবিটা দেখে নিচ্ছে তারা। গরুবলদ নিয়ে গোঠে ফিরছে চরবাহারা, তাদের গলায় সাবিত্রীনাচের গানের কলি— আহে সখি চলু ফুলওয়ারী দেখে হে···দেখিবো···

সুন্দর রূপ। নানা রসনা ফুল অনুপ···চলু···।

গুলমোহরের লাল আগুন নিবে গেছে, অমলতাসের হলুদ ওড়না খসে গেছে। শুধু যোজনগন্ধার মত্ততা থামে নি এখনো।··· কে চায় দেবতা হ'তে, ডাক্তার মানুষ থাকতে চায়। এক জোড়া অপাপবিদ্ধ চোখের পলক একবার ওঠে, আবার শরমে আনত হয়ে পড়ে।

উনত্রিশ

কাল 'সিরবা' পর্বের দিন।

কাল পড়মান নদীতে 'মাছমারা' উৎসব হবে। আজ চৈত্র সংক্রান্তি। কাল পয়লা বৈশাখ। বছরের প্রথম দিন। কাল সারা গাঁয়ের লোক এক হয়ে সমবেত মৎস্যশিকারের উৎসবে মিলিত হবে।

ছোটবড়, ধনীনির্ধন, সবাই ছিপ নিয়ে, জাল নিয়ে মাছ ধরতে বেরোবে। সকাল বেলাই বেরিয়ে পড়বে। আজ দুপুরে ছাতু খাবে। আজ 'সতুয়ানী পরব্'। আজ রাত্তিরের রান্না খাবার কাল খাওয়া হবে। কাল উনুন জ্বলবে না। বারোমাস তিরিশ দিন যাতে ভাল-ভাবে চুলো জ্বলে সেইজন্যেই নিয়ম বছরের প্রথম দিন অরন্ধন। এ বছরের রাঁধা খাবার আর বছরে খাবে।

গোটা মেরীগঞ্জের মাছমারাদের সর্দার কালীচরণ। ভোরের তারা ফোটার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করতে হবে। বারো কোশ পথ হাঁটতে হবে। কালীচরণ ঘোষণা করে দিয়েছে, লাল ঝাণ্ডা নিয়ে মিছিল করে যেতে হবে। আবার 'নারা'ও লাগাতে হবে, বলেছে। জমিদার ফৈজবখ্শ আলি এবার পড়মান নদীর 'জলকর' খাসে রেখেছে। তার গোমস্তা বলেছে মাছ মারতে দেবে না, মেলেটরীর পাহারা বসাবে। একবার দেখতে হবে কতবড় মেলেটারী !

নতুন তশীলদার হরগৌরী সিংহের বাড়িতে হালখাতা হবে। সন্ধেবেলা সত্যনারায়ণ পুজো হবে। ডাক্তারেরও নেমন্তন্ন হয়েছে।

বিশ্বনাথ প্রসাদ নাহয় তশীলদারী ছেড়ে দিয়েছেন, তা বলে কি তাঁর বাড়িতে হালখাতার উৎসব হবে না ? তাঁর ওখানেও সত্যনারায়ণের ব্রতকথা আছে। ডাক্তারের নেমন্তন্ন আছে।

মাসী দোলের দিন ডাক্তারকে খাওয়াতে পারে নি। এবার ডাক্তারকে সে-ই খাওয়াবে।

মঠেও নতুন খাতার উৎসব হয়। এবার নতুন মোহন্ত রামদাসজীর হাতে খাতা খোলা হবে। তাই বিশেষ আয়োজন। বীজকপাঠ, সাহেব ভজনাবলী, ধ্যান-- সবশেষে বৈষ্ণব ভোজন। বালদেও আর বাওনদাসের বিশেষ নিমন্ত্রণ। লছমী দাসিন ভাণ্ডারীর মারফত বলে পাঠিয়েছে, "বালদেওজী আপনার আসা চাই। এ গ্রামে বৈষ্ণব আর আছে কে ?"

বেতার সুমরিতদাস আজকাল নতুন তশীলদারের গুণ গেয়ে বেড়ায়—"হরগৌরীবাবু একটা রত্ন। কাগজপত্তর সব আমার হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত। দেখুন দিকি, আমি কত করে বোঝাই যে বাবু সাহেব,

রোকড় কর্চা কালি কলম অপরকে ছুঁতে দিতে নেই। কিন্তু হরগৌরী বাবু হলেন হীরের টুকরো। বিশ্বনাথপ্রসাদটা একনম্বর কঞ্জুস— মাছি-চোষা। আর তেমনই সন্দেহ বাতিক। হাজার হলেও কায়েতের আর রাজপুতের কলজের তুলনা কখনো হয়!·· হুঁ! কংগ্রেসী হয়েছে! আরে রেখে দাও। সুমরিতদাসের কোন কথা জানতে বাকি নেই। দেখো-না দুদিন পরে গাঁয়ের চালচলন কেমন বিগড়ে যায়। এখনই তো তার নমুনা দেখা যাচ্ছে। জোয়ান মেয়েকে ধিঙ্গি করে একটা ভিনদেশী জোয়ান ছোকবার সঙ্গে হাসিমস্করা করে ঘুরে বেড়াতে ছেড়ে দিয়েছে। গাঁয়ের চালচলন এখন হয়েছে কি, সব উচ্ছন্ন না যায় তো সুমরিত দাসের নাম বদলে রেখো।”

নতুন তশীলদার হরগৌরীবাবুর ওখানে রাত্তিরে একজনও রায়ত এল না। পুণ্যাহের দিনের যা সেলামী সেটা জমিদারের ঘরে যায় বটে, কিন্তু হালখাতার সেলামীটা তশীলদারের নগদ আমদানী। সুমরিত-দাস এসে খবর দিল— “সব রায়ত বিশ্বনাথের বাড়িতে। দেড়শো টাকা সেলামী পড়েছিল। মাছ মেরে ফেরার সময়ে রাস্তায় রায়তদের মিটিন্ হয়েছে। তখনই ঠিক হয়েছে নয়া তশীলদারের বাড়ি যাওয়া হবে না। কুকরার বেটা কালিয়াই লীটারী করেছে। বাপ কাটে ঘোড়ার ঘাস, বেটার নাম দুরগাদাস। আবার ততমাটোলীর বিরিঞ্চি বলছিল, রায়তদের পেট ভরাব যে ব্যবস্থা করবে সে-ই আসল জমিদার। নতুন তশীলদার কখনো একমুঠো ধান দিয়ে খবর নিয়েছে? ···শাস্তরবচন কখনো মিথ্যে হয় না, বুঝলেন তশীলদার সায়েব!··· কথায় বলে, রাড়ং এড়ং কানমোচড়ং, জুতা মারম্ পবিত্তরম্। রাড় আর কাঁটা— একে কেবল উঠতে বসতে জুতোর বাড়ি, তবে বশে থাকে। হ্যাঁ।”

বালদেওজীর কাজ চলে গেছে।

কাপড় চিনি আর কেরোসিন তেলের পারমিট তহশীলদার বিশ্বনাথ প্রসাদ দেবেন। বালদেওজীকে ছাড়ানো হল কেন?···কে জানে? তাঁর ‘বিলেক’ সম্ভবতঃ ধরা পড়ে গেছে। পাপ কদ্দিন লুকোনো থাকে। খেলাওন যে পরমেসর সিংয়ের জমিটা কিনে নিল, সে কার

টাকায় ? ওটা আসলে বালদেওজীরই জমি— বেনামীতে। খেলাওনের ঘরে গিয়ে দেখোগে, এখনো গাঁঠ-গাঁঠ কাপড় পচছে। টিন টিন তেল ···। খেলাওনের আত্মীয়কুটুম সব্বার ঘরে ঘরে কাপড় গেছে। এ-সব কথা কতদিন লুকোছাপা থাকবে? কংগ্রেস থেকেও নাকি চর লাগিয়েছে শুনছি। ইংরেজের চর তো তবু ওপর ওপর খবর নিত, কংরেসের চর হাঁড়ির ভাতের খবরও রাখে।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকে জ্যোতিষীজী কেমন যেন গুম খেয়ে গেছেন।···ডাক্তারকে কত করে বললেন যে রামনারায়ণের মাকে একটা কোন খাবার ওষুধবিষুধ দিয়ে উদ্ধার করে দিন। তা কে শোনে! সেই এক কথা। পেট কেটে বাচ্চা বার করতে হবে। শিব হো! শিব হো! পরের বৌকে বে-আব্রু করার কথা কী করে মুখে আনে···পারবতীর মা তাহলে প্রতিশোধ নিল। পাঁচবছর আগে পঞ্চায়েতে জোতখীজী বলেছিলেন পারবতীর মাকে ময়লা গুলে খাওয়ান হোক। সেবার বিশ্বনাথ প্রসাদ পারবতীর মা-র পক্ষ না নিলে এ্যাদ্দিনে তার সব 'গুণতুক মন্তর-তন্তর' কবেই শেষ হয়ে যেত। তা এবার বুঝি তারই শোধ তুলল পারবতীর মা!····আচ্ছা! ব্রাহ্মণের শাপ বাবা নিস্ফল হবার নয়। দেখো দেখো, এই ঘোর কলিযুগেও আসল ব্রাহ্মণ আছে, দেখে নিয়ো!

আরে, সে যুগ চলে গেছে। সে কাল আর নেই যে রাজপুত আর বামুনেরা কথায় কথায় লাথিজুতো চালাবে। মনে নেই? সেবার টহলু পাসোয়ানের গুরু ঘোড়ায় চড়ে আসছিল। তাও যদি গ্রামের ভেতর দিয়ে ঘোড়ায় চেপে যায় তো একটা কথা। বেচারাকে গ্রামের বাইরে ধরে সিংজী তাকে ঘোড়া থেকে টেনে নামিয়ে সে কি জুতো-পেটাটাই করলে—'শালা দোসাদ, ঘোড়ায় চড়ার সাধ!'··· সেকাল আর নেই। এটা গান্ধীজীর যুগ। নতুন তশীলদার হয়েছে তো কী হল? যার জায়গাও নেই, জমিও নেই, তার আবার ভাবনা কী? এ-গাঁয়ে না হলে ও-গাঁয়ে থাকবে।··· হুঁঃ আবার শাসানি দেওয়া— 'জুতা সে রৈট করেঙ্গে' আচ্ছা দেখা যাবে কে কত জুতো দিয়ে 'রাইট' করতে পারে!

শতাব্দীর লাঞ্ছিত নিপীড়িত অবজ্ঞাতের দল কালীচরণের কথা বেশ উপভোগ করে। যেন কেউ ক্ষতস্থানে ঠাণ্ডা প্রলেপ লাগাচ্ছে। কালীচরণ কিন্তু উলটো কথা বলে, "আমি আপনাদের বুকে আগুন জ্বালিয়ে দিতে চাই। ঘুমন্ত মানুষকে জাগাতে চাই। সোশালিট পার্টী আপনার পার্টী, গরীবের— মজুরের পার্টী। সোশালিস্ট পার্টি চায় আপনারা আপনাদের হক চিনতে শিখুন। আপনারা মানুষ, মানুষের অধিকারে আপনিও দাবিদার। মিষ্টি কথায় আপনাদের ভোলাতে চাই না আমি। সে কাজটা কংগ্রেসীরা করে থাকে। আমরা আগুন লাগাতে জানি।"

কালীচরণ অগ্নি উদ্গীরণ করে, শ্রোতাদের জ্বলন্ত চিত্ত শীতল, স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে।··· জমি— জোতনেওয়ালার! পুঁজিবাদ কা নাশ!

বামনদাস আবার একটা 'ফারম্' এনেছে। মন্ত্রীজী পাঠিয়ে দিয়েছেন। এবারকার 'ফারম্' পুরৈনিয়ার ছাপা নয়, পাটনায় ছাপা। পাটনার ফরম্ নিশ্চয় কাঁচা হতে পারে না।··· এই ফারমে নিজের নাম, বাপের নাম, জমির খাতা নম্বর, খসড়া নম্বর সব লিখে পুরৈনিয়ার কাছারিতে দফা-৪০-এর হাকিমের কাছে দাখিল করে দাও। জমি নগদী হয়ে যাবে। সত্যি?··· হ্যাঁ, বুড়ো আঙুলের টিপ দিতে হবে।··· আর যারা চরখা সেণ্টারে দস্তখত করতে শিখেছে তারা? তাদেরও টিপসই দিতে হবে?

বালদেওজী কী করবেন? খেলাওন দাদা কিছু বুঝতে চায় না! রোজই এক কথা— "বালদেও, কমলা পাড়ের জমিটায় কলরু পাসোয়ানের ঠাকুর্দার নাম কায়েমী ভাগচাষী হিসেবে লেখা আছে। কলরুকে বলে কয়ে ওটার সপুর্দী লিখিয়ে নাও।"·· কিন্তু বালদেওজী কী করবে? চৌধুরীজীকে সারাজীবন গুরুর মতো মান্য করে এসেছে! কখনো কোন কাজে কোন ত্রুটি হতে দেয় নি। এত এত চার-আনি সদস্য করেছে। গাঁয়ে চরখা সেণ্টার খুলিয়েছে, কিন্তু জেলা কমেটির মেম্বার হলেন তশীলদার সায়েব। বালদেওকে একটা খবর দেওয়াও হল না। কাপড়ের মেম্বারীও রইল না। লবণ আইনের যুগ থেকে জেলে যাবার এই হল বখশিশ। কালীচরণের

পার্টীই ঠিক বলে— 'কাংরেস আমীরের পার্টী'।··· তা বলে কালীচরণের পার্টীতে বালদেও যেতে পারে না। কালীচরণের চোখ ফুটিয়েছে সে। রাতের পর রাত জেগে কালীচরণকে জেলখানার কত গল্প, গান্ধীজীর গল্প, জমাহিরলালের গল্প শুনিয়েছে। কালীচরণ তারই চেলা। শেষ পর্যন্ত কি চেলার পার্টীতে যাবে? না, তা হতে পারে না।··· খেলাওন ভাইয়া কিছু বোঝেন না। পাসোয়ানটোলিতে আর তার কোন হাত নেই। কলরু তার কথা মানবে না। তার লীডার এখন কালীচরণ।··· তশীলদার সায়েবকে যে লোকে লীডার মানে— সেটা ভয়ে ভক্তিতে।

নতুন তশীলদারও ফিরিস্তি বানাচ্ছে। সুমরিতদাস সকলের নাম লেখাচ্ছে— "সবার আগে লিখুন বিরঞ্চিয়ার নাম। সোনমা তুসাধ, কিরায় কোয়রী এরা সব হল দেনাদার কলাম। এবার লিখুন— ঝোঁপড়িয়া কলাম। হ্যাঁ, যাদের একখানা ঝুপসি কুঁড়েঘর ছাড়া আর কিচ্ছু নেই।···ব্যস এই ফিরিস্তি ম্যানেজার সাহেবকে দিয়ে বলবেন, খেমা নিয়ে যেন জলদী একবার এলাকায় হাজির হন, নইলে গোটা সারকিল খারাপ হয়ে যাবে।"

লছমী দাসিনের হৃদয়ে বালদেওজী পাকা আসন করে নিয়েছেন। হালখাতার দিন এসেছিলেন বালদেওজী। একেবারে শুকিয়ে গেছেন। লছমী কত বোঝায়, কাজকর্ম ছেড়ে কটা দিন একটু আরাম করুন, আগে জান তবে তো জাহান! তা কে শোনে! শরীরই যদি না টেঁকে তো পরমারথের কাজ কে করবে? দেহই তো তীর্থ। কত করে বলার পর, সদ্গুরু সাহেবের দিব্যি দেবার পর তবে রোজ একবেলা করে মঠে আসতে রাজি হয়েছেন। রোজ সন্ধেয় সৎসঙ্গে বসবেন। ভাণ্ডারীকে বলে দিয়েছে, ঘি আর দুধের সর রোজ যেন বাটি ভরে সরিয়ে রাখে। রামদাস বালদেবের আসা পছন্দ করে না।··· যেমন করেই হোক বালদেওজীর শরীরের যত্ন লছমীকে করতেই হবে। একদিন একটু তাঁর আসতে দেরি হলে লছমীর বুকের ভেতর কেমন করতে থাকে; মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

· সদগুরু সাহবের উক্তি :

ই মন চন্‌চল ই মন চোর
ই মন শুধ ঠগহার
মন মন করত সুর নর মুনি
মন কে লক্ষ দুয়ার।

লছমীর মন চঞ্চল বটে, কিন্তু চোর নয়। বালদেও তার মনে চুরি করে আসে না। মনের লক্ষ দ্বার। সেই লক্ষ দ্বার দিয়ে বিপুল সমারোহে বালদেওজী লছমীর হৃদয়ে আনাগোনা করেন। লছমীর হৃদয়ের একটিই লক্ষ্য— বালদেওজী!

তিরিশ

অখিল ভারতীয় মেডিকেল গেজেটে ডঃ প্রশান্ত, ম্যালেরিয়োলজিস্‌টের ষাণ্মাসিক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। গেজেটের সম্পাদকমণ্ডলীতে রয়েছেন ভারতের পাঁচজন বিশিষ্ট ডাক্তার। তাঁরা এই রিপোর্টের ওপরে নোট দিয়েছেন। মাদ্রাজের ডক্টর টি. রামস্বামী এম. এস.সি. ডি. টি. এম. (কাল); পি. এইচডি. (এডিনবরা); এফ. আর. এস. জে. (এডিন) লিখেছেন— "আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ডক্টর প্রশান্ত ম্যালেরিয়া আর কালাজ্বর সম্পর্কে এমন সব তথ্যের উদ্‌ঘাটন করবেন যে বিষয়ে এখনো আমরা অনভিজ্ঞ।... নতুন ওষুধ এবং নতুন প্রয়োগ-পদ্ধতির প্রত্যাশায় সমগ্র মেডিকেল জগৎ তাঁর দিকে উন্মুখ আগ্রহে চেয়ে আছেন।"

প্রশান্তের বিস্তারিত রিপোর্টে ম্যালেরিয়া আর কালাজ্বরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মাটি, জলবায়ু এবং ঐ আবহাওয়ায় পালিত জীবজন্তু সম্পর্কে নতুন আলোকপাত করা হয়েছে। রিপোর্টের একজায়গায় তিনি লিখছেন: "এখানকার লোকে সকালে বাসিভাত খেয়ে পাট ধোবার

জন্যে নোংরা ডোবায় গিয়ে নামে আর প্রায় সাত ঘণ্টা পর্যন্ত সেই পচা জলে থাকে। সেই ডোবার চেহারা দেখলে মনে হয় জলের তলার আধ ইঞ্চি পরিমাণ মাটি পরীক্ষা করে দেখলে অন্ততঃ লাখ খানেক মশার ডিম নিশ্চয় পাওয়া যাবে। কিন্তু মজার ব্যাপার, এখানকার মশারা পচা পুকুরে খুব কমই ডিম পাড়ে। এদের কোন কোন গ্রুপ আবার এতই পরিচ্ছন্নতাপ্রিয় যে নির্মল ও স্বচ্ছ জলাশয়ে ছাড়া ডিম দেয়ই না!··· বেচারা খরগোসেরা কী করে জানবে যে, তার জিভের ওপর যে-ছুটো ফুসকড়ি উঠেছে, কিংবা কানের ভেতর চুলকুনি হচ্ছে, নরম নরম ঘাসের পাতাও মুখে রুচছে না, এ-সবই কালাজ্বরের লক্ষণ।"

মানুষের শত্রু পোকামাকড়ের সম্পর্কে ডাক্তার লিখেছে—"মশা ধ্বংস করার যে উপায় আমাদের বহুদিন আগে বলে দেওয়া হয়েছে, আমরা আজও চোখ বুজে তাই অনুসরণ করে চলেছি। যে-সব পোকামাকড় আমরা ধ্বংস করতে চাই, তাদের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। তাদের অভ্যেস, প্রকৃতি এবং ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে আমাদের বিশদ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।···এনোফিলিসেরও আলাদা আলাদা গ্রুপ আছে, প্রত্যেক গ্রুপেরই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। আবার যে-কোন গ্রুপেই এমন অনেক ছোট ছোট সাব-গ্রুপের অস্তিত্ব দেখা যায়, যাদের প্রজনন ঋতু এবং অভ্যাসগত রীতিতে বৈচিত্র্য আছে।··· তাদের আত্মগোপনের পদ্ধতি, পছন্দ অপছন্দ সবেতেই পার্থক্য দেখা গেছে।··· আমি একই গ্রুপের মশাকে তিন রকমের ডিম পাড়তে দেখেছি। আবার প্রত্যেক গ্রুপেই কিছু বিশেষ দল আছে যারা বাতাসে ডিম ছাড়ে।··· এদের চাতুর্য আর বুদ্ধিমত্তার চমকপ্রদ উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে একই মরশুমে একই গ্রুপের মশা পনেরো রকম আক্রমণ-পদ্ধতি প্রয়োগ করে।··· কোন কোন গ্রুপ একেবারে ডাইভ-ফ্লাইং নিয়মে হানা দেয়।"

এ ছাড়া ম্যালেরিয়া আর কালাজ্বরে রক্তপরিবর্তন প্রসঙ্গেও ডাক্তার তার রিপোর্টে কিছু নতুন কথা বলেছে।

মমতার চিঠি এসেছে··· "পাটনা মেডিকেল কলেজ এতে গৌরব

অনুভব করছে, কারণ বিহারের একমাত্র ম্যালেরিয়োলজিস্ট ডক্টর প্রশান্ত এই কলেজেরই ছাত্র।" মমতা আরো অনেক কথা লিখেছে। অনেক অনেক কথা, যে-সব কথা প্রশান্ত প্রায় ভুলতে বসেছে কিংবা ভুলে যেতেই চায়!··· "পাটনা ক্লাবের নাম হয়েছে পাটলিপুত্র ক্লাব। মিস রেবা সরকার ব্যাডমিণ্টনে রমেশ পালকে হারিয়ে দিয়েছে।"···এ-সব কথায় এখন আর প্রশান্তর কোন ঔৎসুক্য নেই। কিন্তু মমতার চিঠির নিয়মই হল ছুনিয়ার কোন কথা সে বাদ দেবে না।···"পাটনা মার্কেটের সামনে যে চায়ের দোকানটা ছিল তার মালিক বুড়ো মরে গেছে। তোমার মনে আছে! সেই যে তোমায় সেলাম করে রোজ চা খেতে নেমন্তন্ন করত— কাশ্মীরী চা!" বেচারী মমতা! প্রশান্তর হাসি পায়। পোষা নেউলের সঙ্গে মাছ নিয়ে ঝগড়া করার যে কী আনন্দ, সে কি মমতা বুঝবে? প্রশান্ত কোন দিন স্পোর্টসম্যান ছিল না। কোন খেলার খোলোয়াড় সে হয় নি। তবুও তার খেলা দেখার খুবই আনন্দ ছিল। তাসের পাতা হাতে ছুঁয়ে কখনো দেখে নি, তবু সাপ্তাহিক ব্রিজনোট্স গম্ভীর মুখে পড়ত দিনের পর দিন। চার্চিলের ভাষণ পড়তে ভুলে গেলেও, কলকাতার আই. এফ. এ. ম্যাচের রিপোর্ট পড়তে ভুল হত না তার।···কিন্তু এখন সে নিজেই খেলোয়াড়। বেঁজির সঙ্গে মাছ নিয়ে ঝগড়া ঝগড়া খেলা। নেউলটা গবগব করে, চেঁচায়, লেজের লোম খাড়া করে ঝাঁপিয়ে পড়ে— আবার আক্রমণ করার সময়ে খেয়াল রাখে যেন প্রতিপক্ষের চোট না লাগে, নখ না বসে যায়। স্পোর্টসম্যান স্পিরিট আর কাকে বলে?

ডক্টর মমতা শ্রীবাস্তব। দ্বারভাঙার প্রসিদ্ধ ডাক্তার কালী-প্রসাদ শ্রীবাস্তবের মেয়ে মমতা ডাক্তারী পাস করে বেরিয়ে একটা হেল্থ ইউনিট খুলেছে। শহরের গরিব পাড়ায় এই ইউনিট প্রশংসনীয় সেবাকার্যের পরিচয় দিয়েছে। পাটনার মহিলা সমাজ-সেবিকা মহলে মমতার নাম অগ্রগণ্য।

গরিবের কুঁড়েঘর থেকে নিয়ে গভর্নমেণ্ট হাউস অব্দি তার গতিবিধি। যারা তার কাছাকাছি থাকে, তারা বলে মমতাদি দিনে-

রাতে মোট চারঘণ্টা বিশ্রাম করে। দূর থেকে যারা দেখে তারা তার চরিত্রে সন্দেহ করতেও পারে। তার পাইকারী হাসি বিতরণ মাঝে মাঝে লোককে বিভ্রান্ত করে। আবার বৈঠকী আলোচনাই যাঁদের একমাত্র কাজ, তাঁরা বলেন— নানান জাল বিছিয়ে সরকারী টাকা আদায় করা এবং টাকা ওড়ানোই মমতাদেবীর কাজ।··· তাঁরা বিকারগ্রস্ত কোনো মিনিস্টারের নাম নিয়ে বিচিত্র হেসে বলেন— মিস্ শ্রীবাস্তব বোলো না, বলো মিসেস···।

ডাক্তার প্রশান্ত মমতার কাছে ঋণী। মমতা তাকে প্রেরণা জাগিয়েছে।··· "ডাক্তার। প্রতিদিন ডিসপেনসারী খুলে শিবের মাথায় বেলপাতা চড়িয়ে, লোকালয়ে ভয়াবহ সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপের আশায় চৌকিতে বসে থাকা, কিংবা বাংলোবাড়ির কামরায় হাজার হাজার রুগীর ভিড় জমিয়ে, তাদের রোগ পরীক্ষা করার আগে নোট আর টাকা পরীক্ষা করা; কিংবা মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের ওপর পাণ্ডিত্যের ধারাপ্রবর্তন ঘটিয়ে নিজের কর্তব্য সম্পাদনের আত্মপ্রসাদ ভোগ করা, আর হাসপাতালের অজস্র যন্ত্রণা-কাতর রুগীর বিলাপকে জীবনের সার্থকতার সংগীত হিসেবে উপভোগ করাই চিকিৎসকের কর্তব্য নয়।"

···মমতা ঠিক বুঝতে পারে নি। ওর সন্দেহ প্রশান্ত গ্রামে বসে ছট-ফট করছে। নিজের ভুলের জন্য অনুতাপ করছে। তাই বোধহয় সে সব চিঠিতেই শহরের সমাজজীবনের কিছু টুকরোটাকরা খবর লিখে জানায়। একটা চিঠিতে মমতা লিখেছে: "বুশ শার্টের যুগ পড়েছে। পাঁচ বছর আগে বাঁকিপুরের রাস্তায়, পার্কে ময়দানে দানাপুর ক্যাণ্টের গোরা ফৌজীরা জীবনের এক কুৎসিত আর বীভৎস অধ্যায়ের চলচ্ছবি দেখিয়েছিল। আমাদের সমাজের অবচেতন মানসে তার এমন গভীর ছাপ পড়েছে যে আজ প্রতিটি মানুষের মধ্যেকার লোলুপ টমি উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। যুদ্ধের বিষাক্ত গ্যাসে মানুষের সমাজমানস বিকৃত হয়ে পড়েছে। কালোবাজারের অন্ধকার পাতালে একটা নতুন জগৎ সৃষ্টি হয়ে গেছে, যে জগতে চন্দ্র সূর্য গ্রহনক্ষত্রের কোন স্থান নেই।··· সেখানে মা-বাপ, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে, স্বামী-স্ত্রীর মতন

কোন লৌকিক সম্বন্ধও নেই।··· কাল একজন অর্ধভুক্ত মানুষ ভিটামিন 'সি'-র ইন্‌জেকশান আট টাকা দিয়ে কিনেছে। পাঁচ আনার ছোট অ্যাম্পুল।··· আমাদের পাড়ার মহারাজ মাহাতোকে তো তুমি চিনতে। তার ছোট মেয়ে ফুলমতিয়া গেল বছরও মিল্ক সেণ্টারে দুধ খেতে যেত, আর হাত তালি দিয়ে নাচত, তাকে বোধহয় ভুলে যাও নি। সে পরশু থেকে হাসপাতালে পড়ে আছে। রামনবমীর দিন বিকেলে নতুন শাড়ি পরে ডিঙিলাফ মেরে রামমন্দিরে গিয়েছিল। রাত দুটোর সময়ে পুলিশ 'সিটির' এক পার্কে তার গোঙানি শুনে তাকে উদ্ধার করে। ফুলমতিয়ার বিবরণ— টেড়ীনিম গলির কাছাকাছি একটা মোটরগাড়ি দাঁড়ায় আর দুজন লোক ওকে ধরে মোটরে বসিয়ে নেয়।··· বড় বড় বাবু লোক··· !

"মঞ্জুর আলি রোড থেকে নিয়ে অশোকপথের দুধারে বিলিতী মদের দশটা দোকান হয়েছে।

"কাল উইলিংগডন হলে টি. বি. স্যানেটোরিয়মের জন্যে স্থানীয় মহিলা কলেজের মেয়েরা এক চ্যারিটি শো-র আয়োজন করেছিল। যেই বাণী স্টেজে নেমেছে অমনি ওপরের গ্যালারি থেকে আনি দোয়ানি ছুঁড়তে শুরু করল। আর তার সঙ্গে নানারকম অশ্লীল আওরাজ। পুলিশ শান্তি রক্ষার চেষ্টা করাতে— তাদের ওপর ইট-পাটকেল এই হারে বৃষ্টি হতে লাগল যে হলের দরজা জানালার কাঁচ চুরমার। অনেকে ঘায়েল হয়েছে। আহতদের মধ্যে মেয়েরা আর বাচ্চারাই সংখ্যায় বেশি।·· সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা শোনো। লোকে বলছে দুষ্কৃতকারীদের লীডার নাকি বীণারই খুড়তুত ভাই অমলেশ। কিছুদিন আগে বাণীর বাবা (ব্যারিস্টার প্রাণমোহন সিংহ) অমলেশকে তাঁর বাড়িতে ঢুকতে মানা করে দিয়েছিলেন। মদের নেশায় চুর হয়ে অমলেশ বেশ কয়েকবার ঘরের ঝি-চাকরাণীদের সঙ্গে অশোভন ব্যবহার করেছিল। তাই সে শোধ নিচ্ছে— নিজের খুড়তুত বোনের ওপর।"

কুঠির জঙ্গলে সাঁওতালনীরা কাঠ কাটছে আর গান গাইছে। কদিন আগে এই জঙ্গলেই ওরা একটা চিতাবাঘকে কুড়ুল আর দা

দিয়ে মেরে ফেলেছে। শোরগোল শুনে গাঁয়ের লোক জমা হয়ে যায়। মরা বাঘের চেহারা দেখেই অনেকের গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে, কেউ কেউ তো আঁতকে উঠে পালিয়ে যায়, সাঁওতালনীগুলো কিন্তু তখনো হাসছে যেমন সব সময় হাসে। ভুট্টার দানার মতন সাজানো সাদা দাঁতের পাঁতি··· আর কী সরল হাসি। চিতাটা হঠাৎ এসে হামলা করেছিল, তাই কজন যুবতীর একটু আধটু আঁচড় লেগেছিল। তবে মুখের সেই অদম্য হাসির কামাই ছিল না। ওদের জখমের জায়গা-গুলো ধুয়ে মলম ব্যাণ্ডেজ লাগাবার সময়ে ডাক্তার ঈষৎ শিউরে উঠেছিল বুঝি, তাইতেই সাঁওতালনীগুলোর কী খিলখিলিয়ে হাসি··· হি-হি-হি···হিঁ হিঁ··· কাটা ঘায়ের ওপর তীব্র ওষুধ পড়লে যে এমন ঝরণার মতন হাসি আসে— ডাক্তারের এই প্রথম অভিজ্ঞতা। এমন আগে কখনো দেখেও নি, শোনেও নি।

আবলুস কাঠের খোদাইকরা শরীর, খোঁপায় গোঁজা শিরীষ আর গুলমোহরের ফুল। সাঁওতাল যুবতীরা গান গাইছে—

ছোটী মোটী পুখরী চরকুলিয়া পিণ্ডরে
পোরোইনী ফুটে লালে লাল
পাসচে তেরী ফুল দেখি ফুলয় লাবেলব
পাসচে তেরী আধা দিন লগিত !

চারদিকে শানবাঁধানো এক ছোট্ট পুকুরে লাল লাল 'পুরইন' (পদ্ম) ফুটে রয়েছে। লাল পদ্ম তোমায় মুগ্ধ করেছে বুঝি! কিন্তু তোমার এই মোহের আয়ু একবেলা!

না, না, তা নয়। তা নয়। মোটে একবেলার জন্যে নয়। যে পদ্ম প্রাণের রঙে রাঙা, তার মোহ একবেলায় ঘুচে যেতে পারে না।

একত্রিশ

চরখা সেণ্টারের মাস্টারনী মঙ্গলাদেবীর অসুখ।

ডাক্তার রক্তপরীক্ষা করে দেখেছে, কালাজ্বর নয়, টাইফয়েড। চরখা সেণ্টারের মাস্টার দুজন তশীলদার সায়েবের গোয়ালে থাকেন। মঙ্গলা ভগমান ভগতের ঝোঁপড়িতে। ভগমান ভগত গাড়ি বলদ রাখবার জন্যে একটা চালাঘর বানিয়েছিল। কিন্তু আসছে বছর বাড়িতে টিনের চাল তুলবে বলে আশা করছে, তাই এবার গাড়ি বলদ কিনতে পারে নি। চরখা সেণ্টার খোলার পর সবাই ভগতকে বলল— 'তোমার ঘরটা তো পড়েই রয়েছে। তা মাস্টারনীজীর থাকবার ঘর নেই। দাও না। সেণ্টারের ঘর তৈরি হলেই তোমার ঘর ছেড়ে দেব।' কোটাপারমিটের জমানায় কাংরেসী লোকের কথা অগ্রাহ্যি করা ঠিক নয়। নয়ত কাটিহারে এই রকম একটা চালার ভাড়াই মাসে পনেরো টাকার কম নয়।

মঙ্গলাদেবী লোকের কলেরায় রাতের পর রাত জেগে সেবা করেছে। আজ তার অসুখের সময় শিয়রে বসবার একটা মানুষ নেই। চরখা সেণ্টারের দুই মাস্টার পালা করে এক-এক ঘণ্টা ডিউটি দিয়ে যান। রাত্তিরে চিচায়ের মা এসে শোয়। কিন্তু বুড়ি রাতভর এত হুঁকো টানে আর কাশে যে তাতে মঙ্গলার জ্বরের জ্বালা আরো বেড়ে যায়। আবার বুড়িটা ঘুমোলে এত জোরে নাক ডাকায় যে পাড়া-পড়শির ঘুম ভেঙে যায়। ডাক্তার বলেছে— এরকম অবস্থা চলতে থাকলে সামলানো মুশকিল হবে। বাড়িতে চিঠি লিখে কাউকে আনিয়ে নিলে ভাল হয়।

বাড়িতে? বাড়িতে কেউ দেখতে আসবার মত থাকলে, খবর নেবার লোক থাকলে মঙ্গলা কি চরখা সেণ্টারে ভর্তি হয়! বাড়ি ছেড়েছে আজ পাঁচবছর। পৃথিবীকে খুব ভালরকম চিনে নিয়েছে

মঙ্গলাদেবী। মানুষের ভেতরকার পশুকেও খুব কাছাকাছি দেখেছে বহুবার। বিধবা আশ্রম, অবলাআশ্রম আর বড় বড় বাবুদের বাড়িতে আয়ার জীবন ও কাটিয়ে দেখেছে। অবলা নারী সর্বত্রই অবলা। রূপ যৌবন?···না ওটাও ভুল। মেয়েমানুষ হলেই হল। রূপ কিংবা বয়েস কোনো বড় কথা নয়। নিঃসঙ্গ নারী দেবতার রক্ষণাবেক্ষণেও নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারে না। মঙ্গলার পক্ষে ঘরেও যা বাইরেও তাই। না, তার আপনার লোক কেউ নেই।

"কৌন···? কালীচরণ বাবু!"

"ডাক্তার সায়েব বললেন এই ভাঙাঘরে থাকলে আপনার অসুখ ভাল হবে না। আমাদের কীর্তনের ঘরটা বেশ সাফসুতরো, বেশ হাওয়া বাতাস আসে।"

মঙ্গলাদেবী যাদবটোলীর কীর্তন ঘরে চলে এসেছেন। কীর্তন ঘরে সোশালিস্ট পার্টির অফিস। কালীচরণরা এটাকে আপিসঘরই বলে। ····কিন্তু সোশালিস্ট অফিস শুনলে হয়ত মঙ্গলাদেবী আসতে চাইতেন না।

'ওষুধটা খেয়ে নিন।'

'না খাব না।'

'খেয়ে নিন মাস্টারনীজী। ওষুধ না···'

'কালীবাবু একটা কথা বলব?'

'বলুন।'

'আপনি আমায় মাস্টারনীজী বলবেন না।'

'তবে কী বলব?'

'কেন? আমার নাম নেই?'

'মঙ্গলাদেবী?

'না।'

'তবে?'

'শুধু মঙ্গলা।'

'আচ্ছা, ওষুধ খেয়ে নিন।'

'মঙ্গলা বলুন।'

'মঙ্গলা।'

পনেরো দিন যাবৎ কালীচরণ মঙ্গলার শুশ্রূষা করছে। দিনের বেলায় তবু আরো কেউ কেউ থাকে, রাত্তিরে কেবল কালীচরণের ডিউটি। ডাক্তার বলেছে, আর কোন ভয় নেই। দুর্বলতা আছে, কদিনেই ঠিক হয়ে যাবে।

মঙ্গলাদেবীর শরীরে সেরেফ হাড় গোনা যায়। চুল উঠে যাচ্ছে। খাবার জন্যে ছেলেমানুষের মতন কাঁদে, রাগ করে, বাসন কোসন ফেলে দেয়।··· বার্লি আমি খাব না। ছানার জল মানুষে খায়! হাতে পথ্যের বাটি নিয়ে কালীচরণ ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে বসে খোসামোদ করে— নিন এতে লেবুর রস করে দিয়েছি, খেয়ে দেখুন। কাল নয়, পরশু ভাত খাবেন।

কালীচরণের ব্রত ভঙ্গ হয়েছে। পালোয়ান গুরু বলে দিয়েছিলেন, 'দেখিস বেটা, যদ্দিন না আখড়ার মাটি শরীরে পুরোপুরি রপ্ত হচ্ছে মেয়েমানুষের কাছ থেকে পাঁচ হাত দূরে থাকবি।' কালীচরণের ব্রত ভঙ্গ হয়েছে। পাঁচ হাত দূরে থাকলে মঙ্গলাদেবীর সেবা করা যেত না। রুগীর বিছানা আর কাপড় বদলাবার সময়, গা পুঁছিয়ে দেবার সময় কালীচরণের গুরুজীর নিষেধাজ্ঞার কথা মনে পড়েছে, কিন্তু কী করা যাবে!

'কালী কোথায় গেল? কালী।'

'কী হয়েছে?'

—কোথাকার চিঠি?

—সেকরেটারী সাহেব লিখেছেন, সোমবার জিলা পার্টির র‍্যালি।

—কিন্তু আমি কী করে যাব?

—কেন? তুমি যাও না। আমি তো এখন ভাল হয়ে গেছি।

র‍্যালির পর সেক্রেটারী সায়েব কালীচরণকে আটকালেন— 'কমরেড্ আপনি আর দুটো দিন থেকে যান। সৈনিকজীর স্ত্রী হাসপাতালে। সৈনিকজী পাটনায় গেছেন, পরশু এসে পড়বেন। হাসপাতালে দুবেলা খাবার পঁউছে দিতে হবে··· কেউ নেই।'

কালীচরণ আথান্তরে পড়ে যায়। সেক্রেটারীর কথা ফেল

যায় না। কমরেডের স্ত্রী !··· থেকে থেকে মঙ্গলার মুখ মনে পড়ে যায় কালীচরণের। পথ চেয়ে বসে থাকবে। বাসুদেব গিয়ে যখন বলবে দুদিন পরে ফিরবে—শুনেই মুখ শুকিয়ে যাবে! একেবারে বাচ্চা মেয়ের মতন মুখ মঙ্গলার !··· কালীচরণ বেদানা আর কমলা লেবু পাঠিয়ে দিয়েছে। পাঠানোই সার। ও ছোঁবেও না। বাসুদেব কি বোঝাতে পারে ?··· ধুৎতেরি ! শহরের ছোকরাগুলো বজ্জাতের ধাড়ি। ঠিক পিঠের কাছে এসে সাইকেলের ঘন্টি দেবে। আর একটু হলেই যাচ্ছিল সব খাবারগুলো পড়ে।

"উল্লুক কোথাকার ! এমনি করে গেলাস ধোয় ?···"···উল্লুক ! কালীচরণের গালে যেন সজোরে এক-ঘা থাপ্পড় কসিয়ে দিয়েছে। তার সারা শরীর চন্‌মন্ করে ওঠে। সৈনিকজীর স্ত্রী তাকে কী ঠাউরেছেন ? সে কি চাকর ?

"বহিন্‌জী গেলাসটা···"

"খবর্দার ! বহিনজী বলবি না।"

পাশের খাটে যে চামচিকের মতন মেয়েছেলেটা শুয়েছিল সে বলে ওঠে, "কোন দেশের লোক। মানুষ না ভূত? কথা বলতেও শেখে নি।

"আরে জানো না, গয়লার আশি বছরেও···" সৈনিকজীর স্ত্রী বললেন !

কালীচরণ কথাটা পুরো শুনতে পারে না। তার মাথা ঘুরতে থাকে। সৈনিকজী নিজেও তো গয়লা। কালীচরণ যেন চোখে সরষে ফুল দেখতে থাকে। এ-কথা কোনো পুরুষ মানুষ বললে সে এতক্ষণ খুন হয়ে যেত ! কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে কালীচরণের। ···মঙ্গলাদেবীও তো মেয়ে। আরে ছিঃ ছিঃ ! কোথায় মঙ্গলা, আর কোথায় এই পেতনী। কার সঙ্গে কার তুলনা !···গলা যেন খেঁকশিয়ালী। খেঁক খেঁক। কথা বলছে না তো যেন কামড়াতে আসছে। এটাও হয়ত একধরণের রোগ !

রাউতহাট স্টেশনে নেমে কালীচরণ হনহনিয়ে বাড়ির পথে ছোটে।··· ওকে দেখেই মঙ্গলা খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠবে। বেদানা

কমলা শুকিয়ে গেছে নিশ্চয়। দু'পিঠের রেলভাড়া বাঁচিয়ে কালীচরণ এক প্যাকেট বিস্কুট কিনেছে। ডাক্তার সায়েব বলেছিলেন বিস্কুট খাবার কথা। কালীচরণ কখনো বিস্কুট খায় নি। বিস্কুটে নাকি মুরগির ডিম থাকে। থেকে থেকে বিস্কুটের কৌটো ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখে। ভেতরে 'কুড়কুড়' আওয়াজ হচ্ছে কিসের? তবে কি ডিমটিম ফেটে গিয়ে···!

"সীতারাম! সীতারাম! জয় হিন্দ কালীজী!"

"এঁ্যা! ও বাওনদাসজী, আমি চমকে উঠেছি। এখানে পড়ে আছেন কেন?"

"আপনি তো চোখ বুজে এমন আরবী ঘোড়ার চালে ছুটেছেন যে···?"

জংলা জামগাছের ছায়ায় বামনদাস শুয়ে পড়েছিল। ছায়ায় এসে এখন কালীচরণ টের পায় রোদের তেজ কী চড়া।

"আমি তো রাতের গাড়িতেই এসেছি। কাল ৪০ দফার ফঁয়সালা হয়ে গেল।"

"হয়ে গেছে?··· কী হল?"

"কী আর হবে? সবাইকার দরখাস্ত খারিজ হয়ে গেছে।··· আমি আগে থেকেই জানতুম। কাল গাঁয়ের সব প্রজারা এসেছিল। রায় শুনে কান্নাকাটি পড়ে গেছে। এবার জমিদার জমিও ছাড়িয়ে নেবে।"

"জমি ছাড়িয়ে নেবে?··· না, সেদিন আমাদের র‍্যালিতে পরস্তাব পাস হয়ে গেছে। জমিদারেরা রায়তদের জমি থেকে বেদখল করতে পারবে না। এ নিয়ে পাটী সংঘর্ষ করবে।"

"কালীবাবু! ওসব পরস্তাব-ফরস্তাবে কিস্সু হয় না।" বাওনদাসের ঠোঁটের ওপর ঈষৎ রহস্যে ভরা হালকা হাসির রঙ খেলে যায়।

"আপনি বসুন দাসজী, আমার একটু তাড়াতাড়ি আছে।"

"হ্যাঁ যান আপনি···আপনার সঙ্গে কদম মেলাতে পারবও না।" চলতে চলতে কালীচরণ ভাবে, যা হয়েছে ঠিকই হয়েছে। প্রজাদের

দরখাস্ত যদি মঞ্জুর হয়ে যেত তা হলে সবাই কংগ্রেসে চলে যেত। এখন সংঘর্ষে সবাই সোশালিস্ট পার্টির সঙ্গেই থাকবে।

"কী ও? বিস্কুট!" মঙ্গলাদেবী প্রেমল কটাক্ষ হানে। "কে বলেছিল বাজে পয়সা খরচ করতে? ঐ দেখো তোমার কমলা আর বেদানা পড়ে আছে। আমি ও খাব না।"

"ডাক্তার সায়েব বলেছিলেন···"

"ডাক্তার সাহেব বলেছিলেন!"—কপট রোষে মঙ্গলা ঝেঁঝে ওঠে—"ডাক্তার সাহেব বলেছেন যে নিজে শুকিয়ে থেকে কমলা বেদানা আর বিস্কুট কিনে আনতে!"

কালীচরণের সৈনিকজীর স্ত্রীর কথা মনে পড়ে যায়।···উল্লুক! ···গয়লা আশি বছরেও নাবালক!···

"খেয়ে নাও মঙ্গলা।"

"খাব। আগে তুমি একখানা বিস্কুট খাও।"

এত মিষ্টি, এত মুচমুচে আর সুস্বাদু হয় বিস্কুট! দুধ, চিনি আর মাখন দিয়ে তৈরি, ডিম দেয় না?

বত্রিশ

বোশেখ-জষ্টি মাসের বিকেলে 'তাড়বন্না'-য় জীবনের পুরো আনন্দের দাম সেরেফ তিন আনা ভাঁড়।

ছোলার ঘুগনি, মুড়ি পিঁয়াজ আর সাদা ফেনায় ভর্তি লবনী।··· 'খাট্টামিঠা,' 'শকর-চিনি' আর 'বৈরচিনিয়া' তিনরকম তাড়ির আলাদা আলাদা সোয়াদ। ওস্তাদ নেশাখোর নইলে বাসন্তী খেয়ে হুঁস্ ঠিক রাখা যার তার কম্ম নয়। কারুর গর্মীর দোষ থাকলে, সে 'পহর রাতিয়া' টেনে দেখুক দুচুমুক। কলজে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, পেচ্ছাপে জ্বালাজ্বালা ভাব একেবারে থাকবে না। প্রকৃতি

কফ-প্রবল হলে তার 'সন্‌ঝা' পান করা দরকার। রাতভর শরীর গরম রাখে।

—বছর ভরে ঝগড়া-বিবাদের নিষ্পত্তি হয়ে যায় তাড়বন্নার বৈঠকে। আবার মাটির ভঙ্গুর খুরির মতন এক লহমায় হৃদয়ও ভেঙে যায় এখানে। বিয়েথার পাকা কথা হয়, বরকনের থোটক মেলানো এখানে বসেই হয়, আবার কারুর ঘর ভেঙে তার ঘরণীকে ভাগিয়ে নেবার প্রোগ্রামও এখানে বসেই হয়।

জগদেবা পাসমান, ডুলারে, সনিচ্চর আর সুনরা তাড়ি খাচ্ছে। সোমা জটের আজ আসবার কথা আছে। রাউতহাটের হাটে বলেছিল, রোববার যাব তড়বন্নায়। সোমা হালে জেল থেকে খালাস পেয়েছে। দাগী ডাকাত, তবে এখন সোশালিস্ট পার্টীর মেম্বার হতে চায়। সুনরা কালীচরণকে জিজ্ঞেস করেছিল, কালীচরণ আবার সেক্রেটারী সাহেবকে জিজ্ঞেস করেছিল। সেক্রেটারী বলেছেন একবছর তার চালচলনের ওপর নজর রাখতে হবে। তারপর পার্টির মেমবার করা যাবে।

নজর রাখাটাখা আর কী। মাঝে মাঝে গিয়ে সেক্রেটারীকে বলা যে— সোমার চালচলন একেবারে শুধরে গেছে। কালীচরণকে বাসুদেব বুঝিয়ে বলে দেবে।··· সোমাকে একবার পার্টিতে পেলে এলাকার সমস্ত বড়লোক ঢিট হয়ে যাবে। পার্টিতে এসে গেলে থানাপুলিশ কী করবে। সিকরেটরী সাব কি দারোগার চেয়ে কম যান? দেখতে পাও না, যখন ভাখন দেন তো জমাহিরলালকেও ছাতা-নাতা করে দেন? দারোগা-নিস্‌পিট্‌টরের কিসের আস্পদ্দা যে পার্টীর বিরুদ্ধে কথা বলে। অত মজা না। 'লালপতাকা' অখবারে সঙ্গে সঙ্গে 'গজটছাপী' হয়ে যাবে···'দারোগা কা জুলুম!'

···চলিত্তর করমকারকে তো পার্টী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। 'মোমেণ্টমেঁ' বহুত পয়সাকড়ি গোলমাল করেছিল। হিসেবপত্তর কিছুই দেয়নি। তা তাকে তাড়াবে না? পার্টীর বন্দুক পেসতোলও ফেরৎ দেয়নি।···কিন্তু সেকরেটারী সায়েব কালীচরণকে প্রাইবিটে বলেছেন, যে কোন উপায়ে হোক ওর কাছ থেকে বন্দুক পেসতোল

উদ্ধার করে দাও, সরকারকে জমা করতে হবে। সেইজন্য কালীচরণজী তার সঙ্গে এত দহরম মহরম করছেন।···এসব কথা একদম গুপতো কথা। খবরদার কোথাও বলবিনা সনিচরা। হ্যাঁ। নইলে জান তো? কিরান্তী পার্টীর কথা চালাচালি করলে কী সাজা হয়?···ঢুডুম! কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে বলবি···

"তার মানে পার্টীর কি এখন আর বন্দুক পেস্তোলের দরকার নেই?"

"না।" সুন্দর মুচকি হাসে। অর্থাৎ এত তাড়াতাড়ি সব কথা জেনে নিতে চাও বাপু! তা কি হয়? আরো কিছুদিন মেম্‌বারী কর। যখন তোমার 'কান ফারম্'[১] হয়ে যাবে তখন সব কথা জানতে পাবে। নতুন মেম্বারদের কান কাঁচা থাকে। এখানে শুনে গিয়ে ওখানে উগরে দেবে। কান যখন ফারম্ হবে তখন···

—"কমরেড সোমা? আও আও। তোমার কথাই হচ্ছিল। তোমার 'আশায় বসে বসে ভুভাঁড় তাড়িই উড়ে গেল।" সুন্দর হাসিমুখে আপ্যায়ন জানায়।

সুন্দর আজকাল হামেশা খদ্দরের পাঞ্জাবী পরে থাকে। পাঞ্জাবীর গলায় দু'ইঞ্চি চওড়া উঁচু পট্টী। একে বলে সোশালিস্ট কাট কুর্তা। সোশালিস্ট ছাড়া আর কেউ পরতে পারে না। গ্রামের মেম্বরদের মধ্যে কেবল তিনজনই পরে এই কাটের কুর্তা— কালী, বাসুদেব আর সুন্দর। বাদবাকি সদস্যেরা জীবনে কোনদিন গেঞ্জীই পরে নি। কিন্তু এরকম সোশালিস্ট কাট কুর্তা না পরলে লোকে বুঝবে কী করে যে তুমি সোশালিস্ট, তুমি বিপ্লবী। একটা কুর্তায় সাতটাকা খরচ।··· বাসুদেব আজকাল বিড়ি খায় না। মোটরমার সিকরেট খায়। সিকরেটরী সাহেব, চিনগারীজী, সৈনিকজী, মাস্টার সাব—বড় বড় সব লীটারই সিকরেট খান। সুশলিট পার্টীর মেমবরদের বিড়ি খেতে নেই, সিকরেট খেতে হয়।

আজকের বৈঠকের পুরো খরচ দেবে সোমা। কাজেই হাতটান

---

১. কন্‌ফার্ম।

করে খুরি ভরার দরকার নেই। ঢেলে চল! এক লবনী, দুই লবনী, তিন।··· চরখা সেণ্টারঅলারা বলছে আসছে বছর থেকে তাদের গুড় হবে। আর কেউ তাড়ি খেতে পাবে না। এবছরভর খেয়ে নাও, যত পার।

সোমার গতর কালীচরণের চেয়েও দশাসই। পুলিস-দারোগার মারের চোটে হাড় ভেঙে গাঁট পাকিয়ে গেছে। গেঁঠে হাড় দারুণ মজবুত হয়। কালীচরণের দেহে গজদন্তের দার্ঢ্য আছে, সোমার শরীরে লোহার কঠোরতা। কালীচরণের চোখে সজলতা আছে, সোমার চোখে বেড়ালের ধূর্ততার চকমকি।

—"কে হরগৌরী? শিবশঙ্কর সিংয়ের বেটা?···তশীলদার হয়েছে? কালীচরণজী একবার হুকুম দিন না এক রাত্তিরেই ওর হাড়-পাঁজরা পুঁটলিতে বেঁধে দিই।" সোমা তার গোঁফের ওপর থেকে তাড়ির ফেনা পুঁছতে পুঁছতে বলে।

"কমরেড, এবার গোঁফ কামাতে হবে। পার্টীর মেম্বার হলে কেউ গোঁফ রাখে না।"

"কামিয়ে ফেলব'খন, কিন্তু কালীচরণজী হুকুম দিলে···!"

"আচ্ছা আচ্ছা কমরেড, হবে। দাঁড়াও সবুর কর। সংঘর্ষ আসছে। পরসতাব পাস হয়ে গেছে। তখন দেখব তোমার বাহাদুরী।"

"বালদেবোয়াটাকে গাঁ থেকে তাড়াতে পারছ না তোমরা? শুনছি নাকি মঠের কোঠারিনের সঙ্গে খুব দহরম-মহরম। কালীচরণজী একবার হুকুম দিন না ওকে চন্ননপট্টির রাস্তা দেখিয়ে দিই।"

"আরে বালদেও তো এখন মড়া। তাকে কেউ পোছে না। একটা বাচ্চাও ডেকে কথা কয় না। কংগ্রেসেও এখন ওর বদনাম হয়ে গেছে। ওর তো আমাদের ভরসাতেই যত লম্ফঝম্প!··· কোঠারিন তো জীবনভর বহু ইঁদুর মারা শিকারী বেরাল। বালদেওজী ওর ফাঁদে পা দিক না, আমরাও তো তাই চাইছি। হাঁ···বুঝলে তো? ···চরখা সেণ্টারের ওপরেও আসলে আমাদেরই দখল জেনে রাখ। মাস্টারনীজী কালীচরণকে না বলে জলটুকুও খায় না। আর ক'দিন

পরেই সেও কমরেড হয়ে যাবে।...হাতে রইল বৌনা, দেড় বেঘতের মানুষ, ও কী করবে ?"

চারলাবনী সন্ঝা তাড়ি ফুরিয়ে আসছে। সূর্যাস্তের সময় যে হাঁড়ি গাছ থেকে নামানো হয়, তার লালিমা চট করে চোখে নামে। নেশা মানেই হোল আরও একটু পানের তৃষা।...আর এক লবনী !

"আরে বেচারা ডাকতারের কাছে পয়সা কোথায় ? বিনা পয়সায় তো 'এলাজ' করে। একটা পয়সাও ছোঁয় না।"

"ডাক্তারের পয়সা নেই ? বল কী হে ? লোচনপুরের ডাক্তার তো দালান কোঠা বানিয়ে ফেলেছে। জীবছগঞ্জের ডাক্তার তো তিনশো বিঘের পত্তনি জমি খরিদ করেছে। সিঝবাগরৈয়ার ডাকটর ডাকাতি করে, ডাকাতের সরদার। তোমাদের গাঁয়ের ডাকটারটা কী হে ?"

"হুসলগাঁওয়ের হরখু তেলী পয়সা জমিয়েছে বটে। পয়সার খোশবু বেরোয়।"

"মহমদিয়ার তালুকচন্দ্ বন্দুকের লাইসন পেয়েছে আর লোহার পেটী কলকাতা থেকে আনিয়েছে।"

"আরে কত দেখলুম বন্দুকঅলা আর তেজোরিঅলা।...বর্শা আর বল্লম দিয়েই তো সারা এলাকাটা মাছ ভাজার মতন উল্টে পাল্টে খেয়ে এলুম এতকাল। যদি একটা বছর বন্দুক হাতে পাই তো একবার শালা ভুপতসিংয়ের কাছারিবাড়ির নেপালী পাহারাঅলা-গুলোকেও দেখে নিই।"

যে কখনো গান গায় না, তারও নেশা চড়ে গেলে একটু গলা খোলে। সে জায়গায় সুন্দর তো একজন কীর্তনিয়া— সুরাজী কীর্তনও গায় আবার কিরান্তী গীতও গায়। নেশার ঘোরে কিরান্তী গীতটা খুব জমে।

আরে জিন্দগী হায় কিরান্তী সে কিরান্তীমে বিতাবে জা। ছুনিয়া কে পুঁজিবাদ কো ছুনিয়ানে মিটাবে জা।

সনিচ্চরা হাঁড়িটা উলটে ফেলে তবলা বাজাতে থাকে, আর মুখে তবলার বোল বলতে থাকে।

চকাইকে চকাছুম মকাইকে লাওয়া...

দুনিয়াকে গরীবো কো পৈসা জিসনে চুস লিয়া
আরে হ্যাঁ প্যায়সা জিসনে চুস লিয়া
হাঁজী প্যায়সা জিসনে···
উসকী হাড্ডি হাড্ডিসে পৈসা ফির চুকায়ে জা!
হঁসকে গোলী দাগে জা, হঁসকে গোলী খায়ে জা!

"বাহ্ বাহ্! ক্যা বাত হ্যায়! ইনকিলাব হৈ, জিন্দাবাদ হৈ! বা ভাই— হোক একবার দাঁড়িয়ে উঠে···ঘুরে ঘুরে 'বতৌনা বাতাকে' ভাব দেখিয়ে, হেলে দুলে কোমর বেঁকিয়ে সুন্দর ভাই— বাঃ বাঃ···"

সুন্দর উঠে দাঁড়িয়ে কোমর বেঁকিয়ে নাচে—জিন্দগী হ্যায় কিরান্তী কী···

চকাইকে চকদ্দুম, মকইকে লাওয়া ··

কালীচরণ আজ বিকেলে মিটিং ডেকেছিল। ওপরমহলের সবচেয়ে বড় লীডার পুরৈনিয়া আসছেন। তাঁর তোড়ার জন্যে চাঁদা আদায় করতে হবে। সিকরেটরী সাহেব বলছিলেন···সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা কিছুতেই পুরৈনিয়া আসতে রাজী হচ্ছিলেন না। অনেক বলা-কওয়ার পর, দশহাজার টাকার থলি চাঁদা সংগ্রহের শর্তে রাজি হয়েছেন। কালীচরণকে তিনশো টাকা উসুল করতে হবে।··· এবারের রসিদ বইয়ের ওপর সর্বশ্রেষ্ঠ লীডারজীর 'ছাপী' থাকবে।

"কিন্তু তোমরা ছিলে কোথায়?···ও! আসমান বাগ! বড় দেরী করে ফেললে। এরকম করলে পার্টীর কাজ চলবে কী করে। নাও, এখন বল কে কত টাকা যোগাড় করার ভার নেবে। তিনশো টাকা দশ দিনের মধ্যে তুলতে হবে।"

"মোটে তিনশো! চিন্তা নেই, হয়ে যাবে।"

"দশ দিন কেন, পাঁচ দিনেই হয়ে যাবে।"

"তিনশো টাকা আবার টাকা ··।"

"ইনকিলাব, জিন্দাবাত হ্যায়।"

তেত্রিশ

অমঙ্গল !

"গাঁয়ের মঙ্গলের আর কোন আশা নেই।"

হরগৌরী তশীলদার তুর্গার বাহনের মতন গর্জাতে থাকে। "শালারা, চুপিচুপি দফা চল্লিশের দর্খাস দিয়ে ভেবেছিল জমিন সব নগদী হয়ে গেল বুঝি। ছেলের হাতের মোয়া! এঁ! এবার বোঝ। যাওনা, বৌনা আর বলদেবার কাছ থেকে জমি নাওগে। সব শালার কাছ থেকে জমি ছাড়িয়ে নিতে বলেছে মেনেজার সায়েব। নাও জমি নাও! হরির লুঠ পেয়ে গেছ।…কংগ্রেসীরাজ হয়েছে তো জমিদারদের গুলে খেয়ে ফেলবে নাকি।"

সুমরিতদাস বেতারের জিভের ক্লান্তি নেই। সকাল থেকেই বকবক করে চলেছে। ততমাটোলী আর পাসোয়ানটোলী আর কোমরীটোলায় ঘুরে ঘুরে সবাইকে শুনিয়ে বেড়াচ্ছে— "মেনেজার সাহেব পরোয়ানায় কী লিখেছে জান? নয়া তশীলদার তো একেবারে ঘাবড়ে গিয়েছিল। আমি অনেক করে বোঝালুম, তশীলদার আপনি একেবারে চুপ মেরে থাকুন। যাদের দরখাস দেবার দিতে দিন না। যেদিন মোকদ্দমার তারিখ পড়বে, তার আগের দিন আমি আপনাকে একটা ফন্দি বাতলে দোব। তাই হল। জমিদারের উকীল তো শুনে লাফাতে লাগল। মিথ্যেকথা বলব না, তশীলদার বিশ্বনাথপ্রসাদ কোন ফন্দীফিকির আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখত না। যে যাই বলুক…ম্যানেজার সাহেব কী লিখেছে জান? সুমরিতদাসকে একবার সারকিল কাছারিতে পাঠিয়ে দাও। সুশলিং মুশলিং করবেটা কী?"

"সুমরিতদাস! বুড়ো বয়েসে যদি মানইজ্জত বাঁচাতে চাও তো হুঁস রেখে কথাটথা বলবে। বুঝেছ?" কালীচরণের চোখ লাল। সকাল থেকেই সে সুমরিতদাসকে খুঁজছে। সোশালিস্ট পাটীর বিরুদ্ধে বুড়োটা কাল থেকেই আবোলতাবোল 'পরোপ্‌গাণ্ডা' করে

বেড়াচ্ছে। "বুঝতে পারলে? হাঁ।···পরে আবার বোলো না যে সোশালিস্ট পার্টীর ছোকরাদের ছোট-বড়র বিচার নেই।"

"আমি কী বলেছি? জিগ্যেস কর না এদের। কই, বল না হে গুলচরণ। সুশলিং পার্টী···"

"সুশলিং মত্ কহিয়ে···সোশালিস্ট কহিয়ে।···মুখ দিয়ে ঠিক মতন উচ্চারণ বেরোয় না, আবার মুন্সিয়ানা জাহির করছেন। জমিদারের তশীলদার আর ম্যানেজারকে গিয়ে বোল যে রায়তদের থেকে জমি ছাড়িয়ে নেওয়া হাসিঠাট্টার কথা নয়। একবার চেষ্টা করে দেখতে বোল। পার্টীর একজিকুটিরে (একজিকিউটিভ) পরসতাব পাশ হয়ে গেছে। সংঘর্ষ হবে, সংঘর্ষ। বুঝেছ?"

কালীচরণ ঘাড় বেঁকিয়ে চলে যায়। করৈত সাপকে ক্রুদ্ধ হয়ে ঘাড় বেঁকাতে দেখেছ কখনো? ঠিক তেমনি। সুমরিতদাসের বুকের ভেতর ঠকঠকে কাঁপুনি লাগে। আশপাশের লোকের কলহে আবার গরম হয়ে ওঠে। একটু আগেই তারা মুষড়ে পড়েছিল—আবার বুঝি জুলুম হয়ে যায়! হ্যাঁ, শরীর একটা বানিয়েছে বটে মরদের মতন কালিয়া···কালীচরণ আমাদের। দেখলে ভয় করে। সুশ্লিং···সুশলিট পার্টীতে গিয়ে ইস্তক আরো তেজে জ্বলজ্বল করে বেড়াচ্ছে। কী বলে গেল যেন···সংঘর্ষ···না কি যেন···সংঘর্ষটা আবার কী?····

ডা ডিগ্ গা ডা ডি গগা!

সাঁওতালটোলীতে দুদিন ধরে দিনরাত মাদল বেজে চলেছে। ডা ডিগ্ গা। মেয়েরা নাচছে গাইছে। ঝুমুর ঝুমুর।···দরখাস্ত নাকচ হয়ে গেছে। জমিদার জমি ছিনিয়ে নেবে। কুঠির জঙ্গলে জাম আর ডুমুরের গাছে গাছে এবার অনেক ফল ধরেছে। বুনো শুওরের বাচ্চারাও খুব কিলবিল করে বেড়াচ্ছে। হালের ফলা ভেঙে এবার তীর বানাও। লোহা বড় দামী রে। হায় রে হায়। ডা ডিগ্ গা, ডা ডিগ্ গা!···

কালীচরণ বলেছে সংঘর্ষ হবে। পরস্তাব হয়েছে। সংঘর্ষ আবার কী? পরস্তাব কাকে বলে?

রিংরিং তা ধিনতা। ডা ডিগ্‌গা ডা ডিগ্‌গা !···ক্ষেতে পাটের লালচে চারাগুলো দেখে মন লুব্ধ হয়। ধানের সবুজ শীষগুলো মাথা তুলেছে ক্ষেত জুড়ে। মাটির মোহ ঘোচবার নয়। 'বধুনা'[১] পর্বের রাতে তুই খোঁপায় যে ফুল পরেছিলি তা আমি ভুলি নি। আবার মাটির মোহও টুটছে না। পিয়ারী রে, আমার ওপরের তিনপুরুষ পুরৈনিয়ার জেলে পচে মরেছে। মরবার আগে তাদের চুলগুলো সব ভুট্টার ঝুরির মতন সাদা হয়ে গিয়েছিল। আমাদের বাচ্চাদের দাঁত ত্থধিয়া মকাইয়ের দানার মতন ঝকমক করবে রে। তাদের বোলো মাটিমায়েব সোহাগের জিঙ্গিরে আমরা বাঁধা পড়ে গেছি। রে! হায় রে হায়! রিংরিং তা ধিনতা! ডা ডিগ্‌গা! ডা ডিগ্‌গা!

'যদি কেউ জমিতে পা দেয় তার গর্দান নিয়ে নেবে!'

'তশীলদার হরগৌরী রায়তদের সঙ্গে জমি বন্দোবস্তীর কথা ঘোষণা করে দিয়েছে।···একশো টাকা বিঘে পেছু সেলামী দিয়ে যে-কোনো রায়ত জমি বন্দোবস্ত নেবার দরখাস্ত করতে পারে। আরে তোমরা বেকুবের দল। এসব জমি একবছর আগেই নীলেমে খাস হয়ে আছে। পুরনো তশীলদারই এসব কারবার করে গেছেন। নীলেমে খাস জমির ওপর দফা চল্লিশের দরখাস্ত করলে নগদী হবে কী করে?··· হ্যাঁ, নতুন বন্দোবস্ত যারা নেবে তাদের জমা বেঁধে দেব। সে তো আমার হাতে। তার জন্যে কাছারিতে ছুটোছুটি করার দরকারটা কী? ওহে সুখনদাস, মকদ্দমায় তোমাদের কত খরচ হয়েছিল একবার এদের শুনিয়ে দাও তো।···হ্যাঁ, কংরেসী আর সোশলিস্টদের খোরাকী খরচাটাও যোগ করে নিও।···শুনলে? ফি তারিখে চাঁদা আদায় করে তদ্‌বিরকারী লীডারজীদের দিতে হত—দশ টাকা নগদ। সিকরেট আর পানের কথা তো ছেড়েই দাও। আরে ভাই ওদের এই পেশা।···হাঁ, যার জমি নীলেম হয়ে গেছে, সে যদি জমিতে পা দেয় তার গর্দান নামিয়ে নাও। এস্টেটের মদত পাবে।'

১. সাঁওতালদের বিশেষ উৎসব

রামনাম কী লুট হায়, লুট মকে তো লুট !

গরুবলদ বাছুর, মোষের ছানা পটাপট বিক্কিরি হয়ে যাচ্ছে। ডবল সুদেও যদি টাকা কর্জ পাওয়া যায় কর— জমিটা নিতে পারলেই লাভ। পাটের দর পনেরো ; উঁচুতে পঞ্চাশেও যেতে পারে, একশোতেও। বলা যায় না কিছুই, ধান সোনার দামে বিকোচ্ছে। জমি চাই, জমি ! যার জমি নেই সে মানুষই নয়, সে জানোয়ার। তবে জানোয়ার ঘাস খায়, মানুষ ঘাস খেয়ে বাঁচতে পারে না। আরে থুয়ে দাও তোমার কংগরসী আর সুশলিটপাটীর কথা।··· দরখাস্ত খারিজ। জমির বন্দোবস্তী····

এ গাঁয়ের মঙ্গলের আর কোন আশা নেই !

সব টোলার লোক কি এবার নিজেদের মধ্যে লড়বে নাকি ? কোয়রীটোলার ভজু মাহাতোর জমি তারই ভাগনে সরূপ মহতো বন্দোবস্ত নিচ্ছে। সোবরনের জমির ওপর নজর দিয়ে বসে আছে তার আপন চাচা রামেসর। সোবরনের জমি সোনা ওগরায়। যাদব-টোলীর রায়তদের সমস্ত নীলেম হওয়া জমি খেলাওন সিং যাদব নিয়ে নিচ্ছেন। সাঁওতালদের জমি রাজপুতরা নিচ্ছে।···সুমরিতদাস বলছে এ কথা 'গুপুত' কথা। কাউকে বোলোনা ভাই, সাঁওতালদের জমি স্বয়ং তশীলদার সায়েব নিজেই নিচ্ছেন। কিন্তু নিজের নামে তো নিতে পারেন না। তাই অন্যের নামে নিচ্ছেন।

গ্রামের মঙ্গলের আর কোন আশা ভরসা নেই। বিশ্বনাথবাবু বালদেও আর বাওনদাসকে পঞ্চায়েত ডাকতে বলেছেন।···'তোমরাই পঞ্চায়েত ডাক। আমার ডাকাটা ভাল দেখাবে না।'

কালীচরণের পাটীর সর্বাধিনায়ক লীডার পুবৈনিয়া আসছেন। কমরেডরা পাঁচদিনের ভেতরেই তিনশো টাকা জোগাড় করে দিয়েছে। একলা সোমাই দুশো-পঞ্চাশ দিয়েছে।···সর্বপ্রধান নেতাকে বলতে হবে। গ্রামে এরকম দলাদলি থাকলে তো সংঘর্ষ হবে না। সৈনিকজী আর চিনগারীজীকে আবার একবার নিয়ে আসতে হবে। অনেকদিন সভা-টভা হয় নি। ক্ষেতে মাঝে মাঝে ঝাড়াই-নেড়াই না করলে যেমন আগাছা জঙ্গল গজায়, তেমনই এলাকায় সভা-মিটিং না করলে

এলাকা নষ্ট হয়ে যায়। সিক্রেটারী সায়েবকেও এবার সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে। এবার 'লৌডপীসর'ও আনতে হবে।

চরখা সেণ্টারের মাস্টারনী আর মাস্টারদের মধ্যে ঝগড়া হয়ে গেছে।

মঙ্গলাদেবী সোশালিস্ট আপিসে পড়ে থাকবেন— করঘা মাস্টার টুনটুনজীর ব্যাপারটা আদৌ মনঃপূত নয়। যদ্দিন অসুখ ছিল থেকেছেন, কিন্তু আর কেন? এখন তো সুস্থ হয়েছেন। আর মঙ্গলাদেবীকে টুনটুনজী পাটনা থেকেই চেনেন। গ্রাম-উন্নয়ন সেণ্টারে যখন ট্রেনিং নিতেন তখন থেকেই উড়ে বেড়ান। তাঁর দর্শনপ্রার্থীদের সামলাতে ব্যবস্থাপিকাজী হিমসিম খেয়ে যেতেন। নিত্যি নতুন মুখ! বহুবার মঙ্গলাদেবীকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে--কিন্তু তার সাক্ষাৎ-প্রার্থীদের মধ্যে কলেজের ছাত্র, এম.এল.এ., সাহিত্যগোষ্ঠীর সম্পাদক, চর্খাসঙ্ঘের কার্যকর্তা, এমনকি বেশ কয়েকটা হিন্দী দৈনিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদকও ছিলেন। ব্যবস্থাপিকা মহাশয়া হার মেনে চুপ করে গিয়েছিলেন। মঙ্গলাদেবীর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে ডজনাধিক ব্যক্তির কোপভাজন হবার ইচ্ছে হয় নি তাঁর। সেইজন্যেই ব্যবস্থাপিকাজী মঙ্গলাদেবীকে এই পিছিয়ে থাকা গ্রামে পাঠিয়ে-ছিলেন। কিন্তু এখানেও···?

কথা-বলার কৌশলে মঙ্গলাদেবী বেটাছেলের কান কাটেন। পাজামা আর কুর্তা পরেন, বাইরে বেরোবার সময় খদ্দরের দুপট্টাও গায়ে জড়ান। আঁটসাঁট খাটো গড়ন, রঙ শ্যামলা। চোখজোড়া ভারী সুন্দর, খাস ত্রিহুতের চোখ। করঘা মাস্টারকে মঙ্গলাদেবী তাঁতমাস্টার বলেন, চরখা মাস্টারকে বলেন ধুনিয়া মাস্টার। জোলা-ধুনুরী মঙ্গলাদেবীর সামনে কথায় পারবে কেন?···যখন বিছানায় পড়েছিলেন তখন একবার উঁকি মেরে দেখে যেতেও কষ্ট হত, আর এখন এসেছেন নৈতিকতার প্রবচন দিতে। এসব লোককে মঙ্গলা দেবীর খুব ভালভাবে চেনা আছে। লিখুনগে ব্যবস্থাপিকাজীকে। কী করবেন তিনি? ওসব চোখরাঙানিকে মঙ্গলাদেবী কেয়ার করেন না। টুনটুনজীর আসল উদ্দেশ্য তাঁর জানতে বাকি নেই। পাটনা

থেকে আসার সময় ওঁকে নিয়ে সমস্তিপুরে নেবে পড়েছিলেন। বললেন, এখানে গাড়ি বদলাতে হবে। পরে জানা গেল ঐ গাড়িই সোজা কাটিহার যাবে। পরের গাড়ি আবার সকাল আটটায়। রাত বারোটায় ধর্মশালায় নিয়ে গিয়ে তুললেন।···টুনটুনজীর পরিচয় আর বলে কাজ নেই!

বালদেওজীকে খেলাওন যাদব পষ্ট জবাব দিয়ে দিয়েছে। সকলদীপের 'গওনা' হবার দেরী নেই। নতুন বউ শ্বশুরবাড়ি আসছে। কাজেই বাইরের লোকের পরিবারে থাকাটা ভাল দেখায় না। চম্পাপুরের আসিনবাবুর মেয়ে। একটু এদিক ওদিক হলেই বাপকে চিঠি লিখবে। বড় মানুষের বেটি···!

বালদেওজী তাঁর লোটাকম্বল খেলাওনের ওখান থেকে সরিয়ে নিলেন। বালদেওজীর মাসী গোটা গাঁয়ে ঘুরে ঘুরে নিন্দে করে বেড়াল। কিন্তু বালদেওজী সাধু মানুষ; মান-অপমানের ঊর্ধ্বে। চুপ করে রইলেন।

লছমী তাকে কণ্ঠী নেবার জন্যে খুব পেড়াপীড়ি করছে। পুপড়ি মঠের মোহন্ত রামসরূপ গুসাই এসেছেন। বালদেওজী একবার কণ্ঠী নিয়ে নিলে আর মঠে থাকার কোন অসুবিধে নেই।

বাওনদাসের মনে বড় অবিশ্বাস জমেছে। কারুর ওপর বিশ্বাস করতে মন চায় না। গান্ধীজী ছাড়া আর কারুর ওপর বিশ্বাস হয় না তার। ও গান্ধীজীকে একটা চিঠি লিখতে চায়। গাঙ্গুলীজী নিশ্চয় লিখে দেবেন। বরাবরই তিনি লিখে দেন। বাওনদাসের মন সন্দেহ সংশয়ে থৈ থৈ করছে।

চৌত্রিশ

পুরৈনিয়া টিশন থেকে ফুলিয়া এসেছে।

একদম বদলে গেছে ফুলিয়া। শাড়ি পরার কায়দা চলনবলনের কায়দা সব পুরোপুরি বদলে গেছে। তশীলদার সাহেবের মেয়ে কমলী যেমন আঙ্গিয়ার নিচে ছোট চোলী পরে, ফুলিয়াও এদানি সেইরকম পরতে শিখেছে। কানে পেতলের ফুল। ফুল নয়, ফুলিয়া বলে— কানপাশা। আঁচলে চাবির গোছা, পায়ে শিশির রঙ।…হাঁ, খালাসীজী বুঝি খুব পয়সা কামাচ্ছেন আজকাল।

…দূর দূর! মুখে ঝাঁটা মারো খালাসীর। এত শখ-আহ্লাদের খোরাক জোগাবে খালাসী— সেই মুরোদ আছে তার? খেতে পায় না। ফুলিয়া খালাসীকে কবেই ছেড়ে দিয়েছে। খালাসীর ইদানীং খোকসীবাগের এক পসারিণীর সঙ্গে পীরিত। রোজ তাড়ি গিলে গিয়ে সেখানে পড়ে থাকে। মাইনের দিনে সেই মাগী পেছন পেছন ধাওয়া করত। মাইনের একটা পয়সা কম হলে পা থেকে চটি খুলে হাতে নিয়ে দাঁড়াত। তা ফুলিয়া কত আর বরদাস্ত করবে? টিসানের প্যাণ্টম্যানজী (পয়েণ্টস্‌ম্যান) না থাকলে ফুলিয়ার ইজ্জত বাঁচত না। ফুলিয়া এখন প্যাণ্টম্যানজীর সঙ্গেই থাকে। খালাসী একদিন প্যাণ্টম্যানের সঙ্গে লড়াই করতে এসেছিল। টীসন মাস্টার বাবু বলে দিয়েছেন খালাসী যদি টীসনের চৌহদ্দীতে পা দেয় তো ধরে পিটুনি দেবে। সেই যে লেজ গুটিয়ে ভেগেছে, আর ওমুখো হয় নি। প্যাণ্টম্যানজী জাতে ছত্রী—তন্ত্রিমা ছত্রী নয়, আসল বুন্দেলা ছত্রী। পানজর্দা খেতে খেতে দাঁত নষ্ট হয়ে গেছে। পাথরের নকল দাঁত পরে থাকেন। কিন্তু সে নামেই নকল দাঁত, আসল দাঁতের চেয়েও ভাল।

চানা ভুট্টা আমরুদ[1] সব কিছুই চিবিয়ে খান প্যাণ্টম্যানজী। পঁচিশ বছর আগে হাসাম[2] মুলুকে চা খেয়ে আর পান জর্দা চিবিয়ে দাঁতগুলো

১. পেয়ারা। ২. আসাম

সব পড়ে যায়, তা না হলে বয়েস এমন কিছুই না। দশ বছর থেকে 'বেওয়া' হয়ে আছেন। মনের মতন ইস্তিরি এতদিন পান নি। প্যাণ্টম্যান মহঙ্গুদাসের জন্যে একটা পুরনো নীল কামিজ দিয়েছে। সেই কামিজ পরে আর মহঙ্গুকে চেনাই যাচ্ছে না। অবিকল রেলের লোক! বুড়ি মার জন্যে নতুন সাড়ি পাঠিয়েছে। এক বেঘত চওড়া কালো পাড়। এবার কোটায় আসল 'শান্তিপুরী' সাড়ি পাওয়া গেলে ফুলিয়াকে পাঠিয়ে দেবে। ফুলিয়া বলে এবার মাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবে।

ফুলিয়ার ভাগ্যি। রমপিয়রিয়াকী মা বলে—"রমিয়াও এবার বিয়োবার জুগ্যি হল। বিনা বাপের বেটি। যেদিন থেকে তুমি শ্বশুর-বাড়ি গেছ, রোজ একবার করে তোমার নাম করে। বলে, 'ফুলিয়া দিদি কবে আসবে? এবার ফুলিয়া দিদি এলে আমি তার সঙ্গে চলে যাব।' তোদের ওদিকে যদি কোন বর নজরে পড়ে যায়, এবার রমিয়াটাকেও তোর সাথে করে নিয়ে যাস মা ফুলো! এখানে কোয়রী পাড়ার ছোড়াগুলো দিন দিন গোল্লায় যাচ্ছে।…"

সহদেব মিসিরকে দেখলে তন্ত্রিমাটোলীর কুকুরগুলোও ডাকে। অনেকদিন পর এবার তন্ত্রিমাটোলীতে এসেছে সহদেব— ফুলিয়ার আহ্বানে। দশদিন থাকবে, তারপর চলে যাবে।…ফুলিয়া এখন আর জাতসমাজকে ডরায় না। সে তন্ত্রিমাছত্রী নয়, আসল বুন্দেলা ক্ষত্রিয়ের স্ত্রী। অন্দরমহলে স্বপাকে খায়। মার ছোয়াও খায় না! ফুলিয়া এখন মেহমান হয়ে এসেছে। তার মন যা চাইবে, তাই করবে। কারুর কিছু বলার নেই।…সে সহদেব মিসিরকে বসতে চেটাই বিছিয়ে দেয়। কাঁচের একটা ছোট্ট রেকাবীতে করে সুপুরি মৌরি আর ডালচিনির টুকরো এগিয়ে দেয়।… ফুলিয়া তাহলে ভোলেনি তাকে? বাঃ। শহরের জল পড়ে বাইরেটা পুরো বদলে গেছে, কিন্তু ভেতরটা ঠিক যেমনকার তেমনই। কাজল পরে ফুলিয়ার ডাগর চোখ দুটোকে যেন আরো বড় মনে হচ্ছে। গায়ে আঙিয়া, পরনে নকসাপাড় সাদা সাড়ি। সহদেব মিসির সভয়কম্পিত কণ্ঠে বলে—"ফুলিয়া!"

"কী?" ফুলিয়া মুচকে হাসে।

সহদেব মিসিরের মুখ লাল হয়ে ওঠে। কান লাল হয়ে ওঠে। নাকের পাশের শিরাটা ধকধক করে ওঠে। বলে— "ফুলিয়া, যেদিন থেকে তুমি চলে গেছ, সেদিন থেকে আর ও-পাড়ায় পা দিই নি।"

"রেখে দাও! গেহলোতটোলায় যেতে না?··· পনবতিয়ার বাড়িকে যাতায়াত করত। মিছে কথা বোলো না।" ফুলিয়া কিন্তু হাসছে।

"না ফুলো!" ডিবরীর মৃদু আলোয় সহদেব মিসির ফুলিয়ার চোখের নতুন ভাষা পড়তে থাকে।··· হাওয়ার ঝাপটায় ডিবরী নিবে যায়। ফুলিয়া মাথায় গন্ধতেল মাখে আজকাল। আঙ্গিয়ার নিচে যে ছোট্ট চোলী পরে তার গায়ে বোধহয় 'রবাট' লাগানো থাকে।··· ফুলিয়ার গা থেকে আজকাল ঘামের গন্ধ বেরোয় না। মৌরী, ডালচিনি খেলে মুখে সুগন্ধ বেরোয়।··· শহরের কথাই আলাদা। শহরের হাওয়া লাগলেই মানুষ বদলে যায়। তশীলদারের মেয়ে তো কখনো শহরে যায়ও নি।··· জাতের বিধিনিষেধ আর পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্তকে তো সর্বাগ্রে লঙ্ঘন করেছে মাতব্বর লোকেই।··· তন্ত্রিমাটোলীর ছড়িদার হয়েছে নোখে আর উচিতদাস। যাকে বেচাল দেখবে ছড়ি দিয়ে পিঠের ছাল তুলে দেবে। নোখের স্ত্রী রামলগন সিংহের বেটার সঙ্গে ফেঁসে বসে আছে। আর উচিতদাসের বেটী কোয়রীটোলার সরণ-মহতোর সঙ্গে। পঞ্চায়েতের মীমাংসা বড় জোর, দশদিন পর্যন্ত টিকে থাকে। বংশপরম্পরায় যে রীতি-রেওয়াজ গ্রামে চলে আসছে, রাতারাতি তাকে বদলে ফেলা সহজ নয়। যার হাতে নগদ পয়সা আছে, জোতজমি আছে, সেও তো পারে না নিজের ঘরের চালচলন শোধরাতে।··· বাবুটোলীর কার ঘরের কথা গোপন আছে?··· পঞ্চায়েতে পঞ্চজন বসে ফঁয়সলা করতে পারেন, সে আর শক্ত ব্যাপার কী? কিন্তু পঞ্চায়েতের মীমাংসায় হেঁসেলের চুলো তো আর ধরে না? মাতব্বররা কী জানবেন— কত ধানে কত চাল হয়? সাস্তরে বলেছে, 'জরু জমিন জোর কা, নহী তো কিসি ঔর কা।' জমিই বল আর মেয়েমানুষই বল, তোমার ধরে রাখার তাকত না থাকলে আর কেউ কেড়ে নেবেই। আবার জোর বলতে এযুগে কেবল গায়ের জোরই বোঝায় না। শুধু দৈহিক বলে আজকাল সব

কিছু হয় না। যার পয়সা আছে সেই বোতল মিসর[1] পালোয়ান। ঐ বস্তুই সবচেয়ে বড় শক্তির উৎস।

…তশীলদারের বেটি সন্ধে থেকে এক পহর রাত পর্যন্ত ডাক্তারবাবুর ঘরে বসে থাকে; চাঁদনী রাতে কুঠির বাগিচায় ডাক্তারের হাতে হাত রেখে বিহার করে বেড়ায়। তশীলদার সায়েবকে কারুর বলবার হিম্মত আছে, 'আপনার মেয়ের চালচলন বিগড়ে গেছে? তশীলদার হরগৌরী সিং তার আপন মাসতুত বোনের সঙ্গে ফেঁসে আছে। বালদেওজী কোঠারিনের সাথে লটপট করছে। কালীচরণ চরখা ইস্কুলের মাস্টারনীকে নিজের ঘরে রেখে দিয়েছে। ওদের কেউ কিছু বলুক তো? যত আইনকানুন আর পঞ্চায়েত স-ব গরীবের জন্যেই? হুঁঃ!

জমির ব্যাপার নিয়ে গ্রামে নতুন দলাদলির সৃষ্টি হয়েছে। যাদের জমি নীলেমে উঠেছে, দরখাস্ত খারিজ হয়েছে তারা এক তরফ। যারা নয়া বন্দোবস্তী নিয়েছে, কিংবা জমিদারের কাছে মাপ চেয়ে, মুচলেকা লিখে দিয়েছে, কিংবা যে জমি বন্দোবস্ত নিতে চায়— তারা সকলে অন্যতরফ। গরীব আর মজুরদের পাড়াতেও এর প্রভাব পড়তে বাধ্য। খেলাওনের হলবাহাদের কালীচরণ হাল জুততে বারণ করে দিয়েছে। হরগৌরী তশীলদারের ধোপা নাপিত মুচি বন্ধ করে দেবার জন্যে কালীচরণ ঘরে ঘরে ঘুরছে, ভাখন দিচ্ছে। গ্রামের সমস্ত পুরনো বাঁধ ভেঙে গেছে। বোধহয় নতুন বানের জল আসছে।…

গরীব আর শ্রমিকদের দৃষ্টি কালীচরণ খুলে দিয়েছে। শত শত বিঘে জমির মালিক কিষাণের হাতে পয়সা আছে, হুঁশিয়ার! সেই পয়সায় গরীবকে কিনে গরীবকে দিয়ে গরীবের গলায় ছুরি চালায় ওরা। খুব সাবধান!… যারা নতুন বন্দোবস্তী জমি নিতে চলেছে তারা গরীবের রুটি মারতে যাচ্ছে।…

কালীচরণ চামারটোলীতে ভাত খেয়েছে?

জাত আবার কী? জাত তো দুটো— গরীব আর আমীর।… খেলাওনকে দেখ না. যাদবদের জমিই তো ছাড়িয়ে নিচ্ছে।… দেখ

১. মিথলার প্রসিদ্ধ পালোয়ান

দু'চোখ মেলে— গাঁয়ে সেরেফ্ দুটো জাত।

আমীর— গরীব!

তশীলদার হরগৌরী সিং কালোটুপির নওজোয়ান দলকে ডেকে বলল, "এবারে রণাঙ্গনে যেতে হবে। হিন্দুরাজত্ব প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্যায়ে গ্রামেই সংঘর্ষ করতে হবে···লড়তে হবে।"

সংযোজকজী আজকাল দু'বার করে বাড়িতে মনিঅর্ডার পাঠান। সংযোজকজী যা বলবেন কালীটোপীর নওজোয়ানেরা প্রাণ থাকতে তা লঙ্ঘন করতে পারে না। তাঁর আদেশে তারা আগুনে জলে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত। হ্যাঁ— একেই বলে অনুশাসন!

বামনদাস জেলাকংগ্রেসের নেতাদের খবর দিতে যায়—"গ্রামে অত্যাচার হচ্ছে।"

পঁয়ত্রিশ

ভূতপূর্ব তশীলদার বিশ্বনাথ প্রসাদের সামনে বিষম সমস্যা। নতুন বন্দোবস্তী কিসানেরা রোজ তাঁর ওখানে আসে। মামলা মোকদ্দমা উঠলে বিশ্বনাথ প্রসাদের সাক্ষ্যের প্রয়োজন হবে। ভূমিহীন লোকেরা সবাই যখন পার্টিবাজি করছে, এখন জমিওয়ালাদেরও উচিত— ভেদবুদ্ধি ঝগড়া-বিবাদ ভুলে সমস্বার্থে একজোট হওয়া।

···হরগৌরী এখন রাতদিন বিশ্বনাথবাবুর ঘরেই পড়ে আছে!

"কাকা! এইবারটি ইজ্জত বাঁচিয়ে দিন। আপনি কি চান যে আমি ধোপা নাপিত চামারের কাছে গিয়ে জোড় হাতে দাঁড়াব?··· কাল থেকে রামকিরপাল কাকার গোয়ালে গাই মরে পড়ে আছে। চামারেরা তুলে নিয়ে যেতে অস্বীকার করেছে। জীবেসরা চামারকে আপনিই লীডার বানিয়েছেন।··· রাজপুতটোলীর লোকদের দেখুন

কত বড় বড় দাড়ি বেড়ে গেছে এক-একজনের। নাপিতেরা ক্ষেউরী করা বন্ধ করে দিয়েছে। আপনার হাতে টিকি সকলেরই হাতে বাঁধা। আপনি একবার বলে দিলেই সুড়সুড় করে বাপের সুপুত্তুর হয়ে সব…"

কালীচরণ এসে বলছে "বিসনাথ মামা, আপনি কংগ্রেসের লীডর। এবারই প্রমাণ হয়ে যাবে কংগ্রেস গরীবের পাটী না আমীরের পাটী। …আজ অবদি আমি আপনাকে দেবতার মতন মান্য করে এসেছি। কিন্তু যদি গরীবের বিরুদ্ধে পা বাড়ান তাহলে আমাকে বাধ্য হয়ে…"

তশীলদার বিশ্বনাথপ্রসাদ কী করবেন, কী না করবেন, কিছু বুঝে উঠতে পারছেন না।

বামনদাস পুরৈনিয়া থেকে ফিরে আসছে।

'গ্রামে জুলুম হচ্ছে' ওপরমহলে এই কথা শোনাতে বামনদাস পুরৈনিয়া গিয়েছিল। গিয়ে দেখল সেখানেও ঐ অবস্থা। জুলুম হচ্ছে।

জেলার সমস্ত কিষাণ পেটে হাত দিয়ে কাছারির ময়দানে পড়ে আছে। দফা ৪০-এর দরখাস্ত নামঞ্জুর হয়ে গেছে 'লোয়ার কোর্টে'। আপীল করতে হবে। আপীল! 'ফেল কড়ি মাখ তেল, আমি কি তোমার পর?' কী বললে, পয়সা নেই? বাঃ তাহলেই আপীল করেছ! নগদ কড়ি থাকে তো নগ্‌দীর স্বপ্ন দেখ, নইলে বাড়ি যাও।…

কাছারির কম্পাউণ্ডে কানুনের আবহাওয়ায় নিঃশ্বেস নিচ্ছে যে-সব কীট-পতঙ্গ তারাও পয়সা ছাড়া মুখ খোলে না। পয়সা চাই।

জেলাকংগ্রেস দপ্তরে জুলুম হচ্ছে। জেলাকংগ্রেস সভাপতি নির্বাচন আসন্ন। চারজন উমেদার, দুজন আসল, দুজন কম আসল অর্থাৎ 'ডামি ক্যাণ্ডিডেট'। রাজপুত আর ভূমিহারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। জেলার শেঠমহাজন আর জমিদারদের মোটর-লরীর দৌড় প্রতিযোগিতা চলছে এই উপলক্ষে। এ ওর গোর খুঁড়ে পচা লাশ বের করছে। কাটিহার কটন মিলের শেঠজী ভূমিহার পার্টিতে, ফারবিসগঞ্জ জুট মিলের শেঠজী রাজপুতদের পক্ষে।…পয়সার নাচ দেখার শখ থাকে তো এইবেলা এসে দেখে যাও!

বাওনদাস ভাবছে লোকে যে যার টুপীতে— ভূমিহার, রাজপুত, কায়স্থ, যাদব, হরিজন লিখিয়ে নিলেই তো পারে।…তাতে কে কোন্

পাটীর তা চেনা যায়। নইলে চেনা মুশকিল!

'জুলুম হো রহা হ্যায়?'

"জী হাঁ, জুলুম হো রহা হ্যায়···আজ্ঞে হ্যাঁ অত্যাচার হচ্ছে

"দেখুন বাওনদাসজী। কথাটা কী জানেন, এতে তো কোন সন্দেহ নেই যে শতকরা পঁচানব্বইটি কেসেই ভুল এবং মিথ্যে দাবি জানানো হয়েছে। এই মিথ্যাচারীদের উৎপাতেই প্রকৃত সৎ এবং ন্যায্য অধিকারীদের সংগত দাবিও মাঠে মারা গেল। এতে আইনের কী দোষ বলুন? লোকেরই নৈতিক অধঃপতন এর জন্যে দায়ী। দেখুন, এবার জেলাকমিটিতে এই বিষয়ে একটি প্রস্তাব পাস হবার কথা আছে।"

"বেদখল কিষাণদের কী বলব?"

"কী বলবেন?" বলবেন জমিদারী প্রথা তো খতম হতে চলেছে। আজ বিহার মন্ত্রীমণ্ডলী ঘোষণা করে দিয়েছে— জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করার জন্যে বিহার সরকার কৃতসংকল্প।···"

বাওনদাস গরীব কিষাণদের কী বলবে?

জমিদারী প্রথা খতম হয়ে যাবে? তাহলে কংগ্রেসী জমিদারেরা তখন কী করবে? সবাই মিলে মিল খুলবে বোধ হয়। সেই জন্যেই প্রায় প্রত্যেক ছোটবড় লীডারের সঙ্গে একজন করে মারোয়াড়ী ঘুরে বেড়ায়।··· বাওনদাসের পাঁচমাস আগের কথা মনে পড়ে যায়! পুরৈনিয়া টীসনের খাবারের দোকানে বসে তিলঝাড়ির শংকরবাবু তাঁর সঙ্গের দশজন কর্মীকে জলপান করাচ্ছেন, তার পয়সা দিচ্ছে তিলঝাড়ী হাটের মারোয়াড়ী চোখমল জুহারচন্দের বেটা।···'হাঁ জী, খাও জী! তোমরাই হলে দেশের আসল সেবক। জেলে লাপসী খেতে খেতে জীবন কাটিয়ে দিয়েছ।' গোটা এলাকার সমস্ত কাজ-কর্তাকে খাওয়াল আবার এক-একসের মিঠাই কিনে সঙ্গে দিয়ে দিল। ···চোখমল জুহারচন্দের বেটা আজকাল অররিয়া সাবডিভিশন কংগ্রেসের খাজাঞ্চি। ষাট টাকা জোড়া মিহি খাদির ধুতি পরে। চখসিংয়ের বাবা কত খাতির করেন।···

'জুলুম হো গয়া।'

'কী হল ?'

'জমিন্দারী প্রথা খতম।'

'জুলুম বাত।'

এখানকার লোক শুভসংবাদ শুনলেও বলে জুলুম বাত! জুলুম হাসি, জুলুম খুশি! বাংলায় যেমন 'ভীষণ সুন্দর' তেমনই অনেকটা।

'জুলুম বাত !'

'কী হয়েছে ?'

'বাওনদাস জমিদারী প্রথা খতম করে দিয়েছে।' কমরেড বাসুদেও দৌড়ে গিয়ে কালীচরণকে খবর দেয়।

'বাওনদাস !···খতম করে দিয়েছে ?'

'না না। বাওনদাস খবর নিয়ে এসেছে। কংগ্রেসের মন্ত্রীজী জমিদারীর নাস করে দিয়েছে !'

"যতক্ষণ না খবরটা 'লাল পতাকা' কাগজে ছেপে বেরোচ্ছে, ওকথায় মোটে বিশ্বাস কোরো না কমরেড। ওসব কংগ্রেসী চালাকি। যাই হোক, আমি কালই সিকরেটরী সাবকে জিজ্ঞেস করে আসছি। তোমরা মেমবারীর পয়সা জমা করো নি আপিসে! সব কমরেডদের খবর দাও। এবার আখিরী তারিখ। এরপর 'লাল পতাকা'য় নাম বেরিয়ে যাবে।"

'সনিচরা তো মেম্‌বরীর পয়সায় সোশলিস্ট কাট্‌ কুর্তা বানিয়েছে। বলছে সন-পট্টুয়া হলে পরে পয়সা জমা করে দোব।'

'জুলুম বাত। মেমবরীর পয়সায় কুর্তা ? না ওকে বল পয়সা জমা করতে।' নয়া তশীলদার হরগৌরী আর সাবেকী তশীলদার বিশ্বনাথ প্রসাদ এখন একটা পানকে দু'ভাগ করে খাচ্ছে। সত্যি ? সত্যি না তো কী! বেতার সুমরিতদাস জনে জনে শুনিয়ে বেড়ায়···"কলম আর কানুনের সামনে লাঠিবল্লমঅলারা দাঁড়াতে পারে ? বিশ্বনাথ পুরনো তশীলদার। রাজপারবঙ্গার নিমক খেয়েই এতবড় হয়েছে। কায়স্থ নিমকহারামী কখনো করতে শেখে নি।···কংগ্রেসী হয়েছে তা কি নিজের আখেরের কথা ভুলে যাবে ?"

সাঁওতালটোলীতে মাদল বাজছে—

সোনো রো রুপ, রুপে রো রুপ
সোনো রো রুপ লেকা গাতেআঁ মেলায়
গাতেআঁ দিসোয় রে সোনা মুন্দোম
গাতেআঁ উইহয় জীবীদী লোকস্থির।
ডা ডিগ্‌গা। ডা ডিগ্‌গা। রি রি-তা ধিন তা!

সোনা আর রুপোর মধ্যে আমার মনের মানুষের রূপ সোনার মতই। সোনার আংটি দেখে আমার প্রিয়তমের স্মৃতি মনে আসছে।

সাঁওতাল পরগণার আদিবাসী সাঁওতালদের মনে সোনার ঝলকানি লেগেছে কিনা কে জানে? তবে এখানকার সাঁওতাল সোনা আর রুপোর তফাত বোঝে।

···জমিদারী প্রথা লোপ পেয়েছে। আর জমিদার জমি থেকে বেদখল করতে পারবে না। আমরাই তাদের বেদখল করে দিয়েছি। জমি তার যে জুতবে। যে যত জমি পার জোতো, বোনো, কাটো। এখন আর বাঁটোয়ারার ঝামেলাও রইল না।···মাটিমায়ের ভালবাসায় খাদ নেই। ক্ষেতে ক্ষেতে আবার জীবনের লীলা চলবে। আষাঢ়ের বাদল বাজাল ঐ মাদল, বিজুলী নাচিছে তাথৈ···তুমিও নাচ···। ··নাচোরে! মাদল বাজাও জোরে জোরে। পচুইয়ের নেশা আজ আর নামবে না। যতক্ষণ না পূর্ণিমার চাঁদ ঘনমেঘে ঢেকে যায়, নাচ বন্ধ করবে না। নাচ, চাঁদ এখনো ডোবে নি। চাঁদনীর মত প্রিয়তমার হাসি, বাঁশির মত তার মিঠিমিঠি বুলি তীরের মত কলজেয় খুন ঝরায়। ···এই রক্তাক্ত কলজের ওপর ফুলে ভরা মাথাটি রাখ প্রেয়সী!

ডা ডিগ্‌গা···রিং রিং তা!···

ছত্রিশ

গাঁয়ের মাটি ডাক্তারের মনে মোহের ঘোর বিছিয়েছে। আজকাল মনে হয়, যেন কত যুগযুগান্ত থেকে এ মাটিকে সে চেনে। এ যেন তার আপন মাটি। এখানকার নদীপুকুর, গাছপালা, বনপ্রান্তর জীবজন্তু কীটপতঙ্গ— সব-কিছুই তার চোখে অপরূপ লাগে। বেনারসে পাটনায়ও তো গুলমোহরের ডাল লালফুলে ভরে ওঠে। নেপালের তরাইয়ে পাহাড়ের গায়ে গায়ে পলাশ আর অমলতাসও ফুলে ফুলে ছেয়ে থাকে— কই এমন করে তারা তো তাকে কোনদিন 'গুণ' করে নি।

গোল্ডমোহর— গুলমোহর— কৃষ্ণচূড়া! কৃষ্ণচূড়া নামটা কী কানজুড়োনো। কালা বাঁশিঅলার মুকুট জুড়ে রক্তপুষ্পের সমাহার! তার চেয়ে সুন্দর কিছু হয়!

আমগাছের শাখাগুলি রসাল ফলভারে অবনত— ডাক্তার দেখে। কিন্তু তার আগে তার নজর কেড়ে নেয় সেই মানবকগুলি —ঐ আমের আঁটির তুচ্ছ শাঁসের রুটির ওপর যাদের নির্ভর করে বাঁচতে হয়।··· এই মানুষ! ক্ষুধিত, অতৃপ্ত মানুষের আত্মা কদাচ নীতিভ্রষ্ট হয়, কখনো হয় বিদ্রোহী, এরকম আশা করাই তো বোকামি। অথচ··· ডাক্তার গ্রামের দৈন্য আর নিরুপায়তায় স্তম্ভিত হয়ে ভাবে এই আশ্চর্য সন্তোষ কী করে সম্ভব? কোন্ মহৎ আদর্শ ওদের ধারণ করে আছে? কোন্ সে কঠোব নীতির অনুশাসন যা কয়েক সহস্র বুভুক্ষু প্রাণকে নিগড়ে বেঁধে রেখে দিয়েছে— একচুলও বিচ্যুত হতে দেয় না!

···শ্লেষ্মায় বোঝাই দুটি ফুসফুস, গায়ে দেবার তেনাটুকু নেই, বিছিয়ে শোবার চেটাই নেই, একমুঠো খড় পর্যন্ত নেই। ভিজে মাটির ওপর পড়ে থেকেও নিউমোনিয়ার রুগী মরে না, বেঁচে যায়।··· কেমন করে?

এখানে বিভিন্ন ভিটামিনের পৃথক গুণাগুণ আর আবশ্যকতার

ওপর লম্বাচওড়া তালিকা বানিয়ে বিতরণ করার বুদ্ধি যাদের হয়, সেই বিবেচনাশীলদের কথায় মুখর হয়ে লাভ নেই।··· মশার ছবি, মশা থেকে বাঁচবার উপায় নিয়ে রঙবেরঙের পোস্টার এঁকে অথবা ম্যাজিক লণ্ঠনে নানান ছবি দেখিয়ে ম্যালেরিয়ার বিভীষিকা থেকে রক্ষা পাবার উপকার করতে যাঁরা চান্, তাঁরা কোন্ দেশের লোক?··· এখানে ওরকম বৃহদাকার মশার অতিরঞ্জিত ছবি দেখে যে প্রতিক্রিয়া হবে তা এইরকম— "পুরৈনিয়া জেলার লোকে মিছিমিছি মশার জন্যে বদনাম করে। দেখ দিকিনি, পশ্চিমে মশার কী চেহারা, ওরে বাস রে, এক হাত লম্বা ধড়, চার হাত মুণ্ডু। বাপ রে।"

ডি. ডি. টি. আর মশারি তো বহু দূরের কথা, গায়ে সরষের তেল মাখাও এখানে স্বর্গীয় ভোগবিলাসের মধ্যে গণ্য।··· ফুলেল তেল মাখে তো জমিদারবাবুর বাড়ির লোক। 'সরগ কী পরিরা তেল ফুলেল নিয়ে পুণ্যি করনেওয়ালাদের সেবা করতী হ্যায়'।

ক্ষেতের শ্যামমৃত্তিকার সঞ্জীবনী এদের জীইয়ে রাখে। শস্য-শ্যামলা, সুজলা সুফলা··· মা নয় তো কী? এই মাটিতেই পা রাখার অধিকারটুকুও সম্ভবতঃ আর থাকবে না। আইন হবার অনেক আগেই আইনকে ব্যর্থ করার অপকৌশল গজিয়ে ওঠে। ছুঁচের ফুটো দিয়ে হাতী পার করার বুদ্ধিই আজকের যুগে আসল বুদ্ধি।··· আর যারা আছে তারা বৃথা বাক্যব্যয় করে, বুদ্ধিবিভ্রমের ব্যাধিতে ভুগছে। যার হাজার হাজার বিঘে জমি, সে পাঁচ বিঘে জমির ক্ষিদেয় ছটফটিয়ে মরছে।··· যে ভূমিহীন, সে মানুষ নয়, জানোয়ার!

ডাক্তার মমতাকে লেখে—

"তুমি যে ভাষায় কথা বল এরা তা বোঝে না। তুমিও এদের ভাষা বুঝবে না। তুমি যা খাও, এদের সে খাবার জোটে না। তুমি যা পর এরা সে-সব চোখে দেখে নি। তোমার শোয়াবসা, হাঁটা-চলা, হাসা, বলা— কোথাও এদের সঙ্গে মিল নেই। এরা ওরকম কিছুই পারে না। তবু তুমি এদের মানুষ বলবে, কী করে।"

··· প্রশান্ত মানুষের ডাকতার, পশুর ডাক্তার নয়।··· মানুষ আর পশুর রক্ত আলদা আলাদা টেস্টটিউবে রাখা থাকে। এই দুই শ্রেণীর

সিরামের প্রয়োজনীয়তা আলাদা, উপযোগিতা ভিন্ন। ডাক্তার মানুষের রক্তে ভরা টেস্টটিউবটা হাতে ধরে অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, ভাবে, দেখে, একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। ভাবে এই গ্রামের মানুষের রক্তের আর পশুর রক্তকণিকার মধ্যে কোথায় কতটা প্রভেদ, অথবা কতটা সাদৃশ্য !···

নাঃ, টেস্টটিউবের ওপর আর কোন টান নেই ডাক্তারের। কী হবে ? কী করবে সঞ্জীবনী শেকড় খুঁজে ? কার কাজে লাগবে ? দরকার নেই। কাদের বাঁচাবে ? কেন বাঁচাবে ? ক্ষিদের জ্বালায়, নিরুপায়তার জ্বালায় ছটফট করে মরার চেয়ে ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ায় বেহুঁস হয়ে মরে যাওয়া অনেক ভাল। কাকে বাঁচাবে ! একে বাঁচানো বলে না। রোগের হাত থেকে বাঁচিয়ে তিল তিল করে ক্ষয়ে ক্ষয়ে মরণের পথে এগিয়ে দেবার নাম বাঁচানো নয়— তার নাম নৃশংসতা। শোনা যায় গান্ধীজী একবার আহত একটা বাছুরকে তার মর্মান্তিক যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি দেবার জন্যে গুলি করে মারতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। নতুন পৃথিবীতে বাস করার জন্যে স্বচ্ছ সুন্দর নতুন মানুষ গড়তে চেয়েছে প্রশান্ত। হায় ! এখানে মানুষ কোথায় ?··· এখন প্রথম কাজ জানোয়ারকে মানুষ করা !

সে মমতাকে লিখছে—

"এখানকার মাটির বুকে ছড়ানো কয়েক লক্ষ মানুষের জীবনের সোনালি স্বপ্নগুলিকে জড়ো করে তাদের অপূর্ণ ঈপ্সাগুলিকে একত্র করে— এখানকার প্রাণীদের জীবকোষে ভরে দেবার কল্পনা ছিল আমার। আমার কল্পনায় ছিল— হাজার হাজার সুস্থ সবল মানুষ হিমালয়ের কন্দরে কন্দরে, ত্রিবেণীর সংগমস্থলে, অরুণ তিমুর সুণ-কোশীর সঙ্গমে এক বিশাল ড্যাম গড়ে তোলার পাহাড়ভাঙা উদ্যমে লিপ্ত হয়েছে··· লাখ লাখ একর বন্ধ্যাধরিত্রী, কুশীর প্লাবন-কবলিত মৃতা মৃত্তিকার বুকে শস্যশ্যামল সঞ্জীবনীর ষোড়শ উপচারে আয়োজন হচ্ছে। স্বপ্ন দেখেছিলাম— শবাচ্ছাদনের মত সাদা বালিতে ভরা মাঠগুলো একদিন ধানীসবুজ জীবনের রঙে স্পন্দিত হয়ে উঠবে। মকাইয়ের ক্ষেতে ক্ষেতে ঘাস বাছতে এসে পাকা গমের মত সুপুষ্ট

তরুণী মেয়ের দল অকারণ পুলকে হেসে গড়িয়ে গড়বে। তাদের মুক্তোর পাঁতির মতন দাঁতের ঝলক ··!"

ডাক্তার প্রশান্তর রিসার্চ সম্পূর্ণ হয়েছে। একদম কমপ্লিট। সে এখন মস্ত বড় ডাক্তার হয়ে গেছে। যাবতীয় রোগের মূল এখন তার নখদর্পণে···।

দারিদ্র্য আর অজ্ঞতা— এ রোগের দুই কীটাণু। এনোফিলিসের চেয়ে ঢের বেশি বিপজ্জনক, স্যাণ্ডফ্লাই[১]য়ের চেয়ে অনেক বেশি বিষাক্ত এখানকার··

না। থাক্, ও হয়তো কালীচরণের মতন উদাহরণ দিয়ে বসবে। কালীচরণ সেদিন কিষানদের মধ্যে বক্তৃতা দিচ্ছিল ·· "এই পুঁজিপতি আর জমিদারের দল ছারপোকা আর মশার মতন শোষক।··· ছারপোকাকে বলে খাটমল। দেখ নি মারোয়াড়ীদেরও নামের পরে প্রায়ই 'মল' পদবী থাকে। জমিদারবাচ্চারা আবার নিজেদের 'মিস্টর' বলে। বলবে না? 'মিস্টর' আর 'মচ্ছর'— মশা তো একই।"

নোনা-ধরা দেয়াল। ধসে পড়বেই। পড়ে যেতে দাও। এমন সমাজ কদিন টিকিয়ে রাখবে?··· কবি হংসকুমার তিওয়ারীর কয়েক পঙ্‌ক্তি কবিতা মনে পড়ে—

দুনিয়া কুস কটোর চুকী হ্যায়
ম্যায় দো চিনগারী দে দুংগা।

'পৃথিবীতে খড়কুটো জড়ো করে রেখেছে আগেই, আমার একটাই কাজ— দুমুঠো ফুল্‌কি ফেলে দেওয়া।'

গুলমোহর— আজকের ফুল! সমস্ত কুশ্রীতাকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে লাল আগুনের রঙ এনে দাও। লাল!

···কমল— তবুও, কমলানদীর পাড়ের পাশে ডোবার গর্ভে ফোটা পদ্মের আধফোঁটা আধবোজা কলিরা কোষে কোষে নতুন জীবনের পরাগস্পন্দন ধ্বনিয়ে তুলতে চায়, ভরে উঠতে চায়!

"কে! ও! তুমি! কমলা!··· তা এত রাতে?··· একলা এসেছ?"

"ডাক্তার!··· সত্যি কথা বলো তো তোমার কী হয়েছে! আমি

---

১. কালাজ্বরের মশা।

দেড়ঘণ্টা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি ! কী হয়েছে তোমার ? কেন অমন করছ··· তোমার কি ভয় করছে ? তোমারও ভয় করে··· মাথা ঘুরছে ? কই দেখি তো, কান গরম লাগছে ?··· চারদিক ঘুরছে বলে মনে হচ্ছে ?··· ডাকতার !··· প্যারু !”

···কমলিনীর মৃদুল সৌরভ ! কোমল পাপড়ির কমনীয় স্পর্শ ! কমলা !··· ও আমি কমলার কোলে শুয়ে আছি ? ঘুম যেন না আসে। আমার উঠে বসা উচিত। আমায় তো এখনো অনেক পথ যেতে হবে।

“কমলা, চলো তোমায় পঁউছে দিই।”

“শুয়ে থাকো বাবা, উঠ না।”

“ও, মাসী ! তুমি এসে গেছ ?”

প্যারু বলে, “কাল সকাল থেকে সেরেফ্ চা খেয়ে রয়েছেন, মাথা ঘোরার কী অপরাধ ?”

সাঁইত্রিশ

বিশ্বনাথপ্রসাদ মশায়ের বৈঠকখানায় পঞ্চায়েত বসেছে। নতুন পুরনো দুই তশীলদারের আশেপাশেই বসেছেন বালদেওজী আর কালীচরণজী। বামুন রাজপুতের সঙ্গে একাসনে, একই ফরাসে বসেছে যাদব। আরে ! জীবেসর মুচিও বসেছে ? ঐ একই সতরঞ্চিতে ? বাঃ বাছারা তবে এবার রাস্তায় আসছেন মনে হচ্ছে। দেখছ হরগৌরী তশীলদার আজ কীরকম কালীচরণজীর সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে ? যেন এক গেলাসের ইয়ার। তা যাদবদের নাকি এবার জমাহিরলালও ছত্রী বলে মেনে নিয়েছেন। তা হলে আর কার কী বলবার আছে ? ···বাওনদাস কী জাত রে ?··· আরে বাওনদাসকে দেখছি না তো ? গেল কোথায় ? পুরৈনিয়া গেছে ? আজ পঞ্চায়েতের দিন থাকা উচিত

ছিল।··· আরে ভাই, বাইরের লোক, সে বাইরের লোকই। তার এগাঁয়ের কথায় কী দরকার বলো। আজ এখানে, কাল সেখানে। কিন্তু, কালীচরণ··· বালদে ···। ডোমন ঠাকুর কী বলছে, শোনো।

"ঠাকুর, (নাপিত) টোলার একজন আর রজকটোলার একজনকে ওখানে উঁচু ফরাসে বসবার জন্যে বেছে নেওয়া হোক।"

"ও। এসো এসো ডোমন ভাই। তোমার টোলা থেকে কাকে মুরুব্বি বাছবে বল। তুমিই এসো। আব রজকটোলা থেকে প্যারেলাল তো রয়েছেই। আও প্যারে।" কালীচরণ প্যারেকে নিজেই পাশেই বসিয়ে নেয়।

"তা কথাটা হল এই।" তশীলদার বিশ্বনাথ সুপুরি কাটতে কাটতে বলতে থাকেন, "সময় ভয়ানক খারাপ, ভীষণ দুর্দিন আসছে। যারা আখবার গেজেট পড়ে তারাই জানে কী দারুণ দুর্দিন সামনে আসছে।··· বাংলাদেশের মতন আকাল দেখা দেবে। 'বাঙ্গাল কে আকাল'-এর কথা শোন নি? জান না কিছু?···আরে কেন চরবাহারা গরু চরাতে চরাতে গায় শোননি—

বড় জুলুম কইলক অকালওয়ারে
বাঙালা মুলুকবা মেঁ। চার করোড় আদমী মরল···

···জিজ্ঞেস কর কালীচরণকে, বালদেবও বলবে যে, বাংলাদেশের মতন এত ভারী দুর্ভিক্ষ আর কখনো হয় নি।···বয়েস বেশি হলে কী হবে— যারা খবরের কাগজ পড়ে না, তারা দুনিয়ার খবর রাখবে কী করে? এই ধর আমিই যদি কর-কাছারি, পূর্ণিয়া-কাটিহার না করতুম তবে আমিও কূপমুণ্ডু, মানে কুয়োর ব্যাঙ রয়ে যেতুম।···দেখ সরকার সমস্ত ধানগোলা থেকে ধান আদায়-উসুল করছে। কেন বলো তো? সরকার খুব ভয় করছেন যে আকাল হবে। সেইজন্যে দুঃসময়ের কথা খেয়াল করে নিজের হাতে পুরো 'স্টোক' রেখে দিতে চাইছেন। আরে, তোমার বাড়িতে তিনটে পেট, তাই ভাবনায় তোমার রাতে ঘুম হয় না। বছরভর বাপবাপ ডাক ছাড়, কখনো ইন্দ্র ভগবানের কাছে জল মাগো, তো কখনো সূর্য ভগবানের কাছে রোদ মাগো, চাকরি কর, কর্জ কর কত কী কর। আর যার গোটা ভারতবরস

হিন্দুস্থানের কথা চিন্তা করতে হয়। তার হালটা কী হতে পারে একবার ভেবে দেখেছ? এই তো সবে মাত্তর সেদিন লিডাররা সব জেল থেকে বেরোলেন, বেরিয়েই মিনিস্টারী নিলেন। এর মধ্যে যদি আকাল পড়ে তো স্বরাজ পাবার যে কথা ছিল তা আর পাওয়া যাবে না। আর যদি স্বরাজ মিলেও যায়, তবু সব তাগদ তো দেশের লোককে খাওয়াতেই বেরিয়ে যাবে। সেইজন্যে আমাদের উচিত মাটি থেকে বেশি করে অন্ন ফলানো।··· তখন ধর কর-কাছারি, কর-ফৌজদারী করে তুমি ক্ষেতে ১৪৪ ধারা জারী করালে, তারপর ১৪৫ ধারা হবে, তাতে জমিতে ধান রোপা তো আটকে রইল! ক্ষেত রইল পড়তি হয়ে, ফসল ফলল না। তারপর যখন মালিকের কাছে ধানের জন্যে হাত পাতবে, সে কোত্থেকে দেবে? নিজের খরচের ধানও তো মালিকের হাতে থাকবে না, আর সরকার আদায় করবে হাতে কানুনের লাঠি নিয়ে। বড় বড় মহাজনের বস্তাতেও চামচিকের বাসা হবে।···কাজেই আমার কথা হ'ল যে ভাই, সবাই মিলে একজোট হয়ে নিজেদের ভেতর বিচার বিবেচনা করে দেখ— কী করলে ভাল হয়।"

···আরে! এ পঞ্চায়েত যে দেখি বেজমিঅলাদের জ্ঞান দেবার জন্যে ডাকা হয়েছে!···চুপ কর। তশীলদার যেটা বলছেন, বুঝে দেখ ভাল কথাই বলছেন।···না, না, পাকা লোক। বললেই তো হবে না কালীচরণ আর বালদেব তো আজ দু'দিন এয়েচে। এ্যাদ্দিন তো আমাদের মাথা বলতে উনিই ছিলেন। কেন, সেবার তো এঁর বৈঠকখানায় বসেই গেজেটে খবর শুনে গেলুম নেতাজী সিংগাপুরে পুষপক্ বিমানে চড়ে এসে গেছেন।···তশীলদার যা বলছেন ঠিকই বলছেন।

"তশীলদার বাবু? মায়-বাপ···আপনি ঠিকই বলছেন। এখন আপনিই কোনও রাস্তা বাতলান।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ তশীলদারকাকা, আপনিই বলে দিন কী করতে হবে। ···কী বল কালীচরণজী?" হরগৌরী হেসে হেসে কালীচরণকে জিজ্ঞেস করে।

কালীচরণকে 'জী' বলে সম্বোধন করছেন হরগৌরীবাবুও!

"ঠিক আছে। ঠিক আছে। তশীলদার সায়েব ঠিক বলছেন।"

"...তা দেখ ভাই, আমি হিন্দুস্থানও জানি না, আর ভারতবরসও বুঝি না। আমি জানি আমার এই ছোট গ্রামের কথা। আপ ভালা তো জগৎ ভালা। আমার উদ্দেশ্য হল এ গাঁয়ের হিত করা। আমি চাই, এখানে সবাই কী গরীব কী আমীর সব ভায়ে ভায়ে মিলে মিশে এক হয়ে থাকবে। কেউ জমি ছাড়াতেও যাবে না, কেউ মিথ্যে দাবি করতেও যাবে না। যেমন আগেও হচ্ছিল তেমনি এখনও হবে। লোকে চাষ আবাদ করবে, ভাগবখরা করে নেবে। রসিদও চাইবে না, আবার নগদীর জন্যে দরখাস্তও করবে না।... এটা দুদলকেই বুঝে দেখতে হবে।... কী হরগৌরীবাবু। শুনছ তো? তোমার ম্যানেজারকে গিয়ে বলে দিয়ো যে, হুজুর, এখনও একটু হুঁশ করে কাজ করতে শিখুন। যদি এইভাবে রায়তদের সঙ্গে শত্রুতা সাধেন, অন্ততঃ আমাদের এখানের প্রজাদের সঙ্গে, তাহলে কিন্তু ফল ভাল হবে না। ...সব ব্যাপারটা তো আমারই হাতে হয়েছে। আমি যদি আজ সাক্ষি দিতে গিয়ে বলি যে হাঁ হুজুর ধর্মাবতার, এসব জালজোচ্চুরি কাজ আমায় দিয়ে করানো হয়েছে, আর খাতাপত্তর, রোকড়দস্তাবেজ, দলিল পর্চা নিয়ে গিয়ে হুজুরে দাখিল করে দিই— তাহলেই ব্যস— একেবারে ঢাকীসুদ্ধু...'খোপ সহিত কবুতরায় নমঃ'...।"

'হাহা হোহো!' পঞ্চায়েতের সমস্ত লোক উন্মুক্ত অট্টহাসি হেসে ওঠে।

"আরে ভাই, কোন্ খানদানের তশীলদার, সেটা তো দেখতে হবে?" সিংজী হাসতে হাসতেই বলেন।

"মহারাণী চম্পাবতী..." 'হোহো হোহো'...হাসির দ্বিতীয় মুক্ত তরঙ্গ শতশত সরল হৃদয় মাটির মানুষদের মনকে মাতিয়ে দেয়।

"আচ্ছা, তবে এবার কাজের কথা হোক।...শোন বাবা কালীচরণ, লীডার হয়েছ, এর চেয়ে ভাল কাজ বড় কাজ আর নেই। গ্রামের নাম রাখবে তোমরা কেউ সোশালিস্ট লীডার, কেউ কংগ্রেস লীডার, কেউবা কালোটপীর লীডার। কিন্তু দেখ বাবা, এগাঁয়ের সমস্ত ছেলে-ছোকরাদের মালিক বল মুরুব্বি বল সে হলুম আমি আমরা বুড়োরা।

যদি গ্রামে কেউ এদিক ওদিক করে, তো পিঠের চামড়া তুলে নোব। ··· খেলাওন, জোতীখা জী! আপনারাই বলুন, যে-সব ছেলে-পুলেরা আমাদের কাক মামা দাদা পিসে বলে ডাকে, তাদের দোষ-ঘাট ভুলচুক দেখলে যদি ছুটো কড়া কথা বলি, কি কানটা ধরে মলে দিই তাতে দোষ হয়?"

"না, না, সে কী কথা। আপনি উচিত কথা বলেছেন।"

"আমরাও গাঁয়ের ছেলে, বাইরের লোক তো নই। তবে একটা কথা আমিও গোড়াতেই বলে রাখি। এখন আপনি যে-ভাবে চলতে বলছেন, আমরা তাই করলুম। কিন্তু তারপর যদি আমাদের গলায় ছুরি বসানো হয় তখন?" কালীচরণ বলে।

"আমি তার জিম্মা নিলুম। আহা, আমি বলছি না, সবটাই আমার হাতের খেলা।"

"তা হলে ঠিক আছে। আমরাও গাঁয়েরই লোক, বাইরের লোক নই।"

"ঠিক কথা। ঠিক কথা!"

"কিন্তু একটা কথা সবাই শুনুন, ভাইসব। গ্রামের বাইরের কেউ যদি কখনো আমাদের গ্রামে হামলা করে, তখন কিন্তু সবাই মিলে তার মোকাবেলা করতে হবে। এটা যেন মনে থাকে। হ্যাঁ, যদি বাইরের কেউ গ্রামের জমির ওপর চড়াও হয়, তখন কিন্তু সবাইকে এককাট্টা হয়ে তাদেরকে ঠেকাতে হবে। গাঁয়ের ক্ষেত, গাঁয়ের লোকের থাকবে। বাইরের কেউ কেন ভাগ বসাবে। কী বলেন সব। বুঝলেন তো?"

"হাঁ, হাঁ ঠিক, ঠিক ঠিকই তো, রাত অনেক হল। আকাশ ভেঙে আসছে। মেঘ যা করেছে, মনে হচ্ছে জোর বিষ্টি নামবে। হোক হোক।···দোহাই ইন্দ্রমহারাজ। খুব বরষাও বাবা।"

প্রতিবছরই বরষার মরশুমে এইরকম হয়। জলবিষ্টি ভগবানের হাতে। মানুষ কী জানে বল! ইন্দ্রদেবতা বরুণ দেবতার কাছে আকুল প্রার্থনা— হে ভগবান। বিষ্টি দাও। জল দাও।··· আকাশেব দূর কোণে কোথাও একটুকরো মেঘ জমেছে, বিদ্যুৎ চমকেছে, অমনি ঘরে ঘরে বৃষ্টিভিক্ষার কাকুতিমিনতি শোনা যাবে। জমি থাক্, না

থাক্, চাষের সঙ্গে সম্বন্ধ যারই আছে, তারই অন্নের প্রশ্ন এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে।··· আবার সেই নাগাড়ে পাঁচদিন ধরে ঘন বর্ষা নেমেছে, ক্ষেতের আল ডুবেছে, অমনি··· "দোহাই বাবা দেব্তা— একটা হপ্তা রেহাই দাও ভগবান!"

সবই ইন্দ্রমহারাজের মর্জী। যদি তাঁর মেজাজ ভাল থাকে তো প্রার্থনা মঞ্জুর হবে— হপ্তাখানেক বর্ষা বন্ধ করে দেবেন। আবার মাঝে মাঝে রোদ মাঝে মাঝে বিষ্টি যদি হয় তবে তো বরাতি সুপ্রসন্ন। ধান রাখবার জায়গা থাকবে না। 'মূসিন পুছে মূসসে কঁহাকে রাখব ধান'··· 'ইঁদুর বৌ তার বরকে শুধোয় ধান রাখবার জায়গা কই গো?'

তশীলদার বিশ্বনাথ প্রসাদের কাছে ডাক বচনামৃত, ভবিষ্য-ফল আর খনার বচন আছে। পঞ্জিকা দেখে হিসেব করে বলে দেবেন এপক্ষে খরা হবে কি ঝরা হবে।··· নক্ষত্র গণনায় যদি স্ত্রী নক্ষত্রে স্ত্রী নক্ষত্রে সংযোগ হয় তো শূন্য। পুরুষে পুরুষে হলেও তাই। একফোঁটাও বিষ্টি পড়বে না। হাজার চেঁচিয়ে মর না।···

ততমাটোলা, পাসবানটোলা, ধানুককুর্মীটোলা, আর কোয়রী-টোলার মেয়েরা প্রতিবছর এই সময় ইন্দ্রমহারাজকে সন্তুষ্ট করবার উদ্দেশ্যে, মেঘকে গলাবার সংকল্প নিয়ে, 'জাট-জট্টিন' গান করে।

আজও জাট-জট্টিনের আয়োজন হয়েছে। কাল করেছিল পিছয়ারীটোলীর মেয়েরা। একটুকরো মেঘ এসে কিছুক্ষণের জন্যে চাঁদকে ঘিরে ধরেছিল। আজ পূর্ণিমা। কাল থেকেই যদি বিষ্টি না নামে তাহলে সারা পক্ষকাল খরা চলবে।··· ততমাটোলীর মেয়েরা বাবুটোলার মেয়েদের নেমন্তন্ন করেছে— "এসো সবাই একসঙ্গে জাট-জট্টিন খেলি, নিশ্চয় বরষা নামবে।"

গোয়ারটোলী আর কায়স্থটোলীর মাঝখানে যে পনেরো রশি ময়দান খালি পড়ে আছে সেইখানেই প্রমীলা সভার উৎসব আয়োজন হয়েছে।

···জাটের কাছে হাজার হাজার ভৈঁস। সে সেই মেষ চরাতে কুশী নদীর ধারে যায়। জট্টিন থাকে ঘরে। দুধ, ঘি, দই বেচে, তার হিসেব রাখে।··· সোয়ামী শাশুড়ির সঙ্গে ঝগড়া করে মালিনী

জাটিনী বাপের বাড়ি চলে গেছে। জাট গেছে তাকে খুঁজতে। জাটিনী বড়ই সুন্দরী, তার রূপের সুখ্যেত চারদিকে।

সুনরী হামার জট্টিনিয়া হো বাবুজী
পাতরী বাঁস কে ছৌকিনিয়া হো বাবুজী
গোরী হমার জটিনিয়া হো বাবুজী
চাননী রাত কে ইঁজোরিয়া হো বাবুজী।
নানহী পানহী দাঁতবা, পাতল ঠোরবা···
ছটকে জেসন বিজলিয়া···।

[জটিনী আমার সুন্দরী— বাঁশপাতার সমান পেলব; পূর্ণিমার জোচ্ছনার মতন গৌরী; তার ক্ষুদিক্ষুদি দাঁত, পাতলা ঠোঁট হাসলে যেন বিজলী চমকায়···]

তা জাটের মনে বড় ভয়। গাঁয়ের বাবুভাইয়া, নায়ক, মোড়ল সবার ওপরেই তার সন্দেহ।···জটিনী কি আর পিত্রালয় যেতে পারবে? কেউ না কেউ তাকে ভুলিয়ে ঠিক ধরে রাখবে।···পথে কত কত নদী, কত ঘাট পড়ছে। জাট সব গাঁয়ের গ্রামপতিদের কাছে যাচ্ছে।

নায়কজী হো নায়কজী, খোল দেহো কিবাঁড়িয়া হো। ঢুঁড়ে, দেহো জটিনিয়া হো নায়কজী···।

জট্টিন সেজেছে রামপিয়ারিয়া, জাট সেজেছে কোয়রীটোলার মাখনী। মাখনীকে দেখতে ঠিক বেটাছেলের মতন।

মূল অভিনয় ছাড়াও মাঝে মাঝে সাময়িক আভনয়, ব্যঙ্গ নাট্য হাস্যকৌতুক সবই হয়।···ফুলিয়া সেজেছে ডাক্তার। পদ্মের মৃণাল ভেঙে ভেঙে হারের মতন গেঁথে তাই গলায় ঝুলিয়েছে— ডাক্তারের স্টেথো। সনিচ্চরার নতুন পাজামা চেয়ে এনেছে। বেহুলা নাচের দল থেকে সাহেবী টুপি আর কোটও এনেছে।

"এ ম্যান। ইদার আতা হ্যায়। বোলো, কেয়া হোটা হায়।"

"হুজুর। থোড়া সির দুখতা হায়, থোড়া আঁখ ভি দুখতা হ্যায়, থোড়া কান ভি দরদ করতা হৈ, অর কলেজা ভি ধুক্ধুক্ করতা হৈ।

সর্দি ভি হোতা হৈ, গর্মী ভি লাগতা হ্যায়। ভুখ নেহী লাগতা, অর জব ভুখ লাগতা তো খানা নহী মিলতা হৈ।···রুগী হয়েছে ধানুক-টোলার সুরতী। বাঃ, জব্বর কথা গাঁথতে পারে···হাহাহা, হিহিহি। ···'আরে বাপরে বাপ। এসা বেমারী টো কাভী নাহী ডেকা। টুমারা নেবজ (কবহি) ডেখেগা। (নাড়ী টিপে) উহুঁ। টুম নেহী বাচেগা। তুমারা বেচারীকো কীড়া হো গিয়া। জরু—সন্ লাগেগা।"

দ্বিতীয়া রোগিণী আসে— কূর্মীটোলার তরাবতী।

"এ্যাই অওরট্, তুমকো কেয়া হুয়া।"

"হমরা দিল দকদক করতা হ্যায়।"

"আরে বাপ। য়হাঁ তো সবকা দিল ধকধক করতা হায়। হামরা ভি দিল ধকধক করনে লাগা।" ডাক্তার আর রোগিণী দুজনেই সভয়ে দুজনকে আলিঙ্গন করে। মেয়েরা হেসে লুটোপুটি খায়। বুড়িদেব হাসতে হাসতে কাশি আসে। কাশতে কাশতে দম আটকে আসে···হুঁহুঁহুঁ···খখখ···আকৃখ··। বাব্বাঃ হাসতে পারে বটে! এসব রঙ্গ পুরুষদের দেখার অধিকার নেই। যদি ধরা পড়ে যে কেউ লুকিয়ে চুরিয়ে দেখেছে, তাহলে তাই নিয়ে পঞ্চায়েতে কথা উঠবে।··· যার গোঁফ ওঠে নি, দেখতে পারে।

অভিনয় শেষে সমস্ত মেয়েরা সমবেতভাবে হাল জুতবে। যে-কোনো বাড়ি থেকে লাঙল বলদ নিয়ে যাবে। আর ক্ষেতে লাঙল দেবার সময় গ্রামের সমস্ত মান্যগণ্য কৃষক-মোড়লদের নাম করে গালাগাল দেবে। "আরে রে বিসনাথ তসীলদারোয়া রে, জলদি পানি লারে। পিয়াস সে সর রহে হে রে।···আরে সিংঘোয়া সিপাহীরা রে রামখেলাওনা রে···জল নিয়ে আয় তেষ্টায় মলুম···।"

এ গালাগাল কেউ গায়ে মাখে না। বরং কোন বড় চাষীর নাম নিতে ভুল হয়ে গেলে, তার কানে গেলে, সে কষ্ট পায়। তার খুব দুঃখু হয় মনে। এবছর গালাগাল থেকে ডাক্তারও নিস্তার পায় নি। আর ডকটরোয়া রে···আরে পরসন্তো রে, জলদিসে এক বোতল পানি লারে···হা হা হো হো···

আকাশে কাল মেঘের পশরা সাজাচ্ছে।···বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে খুব।

আটত্রিশ

দুদিন থেকে ঘনঘটা করে রয়েছে। আকাশ একটুও পরিষ্কার হচ্ছে না। ঘণ্টা দু'তিন হয়তো বৃষ্টিটা একটু ধরল, টিপ্‌টিপ্‌ করে দু'চার ফোঁটা ঝরল···তারপর আবার মেঘ, আবার অন্ধকার। একখণ্ড সাদা মেঘও যদি নিচের দিকে নেমে এল তো তাই থেকেই ঝরঝরিয়ে বর্ষা নামবে। আষাঢ়ের মেঘ বলে কথা···।

রাতের অন্ধকারে ব্যাঙের ডাকের সঙ্গে গলা মিলিয়ে অসংখ্য পোকামাকড় যেন ঐকতান বাজিয়ে চলেছে···টরর। ভেঁক্···টরর্। ···গ্যাঙর···গোঁ···ঝিঁ ঝিঁ ঝিঁ, চিচি···ফিরফির···সিঁ···কিটির কিটির! ঝিঁ···টরর···গোঁ!

কোঠারিণী লছমীর নিদ নাহি আঁখিপাতে···চিত্ত বড় চঞ্চল। থেকে থেকে মনে হচ্ছে যেন তার শরীরে কোন পতঙ্গ ঘুরে বেড়াচ্ছে। থেকে থেকে বিছানা ছেড়ে ওঠে, বিছানা ঝাড়ে, কাপড় ঝাড়ে। কোথাও কিছু নেই। কিন্তু সেই সুড়সুড়ুনি আর যায় না। ···লণ্ঠনের শিখা বাড়িয়ে লছমী বীজক গ্রন্থ নিয়ে বসে।—

জানা নহি বুঝা নহিঁ সমঝি কিয়া নহিঁ গৌন।
অন্ধেকো অন্ধা মিলা রাহ বতাবে কৌন!

কে তাকে পথ দেখাবে? না সে বালদেওজীকে জেনেছে। ভাল করে পরখ করে চিনে নিয়েছে তাকে।···মোহন্ত সেবাদাস বলেছিলেন 'লছমী! বালদেও সাধু পুরুষ, সজ্জন ব্যক্তি।···কিন্তু বালদেওজী এমন লাজুক যে কখনো নিরালায় কথা বলতে গেলেও থরথরিয়ে কাঁপে। মুখ লাল হয়ে যায়। লজ্জায় না ভয়ে?···কিন্তু বিরহ-বাণে জর্জরিত লছমীর অন্তর ব্যথায় উতল হয়ে ওঠে।

বিরহ বাণ জিহি লাগিয়া ঔষধ লাগে না তাহি।
সুমকি সুমকি মরিমরি জিবে উঠে করাহি করাহি।

লছমীর অন্তরজোড়া বিরহের ক্রন্দন। কিন্তু বালদেও তা বোঝে না। এখন সে কী করবে?···টরর···ভেঁক্···গোঙর গোঁ ঝিঁ টরর·· গোঁ! না। লছমী আর সইতে পারবে না। সে বালদেবজীর কাছে যাবেই। সে বেচারার মশারি নেই। মশা কামড়ে কত কষ্ট পায় বালদেও।···না। যাবে না সে। কেন যাবে?···

পানী প্যাবত ক্যা ফিরো ঘরঘর সায়র বারি,
তৃষাবন্ত জেব হোবেগা, পীবেগা ঝখ মারি।···

রামদাস— মোহন্ত রামদাস আজকাল লছমীর সঙ্গে খুব কম কথা বলে। সে নামমাত্র মোহন্ত। কিছু জানেও না, বোঝেও না। কত আয়, কত ব্যয় কোন কিছুরই খবর রাখে না। কুড়ির ওপর গুণতেও জানে না।···তবে এটুকু সে বেশ ভাল করেই বোঝে যে লছমী যদি আজ মঠ ছেড়ে চলে যায় তো তার পক্ষে একটা দিনও টিকে থাকা মুশকিল হয়ে পড়বে। লছমী যাদুমন্তর জানে। কাগজপত্রই বা কী চাষবাসই বা কী। কী বা হাকিম মহাজনের সান্নিধ্য, সমস্ত ব্যাপারেই লছমী দক্ষ। তাই রামদাস বুঝে গেছে যে যদি ইজ্জত বাঁচিয়ে পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে দুধ মালাই ভোগ করতে হয়, তবে লছমীকে বিন্দুমাত্র অপ্রসন্ন করলে চলবে না।···দেহের আগুন মনকে প্রায়ই বিক্ষিপ্ত করে তোলে নিশ্চয়ই, কিন্তু উপায় কী?···এক যদি একটা সেবাদাসী রাখার হুকুম লছমী দেয়, তাহলে···।

গড়গড়াম···গুড়গুড়···মেঘ গুমরে ওঠে। বিজলী ঝলসে ওঠে আর তারপরই অঝোরে বিষ্টি নামে!

হ্যাঁ, বরষা একেই বলে। কাল থেকেই ঘনরোপণ আরম্ভ হবে। জয় ইন্দর মহারাজ বরসো, বরসো।···কিন্তু ধানের চারা, বিহন ধান কোথায় পাওয়া যাবে? আজ তো পঞ্চায়েতে বসে বড় বড় মহাজন গালভরা বুলি আউড়ে দিলেন। কাল যখন তোমার গরজ নিয়ে যাবে তখন দেখো কীরকম বোল বেরোয়।··· 'ঘরের খরচেরই ধান নেই', 'বীহন নেই, কোথায় পাব' কিংবা 'দাঁড়াও আমার বোনাটা হয়ে যাক।'···গড়গড়াম····গুড়ুম!

"বীহন ধান মালিকদের দিতে হবে। চিরদিন দিয়ে এসেছে এবার দেবে না কেন?" কালীচরণ তার আপিসে ঘুমন্ত আধঘুমন্ত আর জেগে জেগে শুয়ে থাকা চাষীমজুরদের সঙ্গে কথা বলে, "অন্যান্যবার দুনো নেয়, বীহনের দুগুণ, এবার সেসব চলবে না। যদি তশীলদার মামা সেসব ব্যবস্থা না করেন তাহলে···সংঘর্ষ।"

বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। অঝোর ঝরে বাদল ঝরছে। মঙ্গলা এখন কালীচরণের বাড়ির অন্তঃপুরেই থাকে। কালীচরণের মা অন্ধ। কালীর এক পিসি আছে, মাঝবয়সী বিধবা। মঙ্গলার মিষ্টি কথা শুনে কালীর মার চোখ সজল হয়ে ওঠে, আর কালীর পিসির চোখ লাল! যখনই বিদ্যুৎ চমকায়, পিসি তার পশ্চিমের দাওয়া থেকে শুয়ে শুয়ে পুবের ঘরের ওপর নজর হানছে। মানুষের ছাওয়া পড়ল যেন? না, বাঁশ···। পুবের ঘরে মঙ্গলাও জেগে। মেঘের গরজনি আর বিজুলীর চমক ওর মনে তরাস জাগায়। ছেলেবেলা থেকেই মেঘবিদ্যুৎ ঝড়বাদলে বড় ভয়। তায় এখানের বরষা যেন ··। ঐ, আবার। আবার একবার চমকাল।···'কে'! মঙ্গলা প্রায় ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করে—"কৌন?"

বিদ্যুতের আলোয় ভিজে পায়ের ছাপ স্পষ্ট দেখা যায়। সোনাই যাদব ঝোপড়ীতে শুয়ে বারমাস্য গাইছে :

এহি প্রীতিকারণ সেত বাঁধল সিয়া উদেস সিরী রাম হে।
সাবন হে সখি সবদ সুহাবন রিমিঝিমি বরসত মেঘ হে।···

রিমিঝিমি বরসত মেঘ!··· কমলা প্রশান্তর ভাবনায় বিভোর হয়ে রয়েছে। জানলাগুলো খোলাটোলা নেই তো। জানলার পাশেই যে শোবার অভ্যেস ডাক্তারের। হয়তো বিছানা ভিজে একসা হয়ে গেছে। কাল থেকে জ্বর। সর্দি বসেছে খুব।··· কী হল যে ওর শরীরটার? ··· আচ্ছা,··· মাসী· · সত্যিসত্যি ডাইনী নয় তো?··· ডাক্তার খুব বাদলপ্রিয়। কাল বলছিল— 'আমার বৃষ্টির জলে ছুটো-ছুটি করে চান করতে খুব ভাল লাগে।'

ছরছর! ঝমঝম! বন্যার মত বয়ে চলেছে বৃষ্টির ধারা মাটির

বুক বেয়ে। যেন নদী হয়ে ধেয়ে চলেছে। ছরর ·· ঝিম্‌ম্‌—ঝম্‌ঝম্‌!

বিরসা মাঝি আর শুয়ে থাকতে পারে না।···· পরশু গাঁয়ের লোক মিটিন করেছে— বাইরের লোক যদি ক্ষেতে চড়াও হয় তো সবাই একজোট হয়ে ঠেকাবে। মিটিনে কালীচরণও ছিল, বালদেবও !··· সাঁওতাল বাইরের লোক !

আজ হরগৌরী তশীলদারের সেপাই সব জমি দেখে বেড়াচ্ছিল— ভাদৈ ধান পেকেছে। কাটবে নাকি ? কোন ক্ষেতে কে ধান রুপবে ? তবে কি সত্যিই সাঁওতালদের জমি ছাড়িয়ে নেবে তশীলদার ? জমিদারি পর্‌থা লোপ পেল, অথচ তশীলদাব জমি থেকে প্রজাকে বেদখল করে দিচ্ছে।··· কথাটা তলিয়ে বোঝা যাচ্ছে না।··· কী হবে কে জানে। কালই দেখা যাবে। জমিতে হাল-লাঙল নিয়ে যাবে তশীলদার, ভাদৈ ধান কাটতে যাবে, তখন দেখা যাবে। আগে থেকে এত কিসের ভাবনা চিন্তা ?··· তবু··· এখন আর ঘুমোবাব জো নেই তার।···শুয়ে শুয়েই মাদলে হাত চালায় বিরসা। রিং রিং তা ধি তা ··

গুড়গুড়ুম ·· গুড়গুড়··· গুড়ুম !
মেঘ চিরে বিদ্যুত ঝলসাল !

কাল ধানের চারা পাওয়া যাবে তো ?··· বালদেওকে কেন মশা কামড়ায় না, কালীচরণের পিসির ঘুম নেই কেন, আর ডাক্তারের শিয়রের জানলা খোলা না বন্ধ— এসব প্রশ্নের জবাব তো কাল সকালে জানা যাবেই। কিন্তু এখন যে এই সোনাই যাদব বারোমাস্যা গাইছে তার কী করা যায় ?··· বারোমাস্যা তো ঘরে গ্রামে গাইবার জিনিস নয়। সোনাইটা তো আশ্চর্য জীব ! কুমর বিজয়ভান নয়, লওরিক নয়, বারহমাসা ! ক্ষেতে রোপনী করতে যাবার সময় গাইবার গান বারহমাস্যা। ধানের ক্ষেতে পায়ের ছপছপ তালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এ-গানের মনমাতান সুর এমনই ভাল লাগে যে মানুষ পৃথিবী ভুলে যায়।··· সাঁওতালটোলীতে এমন অসময়ে মাদল বাজছে কেন ···ঠিক যখন হতভাগা সোনাই অকারণে গান ধরেছে—বারমাস্যা। তা

গাইছে যখন একটু দু'চার কলি নাহয় শুনতেই দাও না বাবা। অকারণে এখন বেতালায় মাদলের তাল ধরে বসলে!

বিষ্টির ছপছপ আর মেঘের গুড়গুড় আওয়াজের দরুন মাদলের গুমগুম্ পষ্ট শোনা যাচ্ছে না— তবু ভাগ্যি। নইলে··· ও, সোনাই এবার ঝুমুর বারমাসা ধরেছে—

আরে ফাগুন মাসরে গওণা মোরা হইৎ
কি পহিরু বসন্তী রঙ হে,
বাট চলৈত-আ কেশিয়া সম্ভারি বান্হু
আঁচরা হে পবন ঝরে এ এ এ!

ডাক্তার আজকাল গাঁয়ের ভাষা শুধু বোঝেই না, বলেও। দেহাতী গান শুনতে শুনতে কেসহিস্ট্রি লিখতে ভুলে যায়। গানের মানে বোধহয় সে বেশি বোঝে। সোনাইয়ের চেয়েও বেশি?··· আঁচরা হে পবন ঝরেহে।···· আঁচল উড়িউড়ি জায়!

··· গ্রামের আর সকলে বলবে রাত্তিরে থেকে থেকে বর্ষা হয়েছে। আধঘণ্টাটাক থেমেছে, আবার শুরু হয়েছে ঝরঝরঝর! কিন্তু ডাক্তার জানে বৃষ্টি সমানে পড়েছে, এক লহমার জন্যেও থামে নি। বিশাল বটের তলায় 'করকট্ টিনের' চালের ঘরের মাথায় বিষ্টি শুধু পড়েই গেছে··· পড়েই গেছে। কুঠির বাগানে বিষ্টির ঝরঝর একমহূর্তও থামে নি।···

যাঃ, সকাল হয়ে গেল তবে।··· সোনাই এখন ক্ষেতে গিয়ে গান গাইছে। এখন আর সোনাই একলা নয়। কয়েকশো কণ্ঠে এক-একজন বিরহিনী মৈথিলী ভর করেছে··· তারা কুহর তুলেছে—

আম জে কটহল তুতজে বড়হল
নেবুয়া অধিক সুরেব।
মাস অসাঢ় হো রামা! পন্থ জনি চঢ়িহ
দূর হী সে গরজত মেঘ রে মেরো!

বাগানে আমকাঁঠাল তুতবয়ড়ার গাছ ছাড়াও নেবুর গাছও ঝুঁকে পড়েছে। আর দূর থেকে মেঘও গরজে উঠে বলছে— ওরে পথিক, এখন পথ চোলো না।··· এমন বাদলা দিনে লোকে দূরের সাথীকে

কাছে ডাকে, বিরহে ব্যাকুল হয়ে মেঘের বুকে বার্তা পাঠায়··· আর ঘরে আসা পরদেশী পথিক, তুমি এখন চলে যেতে চাও, না না তা হয় না।··· বিজুলীর প্রতিটি চমকে তখন যে আমি বারবার শিউরে উঠব। দেয়ার গরজে আমার হিয়ার স্পন্দন যে আরো বেড়ে যাবে।

অরে মাস অ সা ঢ় হৈ। গরজে ঘন
বিজুরী চমকে সখি এ
মোহে তাজী কান্ত জায়ে পর দেসা
কি উমড়ু কমলা মাই হে!
হায় রে। হায়রে।···

কমলা নদীতে বান এলে আমার কান্ত বাধা পাবে। তাই তাকে স্ফীত হয়ে ওঠার আহ্বান।··· যার দয়িত প্রবাস থেকে ফিরেছে তার খুশির সীমা নেই। সেই মিনা নোচ্ছাসের গান— ঝুলনী :

মাস অসাঢ় চঢ়ল বরসাতী
ঘরঘর সখি সব ঝুলনী লগাতী
ঝুলীগাবে, ঝুলী গাবতি মঙ্গল বাণী
সাবন সখি অলি হে মস্ত জবানী···
দেখো দেখো!
দেখো সখিরি বৃজবালা
কঁহা গয়ে জসোধাকুমার, নন্দলালা॥
দেখো···· দেখো···

ঘরের কান্ত আবার গাঁ থেকেই না হারিয়ে যায়। দেখ দেখ, কোথায় গেল? আবার আর কারো ঝুলনে ঝুলতে গেল না তো?···

"চা!"

"কে? কমলা!" ডাক্তার হকচকিয়ে গেছে।

"হ্যাঁ মশায়, চমকে উঠলে কেন? তোমারও কি 'সুঁইয়ার' ভয় করে নাকি। এই যে নিন ডাক্তার সাহেব— এটা মিষ্টি দাওয়াই নয়, মিষ্টি চা। যখন চা খেয়েই বাঁচতে হবে, তখন চোখ খুললেই চোখের সামনে গরম চায়ের পেয়ালা রাখতে হয় বৈকি!" পাশের চেয়ারে বসে

কমলা চা বানায়। প্যারু একটু দূরে দাঁড়িয়ে মিটমিট করে হাসে।··· প্যারুকে এতটা খুশি সচরাচর দেখা যায় না। ডাক্তারকে জব্দ হতে দেখে ওর প্রকৃত আনন্দ হয়েছে।··· কেন, এখন বোঝ! এ প্যারু পাও নি যে সব কথায় ঘাড় বেঁকিয়ে 'ন্না' বলবে।··· 'চা বানাব ?' 'ন্‌না' ··· 'ডিম দোব' তাও না। ভাত বাড়ি ?···· 'ন্ ন্ না'···। এবার ? এবার কেমন জব্দ !

উনচল্লিশ

সাঁওতালেরা এখানকার লোক নয়, বাইরের লোক ?

"···একটু বিবেচনা করে দেখ। এই যে তন্ত্রিমার সরদার রয়েছে ··· আচ্ছা জগরু তুমিই বল, তোমার কোন্ ততমা ? মগহিয়া তোতমা তো ? আচ্ছা বল, তোমার ঠাকুরদা-ই তো পশ্চিম থেকে এসেছিলেন আর তোমার মেয়ের বিয়ে দিয়েছ তিরহুতিয়া তন্ত্রিমার ঘরে। মগহিয়া চালচলন তো তোমরা কবেই ভুলে গেছ। এখন তিরহুতিয়া আর মগহিয়া এক হয়ে গেছে। কিন্তু দেখ সাঁওতালদের মধ্যেও কামার আছে, মাঝি আছে। তারা কি কখনও আমাদের এখানকার কামার আর মাঝিদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছে ? না। ওরা সবসময় আমাদেরই ছোট বলে মনে করে। গাঁয়ের বাইরে থাকে। ···বল দিকি কোন সাঁওতালকে বিদেসিয়া গানা কি এক কলি চৈতী গাইতে ? মরে গেলেও গাইবে না। গাঁয়ের দারু[১] এক ঢোঁকও খাবে না। ওরা খেতে হলে 'পচাই'[২]ই খাবে। বোঝ! ভেবে দেখ!" যারা বীজন নিতে এসেছিল, তাদের উঠোনে বসিয়ে তশীলদার সায়েব বোঝাচ্ছেন।··· দেড়শোর ওপর লোক। তাদের মধ্যে কালীচরণজীও আছেন, বাসুদেওজীও, আবার বালদেওজীও।

তশীলদার সায়েব যা বলছেন একেবারে খাঁটি কথা।··· না ভাই,

১. স্থানীয় মদ। ২. সাঁওতালীমদ।

যাই বল তশীলদার সায়েবই গ্রামের ভালমন্দ বোঝে। ··· ঠিক বলছেন তশীলদার সায়েব। একেবারে 'ফটক খোলা'[১] হুকুম দিয়ে দিয়েছেন। —"এর আবার কথা কি। এ নিয়ে তোমাদের মনে প্রশ্ন উঠেছে কেন? আধিয়াদার[২]দের তো বীজন পাবার ন্যায্য অধিকার রয়েছে। আর যারা আমার আধিয়াদার নয়, তাদেরই জিজ্ঞেস করে দেখ, কোন বছর কাউকে আমি ফিরিয়ে দিয়েছি? তবে কথা হচ্ছে গেল বছর যে ফলন কীরকম হয়েছে সে তো সবাই জানে। তার ওপর পেডিলাভী[৩] কানুনের দেনা এখনো শোধ হয় নি। বহু চেষ্টা করে তদ্‌বির করে কোন মতে একশো মণে নাবিয়েছি। হরগৌরীবাবুর কৃপায় তো পাঁচশো মণ লেগে গিয়েছিল! ওঁকে বোধহয় দারোগা সায়েব জিজ্ঞেস করেছেন আর উনি বলে দিয়েছেন পাঁচ হাজার মণ ধান হয় বছরে। শেষে থানা কংগ্রেসের সিকরেটরী চেষ্টা-চরিত্তির করে একশো মণে নামিয়েছে।··· কাল তাই জিজ্ঞেস করলুম হরগৌরীবাবুকে, বলুন দিকি হরগৌরীজী, এখনই যদি পাঁচশো মণ ধান বের করে দিতে হয় তো গ্রামের লোক বীজন আর সংসার খরচের ধান কোত্থেকে পাবে? তশীলদার অমনি হলেই হল না।···"

ঠিক কথা। একশোবার।··· উচিত কথা বলেছেন তশীলদার সায়েব। ··· কালীচরণের মনে হাজার হাজার প্রশ্ন ভিড় করছে। কিন্তু সেসব কথা সে তুলবে না। সেদিন সিকরেটরী সায়েব সাফ বলে দিয়েছেন, "কমরেড, এখন সংঘর্ষ বাধিও না। সবপ্রথম কোন একটা এলাকায়, একটা ছোট এরিয়া নিয়ে এর 'এসপারিমেন্'[৪] করা হবে। তারপর অন্যান্য এলাকায় চালাবার হুকুম দেওয়া হবে। সেও সংঘর্ষের একমাস আগে লোকের কাছে দরখাস্ত নিতে হবে, তারপর ইনকুয়ারী তার ওপর এজকুটী মিটিন, তারপর গিয়ে রায় বেরোবে সংঘর্ষ করা উচিত হবে কিনা। আপাতত মীমাংসা পঞ্চায়েতে যতটা কাজ হয়, চালিয়ে যান। আর কদিন পরে তো পাটী একেবারে পুরোপরি সংগ্রামেই নেবে পড়ছে।"

---

১. ঢালাও। ২. আধাআধি বখরার ভাগচাষী। ৩. Paddy Levi, ধানের ওপর লেভী। ৪. Experiment.

"হ্যাঁ, তশীলদার সায়েব যা বলছেন, ঠিকই বলছেন।" কালীচরণও মেনে নেয়। বালদেওজীও মেনে নেন।··· বাওনদাস কোথায়? ফেরে নি এখনো পুরৈনিয়া থেকে?

হরগৌরীবাবুও এটা ভাল করে বুঝেছেন রে কালোটুপির জোয়ান ছোকরাদের লাঠিবাজির চেয়ে ঢের মারাত্মক অস্ত্র— আইনের প্যাঁচ। আর সেই প্যাঁচের সুদক্ষ খেলোয়াড় তশীলদার বিশ্বনাথপ্রসাদ। তাঁর সঙ্গে শত্রুতা সাধা এখন কিছুতেই বুদ্ধির কাজ হবে না।

হরগৌরীর তশীলদারীর ওপর সিংজীর পুরোপুরি আস্থা ছিল, কালোটুপির সংযোজকজীর ওপরও পরিপূর্ণ বিশ্বাস ছিল।··· কিন্তু বিশ্বনাথ আইনের এমন কলকাঠি নেড়ে দিয়েছে যে ভূমিহারও মাত হয়ে গেছে! সেখানে রাজপুতের বল্লম-বর্শায় কী হবে?··· বাইরে থেকে কী মুড়কিমুখো মানুষ তশীলদার বিস্যোনাথ, কিন্তু পেটে পেটে জিলিপির প্যাঁচ! এস্‌টেটের নতুন সারকেল ম্যানেজার এখন হাত কামড়াচ্ছে। এমন একটা আইনবাজ লোক!··· বলে ফেলেছে ইস্তফা দাও আর তড়াক করে ইস্তফা দিয়ে দিল! আর সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের লীডার হয়ে বসল। বলিহারি! এ-সব মানুষের সঙ্গে এঁটে ওঠা মুশকিল!

হরগৌরী সাঁওতালটোলীর পঁচিশ একর জমি সিংজীর নামে বেনামী করিয়েছে। তার মধ্যে দু'একর সিংজীর বরাদ্দ।···

খেলাওনও সাঁওতালটোলীর পাঁচ বিঘে বন্দোবস্ত নিয়েছে। বেতার-বার্তা সুমরিতদাস কোয়রীটোলার লোকদের বলছে, "হরগৌরী যদি তশীলদার বিসনাথ প্রসাদের নামে দু'শো বিঘে, আর আমার নামে পঞ্চাশ বিঘে লেখাপড়া করে না দেয়, তো দেখে নিয়ো। হুঁ বাবা, এ কায়েতের বুদ্ধি, চালাকি নয়।"

সুমরিতদাস বেতার এখন আবার বিশ্বনাথ তশীলদারের পক্ষে। এখন অবিশ্যি যেমন হরগৌরীও তশীলদার, তেমনই বিশ্বনাথও তশীলদার— তার কাছে দুই-ই সমান। তবে শর্ত হল এই···।

সাঁওতালদের সব জানা আছে।

এখন বালদেওজী, বামনদাসজী, কালীচরণজী সব এক হয়ে গেছে।

সাঁওতালরা ভাল করেই জানে এরা কেউ তাদের পাশে দাঁড়াবে না। ধরমপুরে দেখ নি? এই একই ব্যাপার সেখানেও হয়েছিল। সেইজন্যেই গুরুজনেরা বলে গেছে, ঠিক বলেছে তারা যে— এখানকার লোককে কখনো বিশ্বাস কোরো না। যখন যাকে দিয়ে কাজ হয়, করিয়ে নেবে, কিন্তু কখনো কারো দলে যাবে না। সাঁওতাল সাঁওতালই, আর দিকু দিক্কু[১] এটা জেনে রাখবে। পচুই শরীরকে পাথরের মতন মজবুত করে, আর এখানকার দারু একবার খেয়ে দেখো, পাথর গলিয়ে দেয়। দিক্কু আদমী হল ভাঁটির দারু, এদের বিশ্বাস নেই।··· আরে তোমার তীর তো রয়েছে— সবচেয়ে বড় সঙ্গী। অন্য সঙ্গী ছেড়ে যেতে পারে, তীর কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না।···

চুনকা মাঝি কী বলতে চায়?···ডাক্তারকে কী জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিল? কিছু জানতে চায় তো ডাক্তারের কাছে কেন? যাওয়া উচিত কালীচরণের, কি বালদেবের কি তশীলদার সাহেবের কাছে।

বালদেও আর কালীচরণ সকলকে ধান দেওয়াচ্ছে, তশীলদারের গোলা থেকে।

"ডাক্তার বলেছে তোমরাই হচ্ছ জমির আসল মালিক। কানুন বলে, তিনবছর যে নাগাড়ে জমিতে চাষ করেছে বীজ বুনেছে, জমি তারই হবে।"

"ডাক্তার বলেছে?"

ডাক্তার?···সীনিয়া মুরমু হেসে হেসে বলে—"হুঁহুঁহুঁ···ডাক্তার আমাদের নাচ দেখতে চায়। রোজ খোঁটা দেয়। হিহিহি!"

তীরের গোড়ায় বুনো হাঁসের পালক বাঁধতে বাঁধতে জোয়ান সাঁওতাল জোগিয়া মাঝি বলে, "ডাক্তার খরগোসের দাম দিয়েছিল দশ টাকা। বারো টাকা ডজন ইঁদুর।···দুটো শেয়ালের বাচ্চা পঞ্চাশ টাকা দিয়ে কিনেছে। দিতে পারে কোনো বড়লোক এত্ত দাম?···সরকারী আদমী, কিন্তু ঘুসখোর নয়।"

কালীচরণকে একান্তে ডেকে আনে মঙ্গলা। মিনতি করে বলে, "তুমি যেয়ো না কালী। সাঁওতালরা মানবে না। নির্ঘাত তীর চালাবে।

১. দিক্কু = অ-সাঁওতাল।

আমি জানি। তুমি জান না কালীবাবু, ওরা যে কী। ওদের মুখ দেখলে এরকম সরল মানুষ বলে ভ্রম হয়, আসলে…। তুমি যেয়ো না কালী, আমার মাথার দিব্বি।"

সত্যিই তো, যারা মাথাওয়ালা পার্টিমেম্বার, তারা কেন যাবে।… বাসুদেব, সুনরা আর সনিচরও যাবে না।…না, প্যারেও যাবে না। …সোমা জট যাবে?…যেতে দাও, ও মেম্বার না। বালদেওজী তো এ-সব জায়গায় যেতেই পারেন না। ওখানে হিংসার ভয় আছে। …তশীলদার সায়ের লীডার হয়েছেন। তিনি নিজেই যান আর লেঠেলই পাঠান, হিংসাই করুন আর অহিংসাই করুন, তিনি বুঝবেন। বালদেওজী তো সেরেফ চার-আনার মেম্বর। বাওনদাস যদি থাকত, একলাই, মায় বিসনাথ তশীলদার আর তার কানুনবাজি, সবাইকে মাত করে দিত। কিন্তু তার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। চিঠি লেখাতে গেছে সাতদিন হল, এখনো ফেরার নাম নেই। গান্ধীজীকে চিঠি দেবেন।…গান্ধীজীর এত ফুরসত কোথায় যে তোমার চিঠির জবাব দেবেন।…কিন্তু না, বাওনা অনেকবার তাঁর কাছে চিঠি লিখিয়েছে, আর প্রত্যেকবারই তার জবাব এসেছে— 'ভাই বাওনদাসজী, আপকা খত মিলা।' সেবার শশাংকজী সবাইকে পড়ে শুনিয়েছিলেন—মহাত্মাজী বাওনদাসকে 'পরণাম' লিখেছেন।… বাওনদাসকে মহাত্মাজীও 'ভগবান' বলতেন।… বাওন নিশ্চয় অবতারী আদমী। ও ঠিকই বলেছে— ভারতমাতা আকুলিবিকুলি করে কাঁদছেন!

"ভাইয়ারে ভাইয়া! বাবা হো বাবা!"

—কে কাঁদছে?… রামপিয়ারীয়া কাঁদছে! তার ভাই গনোরীর গায়ে তীর লেগেছে! কোথায় লেগেছে? কে মারল?… সাঁওতালরা? কই? একী সবাই ছুটে পালাচ্ছে কেন?…

গাঁয়ের কুকুরগুলো পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে। কাকের দল সমানে কা-কা করে চলেছে।… জোতখী কাকা তবে ঠিকই বলেছিল— গ্রামে কাগ উড়বে চিল পড়বে!

… "হুঁসেরী! বলবা! লাঠি নিকাল রে!"

··· "ভালা নিকালো রে !"

কোথায় হাঁসেরী ? কিসের বলবা ? ব্যাপারটা কি ?

"তশীলদার বিসনাথ পরসাদের চল্লিশ বিঘের বীহানের ক্ষেতে, সাঁওতালরা বীহান লুট করছে ।"

"নতুন বন্দোবস্তর জমিতে ?"

"আরে না না, খাসকরা জমিতে, কুঠির পাশের জমিতে··· লাঠি বার কর, সড়কি নিয়ে বেরোও

"গনোরী হল্লা করে উঠেছিল, ওরা তীর মেরে দিয়েছে। উরুতে তীর লেগেছে। ফিনকি দিয়ে রক্ত বইছে—একগঙ্গা রক্ত। বেহুঁস হয়ে গেছে। ইসপিতালমেঁ ডাকটর আনা হয়েছে।··· সাঁওতালরা বেপরোয়া বীজের চারা ওপড়াচ্ছে।"

চল। চল ভাইসব ! মারো !··· সালা সাঁওতাল ! উটকো লোক ! ··· জান চলে যায়, পরোয়া নেই। তশীলদার বিসনাথ পরসাদের জমিতে ধাওয়া করেছে ?··· চল রে ভাইসকল !···

···ঘেউ ঘেউ ঘেউ-উ। পাগলের মতন চেঁচাচ্ছে কুকুরগুলো ! ···রিং রিং রিং রিং !···ডা-ডা-ডা-ডা···

সাঁওতালদের ডিগ্‌গা মাদল সমস্বরে বাজছে রিং রিং···ডা ডা··· ! আজ আর অন্য বোল নয়— রিং রিং তা ধিন তা নয়, ডা ডিগগা, ডা ডিগগা নয়···· আজ কেবল রিং রিং রিং··· ডা ডা ডা···! এরা ক্ষেত থেকে ঘরে সাঁওতালীদের সতর্ক সংকেত পাঠাচ্ছে, 'তোমরাও তৈরি হও'··· ডা ডা ডা ডা।··· এবার ওদের মেয়েরাও জবাব দিচ্ছে—রিং রিং রিং রিং ! অর্থাৎ আমরা তৈরি, ব্যস খোঁপায় একটা ফুল গুঁজতে যেটুকু দেরি লাগে ।··· তৈরি আমরা। ···রিং রিং রিং রিং··· !

'জয় কালী মাঈ কী জয় !' দুশো কণ্ঠের সমস্বর জয়ধ্বনি শুনে কালীথানের বটগাছের মাথায় বসা কাকের দল একসঙ্গে 'কাঁ কাঁ কা কা' করে ডাকতে ডাকতে মাথার ওপর পাক দিয়ে উড়তে থাকে। কুকুরগুলো আরো জোর গলায় ঘেউ ঘেউ করতে শুরু করে।

"জয় কালী মাঈ কী জয় !"

"মহাত্মা গান্ধী কী জয় !"···"ইনকিলাব জিন্দাবাদ !"···

"ভারথমাথা কী জয়।"..."সোশালিস্ট পার্টী জিন্দাবাদ !"...

"ঝাণ্ডা হিন্দু-রাজ কা।" "হিন্দুরাজ কী জয় !"

"তহশীলদার বিশ্বনাথ পরসাদ কী জয়।... বালদেওজী কী জয়।"

ঘিরে ফেল চারদিক থেকে ঘিরে ফেল! যেন পালাতে না পারে! ...হো হো হো হো হো !...

এখন আর নারা নয়, ধ্বনি নয়। খালি হো হো হো হো।

"ঘিরে ফেল। ঘিরে ফেল।... মার! হো হো !"

"তীর চালাচ্ছে। শুয়ে পড়।... পালটা তীর চালাও !"

"মারো। গুলতি ছোড় !"

"বিরসা মাঝি পালাচ্ছে, মারো সড়কি !"

....বিরসা জলে পড়ে গেছে। ছপ্। সড়কি গিঁথে গেছে।

....সুখান্নুর কী হল? তীর লেগেছে, বুকে?

সাঁওতালনীরাও তীর চালাছে?...বাচ্চাগুলোও?

"বিরসা মাঝি গির পড়ল্ রে !" ডা ডা ডা ডা ডা!

....রিং রিং রিং রিং। "পড়ুক। তুমিও পড়।"

"বসে তীর চালা রে সোনিয়া।"

"সুখী মুরমু পড়ল রে।" ডা ডা ডা ডা!

"পড়ুক !....তুমিও পড়।" রিং রিং রিং।

"জগারী বেটা, ঠিক নিসানা লাগা তো বেটা— হরগৌরী তশীলদারের কলজেয়! হাঁ! বাঃ বেটা, সাবাস !"

...ডা ডা ডা ডা !... "... হরগৌরী তসীলদার গিরল রে!" "গিরনে দো !"... রিং রিং রিং রিং!

....তহশীলদার? হরগৌরী তশীলদার পড়েছে?... পালিও না। এই। ভাইসব। শোন! তোমাদের মা-বোনের কসম, গুরুদেবতার দিব্বি, কালীমায়ের কিরিয়া!... যে ভাগবে সে বেজন্মা!... শোন, সাঁওতালদের তীর ফুরিয়ে এসেছে। ওইবেলা ঘেরাও করে মার। ... মঙ্গলদাসকে সামলাও। চল। এগোও। জ্যায় কালী মাঈ কী জ্যায়!

"মারো বল্লম। চালাও সড়কি আরে বাচ্চা নয়, তশীলদারকে ও-ই মেরেছে।"

"বাঃ বাহাদুর। ঠিক হ্যায়।··· এবার ঝাড়ো গুলতি ঐ শালা বুড়োকে, শালা ডিগ্‌গা বাজাচ্ছে।"

"পালাচ্ছে। সব শালা পালাচ্ছে। ঘিরে ফেল। এক শালাও ভাগতে না পারে। সাঁওতালনী মাগীরা পাট ক্ষেতে গা ঢাকা দিয়েছে। ঘেরো। ঘেরাও কর।"

···একদম "ফিরী!" আজাদী হায়, যা মন চায় করে নাও! বুড়ি, জোয়ান, বাচ্চী যা পাও, যা মিলে যায়। অবাধে মজা লোটো। কুছ পরোয়া নেই— ফাঁসি হোক, কালাপানি হোক— দেখা যাবে। ছেড়ো না।

সাঁওতাল মেয়েও কাঁদে? যন্ত্রণায় ছটফট্ করে?··· ডাক ছেড়ে কাঁদছে? কাঁদছে না গাইছে?

···জয়জয়কার পড়ে গেছে, হৈহৈ পড়ে গেছে— পাটের ক্ষেতে, কুঠির জঙ্গলে।···কোথায় দুশো লোক আর কোথায় দু'ডজন সাঁওতাল আর দেড় ডজন সাঁওতালনী।··· সব ঠাণ্ডা? স-ব!

সাঁওতালটোলীর চারজন ঠাণ্ডা, সাতজন ঘায়েল, আর একটা বাচ্চা ছেলের অবস্থা খারাপ। সাঁওতাল মেয়েরা যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে ···গোঙাচ্ছে···দ্বিগুণ যন্ত্রণায়···দ্বিবিধ লাঞ্ছনায়।···

তহশীলদারের পক্ষে দশজন খতম, বারোজনের জখম গুরুতর, আরো তিরিশ জনের সামান্য চোট লেগেছে।

সাঁওতালটোলী লুঠ করা হয়েছে। তহশীলদার হরগৌরী সিংয়ের অবস্থা আশঙ্কাজনক, সম্ভবতঃ বাঁচবে না।

চত্রিশ

জ্যোতিষীর কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাচ্ছে— 'গাঁয়ে কাক উড়বে চিল পড়বে ; পুলিস দারোগা পাড়ার অলিগলিতে ঘুরে বেড়াবে।'···

পুলিস দারোগা হাবিলদার আর মেলেটারী— চারটে হাওয়া-গাড়ি বোঝাই করে এসেছে।··· দোহাই মা কালী !

ইসপি, কলক্টর, হাকিম এঁরাও এলেন বলে।

লাশ! ··· লাশ! ··· বাপ রে— কে বলেছে ইংরেজ বাহাদুরের রাজত্ব আর থাকবে না ?

"তহশীলদার হরগৌরীও মরে গেছে ?··· এঁ্যা ! কেউ ঘর থেকে বেরোবে না ! পায়খানা পেচ্ছাপ সব ঘরে বসেই কর। ঘরের বাইরে পা'টি বাড়িয়েছ কি অমনি কঁ্যাক করে 'গিরিফ্' করে নেবে।··· দোহাই কালী মাই !"

"বালদেওজীকে দারোগা সাহেব ডেকে পাঠিয়েছে ? আর কলিয়া ···মানে কালীচরণজীকেও ?··· এরা দুজন নাকি কাউকে ভয় করে না, দেখি এখন কী হয় ?··· দুজন লীডার তো !"

"ও ! আপনিই এখানের লীডার ?" দারোগা সাহেব বালদেওজীকে জিজ্ঞেস করেন। হাসপাতালের ফালতু ঘরে দারোগা সাহেব কাছারি বসিয়েছেন। মেলেটারীরা সাঁওতালদের গেরেফতার করেছে। জখমী, ঘায়েল, বুড়োবাচ্চা···· সব্বাইকে 'গেরেফ্' করেছে ? না, যারা জখম হয়েছে তাদের তো ডাক্তারসায়েব কালই মলম-পট্টী দিয়েছেন। দু'জন সাঁওতাল আর চোদ্দজন অসাঁওতাল জখ্মীকে পুরৈনিয়ার বড় ইসপিতালে পাঠানো হয়েছে। লাশ সব চলে গেছে। সিংজী, শিবশঙ্কর সিং আর হরেক টোলা থেকে দু-চার জন লাশের সঙ্গে গেছে। কে জানে লাশ কখন পাওয়া যাবে। উঁঃ! কাটাই-চেরাইয়ের পর পাওয়া যাবে ! হে ভগবান !···

বালদেওজী কী জবাব দেবেন এ কথার ?··· আপনি লীডার ? কার লীডার ? সাঁওতালদের না অ-সাঁওতালদের ?··· গলা খাঁকারি দিয়ে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বালদেওজী সেই পুরনো উত্তর দেন, যা তিনি হরগৌরীকেও দিয়েছিলেন—যেদিন কালিয়া ক্ষেপে গিয়েছিল।

"না হুজুর, আমি মূর্খ গরীব মানুষ। মুখ্যু মানুষ, গরীব মানুষ কোনদিন কি লীডার হয় হুজুর ?"

তাঁর পাশের চেয়ারটায় বালদেওজীকে বসতে বলে দারোগাজী বলেন, "বসুন বসুন বালদেওজী, আমি আপনাকে চিনি।" কালীচরণজীকে যে পোঁছেই না ?··· বাসুদেও আর সুন্দর পরমার মুখ চাওয়াচাওয়ি করে।··· ঐ যে তহশীলদার গায়ের সামলে নিচ্ছেন।

"দারোগা সাহেব, ইনিই কালীচরণবাবু, এখানের সোশালিস্ট লীডার। বাহাদুর আদমী। তবে নিছক বাহাদুর নয়, মগজে বুদ্ধিও রাখেন।"

"ওহো ! আপনিই, কালীচরণজী ? আরে আইয়ে সাহেব, আপনারা ঐ কী যে বলেন, যা না করবার তাই···" মুখে পান জর্দা পুরে দিয়ে কথা শেষ করেন দারোগা সাহেব, "কিন্তু এখানে তো শুনলুম আপনারা বড়ই মেজাজ ঠাণ্ডা রেখে কাজ করেছেন। বাঃ বাঃ, তারিফ্ করার মত কাজ। বাঃ ! বসুন।"

কালীচরণ বসতে বসতে বলে, "দেখুন দারোগা সাহেব, যদি আপসে পঞ্চায়েতে বসে সব ব্যাপারে মীমাংসা হয়ে যায়, তবে আমাদের তো আর পাগলা কুকুরে কামড়ায়নি যে···"

"আপসে ? পঞ্চায়েতে ?··· এই খুনের কেস··· ?" দারোগার পানভরা মুখ একেবারে হাঁ হয়ে যায়।

"না না, এটার কথা বলছি না, আধা বখরাদারীর কথা !"

"ও।" দারোগা ধাতস্থ হন। ধীরে সুস্থে পানের পিচ ফেলতে ফেলতে বলেন, "ও হ্যাঁ, সে তো ঠিক কথা ! আরে এই তো, আপনিই তো রয়েছেন সোশালিস্ট মানুষ। বলুন দিকি, যে কাজ

পঞ্চায়েতের দ্বারা কি পাঁচজনের মতামত নিয়ে নিষ্পত্তি না হয়, সেটা কি, মানে, ঐ কী বলে, দাঙ্গাহাঙ্গামার দ্বারা হয় ?”

“হিংসার পথে তো কোনমতেই চলা উচিত নয়”—বালদেওজী অত্যন্ত গম্ভীর মুখে বলেন।

“যা বলেছেন ! যা বলেছেন !” দারোগা সাহেব বালদেওজীর কথার ওপরে একেবারে জরির বোতাম বসিয়ে দেন। দারোগাসাহেব কথা বলার সময় খুব হাতঝাড়া দেন, আবার চোখ টিপে কান্‌কিও মারেন।

বাসুদেও আর সুনহরা এ-ওর দিকে তাকায়— বালদেওজী জানে কী যে বলবে। দেখলে, কালীচরণজী কীরকম গটগট করে জবাব দিল।

“হিংসা অহিংসার প্রশ্ন নয় বালদেওজী, আসল কথা হল বুদ্ধি ! এখানেই যদি আমাদের পার্টির আর কোন কমরেড থাকতেন তো, ব্যাপার অন্যরকমও দাঁড়াতে পারত। কথাটা হল বুদ্ধিবিবেচনার কথা।”— কালীচরণ বালদেওজীর কথার জবাবে বলে।

কালীচরণ আর বালদেওজী দারোগাজীকে দেখিয়ে দিলেন যে তাঁদের বুদ্ধি আছে। বয়েস দেখে ভুল করবেন না দারোগাসাহেব, সেদিন আর নেই।

“আচ্ছা, তা বালদেওবাবু, যখন এই ঘটনা ঘটল তখন, ঐ কী যে বলে, আপনি কোথায় ছিলেন ?” দারোগা প্রশ্ন করেন।

বালদেওজী আবার একবার গলা খাঁকারি দিয়ে বলে— “হখ্‌খ —হুজুর।··· আমি, মঠে ছিলুম।··· মানে, হুজুর আমি বৈষ্ণব। সেদিন আমার গুরুর কাছ থেকে কণ্ঠী নেবার কথা। সকালটা তো ধান বিলোতেই কেটে গেল। দুপুরে আমি সবে মাত্তর কণ্ঠী নিয়ে উঠেছি এমন সময়··· ততমাটোলীর রমপিয়রিয়া কাঁদতে কাঁদতে এল।”

“ও। আপনার আগে থেকে কিছু জানা ছিল না ?” দারোগা গম্ভীর মুখে প্রশ্ন করেন।

“হুজুর, শুধু ওনার কেন, কারুরই কিছু জানা ছিল না।” যাদব খেলাওন সিং হিম্মতে বুক বেঁধে এগিয়ে যান। আহা, হাজার হোক দারোগা সাহেবের জন্যে খাওয়াদাওয়ার এতসব বন্দোবস্ত তো উনিই

করছেন। তা তাঁর সঙ্গে দুটো কথা বলতে পারেন না? তশীলদার সায়েব কিছু বলেন না।

"ও। খেলাওন জী। আইয়ে বৈঠিয়ে!"

"আজ্ঞে, আমি এখানেই বেশ আছি।··· হুজুর যদি একটু তাড়াতাড়ি সেরে নেন। ওদিকে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে সব।" খেলাওনজী বলেন।

বুদ্ধি যে কেবল দুই লীডারই রাখেন তাই নয়। অন্যরাও কিছু বুদ্ধি রাখে!···

"হুজুর! আমার ছেলে যদি এখন থাকত, ইংরিজিতে হুজুরের সঙ্গে কথা বলত। রমৈনের মতন দেখতে একটা লাল রঙের মোটা বই আছে··· সেই বই দেখে সে ঠিক আপনার সঙ্গে ইংরিজিতে বাতচিত করত।" খেলাওন বলে।

"আচ্ছা। তাই নাকি! আপনার ছেলে ইংরিজি বলতে পারে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে বরাবর ইংরিজিতেই কথা বলে।"

"মোকদ্দমার রায়ও পড়তে পারে।" বালদেওজী বলেন।

"এক কিলাসে পড়ে।" কালীচরণজী বলেন।

"আচ্ছা, আপনি কতদূর পড়েছেন কালীচরণজী?··· কোনও স্কুলে নয়? ····বাঃ বাঃ সাহাব, কী যে বলেন, আপনার কথাবার্তা শুনলে কে বলবে মশায় আপনি মূর্খ···ও! পড়তে লিখতে পারেন, খবরের কাগজও পড়েন? বাঃ। রমাইনও পড়েন, আবার মহাভারতও? ও, ও, ঐ কী যে বলে···।"

"বালদেবও 'অক্‌বার' পড়তে পারে", খেলাওন সিং যাদব বলেন, " 'অক্‌বার' তো আমরাও পড়তে পারি। ····তবে বড় মিছেকথা লেখে কাগজে। একবার লিখেছিল একটা ঔরত নাকি মর্দানা হয়ে গেছে। বলুন দিকি!"

"আচ্ছা কালীচরণজী, ঘটনার সময়ে আপনি কোথায় ছিলেন?" দারোগা সাহেব কথা বলতে বলতে কোমরের বেল্টটা খুলতে থাকেন।

অগমু চৌকিদারের ভয় হয়, কোমরের পেটী খুলে দারোগাসাহেব আবার মারতে না শুরু করে দেন বালদেওজী আর কালীচরণজীকে। ···এখন সত্যি সত্যি দারোগাজীকে পেটী খুলতে দেখে অগমুর

বুক উড়ে যায়।···না, না, দারোগা সাহেব অমন কাজ করতে পারেন কখনো ?

"আজ্ঞে আমি তো সেদিন সকালে ধান বিলি করার পর, ঠিক বেলা বারোটার সময় পুরৈনিয়া রওনা হয়ে গেছি। তশীলদার হরগৌ···তশীলদার বিসনাথ পরসাদজী জানেন।"

"ও। আপনি পুরৈনিয়া গিয়েছিলেন।" দারোগা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়েন।

"আচ্ছা, তা হলে বাকি কাজটা আবার ওবেলাই করবেন দারোগা সাহেব।" তশীলদার সাহেব বলেন।

"না তশীলদার সাহেব ! এস. পি. এসে পড়বেন। তার আগে আমাকে সব কাজ শেষ করে রাখতে হবে ! সাক্ষীদের এজাহার···"

"জী, আসল সাক্ষী দু-তিন জনের এজাহার নিয়ে নিন। আর সব না হয় পরে হবে।···কালীবাবু, বালদেওবাবু তোমরা তো ভাই যা সত্যি কথা তাই বলবে। এ তো আর মিথ্যে সাক্ষি দিচ্ছ না।··· লিখে নিন এই দু'জনের বয়ান, দু'জনেই সই করতে জানেন।"

'আপনারা কী বলেন ?' দারোগা গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করেন।

"হ্যাঁ, সই করতে আর আপত্তি কী ?" কালীচরণ বলে।

কালীচরণ বেশ হাত ঝেড়ে সই করেঁ দেয়। আর বালদেওজী প্রকৃত সাধুপুরুষ— ধীরে ধীরে 'প্-রে-ম্-সে' নাম লেখেন।···

'ব-ল-দব ?' দারোগা বলেন, "বালদেওজী, 'ব'য়ের পাশে একটা লাঠি ধরিয়ে দিন, আর'দ'-এর আগে,ঐ কী যে বলে, একটা তলোয়ারের মত কী আছে ঐটা মেরে দিন— ব্যস··· একেবারে বকলম্ খুদ !"

"দারোগা সাহেব,বালদেওজী তাঁর নামেও লাঠি তলোয়ার ব্যবহার করেন না। ওটা হিংসাবাদ···।" কালীচরণ মৃদুহেসে উঠে দাঁড়ায়।

তার কথায় দারোগা সাহেব হা হা করে হেসে ওঠেন। তারপর সবাই হোহা করে হেসে ওঠে।

বিলক্ষণ জবাব দিয়েছেন কালীচরণজী।··· দারোগা সাহেব একেবারে গলে জল হয়ে গেছেন।

···দেখলে ! বুদ্ধি আছে কিনা ?

একচল্লিশ

ন'জন আসামীর চালান হয়ে গেল।

ঐ নজন সাঁওতাল বাদে যারা ঘায়েল হয়ে ইসপিতালে পড়ে আছে তারাও 'গিরেফ' হয়েছে। পূরৈনিয়া ইসপিতালে বন্দুক কাঁধে মেলেটারীর পাহারা বসেছে।

এপক্ষে কেউ 'গেরেফ' হয় নি।··· কিন্তু তার মানে এ যেন কেউ না ভাবে যে ফোকটে কাজ হয়েছে।···দারোগা সাহেব বলে গেলেন, খেলাওনজী, এস. পি.-র আপনার ওপর সন্দেহ হয়েছে—আপনি নিশ্চয় সমস্ত যাদবদের হাঁসেরীতে যাবার হুকুম দিয়েছেন।··· খেলাওনজীর তো অবস্থা খারাপ। ভাগ্যে তশীলদার ভাই ছিলেন, তাইতে পাঁচ হাজারে রফা হল। না হলে··· নইলে আর কী, বড় ঘরের হাওয়া খেতে হত খেলাওনজীকে। সিংজী বাড়ি ছিলেন না, শিবশঙ্কর সিংও না। এখন সিংজীদের মনে কী আছে তা কে জানে?··· দারোগা নিজেও রাজপুত। মানুষের মনের কথা কিছু বলা যায়? কখন কী করে বসে।··· বিনা পয়সায় সকলের মাথা বেঁচেছে এ কথা ভাবার কোন কারণ নেই। পাঁচটি হাজার!

তশীলদার বিসনাথের কিছু গেছে না কি?··· সুমরিতদাস বেতারের আজ তিন দিন যাবৎ পেটে শূল বেদনা। নইলে সব কথা জানা যেত।··· আরে! অনেকদিন বাঁচবে সুমরিতদাস। খুব পেরমাঈ!

"তা আমার বয়েসটা কত বলে তোমাদের ধারণা?"

"এই চল্লিশ।"

"চল্লিশ নয়, পঁয়তিরিশ।···জামুনের[১] সির্কা জল ছাড়া এমনিই খেয়ে ফেলেছিলুম, তাই দাঁতগুলো সব পড়ে গেছে।"

১. জামুনের সির্কা—জামের সির্কা।

"আচ্ছা সুমরিতদাসজী, এদিকের খবর কিছু শুনলে···?"

"তা ভেবেছ কি সুমরিতদাস শূলবেদনা নিয়ে ঘরে পড়ে ছিল ? তা ভেব না। 'রামঝরোখে বৈঠকে সবকা মোজরা লেঁ···।' বলো কী জানতে চাও ?"

"তশীলদার সায়েবেরও কি টাকা লেগেছে ?"

"তশীলদার বিস্‌নাথ পরসাদকে এতবড় বেকুব মনে কোরো না। ও যদি দারোগা হয় তো এও তশীলদার। 'তুমি কাক, তো আমিও কায়েত' সে কাহিনী শোন নি ?"

"তশীলদার হরগৌরী বেচারা···"

"অতি সংঘর্ষ করে জো কোউ, অনল প্রগট চন্দন তো হোহি। সিয়াবর রামচন্দ্র কী জ।"

"কিন্তু রাজপুতটোলীকে 'ইস্পি' সায়েবও ছেড়ে দিতে পারেন না। জান তো কী বলেছেন ইস. পি. সায়েব?··· 'এটা বোঝা যাচ্ছে না যে তশীলদার বিস্নাথ পরসাদের জমির বীহান বাঁচাতে তশীলদার হরগৌরী সিং কেন গেলেন! ভেতরে নিশ্চয় কোন ব্যাপার আছে। ···সিংজীকেও পায়েব ধুলো দিতে হবে।"

"সাক্ষীদের মধ্যে কার কার নাম আছে ?"

"আরে সাক্ষী আবার কি হে? আচ্ছা তুমিই বলো ধর্মসাক্ষী রেখে সাঁওতালরাই জোর জবরদস্তি করেছিল কিনা।"

"তাতে আর সন্দেহ কি ?"

"কাজেই সাক্ষীর জন্যে কোন ভাবনা নেই।··· তবে গাঁয়ের ভাগ্য খুলে গেল। এত বড় কেস্ আর হাতে আসবে না। এতে যারা সাক্ষী দিতে যাবে, তাদের তিন তিন জন খাবারের জোগানদার মিলবে। তিনজন একই মামলায় গাঁথা। বুঝলে?··· খবরদার। আমার নাম মুখে আনবে না। হ্যাঁ।··· আর আমারও তো কোনো ফয়সলা হল না। আমার পাওনা থোওনা কে দেয়? যত কাগজপত্তর লেখাপড়া হবে, সবই তো শেষ অবদি সুমরিতদাসের ঘাড়ে পড়বে। তা সে থাক্। সে কথা এখন তুলব না। আগে নিষ্পত্তি হয়ে যাক।"

"সাঁওতালদের মধ্যে কার কার নাম এল সাক্ষীতে ?"

"আরে, সাঁওতালদের আবার সাক্ষী কিসের, ওরা সবাই তো আসামী। মায় বড় মাঝির বারো বছরের বেটাটা অব্দি।··· দারোগাজী যখন জিগেস করলেন যে বল কেন বীচড়[1] লুট করছিলে, তা বিরসা জবাব দিলে, আমরা লাগিয়েছি। তারপর দারোগাজী যখন বেশ ঝড় ঝাপট লাগিয়ে সওয়াল করতে লাগলেন, তখন বিরসা বাদে আর সবাই কবুল করল যে বীচড় তহশীলদার বিসনাথ পরসাদের। ঔরতরা আর বাচ্চারাও বলে দিল—'তশীলদার কা বীচড়।' তবে? কেন তোমরা জবরদস্তি চারা ওপড়াচ্ছিলে? তা জবাব দিল কি জান, বলে জমিন্দারি পরথা খতম হয়ে গেছে, তবুও আমাদের গ্রামের জমিদারেরা মিলে আমাদের জমিন ছাড়িয়ে নিয়েছে। ··· তাই লুট করেছি।'

"হা হা হা হা! সাফ জবাব? জমি ছাড়িয়ে নিয়েছে তাই চারা লুটে নিয়েছি? হা হা হা। সত্যি? কালীর দিব্যি? পষ্টাপষ্টি জবাব দিয়ে দিল?"

"সত্যি না তো কি সুমরিতদাস মিছে কথা বলছে ভাবছ? আরে, সাঁওতালরা যদি ওরকম বয়ান না দেয় তা হলে কি ভাবছ তোমরা ঘরে বসে হা হা হি হি করতে পারতে? ততক্ষণ জেলখানায় ঘানি ঘোরাতে হত। বুঝলে? দারোগাও দেখল আলুর গুদোমে আগুন লেগেছে, যা পাওয়া যায় তাই লাভ!···তাই বলছিলুম তশীলদারকে অত বেকুব ভেব না। তবে কথা হচ্ছে, দারোগাজীর এলাকা, উপরি পান-সুপুরি যা আদায় করতে পারেন— কার কি বলার আছে? এতে তশীলদারই বা কী করতে পারে।··· সিংজীর পাঁচ হাজার আর শিবশংকর সিংয়েরও ঐরকম পড়বে।··· ডাগদরকেও দারোগা কিছু জিজ্ঞেস করেছিল। জানি না, ইংরিজিতে কী সব ডিমডাম কথা হল। ইস্পি সাহেবের সঙ্গেও ডাগদরসাহেব ইংরিজিতেই বলছিলেন। আদমী কাবিল হায় ডাগডর![2]···হরেক লাশ সম্পর্কে

১. 'বীচড়' বা বীহন— ধানের চারা।

২. 'বড়ই উপযুক্ত মানুষ।'

কী লিখেছে জান ? লিখেছে সাঁওতালদের মার থেকে মনে হচ্ছে আর ঘায়ের মুখ দেখে মনে হচ্ছে কেউ নিজের জান বাঁচাবার জন্যে এরওপর হামলা করেছিল।··· আর এদিককার লাশ দেখে লিখেছে··· লাশ! ···পুলিশ-দারোগা, মলেটারী! মার! জেহল! ··· কালাপানি ? না ফাঁসি!··· সত্যি সত্যি! তশীলদার বিস্নাথ পরসাদ না থাকলে আজ অনেকের ফাঁসি হয়ে যেত!···কালীচরণের আপিসে গেলে আরো খবর জানা যাবে!

সোশালিস্ট পার্টির অফিসে ভিড়।··· কালীচরণ বলেছে আজ সুরাজী, সোশালিস্ট আর ভাগবত কীর্তন এক সাথে গাওয়া হবে। সব থেকে আগে পুরনো আমলের কীর্তন নারদী-ভাটিয়ালী গান হবে। ···বুড়ো মানুষদের গলায় এখনো যাদু আছে।··· 'আজু সে বিরাজু শ্যাম কদলীকে ছৈয়া,/আওত মোহনলাল বংশী বাজাইয়া।'

এই হচ্ছে নারদী! মৃদঙ্গ কেমন বাজে শোনো — ধিধনক তিধনক! ধিধনক তিধনক!

"এবার কিরাস্তী কীর্তন।"··· গঙ্গারে জমুনবা অনেক পুরনো হয়ে গেছে। ও কাঁদানো কীর্তন গাওয়াবেন না কালীচরণজী!···"

বম্ ফোড় দিয়া ফটাক্‌সে মস্তানা ভগতসিং!

··· হ্যায়! বাঃ রে সুনরা। খুব সামলে দিয়েছে। বাঃ। ভারত কা বীর লড়কা থা মস্তানা ভগতসিং! ভগত সিংহ!··· সিংহ ? ভগত সিংহ কোন্ জাতের লোক ?

মস্তানা ভগতসিং কে জানো ?··· কালীচরণজী বলেছেন, পাঁচবার তাঁর ফাঁসির দড়ি টানা হয়েছে। দশ দশ জন লোক এক-এক দিকে লট্‌কে ঝুলে গেছে··· টানছে··· টানছেই··· আর ওদিকে ভগত-সিংহের মুখ থেকে ধ্বনি বেরোচ্ছে— ইনকিলাস জিন্দাবাঘ।

'ইনকিলাব। জিন্দাবাদ!'··· জ্যায়, জ্যায়!···

··· আজ কে এত জোরে নারা লাগাচ্ছে হে ? সোমা জট ?··· আরে বাপ! তিন দিন থেকে একদম বেপাত্তা! একদম নিরুদ্দেশ! কিন্তু জান কি হাঁসেরীতে সব থেকে বেশি মার কে মেরেছিল ? চারজনকে সোমা একলা ফেলেছে।··· হাঁ, খবরদার! তশীলদার

সায়েব মানা করে দিয়েছেন সোমার নাম কেউ বলবে না।··· দাগী তো। তবে দেখছি এদানি শুধরে আসছে। কালীচরণজী শুধরে নেবেন।···

এবার একটা সুরাজী কীর্তন হওয়া দরকার ভাই। সব সন্তন কী জয় বোলো! গ্রামের দেবগণের পরতাপ সে, কালীমায়ের কৃপায়, মহাত্মাজীর দয়ায় আর কিরান্তী ·· ইনকিলাস-জিন্দাবাঘসে··· গ্রামের লোকে একচুলের জন্যে বেঁচে গেছে। সকলের কীর্তন হওয়া চাই।

ভারত কা ডংকা লংকামেঁ, বাজওয়ায়া বীর জমাহির নে।

রাজবল্লী মহতোও হরমুনিয়াঁ বাজাচ্ছে। শিখল কোথায়?··· সামনের দাঁতগুলো একটু বড় এই যা। গান গাইবার সময় মুখটা কোদালের মত দেখায়।···

ভারত কা ডংকা লংকা···

বালদেওজী কোথায়?··· শুনছি বালদেওজী নাকি সাধু হয়ে যাচ্ছেন? কণ্ঠী নিয়ে ফেলেছেন! তা কণ্ঠীতে কার নাম জপ করবেন? মহাত্মাজীর না সদ্‌গুরুর?

চরখা স্কুলের মাস্টারণীজী কী মোটা হয়েছেন।··· আরে বাপ!··· একমাত্র কালীচরণজীর সঙ্গেই হাসিমুখে কথা বলেন। কালীচরণজী আজ কুর্তাতে গোলগোল কী লাগিয়েছেন?.সুশলিস্ট পাটিকা মোহর হায়?··· দেখলে, কালীচরণজী মোহরদাগা লীডার হয়ে গেলেন। বালদেওজী, বাওনদাসজী কিংবা তশীলদারজীর আছে অমন মোহর? মাস্টারনীজী ওতে কী·লাগিয়ে দিচ্ছেন? ফুল? বাঃ এ তো সোনায় সোহাগা। ফুলমোহর ছাপ সিকরেট!· · ডাগডার সায়েবের চাকর এসেছে কেন?··· এ্যাই। চুপ রহ, চুপ। চুপ! শান্তি··· শান্তি!···

"কালীচরণজীকে ডাক্তারবাবু একবার ডাকছেন"—প্যারু মঙ্গলা-দেবীর কাছে গিয়ে বলে।

"ঐ যাঃ কালী! ডাক্তারবাবুকে নেমন্তন্ন কর নি? তশীলদার সাহেব, খেলাওনজী এঁরা নাহয় কাছারিতে গেছেন। ডাক্তার সাহেব তো ছিলেন।··· যাও, ডাকছেন।"

কী ব্যাপার?··· নিশ্চয় কোন ব্যাপার আছে।··· সুমরিতদাস বেতার কোথায়?

একবার বোলিয়ে প্রেম্ সে···
কালী মাই কী জায়।
মহাত্মা গান্ধী কী জয়।
সোশালিস্ট পার্টি কী জয়।
ইনকিলাস···।

"কালীচরণজী!"

"জী!"

"একটা কথা বলব! রাগ করবেন না।··· হরগৌরীবাবুর মা কাঁদছেন, আর অন্য সব পাড়াতেও অনেক বাড়ির মেয়েরা কাঁদছে। আপনারা কীর্তন করছেন, এটা ভাল দেখায় না। আমার মনে হয় আজকের কীর্তনে আপনাদের ভগবানও দুঃখিত হবেন।"

"আমরা ভগবান মানি না", কমরেড বাসুদেব মাঝখান থেকে বলে ওঠে।

"তুমি চুপ করো।" কালীচরণ ধমকে ওঠে, "সব জায়গায় আগ বাড়িয়ে কথা বোলো না।"

সবাই চুপ করে থাকে। হরগৌরীর মায়ের কান্না এখনো শোনা যাচ্ছে— রাজা বেটা রে!··· গৌরী রে, কোথায় গেলি বাপ আমার!

কালীচরণের চোখও সজল হয়ে ওঠে। ছেলেবেলায় হরগৌরীর সঙ্গে একসঙ্গে খেলাধুলো করেছে। হোক পুঁজিবাদী, হোক বুর্জোয়া, তবুও তার ছেলেবেলার খেলার সাথী তো। আজ সে নেই। তার মা কাঁদছে। এ কেবল হরগৌরীর মা নয়— এক পুত্রহারা মায়ের কান্না। 'মা' কাঁদছে!

"বাসুদেব!··· সবাইকে গিয়ে বলো— কীর্তন বন্ধ করুক।··· আর কুঠিবাড়ির বাগানে কাল থেকে শোকসভা হবে। ঘোষণা করে দাও। বুঝেছ?"

বাসুদেব বুঝেছে সব কথাই, কিন্তু··· শোক-সভাটা কী ব্যাপার? বাসুদেব ভাবনায় পড়ে যায়। সভায় গীত গাইবে না, ভাখন হবে না? ··· সেরেফ্ পাঁচ মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা? ব্যস, হয়ে গেল!··· বা রে সভা!

বেয়াল্লিশ

হরগৌরীর মা কাঁদছেন—"রাজা বেটা রে!··· গৌরী রে বাপ আমার।" হরগৌরীর ষোলো বছরের বিধবা এসেছে—তার গওনা হয় নি। খুব আ-স্তে মিহিস্মুরে সেও কাঁদছে। ঘোমটার আড়ালে তার চোখে বর্ষার ঘনঘোর।

শিবশংকর সিং পূর্ণিয়া থেকে ফিরে এসেছেন। পুত্রের শ্মশান-প্রত্যাগত পিতাকে দেখে ভয় হয়। ঝুঁকেপড়া কোমরে হাত রেখে শিবশংকর সিং বলদগুলোর দিকে তাকিয়ে আছেন। দু'দিন ধরে ঘাস-জলে মুখ দেয় নি পশু দুটো—চোখভরা জল নিয়ে চমকে চমকে মাঝে মাঝে এদিক ওদিক তাকায়। তারপর লম্বা করে নিঃশ্বেস নিয়ে এ ওর দিকে চায়। জিভ দিয়ে এওর গা চাটে যেনপরস্পরকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। হরগৌরীর বড় আদরের বলদজোড়া। ওরা যখন দু'বছরের বাছুর তখন হরগৌরী ওদের নিয়ে খেলা করত। তার গলার আওয়াজ শুনলেই ওরা খুশিতে নেচে উঠত। প্রাণের অধিক ভালবাসার ধন ছিল ওরা।

শিবশংকর সিংয়ের চোখ জলে ঝপসা হয়ে আসে।··· যতক্ষণ না হরগৌরীর লাশ পাওয়া গেছে, তাঁর মনে প্রতি মুহূর্তে শঙ্কা লেগেছিল এই বুঝি গ্রেপ্তার হলেন। দাহক্রিয়া সমাপ্ত হলে, উকীল সাহেব রামকিরপাল সিংকে যখন আটকালেন, শিবশংকরের মনে হল পায়ের তলার মাটি কাঁপছে, পুল ধ্বসে যাচ্ছে।

দারোগা সাহেব রামকিরপাল সিংহে 'গিরিফ' করে ওদিকে নিয়ে গেলেন। শিবশংকর সিং তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে ওখান থেকেই ফিরতি পথে। দারোগা সাহেবের মনে কখন কী হয়, কে বলতে পারে? ভাগ্যে বিরজুসিং গাড়ি থেকে পিছলে পড়ে গেল, তাইতে গাড়ি থামল, নইলে শিবশংকর সিংকে ঐ প্ল্যাটফর্মমেই দাঁড়িয়ে থাকতে হত।

সবাই লাফিয়ে লাফিয়ে চলতি গাড়ির হাতল্ ধরে ফেলছিল, সিংজী যেই হাতলে হাত ঠেকিয়েছেন অমনি এক কালকোটধারী তাঁকে টেনে ধরে রাখল। সিকন্নর[১] অবদি যেতেই বিরজু পড়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থেমে পড়ল। বিরজুবেচারার একটা হাত কাটা গেছে! গাডবাবু তাকে কাটিহারের ইসপিতালে নিয়ে গেলেন। বাড়িতে এসে পা না দেওয়া পর্যন্ত শিবশংকর সিংয়ের সোয়াস্তি ছিল না। ঐ বুঝি কোন দিক দিয়ে লাল পাগড়ি এসে পড়ে। হসলগাঁয়ের হাটে একজন লোককে দেখে কলজেটা ধড়াস্‌করে উঠেছিল।··· উঃ বাব্বাঃ অমন করে লাল চাদর দিয়ে কেউ মাথায় পাগড়ি বাঁধে।···

বাড়িতে পা রাখতেই গৌরীর মার বুক চাপড়ে মাথা খুড়ে কান্নার রোল কানে গেল। এতক্ষণের বাঁধ ভেঙে গেল শিবশংকরের। বাচ্চা ছেলের মতন ডুকরে কেঁদে উঠলেন তিনি। 'পূবের ঘরের' দাওয়ায় হরগৌরীর বিধবা বউ ঘোমটায় মুখ ঢেকে কাঁদছেন। তার সামনে দেয়ালে টাঙানো হরগৌরীর একটা বাঁধানো ফটো। রাউতহাটের মেলায় তুলিয়েছিল—পাগড়ি বাঁধা, হাতে তলোয়ার!

"বেটারে···গৌরী বেটারে!" শিবশংকর সিং বলদের গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদছেন—'বেটারে। বাবারে আমার!'

সুমরিতদাসের কানে সর্বাগ্রে আওয়াজ পৌঁছেছে—ও শিবশংকর বাবু ফিরেছেন মনে হচ্ছে।

"শিবশঙ্কর বাবু! কাঁদবেন না! শান্ত হোন, বুক বাঁধুন।··· আপনিই যদি ভেঙে পড়েন, তবে মেয়েছেলেদের কী হবে বলুন! এঁ্যা? হরগৌরীর মা তো মরে যাবে। তাকে ভোলান, সান্ত্বনা দিন। কাঁদবেন না।" সুমরিতদাস শিবশংকরকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ভেতরে নিয়ে যায়, তাঁকে বোঝাতে থাকে, সেইসঙ্গে আশেপাশে দাঁড়ানো সমব্যথীদের উদ্দেশে বলে—"কী বোঝাব ভাই, কাকে বোঝাব! পুত্রশোকের অধিক শোক পৃথিবীতে আর হয়! আমি কাকে বোঝাব? আমি তো ···নিজেই ভুক্তভোগী। এক এক করে

১. সিগনাল।

চারটে বুকের ধনকে কমলার পাড়ে পুড়িয়ে এসেছি। কলজে পাথর হয়ে গেছে। পুত্রশোক! হে ভগবান! যেন শত্তুরেরও না হয়।"

শিবশংকর সিং আরো জোরে জোরে ডাক ছেড়ে কাঁদতে থাকেন। একটু একটু করে ভিড় বাড়তে থাকে। সবাই এসে জানতে চায় পরবর্তী ঘটনা—আর কী কী হল?···হরগৌরীর মরণের চেয়েও মুখ-রোচক খবর ছিল—বাবু রামকিরপাল সিংহের গেরেফতারীর খবর। কেন গেরেফতার করেছে? কী করে গেরেপ্তার হলেন? আর কার কার নামে ···ওয়ারেণ্ট আছে? তশীলদার বিস্নাথের নামেও?

"তশীলদার সাহেব আসছেন। ওরে মোড়া দে রে!"

তশীলদারকে দেখেই শিবশংকর আবার মাটির ওপর আছাড় খেয়ে পড়েন, আরো জোরে জোরে কাঁদতে থাকেন—"বিস্নাথ ভাইয়া, কলজেটা গুঁড়িয়ে যাচ্ছেরে ভাই। ভাইরে··· আমার পাঁজরাটা···"

তশীলদার বোঝান— "শিবশংকর সিং, কাঁদবে না ভাই। এ কান্না তো সারা জীবনের জন্যে তোলা রইল। একদিন কেঁদে কি আর বুক জুড়োবে? কিন্তু এখন কাঁদবার সময় নয়। মনে হচ্ছে, মকদ্দমা খারাপ হয়ে গেছে। এখন কার মাথায় কী বাজ পড়ে তার ঠিকানা কী? খুনের মামলা বলে কথা! উঠুন, আপনার সঙ্গে প্রায়বিটে একটা কথা আছে।"

শিবশংকর সিং সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ান, তারপর বিশ্বনাথবাবুকে নিয়ে সদর দোর ছেড়ে খানিক দূরে ভেতরের দিকে গিয়ে দাঁড়ান। সুমরিতদাসও তবে প্রাইবিট্ শুনবে?··· তাহলে ভালই হল, আসল ব্যাপারটি এখনই জানা যাবে।

সদর দোরে দাঁড়ানো সমবেত গ্রামবাসী সমস্বরে দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন—কে জানে কখন কার মাথায় বিপদ ভেঙে আসে! হে ভগবান!

"পরণাম জোতখী কাকা।"

জোতখী কাকার সঙ্গে খেলাওনও এসেছে। জোতখীজী পাশের একটা খালি মোড়ায় বসে পড়েন। খেলাওনও তশীলদারের প্রাইবিটে গিয়ে যোগ দেয়। মৃদুকণ্ঠে জোতখীজী শ্রোতাদের উদ্দেশ করে বলেন— "তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে কী করছ?" তাঁর বাচনভঙ্গী

থেকে প্রশ্নের এই অর্থই প্রকট হল—"তোমাদের প্রাণটা সস্তা হয়েছে নাকি? এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি পার, কেটে পড়। নইলে কিছুই বলা যায় না…।"

সুযোগ বুঝে সবাই এক ফাঁকে চট করে উঠে পড়ে। জোতখীজী ভেতর দিকে চেয়ে বললেন—"এখানেই চলে আসুন তশীলদার। সবাই চলে গেছে।"

"…কিন্তু কথা হল এস্‌পি যে একটা ফেঁকড়া ধরে বসেছেন—তশীলদার বিশ্বনাথের জমির ধানের চারা বাঁচাতে তশীলদার হরগৌরী কেন গিয়েছিল?" তশীলদার সাহেব বলেন।

"রামকিরপাল ভাইয়া তো নেই। আমি আপনাকে কী বলি?… কিন্তু মকদ্দমাটা তো আপনার। হিসেব মতন খর্চা তো… আপনারই হওয়া উচিত।" শিবশংকর সিং বিড় বিড় করে বলেন।

জোতখীজী কিছু বলবেন বলে গলা ঝাড়ছিলেন, কিন্তু সুমরিতদাস বেতার মাঝখানেই বলে ওঠে—"শিবশংকর সিং, মকদ্দমা তশীলদার বিস্নাথের নয়, তশীলদার হরগৌরীর। যদি বলেন কেন? তাহলে বলি, কথাটা হচ্ছে আসলে এইসব দাওপ্যাঁচ বেদখলী নীলামী এসব তো হরগৌরীবাবুই শুরু করেছিলেন। একথা আমার চেয়ে বেশি আর কে জানবে?… তশীলদারী কারবার আপনি আর কী বুঝবেন? বেদখলী আর বন্দোবস্তীর কথা না উঠলে আজ গ্রামে এই লঙ্কা কাণ্ড হত না। তা এসব তো হরগৌরীবাবুই শুরু করেছিলেন। বিসনাথ বাবু তাঁর মদদগার হয়েছিলেন বলেই তো সাঁওতালরা তাঁর জমিতে লুটপাট করতে গেল। তাহলে বলুন আসলে মামলাটা কার? আসল কথাটা আমি জানি… দারোগাকে দশহাজার দিতেই হবে।"

খেলাওন বলে, "তশীলদার, এখন যে ভাবেই হোক সবাই সলাপরামর্শ করে গ্রামকে এই গেরো থেকে বাঁচান।"

"রামকিরপাল ভাইয়া নেই, আমি কী বলি বলুন দিকি।" শিবশংকর সিংহের একই জবাব।

বহুক্ষণ পরে জোতখীজী বলেন, "যাই হোক, সংগত কথা হচ্ছে এই যে বিশ্বনাথবাবু এই মামলার পুরো তদ্‌বিরের ভার নিন।"

শেষ পর্যন্ত স্থির হল, সর্বাগ্রে রামকিরপাল সিংজীকে জামীনে খালাস করে আনা হোক। তারপর সবাই এক জায়গায় বসে যা উচিত বিবেচনা হয়, তাই করা হবে। খরচা যা হবে, তা সিংজীদেরই দিতে হবে।

জোতখীজী মুচকি হেসে বলেন, "আজ সোশ্যালিস্টরা শোকসভা করতে গেছে। একজনও সভায় যায়নি। এখন সবাই সভার মানে বুঝতে পারছে।···হুঁ, কোন কথা হয়েছে কি অমনি ফচ্ করে সভা। আমি বলেছিলুম না, গাঁয়ে একদিন কাগ-চিল পড়বে!"

"জোতখী কাকা, সভা মিছিলকে দোষ দেবেন না।" কালীচরণ কাছেই অন্ধকারে মিশে দাঁড়িয়েছিল।

"এস কালী!" তশীলদার হাসিমুখে আপ্যায়ন করেন, "তোমাদের তো সাক্ষী মানা হয়েছে, শুনেছ তো? বালদেওজীকেও। তোমাদের দুই লীডারের সাক্ষির ওপরই এখন সব নির্ভর করছে।"

কালীচরণ মোড়ার ওপর বসতে বসতে বলে, "সাক্ষি দিতে হয় তো দেব। যা জানি তা বলতে কী হয়েছে। দারোগা হোক, এস্‌পি হোক, আর ম্যাজিস্টর কলক্টার যেই হোক। সত্যি কথা বলতে তো কাউকে ভয় নেই।"

"খাঁটি কথা। হক কথা!" জোতখীজী ছাড়া বাকি সকলেই সমস্বরে বলে—"ন্যায্য কথা।"

তশীলদার সায়েবের চাকর রণজিৎ হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বলে—"কমলী দিদি···আবার!"

"তা এখানে কী? ডাক্তারের কাছে যাও!" তশীলদার ঝেঁঝে ওঠেন। "ভগবান জানেন কী চিকিৎসা করে এই ডাক্তারেরা। এতদিন হয়ে গেল, এখনো অসুখটা ষোলো আনার জায়গায় বারো আনা হল না!"

···তা হলে আসল কথাটা তো বেরিয়েই গেল। মামলায় ষোলো আনা ব্যাপারটাই কালীচরণ আর বালদেওয়ের হাতে!

"শিব হো! শিব হো!" উঠতে উঠতে জোতখীজী বলেন, "কালীবাবু, কাল একবার হাতটা আমায় দেখিও তো। দেখব,

তোমার হাতের রেখা কী বলে। জন্মদিন আর মাসটা মনে আছে ?"

জোতখীজীর মনে ভয় ঢুকে গেছে— কালীচরণ আর বালদেবের হাতেই যখন সব-কিছু, তখন ওরা যার নাম বলে দেবে,তাকেই 'গিরফ' করবে সঙ্গে সঙ্গে। আর কালীচরণ, একা কালীচরণ কেন, বালদেবও তাঁর ওপর মনে মনে চটা।···বালদেবকে তো অতটা ভয়ের কিছু নেই, কিন্তু কালিয়া···শিব হো! শিব হো!

তেতাল্লিশ

লছমী দাসিন আজ তার মনের সকল দুয়ার উন্মোচন করে দেবে : এক লক্ষ দ্বার!

"বালদেওজী!"

"জী!"

"রামদাস আবার ক্ষেপে গেছে। কাল ভাণ্ডারীকে বলেছে লছমীকে বল একটা দাসী রাখার আজ্ঞা দিক।···আচ্ছা আপনিই বলুন।"

বালদেওজী একথার কী জবাব দেবেন ? দাসী রাখা যে ধর্মবিরুদ্ধ এ কথা তার জানা নেই।···সে কণ্ঠী নিয়েছে সবে দু'তিন মাস হ'ল। মঠের নিয়মকানুন রীতিনীতির ব্যাপারে সে কী বলতে পারে ? কিন্তু মোহন্ত সেবাদাসও তো··· ।

লছমী আবার বলে—"আপনি ওকে বোঝান বালদেওজী। ও একেবারেই ক্ষেপে গেছে। আজকাল ততমাটোলীতে আনাগোনা শুরু করেছে। ভগবান ভগত কাল হিসেব করে বলেছে, রমপিয়রিয়ার মাকে চার সের চাল দিইয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করতে বলেন "মঠের পুরনো চাকরবাকর এরা, না খেয়ে মরবে ? একজন যদি দিন-

ভর মঠে বসে বীজক ব্যাখ্যা ক'রে দুধসর খেতে পারে, তা হলে···।" লছমী বলতে বলতে থেমে যায়।

বালদেওজী আজকাল যেন কিছুটা 'অবোধ' হয়ে পড়েছেন। সোজা কথাও মাথায় ঢোকে না··· কিছু বোঝে না। এমন সরলবুদ্ধি মানুষ !

"আপনার মঠে থাকা ওর পছন্দ নয়।" লছমী বালদেবের দিকে তাকায়।

"তো আমি চলে যাচ্ছি। যদি আমি থাকায় মঠের নিয়ম ভঙ্গ হয়, তা হলে আমি চলে যাব।"

"কোথায় যাবেন ?"

"চন্নন পট্টী !"

লছমীর বুকের ভেতরটা 'ধক্' করে ওঠে।···আজ বেশ কিছুদিন যাবৎ বালদেওজী বড় বিষণ্ণ হয়ে থাকেন। খাওয়াদাওয়া খুব কমে গেছে। কোথাও বিশেষ ঘুরতে ফিরতে যান না। আসনে বসে বীজক পাঠ করেন কেবল। তশীলদার সাহেব বলে গেছেন— "বালদেবের সাক্ষ্যের ওপরেই মকদ্দমার সব কিছু নির্ভর করছে।" শুনে বালদেও বলেছে, আমি সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে পারব না। মহতমাজী বলেছেন— ঝগড়ু ন কচহরিয়া, কে ঠাঠ জইঁ।··· আজ মঠ নির্জন, আজই লছমী বালদেবকে সব কথা বলবে।

"আপনি চন্ননপট্টী চলে যাবেন,···আর আমি ?"

"আপনি ?"

লছমী বালদেবের চোখের ওপর চোখ রাখে। লছমী যখনই এমন করে তাকায় বালদেব যেন কোথায় হারিয়ে যায়।···বাতাস জুড়ে এক মনমাতানো সুগন্ধ। পবিত্র সুগন্ধ ! বীজক থেকে যেমন পবিত্রতার গন্ধ আসে।

"হ্যাঁ। আমি কোথায় যাব ? আমার কী হবে। মঠে থাকতে হ'লে আমায় মোহন্তের দাসী হয়েই থাকতে হবে।" লছমীর চোখ জলে ভরে ওঠে।

"না, না লছমী, তুমি···রামদাসের···ছিছি। আমি····তুমি···।"

"বালদেও !" লছমী বাউরীর মতন ঝাঁপিয়ে পড়ে বালদেবের বুকের ওপর, প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে তাকে—"আমায় বাঁচাও বালদেও। তুমি একবার বলো : 'আমি তোমায় রামদাসের দাসী হতে দেব না।' বলো তুমি চন্ননপট্টী যাবে না। বলো। আমায় ছেড়ে চলে যেও না বালদেব। দোহাই।"

"লছমী !" বালদেও লছমীকে শান্ত করে, "কেউ দেখে ফেলবে।"

লছমী বালদেবের গলা থেকে হাত নামায়, সরে গিয়ে বসে। তারপর মাথা নিচু করে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

বালদেওজীর সারা অঙ্গ ঝন্‌ঝন্ করে বেজে ওঠে। কানের লতির পাশটায় যেন কেউ নুন পুঁটুলি সেক দিচ্ছে। একবার আশ্রমে ওর কানে ব্যথা হয়েছিল। গাঙুলীজী গরম নুনের পুঁটলির সেঁক দিতে বলেছিলেন।...হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বেড়ে গেছে। বালদেবের নাকে এখনো লছমীর দেহ-সৌরভের গন্ধ লছমীর সুঠাম হাতটা তার নাক ছুঁয়েছিল। চন্দনের মত স্নিগ্ধ সুগন্ধ। বালদেবের মনটা ঐ মধুগন্ধে অবগাহন করে চলে। লছমীকে ছেড়ে ও চন্ননপট্টাতে থাকবে কী করে ?...রূপমতী...মাইজী...লছমী !

"মহাত্মাজীর পথ ছাড়বেন না বালদেওজী। মহাত্মাজী অবতারী পুরুষ। আজকাল আপনি এত উদাস হয়ে থাকেন কেন ? মহাত্মাজীর ওপর ভরসা রাখুন। যে চোখে মহাত্মাজীকে দরসন করেছেন, সে দৃষ্টিতে পাপের ছায়া ফেলতে দেবেন না। যে কানে তাঁর বাঁশী শুনেছেন, তাতে মায়ার মিঠিবুলিকে স্থান দেবেন না। মহাত্মাজী সদগুরুকে ভগত হ্যায়।" লছমী মুদিতনেত্রে ধ্যানাসনে মগ্ন হয়। সাদা ধপধপে মলমলের শাড়ির ওপর বিছিয়ে রয়েছে দীর্ঘ কাল চুলের রাশি। অনিন্দ্যগৌর মুখশ্রী ! এই ধ্যানস্থ মুদিত-নয়না ভাববাণীর বাঙ্ময়ী মূর্তি— এ যেন আর-কোন লছমী !...নিজের অজ্ঞাতে বালদেওজীর দুটি হাত অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে যায়।

লছমীর 'পবিত্র' অন্তরাত্মা আবার বাণীমুখর হয়ে ওঠে : "দুনিয়ার দোষগুণ বিচার করার আগে নিজের কায়ার দিকে দৃষ্টি ফেরাও ! মন মৈলা, তন সুখরো উলটী জগ কী রীত !...আগে মনকে সাফ

কর। মন পবিত্র নয়, তাই দুঃখী, তাই নিরাশ হয়ে পড়ে। তুমি কেন পথে উদাস হয়ে বসে আছ ?···কিসের তোমার ডর ?···”

চলতে চলতে পগু থকা নগর রহা নও কোস,
বীচহি মেঁ ডেরা পরাঁ কহহু কওন কা দোস !

[পথ চলতে ক্লান্তিতে তোমার পা অবশ হ'ল, অথচ নগর এখনো বহুদূর। তুমি মাঝপথেই বাসা বাঁধলে— এখন বলো কার দোষ।]

বালদেওজীর মনে হল যেন স্বয়ং ভারতমাতাই বাণী দিচ্ছেন। অবিকল সেই রূপ ! এই সেই রূপ যার চরণ শৃঙ্খল বন্ধনে রক্তাক্ত। যাঁর কেশপাশ বিস্রস্ত।··· বাওনদাস বলছিল ভারথ মাতা উথাল পাথাল কাঁদছেন। না, কাঁদবেন কেন। মা আজ পন্থা বাতলে দিচ্ছেন। উচিত পথে চারণদের সচেতন করে দিচ্ছেন। বাওনদাসের 'ভরম' হয়েছে।···আর বালদেব নিজেও মহাত্মাজীর পন্থায় বিষাদ নিয়ে, নৈরাশ্য নিয়ে চলতে চাইছে।···

“ভারথমাতা কী জয় ! মহাত্মাজী কী জয় ! ভারথমাতা, ভারথমাতা।”

কাঁঠাল গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে মোহন্ত রামদাস বহুক্ষণ থেকে কাণ্ডকারখানা সব দেখছিল।···ধ্যানাসনে বসে লছমী উপদেশ বাণী দিচ্ছে, আর বালদেও জোড়হাতে লছমীর দিকে ঠায় তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অকস্মাৎ · বালদেও লছমীর চরণ দু'খানি ধারণ করে হল্লা করতে আরম্ভ করে— ভারথমাতা কী জয় !

“ভাণ্ডারী ! ভাণ্ডারী !” মোহন্ত রামদাস খিড়কির দোর দিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে আসে, “ভাণ্ডারী ! বালদেও পাগল হয়ে গেছে। ছুটে যাও !” কিছুক্ষণের মধ্যেই মঠে ভিড় জমে যায়। ডাকটর সায়েব, তশীলদার সায়েব, কালীচরণ আর খেলাওন যাদবও আসেন। বালদেবের বুড়ি মাসী মাঝে মাঝে সুরটুর করে গান গেয়ে কাঁদবার প্রয়াস করছে, কিন্তু একসঙ্গে এত লোক তাকে ধমকে উঠছে কিছুতেই জুত করে উঠতে পারছে না, থেমে যাচ্ছে আর পালা করে এর-ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে। খানিক বাদে ফের সেই তোড়জোড়

করে শুরু করতে যাচ্ছে—"বাবু রে।" অমনি, সবাই, একসঙ্গে—"এ্যাই, এ্যাই বুড়ি, চুপ···চু'কর। একদম চুপ!"

ডাক্তার সায়েব বালদেবের বাহুতে রবারের পট্টি বেঁধে মুঠোয় একটা ছেটে রবারের বলে আস্তে আস্তে চাপ দিচ্ছেন।···ও। এই মীসিনেই তো তশীলদারের বেটী কমলীরও পরীক্ষা করা হয়। ও!

বালদেওজী থেকে থেকেই হাত শক্ত ক'রে, হাত ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ছেন—"আপনারা কি ভাবছেন আমি পাগল হয়ে গেছি? কক্ষণো না। কিছুতেই না।···আমায় পাগল পেয়েছেন? আমি পাগল? এ গ্রামে কী ছিল? কেউ জানত এই গাঁয়ের নাম? একে হোল ইনডিয়ায় বিখ্যাত করল কে? আমায় ছেড়ে দিন। আমি মহাত্মাজীর পথ থেকে সরে দাঁড়াতে পারি না।"

ভিড়ের ভেতর থেকে কে একজন মন্তব্য করে—"মঠে থাকতে থাকতে গাঁজা চড়াবার অভ্যেস হয়েই থাকে।"

"কে বলে আমি গাঁজা খাই। মদ-গাঁজা-ভাঙের দোকানে পিকেটিন করা লোক আমি, আমি গাঁজা খাব? ছিঃ ছিঃ। আমি মহাত্মাজীর পথ কখনো ছাড়তে পারি না। মহাত্মাজীই তার সাক্ষী।"

বালদেবের মাসী বুড়ি এবার আর বাগ মানল না। গেয়ে গেয়ে কান্না শুরু দিল—"ডাগদর যে তশীলদারের বেটির বেমারীটা নাবিয়ে এনে আমার বালদেবার ঘাড়ে ছেড়েছে গো···। এসব তো কোন ভালমানুষের কাজ নয় গো বাবু। তশীলদারের বেটিটা যে এখনো আইবুড়···ওমা। আমার বালদেবার যে আর বিয়ে-থা হবে না গো। দৈবারে দৈবা, ভগবান হে···!"

"বালদেওজী!" এবার লছমী কাছে আসে, "চিত্তকে শান্ত করুন।"

"ও! লছমী!···লছমী দাসিন! সাহেব বন্দেগী!···না, ঠিক আছে, আমার কিছু হয়নি। আমার ওপর কখনো কখনো মহাত্মাজীর 'ভর' হয়। চুন্নী গোঁসাইয়ের তো রোজ ভোরবেলায় ভর হয়!" বালদেওজী এবার চুপচাপ বসে পড়েন।

"ডাকতার সাহেব!" লছমী বলে, "ইদানীং বেশ কিছুদিন যাবৎ বালদেওজীর মনটা খুব খারাপ হয়ে থাকে দেখেছি। রাত্তিরে ঘুম, তাও হয় কি না হয় জানি না। এক সপ্তাহ আগে, একদিন জ্বর হয়েছিল। তা জ্বরের হলদে বড়ি একসাথে সাতটাই খেয়ে ফেলেছেন।"

"হলদে বড়ি? সাতটাই একবারে?" ডাক্তার হাঁ হয়ে থাকে।

"জী! জ্বরের হলদে হলদে বড়ি যে বিলোবার জন্যে পাওয়া গিয়েছিল না— তাই থেকে সাতটা নিয়ে একবারেই খেয়ে ফেলেছেন। বললেন, রোজ কে খায়! একদিনেই সাতদিনের খোরাক— খেয়ে নিচ্ছি।"

ডাক্তার হো হো করে হেসে ওঠে। বলে, "বাঃ কী সুন্দর হিসেব! বালদেওজী, আজ থেকে দশদিন অব্দি ঘোলের সরবত খান। ঠিক হয়ে যাবে। আর কিছু নয়, ওষুধেরই গরম।"

রামকিরপাল সিং বলেন, "বিহিদানা[১], অনার[২], সন্তোলা[৩]র রসও খুব ঠাণ্ডা জিনিস। গরমকে সান্ত্বী করবে।...জেলখানায় আমি সেরেফ ঐ রস খেয়ে থাকতুম। দুটো বিহিদানা এখনো রয়েছে আমার কাছে।"

বালদেও আর কালীচরণের বয়ানের ওপরই সব-কিছু— যাকে ইচ্ছে ফাঁসাতে পারে, আবার যাকে ইচ্ছে বাঁচাতে পারে। স্বয়ং দারোগাজী বলেছেন, বালদেওজীর সাক্ষির দাম অনেক।

খেলাওন সিং যাদব আজকাল খুব কালীচরণের পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। শোনা যাচ্ছে, পার্টী আপিসের পাশেই একখানা চারচৌকো ঘর তুলিয়ে দেবেন—'সাথী নিবাস'। যেমন পার্টির জেলা অফিসে আছে। মিটিঙের দিনে যতজন সাথী আসেন, সবাই সেই ঘরে থাকেন। যে সিকরেটরী হবে, সে সেদিন আপিস ঘরে থাকবে। ...কালীচরণ খেলাওন সিংকে বলার সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেছে।

জোতখী কাকা কালীচরণের হাত দেখে বলেছেন—"খুব নক্ষত্র-

১. বেদানা ২. ডালিম ৩. কমলানেবু

কপালে ছেলে। রাজসভায় যশ। হাতে সন্তান আর সম্পদ— দুইয়ের স্থানই খুব ভাল। কিন্তু একটা গ্রহ বড় জব্বর···।”

ওদিকে সিংজী বালদেওজীকে বিহিদানা—সন্তোলা খাবার জন্যে পেড়াপীড়ি করছেন—“খেয়ে নাও বালদেও, বড় পুষ্টিকর জিনিস। ওষুধের গরম সঙ্গে সঙ্গে কেটে যাবে।”···বালদেওজীর মন্দা বাজারটা হঠাৎ সাক্ষির ব্যাপারটায় আবার তেজীতে চড়ে গেছে।···তবে বালদেও বলছেন, “মহাত্মাজীর রাস্তা আমি ছাড়তে পারি না গো। ঝগড়ু ন জাহুঁ কচহরিয়া, দললবাকে ঠাঠ জহাঁ।····ঝগড়া করে কাছারিতে যেওনা···ওখানে বেইমান-দালালদের আস্তানা···কিন্তু বালদেওজীকে তো কিছুই বলতে হবে না। তাঁকে শুধু জিজ্ঞেস করবে— এই সইটা কি আপনার? তিনি বলবেন—হ্যাঁ। ব্যস, আর কিছুই বলতে হবে না। সই তো বালদেওজী করেছেন। সেটা তো মিথ্যে কথা নয়। কালীচরণও করেছিল দস্তখত।

···যেভাবেই হোক বালদেওজীকে সাক্ষির ব্যাপারে রাজি করাতেই হবে। নইলে সারা গাঁয়ের সর্বনাশ। · তশীলদার সায়েব যদি কোঠারিন লছমী দাসিনকে একটু বুঝিয়ে বলেন, তাহলে কাজ হয়ে যাবে— আর দেখতে হবে না।

চুয়াল্লিশ

কদিন থেকে ডাক্তার মাসীর কাছে বেশ অনেকক্ষণ পর্যন্ত বসে থাকে। মাসীর ওখানে বসলে ওর মনে হয় যেন কোন ঠাণ্ডা ছায়ায় বসে আছে। কাজে মন লাগে না ডাক্তারের। মনে হয় যেন ওর সমস্ত উৎসাহ স্পিরিটের মতন উবে গেছে। কী হবে মানব কল্যাণ করে? ধর ও কালাজ্বরের একটা মোক্ষম মহৌষধ আবিষ্কার করেই ফেলল। অমৃতের একটা ছোটখাট শিশি না-হয় ওর হাতে এসেই

গেল। তারপর? বরাবর যা হয়ে আসছে তাই হবে। শেষ পর্যন্ত, পাঁচ আনার অ্যামপুলটা পঞ্চাশ টাকায় বিকোবে তো! এই গ্রাম পর্যন্ত সে ওষুধ এসে পৌঁছবে না কোনদিনই।···আর এখানকার মানুষগুলো বেঁচে কী করবে? এই তো জীবন। পশুর চেয়ে সরল, আবার পশুর অধিক হিংস্র এরা— এই তথাকথিত মানুষেরা।···পেট! পেটই ওদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। বর্তমান সামাজিক ন্যায়ের অনুশাসনের শত শত ভুজপাশের বন্ধনে এরা এমন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, যে 'টুঁ' শব্দ করাবও উপায় নেই ···তবুও এরা বাঁচতে চায়। আর ও তাদের বাঁচাতে চায়। কী হবে? লাভ কী?

মাসী বলেন, "বাবা তুমি ভাগবত গীতা পড়লা?"

ডাক্তার হকচকিয়ে মাসীর দিকে তাকায়। জেলে ও 'গীতারহস্য' পড়বার চেষ্টা করেছিল। মমতাও সব সময় তার ঝুলিতে 'গীতা' আর 'রামকৃষ্ণ কথামৃত' নিয়ে ঘোরে। সে হয়তো বোঝে। মমতা তাকে অনেকবার বলেছে—"অবসর সময় গীতা নিশ্চয় পোড়ো, পড়ে না বোঝ···কিছু খুঁজতে, কিছু পেতে চেষ্টা কোরো। পাবেই কিছু-না-কিছু, নিশ্চয় পাবে।"···ও আবার গীতা পড়বে!

"ডাক্তার সাহেব! জয় হিন্দ!"

"এসো কালীচরণ। কী খবর বলো। তুমি তো পূর্ণিয়া গিয়েছিলে না?"

"জী। এই তো সবে ফিরছি। আশা করি গ্রামের সকলেই রেহাই পেয়ে যাবে। সোতো বাবু উকীল আমাদের জেরা করে নাজেহাল করবার চেষ্টা করেছিলেন, তবে তিনিও বুঝে গেছেন। বালদেওজীর কথা আমি ঠিক জানি না, তবে শুনেছি তিনিও খুব দাপটে জবাব দিয়েছেন।···আমাকে বললেন আপনি লিখতে পড়তে জানেন না, সই করতেও জানেন না। তাতে আমি বললাম আমি লিখতে পড়তেও জানি, আর সই করতেও জানি। দারোগাজীর সামনেও সই করেছি, বলেন তো আপনাকেও দেখিয়ে দিই সই ক'রে।···হাকিম বললেন, আপনি আপনার সইটা চিনিয়ে দিন তো। তা আমার কি চশমার দরকার? আমি ঝট্ করে চিনিয়ে দিলুম!"

"কিন্তু" ডাক্তার প্রশ্ন করে, "যে কাগজটায় তোমরা সই করেছিলে, তাতে কী লেখা ছিল ?"

"কী লেখা ছিল ?···সে তো···তা তো···তা তো পড়ে দেখিনি। দারোগা সাহেব তো ইংরিজিতে লিখেছিলেন।···সরকারী কাগজে কি কোন বেআইনী কথা লেখা থাকতে পারে।"

"হোহো হোহো"—ডাক্তার ঘর কাঁপিয়ে হেসে ওঠে। বলে, "বালদেওজীও নিশ্চয় ঐ একই কথা বলেছেন ?"

"হ্যাঁ, কিন্তু এতে হাসির কথা কী আছে ?" কালীচরণ কিঞ্চিৎ রুক্ষ কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

"হ্যাঁ, ঠিক বলেছ, হাসির কথা নয়।···কাঁদবার কথা কালীচরণ। আমার কিছু বলা উচিত নয়, কিন্তু···। ভেবো না কেবল সাঁওতালদের জমি ছাড়িয়েই জমিদাররা ছেড়ে দেবে। এরপরেই গাঁয়ের কিসানদের পালা এল বলে। আর তোমাকে আর বালদেওজীকেই তারা প্রথম হাতিয়ার বানিয়ে ব্যবহার করল—তোমরা জানতেও পারলে না।···কী, কাঁদবাব কথা নয় ?"—ডাক্তার এক নিঃশ্বাসে সমস্ত কথা উগরে দিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

"কিন্তু···কিন্তু, আপনিও তো লিখে দিয়েছেন যে সাঁওতালদের চোট দেখলে বোঝা যায় কেউ আত্মরক্ষার জন্যে এদের মেরেছে ?" কালীচরণের মুখ থম থম করছে।

"এ কথা কে বলেছে তোমায় ?" ডাক্তার বিস্ময়ে হাঁ হয়ে থাকে, বলে, "এরকম কথা কখনো লেখা যায় ? আমি তো শুধু চোট আর ঘা সম্পর্কে লিখেছি। সাঁওতাল কি অ-সাঁওতাল আমার তো জানবার কথা নয়। আমি একমাত্র রোগের আর ক্ষতের জাতি বিচার করতে শিখেছি, ভাই।" ডাক্তার উত্তেজিত হয়ে বলে, "কালী, তোমরা যা করেছ, তা ভাল কর নি। কিন্তু তোমাদের দোষ দিতেও পারি না।"

"তশীলদার সায়েব তো আপনাকে খুব মানেন।" কালীচরণ সোজা কথার মানুষ।—"কমলী দিদি····কমলী দিদি···।"

"তার মানে ?" ডাক্তার মাঝপথেই বাধা দেয়। "কী বলতে চাইছ ?"

মাসী বলেন, "কমলী দিদি খুব মানেন। তার মাও খাতির টাতির করেন। এই তো?"

"হ্যাঁ।" কালীচরণ যেন একটা অবলম্বন পেয়ে বাঁচে।

"তাতে কী হয়েছে? তশীলদার সায়েব গাঁয়ের একজন সম্ভ্রান্ত লোক। আমার চেয়ে বয়েসে বড়। কমলার অসুখ উপলক্ষে আমায় তাঁর বাড়িতে একটু বেশি যাতায়াত করতে হয়েছে। ওঁরা আমাকে খুব স্নেহ করেন। আমিও তাঁদের সম্মান করি। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে তশীলদার সায়েবের অন্যায়কেও আমি সমর্থন করব, কিংবা তার পক্ষ নেব!"

কমলা বহুক্ষণ থেকে মাসীর বাড়ির আঙিনায় দাঁড়িয়ে শুনছিল। ডাক্তারের শেষের দিকের কথাগুলো কানে যেতে তার বুক 'ধক্' করে উঠল। সে আর নিজেকে সামলাতে পারল না। ওর দেহে মনে ঘটনার প্রতিক্রিয়া খুব তীব্র গতিতে প্রকাশ পায়। নাটকীয়ভাবে ঘরে ঢোকে কমলা।

"ও! তাই আজকাল আমাদের ওখানে যাওয়া বন্ধ করা হয়েছে। তাই সেদিন বলে পাঠানো হয়েছে যে তশীলদার সায়েব যেন কমলাকে পাটনায় নিয়ে যান, এখানে চিকিৎসা হবে না। তাই না?"

সবাই একসঙ্গে চমকে ওঠে। মাসী হেসে বলে, "তুই কি আজ ঝগড়া করার জন্যে কোমর বেঁধে এসেছিস? পাগলী!···বোস্!"

ডাক্তার একদৃষ্টে কমলার দিকে তাকিয়ে থাকে— কমলার মুখ লাল হয়ে গেছে। চোখ জলে আর অভিমানে দবদব করছে। গলার পাশের শিরাটা তীব্রগতিতে ওঠানামা করছে।··· ডাক্তার ভয়ানক অন্যায় করেছে। রক্তের চাপ নিশ্চয় বেড়ে গেছে। কমলার ঠোঁট কাঁপছে, থরথর করে কাঁপছে।··· হঠাৎ কেঁদে ফেলে কমলা —"মাসী!"

"কমলা!" ডাক্তার চেঁচিয়ে বলে, "তুমি কিছু বুঝলেনা-সুঝলেনা হঠাৎ মাঝখান থেকে এসে ফেটে পড়লে। আমি কালীচরণকে বোঝাচ্ছিলুম যে আমি যদি কোন রাজনীতিক পার্টিতে থাকতাম, তা হলে এটা করতাম না···।"

ডাক্তার আবহাওয়া হালকা করে দেবার জন্যে সবরকম চেষ্টা করল তাই। নইলে ভালই হত যদি কমলা ওর ওপরে অভিমান করে থাকত। এইদিনেরই প্রতীক্ষায় ছিল ও। আজ কমলাকে পরিপূর্ণ সুস্থ করে তোলার সুযোগ এসেছিল ওর। কিন্তু এখন সে সুযোগ ফসকে গেছে।···এখন পরিণামের জন্যে তৈরী থাকতে হবে।

যতক্ষণ ডাক্তার বলে যাচ্ছিল, কমলা চুপ করে বসে শুনছিল। হঠাৎ একসময় তার মুখের মেঘ কেটে গেল। হালকা হাসির আলোয় ধীরে ধীরে দুটি অধরে লালিমা ছেয়ে গেল। নাকের পাশের নীলচে রেখাটি ধীরে ধীরে ফুটে উঠল। যেন পদ্মেরা পাপড়ি মেলছে।

মাসী চুপচাপ বসে একবার ডাক্তারের দিকে, আর একবার কমলার দিকে দেখছেন। তাঁর মুখেও মৃদু হাসির রঙ মাখানো।

"প্যারু আমার ওখানে দুবার খুঁজে এসেছে। বোধহয় আজও একটা খরগোস পালিয়ে গেছে।" কমলী মৌন ভঙ্গ করে। এখন তার কথার ভঙ্গী সহজ হয়ে এসেছে।

কমলার মুখের দু-একটি রেখা ও আলোছায়ার রঙ দেখে কালীচরণের মনে চমক লাগে। তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে মঙ্গলার মুখেও অনুরূপ ভাবের আভাস ফুটে উঠতে দেখেছে। অবিকল এইরকম ভঙ্গীতে কথা বলে। ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে কালীচরণ উঠে দাঁড়ায়, "আপনি বসুন ডাক্তার সাযেব। আমি এখন চলি।···আবার কাল দেখা করব।"

মাসীও উঠে দাঁড়ালেন, "তোমরা চা খাবে তো ?"

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে থাকে।···হাতের পাশে একটা বেতের বোনা ফুলদানী ছিল। কমলা সেটা নিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে তার বুনুনি পরীক্ষা করতে থাকে। ডাক্তার মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করে, "একটা কথা বলব কমলা, রাগ করবে না তো ? নিজের বাবার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ কেউ সহ্য করতে পারে না। তাই না ?"

"পারবে কেন ? কেমন করে পারবে ?"

"কী ক'রে তা আমি কী জানি ? আমার তো··· বাবার কথা মনে নেই।" কমলা মৃদু মৃদু হেসেই চলে। বলে, "বিয়ের গানে···

এক জায়গায় শিব পার্বতীর বাপের ঝুড়ি ঝুড়ি নিন্দে অভিযোগ করছেন।—

এক বের গেলী গৌরী তোহরো নইহরবা
বইঠেলে দেলক পুয়ার,
কোদো কে খিচুড়ি রাঁধাওল মৈনা সাসু……!

[তোমার বাপের বাড়ি গিয়ে আমার কী হেনস্তা। বসতে দিয়েছে খড় ; শাশুড়ি ঠাকরুণ কোদোর খিচুড়ি রেঁধে এনেছে।]

"হা হা হা হা !"

"হা হা হা হা !" দুজনে একসঙ্গে হেসে ওঠে। ঠিক যেন ফল হংস মিথুন যুগল কূজনে লিপ্ত। নরনারীর চিরন্তন আকর্ষণের রুপোলি ডোরটা দুলছে। একজন এগিয়ে যায়… ..সে পুরুষ……যে তার চিরন্তনী নারীকে আকর্ষণ করে…আরো কাছে…।

বড় বড় মদিরায় ভরপুর এক জোড়া চোখ, হেসে বলে—"আপনি …আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ সহ্য করতে পারেন !"

"রোজই তো করছি।" দুটি বেপরোয়া চোখের হাসি,…"কমলী ওষুধ খায় না। কমলী বেশি রাত জেগে পড়ে।…কমলী পাগলী। …পাগলী কমলী।…তুমি একটা আস্ত পাগল…আমার পাগলী·· পাগল—পাগলী……

…অধরক মধু জব চাখল কান্হ
তোহর শপথ হম কিছু যদি জানি !

দ্বিতীয় খণ্ড

এক

স্বরাজ মিলেছে নাকি ?

"এখনো মেলে নি, পনেরো তারিখে মিলবে। আর বেশিদিন দেরী নেই, আসছে হপ্তা নাগাদই পাওয়া যাবে। দিল্লীতে কথাবার্তা পাকা হয়ে গেছে।··· হিন্দুরা হিন্দুস্থানে, মুসলমানরা পাকিস্থানে চলে যাবে।" বামনদাসজী আবার এক খবর নিয়ে এসেছেন। তাজা খবর!

··· ৪০ ধারার লুটিসের মতন আবার কোন ফালতু ফাহরম্ নিয়ে এল না তো বাওনদাস ?··· না, মিছে কথা নয়, সত্যি! ডাকতার-বাবুর বেতারেও বলেছে, শুনছি।

"তশীলদার সায়েব ভোজ খাওয়াবেন সেদিন", বেতার সুমরিত দাস ঘরে ঘরে খবর ছড়ায়। "সব 'ইসমিট্'[১] এখনই আমি পাকা করেই তো এলুম। পুরী, জিলিপি, হালুয়া, দই আর চিনি।"

"জ্যয় হো! জ্যয় হো!"

"মহতমা গান্ধী জী কী জ্যয়!"

মোহন্ত সায়েবের ভাণ্ডারার চেয়েও বড় ভোজ হবে। তিন তিনটে দলের নাচ হবে। বলবাহী, বিদেসিয়া আর কমলা। তা ছাড়া মহমদিখার নওটঙ্গী কম্পানীও থাকছে। কালীচরণের সুসীল[২] কীরতনও হবে। পুরৈণিয়া থেকে ইংরিজি বাজনাও আসছে।··· আরে ইংরিজি বাজনাও জান না? রাউতহাটের মেলায় সারকাসের নাচে বাজনা শোন নি— ভেকর ভেকর ভৈঁ ভৈঁ!··· ধমদাহা—সংকরপুরের বিদাপদ। বাঁশগড়ার নলবাহী ঔরাহী-হিংগনার ভাটিয়ালী কীর্তন। শুদ্ধ নারদী গান করে ঔরাহীর ওরা। কোয়লু

১. এস্টিমেট। ২. সোশ্যালিস্ট

খোল বাজায়, সীতানাথবাবু মূল গায়েন। বুড়ো বয়েসেও সীতানাথবাবুর গলায় কী তেজ !

"মুসলমানদের ভাগের সুরাজ পাকিস্থানে চলে যাবে ?··· একদম কেটে আলাদা হিস্যা দিয়ে দেবে ?"

"হ্যাঁ, হিন্দু-মুসলমান যখন ভাই-ভাই, তো ভাই-ভাইয়ের হিস্যা তো আট আনা হিসেবেই মিলবে।"

"বাওনদাস সুরাজ কাটতে দেখে এসেছে নিজের চোখে, না আন্দাজে বলছে, চল তো জিজ্ঞেস করে আসি।"

বাওনদাসকে জিজ্ঞেস করায় সে বলে— এ্যাঁ! সেকি হে! কেটে ভাগ করবে কি, একি লাউ না কুমড়ো ?

"না ?··· তবে যে সুরাজী কীর্তনে বলেছে 'জবতক ফল সুরাজ নাহী পাবে, গান্ধীজী চরখা চালাবে, মোহন হো! গান্ধীজী···"

"কীর্তনের কথা ছাড়। স্বরাজ মানে হল···" বামনদাসজী বুঝিয়ে দেন, "স্বরাজ মানে নিজেদের রাজ, ভারথবাসীর রাজত্ব। এখন আর ইংরেজরা এদেশে রাজত্ব করতে পারবে না।··· 'এই ইংরেজ! ভারথ ছাড়' তবে আর কেন বলেছিলেন গান্ধীজী— এইজন্যেই তো।"

"তা হলে আমাদের গ্রামের রাজ (রাজত্ব) তো তহশীলদার সায়েবই পাবেন। রাজ পারবঙ্গার তশীলদার হরগৌরী তো আর নেই।"

বালদেওজীর মেজাজ আজকাল খুব শান্ত হয়ে গিয়েছে। যেদিন উনি পরসাদ উঠিয়েছেন[১] সেদিন থেকেই মাথা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। লছমী তিন-চারদিন পর্যন্ত সৎসঙ্গ করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত বালদেওজী হার মানেন। বালদেওজী এখন আর গৃহস্থ নন, সাধু হয়ে গিয়েছেন।··· মোছভদরা[২] করানোর পর বালদেওজীর মুখটা ঠিক খোসা ছাড়ানো পাটনেয়ে আলুর মতন দেখতে হয়েছে।

"··· সাহেব বন্দগী বালদেওজী!"

১. বৈরাগ্য গ্রহণ। ২. ক্ষৌর কর্ম।

"সাহেব বন্দগী! জায়হিন্দ!" বালদেওজী আজকাল জায়হিন্দ আর সাহেব বন্দগী একসুতোয় গেঁথে বলেন।

"জয় হিন্দ কমরেড বালদেওজী!" কালীচরণ মুষ্টিবদ্ধ হাতে বলে— কমরেড!

"না। আমি কমরেড নই।" বালদেওজী নাক সিঁটকে বলেন, "আমাকে কমরেড বলছ কেন?"

"কমরেড তো গালাগাল নয় বালদেওজী। কমরেড মানে সাথী। 'দেস্‌কা কাম, পাবলিক কী সেবা' যে-ই করে সেই কমরেড।" কালীচরণ হেসে হেসে বলে।

"তুমি জান না", বালদেওজী রুষ্ট কণ্ঠে বলেন, "তুমি তো আজ এসেছ, আমি এদের তিরিশ সন থেকে জানি। টিকি গোঁফ কামিয়ে, মুর্গির ডিম খাইয়ে কমরেড বানানো হয়। 'ক্যাম্প জেহলে' কত লোককে নিজের চোখের ওপর কমরেড হতে দেখলুম।··· মোজঃফর-পুরের এক সোশালিট নেতা ছিলেন, তাঁর কাজই ছিল ঐ— লোকের টিকি-গোঁফ কাটা। পকেটে কাঁচি নিয়ে ঘুরতেন। অথচ জাতে বামুন।···আমায় কমরেডের মানে শেখাচ্ছ তুমি।"

মনে হ'চ্ছে বালদেওজী ফের ক্ষেপে উঠবেন।

সবাই একমত হয়ে বলে ওঠে, "হ্যাঁ কালীচরণ বাবু, এটা তোমার ভুল হয়েছে। আজ তুমি লীডার হয়েছ, খুশির কথা, কিন্তু আসলে তো তুমি বালদেবজীরই চেলা! তুমি আজ মানো বা না মানো, কথাটা সত্যি!"

কালীচরণ লজ্জা পেয়ে যায়।··· তবে যে সেদিন সিকরেটরী সাহেব বলছিলেন বাপ বেটা দুজনেই কমরেড হতে পারে!··· হয়ত শোনার ভুল হয়ে থাকতে পারে। ··· সে নিজের ভুল স্বীকার করে —"হ্যাঁ, অভিমন্যুবধ নাটকে অরজুন দুর্‌নাচারজজীর পায়ে ফুলের তীর মেরেছিল।"

বাহ রে কালীচরণ। আজকাল কথা বোঝে! আগে তো কথার মানে বোঝার আগেই লড়াই করে বসত।

বালদেওজীও হাসেন। বলেন, "সুরাজ উৎসবের জন্য তোমার পার্টীর দিক থেকে কী হুকুম এল?"

"ঠিক হায়। সুরাজ কি কাংরেস একলা পাচ্ছে?"

"সুরাজ উৎসবের দিনে থাকবে তো, না কি?" বালদেওজী জিজ্ঞেস করেন।

"নিশ্চয়! সেদিন হাতীর পিঠে ভারতমাতার মূর্তি বসিয়ে জুলুস বেরোবো।" কালীচরণ গর্বে বুক ফোলায়। "আমাদের গাঁয়ের মিছিল শুধু কটহা থানায় কেন হোল ইণ্ডিয়ায় ফাস্ট হবে। মূর্তির অরডর দিয়ে দিয়েছি।"

বালদেওজীর চোখের সামনে ভারতমাতার বিভিন্ন রূপ ভেসে ওঠে।— মা, রূপমতী, মাইজী আর লছমী।

··· লছমীকে হাতীর পিঠে বসানো যায় না?··· ভারতমাতার শরীরী রূপ? লছমীও আজকাল খদ্দর পরে, চরকা কাটে।··· মিহি সুতো কাটতে সে আগে থেকেই জানত।

জয় ভারথমাতা কী জায়!

দুই

মামলাতেও স্বরাজ পাওয়া গেল।

সাঁওতালদের সকলকারই দামুল হাউজ[1] হয়ে গেল। সেশন কেস্ বেশ ধূমধাম করেই হয়েছিল। সাঁওতালদের পক্ষে কেস লড়তে পাটনা থেকে বালিস্টার[2] এসেছিলেন। বালিস্টারের খর্চা জোগাতে সাঁওতালনীরা তাদের গয়না বেচেছে। তা বালিস্টারের ওপরেও বালিস্টার থাকে। যদি মকদ্দমায় তসীলদার সাহেবের মতন কানুন-

১. যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। ২. ব্যারিস্টার।

বাজ আদমী না থাকতেন, এই খুনী কেস থেকে শিবশঙ্কর সিং, রামকির পাল সিং আর খেলাওন সিং কিছুতেই রেহাই পেতেন না। ··· খরচা ; আরে ভাই, জান হায় তো জাহান্ হায়। যদি ফাঁসিই হয়ে যায়, তখন জায়গা-জমি টাকা পয়সা কে খাবে ?

রামকিরপাল সিং তাঁর সাঁওতালটোলার নতুন বন্দোবস্তী জমির দশ একর জমি বিশ্বনাথবাবু তশীলদারকে লিখে দিয়েছেন··· হ্যাঁ, বেতার সুমরিতদাসও কাঠাচারেক জমি পেয়েছে।··· খেলাওন সিং যাদবেরও কিছু দেনা হয়ে গেছে।··· হবে না কেন বল, হাতে কাঁচা টাকা পয়সা যা ছিল সে তো দারোগাবাবুর পান-সুপুরিতেই উবে গেছে। পুরনো ফসল তো আগেই হাতছাড়া হয়ে গেছে। কাজেই হাজার দেড়েক হাতে হাতে করজো করতেই হল। তসীলদার সায়েব বললেন, কাগজ তৈরীর আর কী দরকার, সন-পটুয়া বেচলে দিয়ে দিয়ো।

মামলার উৎসবও সুরাজ উৎসবের দিন হবে ?··· হ্যাঁ, দিনে সুরাজ উৎসব, রাত্তিরে মামলাজেতার বিজয় উৎসব।

তশীলদার সায়েব বলে দিয়েছেন, মহমদিয়া নওটংকী কম্পানিকে আনা চাই, যত লাগে, একশো হোক, দুশো হোক, যা নেয়— তবে চুক্তি করে নিয়ো। সুমরিতদাস বলে, "এতে কনকসন্ আছে, পরে বলব।"

···মহমদিয়া পার্টি তোড়জোড় করে তৈরী হচ্ছে। লখনৌ থেকে বাইজী আনিয়েছে চাঁদা করে। নওটংকীর কোম্পানি অর্থাৎ মালিক হলেন নিতলরৈন বাবু। রাজরাজেশ্বরী লক্ষ্মীদেবী তাঁকে কৃপাদৃষ্টিতে দেখেছেন ···যাকে বলে সুনজরে দেখা···।

এই এলাকায় মাঝারি কিষানদের হাতে যখনই অল্পবিস্তর পুঁজি জমে, তামাক, ধান, পাট আর লংকার দর যেই একবছর চড়ে যায়, আবার ঘরে বিয়ে-ছেরাদ্দ না থাকে ওমনি তারা একটু বিলাসী হয়ে পড়ে। তায় যদি মালিক জোয়ানবয়েসী হলেন তবে তো কথাই নেই। দিলদরিয়া হয়ে ওঠেন। হারমনিয়া, ফরাস, শতরঞ্চি,

শামিয়ানা, জাজিম, লৈট, পঞ্চলৈট, পাহাড়ী ঘোড়া, শাম্পানী[১], টেবিল চেয়ার, বেঞ্চি— কিনেটিনে একাকার করে ফেলেন। তাতেও গরম না কমলে, বন্নুকের লৈসন বাগাবার জন্যে অফসরদের ডালি-উপহার দিতে শুরু করেন।···

লালবাগ মেলার সময় রাতের পর রাত মুজরো শোনেন, আর দিনভর কাছারিতে এ-অফিসার ও-অফিসারের দরবারে ঘুরে বেড়ান! বন্দুকের লাইসেনের পর শখ হয় নওটংকী কোম্পানি খোলার। এত করেও যদি মগজ ঠাণ্ডা না হয় তখন অবিশ্যি বাকি থাকে একটা খুনী কেস— ব্যস্ সমাপতন।···মহামাদিয়ার নিতলরেন বাবু নওটংকীকে কোম্পানি। তশীলদার সাহেব বলেছেন, মহামাদিয়ার নওটংকীকে লেখাপড়া করে বায়না করতে হবে।

"বড় ভারী কনক্শন আছে এতে। বেতার সুমরিতদাসের পেটে বেশিক্ষণ কথা থাকে না, "একদম প্রাইবিট্ কেচ্ছা। মহমদিয়া-ওয়ালাদের কেন ডাকা হচ্ছে এবার বুঝলে না? নওটংকীর বাইজীর বেলাউজের ওপর টাকা[২] সাঁটা হবে যে। এবার ঢুকল মগজে?"

সাঁওতালরাও সুরাজ উৎসবে নাচবে।··· আবার নাচবার সময় তীর ছুঁড়ে দেবে না তো? না, না, ডাক্তার সায়েব বলছিলেন, সাঁওতালনীরা নিজেরা এসে বলে গেছে— নাচব। তশীলদার সায়েবেরও এতে আপত্তি হওয়ার কথা নয়।··· তা ভাই, যাই বল সাঁওতালী নাচ দেখতে গেলে দিশেহারা লাগে। খোঁপায় সাদা ফুলের গোছা, আঁটসাঁট গতর, ঝকঝকে দাঁতের পাটি যেন ঝলসে উঠছে! সাদা কাপড়ের আঁচল! যখন ঝুমর ঝুমুর করে হেলেদুলে নাচে, মন করে ঝাঁপিয়ে নেমে পড়ি নাচের মধ্যে।

ডা ডিগগা ডা ডিগগা!
রিং রিং তা ধিন তা!

আজ থেকেই ওরা প্‌রাকটিশ্ করতে আরম্ভ করেছে।··· কিন্তু মাদল আর ডিগগার শব্দ শুনলেই বুকের ভেতর ভয় গুরগুর করে

---

১. সৌখীন গাড়ি। ২. রুপোর মেডেল।

ওঠে। হাঁসেরীর দিন এমন মনে হচ্ছিল, যেন স্বয়ং যমরাজ নাকাড়া বাজাচ্ছেন আর যমদূতের দল সেই নাকাড়ার তালে তালে নাচছে আর তীর চালাচ্ছে।

তিন

"খবর্দার! গরম জলেবী মৎ খানা!"

আজকাল সুমরিতদাস বেতারের খুব বোলবালা। হামেশা নতুন খবর! আজ ক'দিন এক নতুন রহস্য ধরেছে। যে-কোনো টোলার যে-কোনো জোয়ান ছোকরার সঙ্গে দেখা হলেই ফিক করে হেসে তাকে বলছে, "খবরদার! গরম জিলিপি খেয়ো না।"

"মানে?"

"মানে শুনবে? গরম জিলিপি ঠাণ্ডা লাগার বড় মোক্ষম ওযুধ। সর্দিতে নাক বুজে আছে, মাথা ব্যথা করছে, গরম জিলিপ খেয়ে নাও। সঙ্গে সঙ্গে বোজা নাক খুলে যাবে। এত তাড়াতাড়ি কাজ হয়।··· আজ আমি ডাক্তারখানায় একটু দাদের মলম আনতে গিয়ে, শুনি··· কী শুনলুম জান?—ডাগডার সায়েব ফুলিয়াকে— আরে হ্যাঁ আমাদের মহঙ্গুদাসের বেটি ফুলিয়া— বলছেন, ফুলিয়ার গর্মীর বেমারী হয়েছে। মুখে গোটা গোটা ফুসকুড়ির মতন উঠেছে। ডাগডর বলেছেন— পরৈনিয়া চলে যাও।··· সেইজন্যে লৌজমান ভায়েদের হুঁসিয়ার করে দিচ্ছি— গরম জিলিপি খেয়ো না।···"

"কিন্তু দাসজী, জোয়ানদের চেয়ে বুড়োদের নিয়েই তো ভয় বেশি, তাদের সামলান।"

"আরে চুপ চুপ, এ কথা বললে সবারই পর্দা ফাঁস হয়ে যাবে।"

সুমরিতদাস বেতার ফিক্ করে হাসলে তার লাল মাড়ি বেরিয়ে

পড়ে। একেবারে লাল হাসি হাসে বেতার !··· তেমনি রক্তিম হেসেই বলে, "আর খবর রাখ? মোহন্ত রামদাস রমপিয়রিয়াকে দাসী রাখবে। কোঠারিন হুকুম দিয়ে দিয়েছে।···বালদেও তো কোঠারিনের জন্যে বৈরাগীই হয়ে গেল।"

কালীচরণের মুখ হঠাৎ ফেকাসে হয়ে যায়।··· এই রে, এবার বুঝি মঙ্গলাকে নিয়ে কিছু ব'লে বসে! কিন্তু না। বেতার জানে কোথায় কী কথা বলতে হয়। কথায় তার সঙ্গে কেউ পেরে উঠবে না।

চরখা সেণ্টারের মাস্টার মাস্টারণীদের মধ্যে ঝগড়া হয়ে গেছে। টুনটুনজী ইস্তফা দিয়ে চলে গেছেন। অন্য মাস্টারের পেটে অম্লশূলের রোগ দেখা দিতে তিনিও দেশে চলে গেছেন। এখন একা মঙ্গলাদেবী এখানে থেকে চরখা সেণ্টারের নাম করে গাঁয়ের পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে ঘোরাঘুরি করেন, কথা বলেন—গান্ধীজীর কথা, জমাহিরলালের কথা, সুরাজের কথা ··· কালীচরণ বলে, "হাতীর পিঠে ভারত-মাতার মূর্তির পাশে বসে চামর দোলাবার জন্যে মঙ্গলাদেবীকেই বলা উচিত।"

বালদেওজী তসীলদার সায়েবকে বলেন, "গ্রামে যদি মেয়েছেলে না পাওয়া যায়, তখন বাইরের মেয়েছেলেকে বলা উচিত। যদি গাঁয়ের ভেতরেই পাওয়া যায়! কমলী দিদি-ই বসুক না?"

"না, কমলীর অসুখটার ব্যাপারে ভয় আছে। কখন কী হয়ে যায়!"

"তবে কোঠারিনজীকে বলা যাক। এখন তো খদ্দর পরেন। খুব নিয়মনিষ্ঠাও আছে। রোজ নাইবার পর গান্ধীজীর ছবিতে মালা দেন।"

···মজা বোঝ! মঙ্গলাদেবীর হাতীকে বড় ভয়। হাতী দেখলেই তাঁর সর্বশরীর কলার পাতার মতন থরথরিয়ে কাঁপে। কালীচরণ কত বোঝাল, 'বুদ্ধিভরসা দিল' কিন্তু কিছুতেই রাজি করাতে পারল না। শেষকালে বলে, হাতীতে চড়তে রাজি আছি, যদি কালীচরণ সঙ্গে থাকে। শুনে কালীচরণ বোধহয় লজ্জাই পায়, বলে—"ধেৎ!"

কথা বানাতে ওস্তাদ বটে তুলারিয়া। এদিক ওদিক চেয়ে চোখ মট্‌কে মুখ-পেট ফুলিয়ে বলে— "মঙ্গলাদেবীজী যখন লীল্‌ রঙের সালোয়ার পরে পথে বেরোয়, মনে হয় ঠিক যেন মোকনী হাতিনী[১] গা দুলিয়ে হেঁটে যাচ্ছে।"

"হোহো হাহা খিখি···"

"ভোঁ ঔ ঔ খ !···ঔ ঔ ঔ !"

ডাক্তার সায়েবের ঘড়িতে ঠিক দুপুর রাতের 'টৈম্' দেখে টিনের চোঙা মুখে লাগিয়ে কালীচরণ হল্লা করে—"ভোঁ ঔ ঔ—ঔ ঔ !"

সঙ্গে সঙ্গে গাঁয়ের লোজবানের দল জবাব দিল— "ভারত আজাদ্।"

অমনি মঠে খঞ্জনি ডিমি ডিমি করে উঠল—ডিম ডিমক ডিমিক। বালদেওজী ভাবাবেশে বিভোর হয়ে চৌকিদারের মতন হাঁক পেড়ে উঠলেন—"হহহহহ। ভারথ আজাদ হো গয়া। হ হ হ হ হ হো য়। মহতমা গান্ধী কী জ্যায় !"

রিং রিং তা ধিন্ তা! ডা ডিগ্ গা!

সাঁওতালটোলীতে মাদল আর ডিগগা গুমগুমিয়ে উঠল।

তুরব্···পোঁ—ও ও !—মাসী শঙ্খে ফুঁ দিলেন।

সাত মাইল দক্ষিণে, কাটিহারের পাঁচটা বড় বড় মিলের ভেঁপু একসঙ্গে বেজে ওঠে—ভোঁ···ও···ও···! দূর থেকেও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

···'ডিল্লী'তে ভাগ বাঁটোয়ারা করে সুরাজ মিলেছে। জ্যয়! জ্যয়! ইসলামপুর পাখিস্থানে থাকবে না হিন্দুস্থানে? পাখিস্থানে? এখন তবে পাখিস্থানে খুশির চোটে কচাকচ গরু কেটে ফেলছে, না?··· আরে দূর, গরু কী দোষ করেছে?···জোর বরাত তাই মেরীগঞ্জ বেঁচে গেছে। দশ ঘর মুসলমান থাকলেও পাখিস্থানের বখরা নিয়ে ছাড়ত!

১. যুবতী হস্তিনী।

চার

"ভোঁ...ঔ-থ...ঔ ঔ ?"

কালীচরণের গলা বসে গেছে। নারা লাগাবার সময়ে তার গলা দিয়ে হাতীর মতন আওয়াজ বেরোচ্ছে— কাঁই কাঁই সোঁই সোঁই !.... সকাল থেকে কমরেড বাসুদেব আর সোমা জট পালাক্রমে নারা লাগাচ্ছে।...নারা বন্ধ হয় না যেন, অষ্টজাম কীরতনের মতন নাগাড়ে চলবে ! সুরাজ উৎসব শেষ না হওয়া অব্দি নারাও থামবে না !

টনটনক্... ঠনঠনক্... সাজ-চড়ানো মোকনী হাতিনী হেলে দুলে চলেছে।

ঢনঢন ঢনঢনক্ ! কীর্তনিয়াদের ঘড়িঘণ্টা বাজতে থাকে।

পুঁ উ উ....তুরর্....। শঙ্খনাদ।

ভোঁ ও ও পোঁ ও ও। ইংরিজি বাজনা বাজে।

তকতক তকতক ধিনাক ধিনাক ! আমহরার চাঁদ খোল বাজছে।

পিঁ পিঁ পিঁ.... চাঁদ খোলের সঙ্গী বাঁশি।

চাঁদ বেনের সাজিল বরাত ওহো।
এক লাখ হাতী...দুই লাখ ঘোড়া...চার লাখ পয়দল...
দুলহা বালা লখিন্দর।

বেহুলা নাচের দল বরযাত্রার গান গাইছে।

ধুতুতু ধুতুতু... শিঙে বাজছে।

চিঁহি চিঁহি হিঁহি। পাহাড়ী ঘোড়া। কার ঘোড়া ? ধরমনাথ বাবুর না হরি বাবুর ?...

ভারথ মে আয়ল সুরাজ
চলু সখী দেখন কো...

বাঃ বাঃ এ যে নতুন সুরাজী কীর্তন ! কে বাঁধল ? একেবারে তাজা মাল ! শোন শোন !

কথি জে চড়িয়ে আয়েল ভারথমাতা
কথি জে চঢ়ল সুরাজ···চলু সখি দেখন কো !
কথি জে চঢ়িয়ে আয়ল বীর জমাহির
কথি পর গঁধী মহারাজ। চলু সখি···
হাথী চঢ়ল আবে ভারথমাতা ডোলী মেঁ বৈঠল সুরাজ !
ঘোড়া চঢ়িয়ে আয়ে জমাহির···পয়দল গঁধী মহারাজ !
চলু সখি···

বাঃ বাঃ খুব কীর্তন বেঁধেছে ভাই, বলিহারি। কে বেঁধেছে ? উজাড়ু দাস। উজাড় দাসকে চেন না ? বারা মালকিপুরে বাড়ি ! সেও সন তিরিশের সুরাজী।

কুক···কুক্···মোকনী হাতী ঠিক তালে তালে ডাকছে। বাঃ !

হাতীকে চমৎকার সাজিয়েছে ফিলবান। কপালের মাঝখানে এঁকে দিয়েছে পুরইনের[১] ফুল। আহা চোখ জুড়িয়ে যায় !.... ভারথমাতার মূর্তি তো ঠিক মা দুর্গার মূর্তির মতন লাগছে। লছমী, সরস্বতী, পার্বতী গৌরী আর ভারথমাতা সব কজনই মায়ের পেটের বোন্ যে। ও।···তাই বল ! তাই বালদেওজী অমন করে দেখছেন —সাদা খদ্দরের শাড়ি ! গলায় ফুলের মালা ! লম্বা লম্বা কালো চুলের রাশ পিঠের ওপর ছড়ানো ! ভারথমাতার ঠোঁটের ওপর যেমন হাসি, হুবহু তেমনি হাসি লেগে রয়েছে— কোঠারিনের ঠোঁটে। ধীরে ধীরে মুরছল[২] দোলাচ্ছে।

ধিন তাক তাক ধিনা ধিন ! ভাটিয়ালী কীর্তনের খোল বাজছে —তাক ধিনা ধিন তিন্নক তিন্নক !

হাঁরে মোরী রে এ এ এ ! হাঁ আ আ
আঁ আঁ আঁ আরো হে।
বহু কষ্টে স্ব রা জ পাইল রে
ভারৎৎথৎৎ সন্তান ওরে

১. পুরইন—পদ্ম। ২. মুরছল—চামর

কোটি কোটি ছাইলা পোইলা দিল বলিদান আরে
হাঁরে মোরী রে এ এ এ। বাঁ আ আ!

ঔরাহী-হিংগনার ভকতিয়া গান দাদা। খেলা না! সীতানাথ বাবু পুআ বুলি[১]তে কেমন ভাটিয়ালী কীর্তন বেঁধেছেন, দেখ!··· সীতানাথ বাবু বেঁধেছেন নাকি তাঁর ছেলে মহেন্দর?···মহেন্দর বাবুও শুনেছি খুব ভাল গান বাঁধেন।

ঝরক ঝরক ঝর র্‌র্‌! একপুরিয়া ঢোল তো সব বাজনাকে মাত করে দেয়। আর সব বাজনাকে ছাপিয়ে গেছে।

ঢমাক ডিমাক ডিম! একপুরিয়া ঢোলের সঙ্গে একটা ছোট ঢোলক বলছে।

ভোঁ ঔ ঔ থ! ঔ ঔ!

'মহতমা গাঁধী' ধী জায়!'

'জমাহির লাল নেহরু কী জায়!'

'রাজিন্নর বাবু কী জ্যায়।'

'জয় পরগাস জিন্দা বাঘ!'

'য়হ আজাদী ঝুঠী হায়!'

'দেস্ কী জনতা ভুখী হায়!'···এ নারা কে লাগাল?

'এ্যাই এ্যাই···হয় নি, হয় নি···'

'শুনে নাও আগে।'

'আজাদী ঝুঠী! মারো শালাকে। কে বলেছে?'

'নিশ্চয় গাঁয়ের কেউ নয়, বাইরের লোক।'

"এই....এই....বাজনা থামাও।"...."হঠো....হঠো!"

"এ্যায় কালীচরণ। এ্যায় বাসুদে···।"

"বালদেও!....সান্তী করো।...."আরে। কী ব্যাপার? কী হল?"

"সব ব্যাপারে এইরকম একটা ফেঁকড়া তুলবে এই লোকগুলো!"

"শুনুন তশীলদার সাহেব। কথাটা কি জানেন?···বালদেওজী আজ আবার উত্তেজিত হয়েছেন, "কথাটা হচ্ছে এই যে, বাবু

১. পুআ বুলি = পুবালী অর্থাৎ বাংলা।

কালীচরণের পেটে এক কথা, মুখে এক কথা।··· আমি এইজন্যে আগেই জিজ্ঞেস করে নিয়েছিলুম, তোমার পার্টীর কী হুকুম হয়েছে সুরাজ উৎসবের ব্যাপারে। তাতে বললে, সুরাজ কি শুধু কাংরেসীরই ? এখন দেখুন, মিছিলের মধ্যে বাইরের লোক ডেকে এনে আমাদের উৎসবটা পণ্ড করার চেষ্টা। এ কী রকম কথা! আরে ভাই হিঙ্গনা-ঔরাহীর সোসলিট, তো নিজের গাঁয়ে গিয়েই নারা লাগান না। এখানে কেরামতি দেখানোর কী দরকার। মুখে এল আর ব্যাস লাগিয়ে দিলুম নারা— য়হ আজাদী ঝুঠী হায়!”

“ঠিক কথা। উচিত কথা!” জনতা সমস্বরে ঐক্যমত জানায়।

“ওঁয়—সোঁই—সোঁই···” কালীচরণ কী যেন বলতে চায়। তার মানে বোঝা যায় না।

“আরে হ্যাঁ হ্যাঁ— ভুল হয়ে গেছে!” কমরেড বাসুদেও বুঝিয়ে বলেন। অর্থাৎ কালীচরণজীর কথাগুলো জোরে জোরে বলে দিচ্ছেন — “ভুল হয়ে গেছে। ভাই ও জানত না। চামড়ার জিভ, গোলমালে বেরিয়ে পড়েছে। কালীচরণজীর এতে কোন দোষ নেই।”

এখানকার সোসলিট পার্টীর লোকদেরও ব্যাপারটা ভাল লাগে নি।···ভিনগাঁ থেকে এসে এখানে নারা লাগানোর দরকারটা কী? কালীচরণজীর গলা বসে গেছে তো বাসুদেও আর সোমা তো নারা লাগাচ্ছিলই। মাঝখান থেকে ফুটানি মেরে সব গোলমাল করে দিল।

“আচ্ছা! আচ্ছা! মাফ কর দো!”

“হাঁ হাঁ, ছেড়ে দাও। স্বরাজের দিন।”

টনটনাক টন টনাক্ টন···মোকনী হস্তিনী আবার চলে। মিছিল এগিয়ে চলে। ঢোলবাদ্যি সব একসাথে বাজতে থাকে। ডিম ডিম—ঝরঝর—পোঁও পুঁ পুঁ তাক ধিন···।

ভোঁও ধু তু তু— তাক ধিন ধিন!

কুই কু! কুই কু! তালে তালে হাতী ডাক ছাড়ে।

বালদেওজী কি আবার ক্ষেপে গেলেন নাকি? হাতে ঝাণ্ডা

নিয়ে এবার হাতীর সামনে নাচতে নাচতে এগিয়ে চলেছেন। ঝাণ্ডাটা এমন করে ভাঁজছেন, ঠিক যেন রেলগাড়ির গাঁট্সায়েব নিশান নাড়ছেন! হ্যাঁ দাদা, সুরাজের আসল হাতিয়ারই তেরঙ্গা ঝাণ্ডা। আগেকার দিনে তলোয়ার নিয়ে লড়াই ছিল, তাই লোকে হাতে তলোয়ার নিয়ে নাচত। সুরাজের লড়াইয়ে হাতিয়ার হল ঝাণ্ডা। তাই ঝাণ্ডা নাড়াছেন বালদেওজী। ক্ষেপে যান নি। যার যা হাতিয়ার…।

কিরর্‌র ধন ধন ধড়াম্ ধা, ধড়াম্ ধা! নওটংকীর নাকাড়া বেজে উঠল।

…সারাদিন ভোজ খেতে খেতে অরুচি ধরে গেছে।—এদিকে দেরী হ'লে সামনের দিকে জায়গা পাওয়া যাবে না। চল জলদি।

কিরর্ ধন ধন ধড়াম ধা, ধড়াম ধা!

আরে খিসসা হোতা সুরু অব সুনহু পঞ্চ ভগবানোঁ কী
গাঁধী মহতম বীর জমাহির করে সদা কলিয়ানোঁ কী।
কিরর ধন ধন ধড়াম ধা…!

…কী পালা হবে? কী বললে? মস্তানা ভগতসিংহ! বাঃ বাঃ। এতক্ষণে 'রঙ আউট্' করল, দেখলে? আগে জিগ্যেস করলে বলত—'সুলতানা ডাকু কা পাঠ হোগা।'

যার যা হাতিয়ার!…ভগতসিংয়ের পাঠ নিয়েছেন নিতলরৈন বাবু স্বয়ং। ডান হাতে পেস্তল আর বাঁ হাতে বেলের মতন গোল ওটা কী রে ভাই? বম্!…আরে বাপ! হ্যাঁ, যার যা হাতিয়ার! ভগতসিংয়ের হাতিয়ারই তো ছিল— বোমাপিস্তল!

কিরর্‌র্ ধন ধন ধড়াম্ ধা!

আজী বেটা হম মাদরে বতন ভারথ কা
হমে ডর নেহী ফাঁসি সুলী কা।

কির কির কির কিরর্…ধড়াম ধড়াম!

ভগতসিং নাচছে। এক হাতে বোমা অন্য হাতে পিস্তল। নাচতে নাচতে স্টেজের এমুড়ো থেকে ওমুড়ো অব্দি ছুটোছুটি করছে।

নাগাড়চী বলিহারি নাকাড়া বাজাচ্ছে ভাই। ঠিক পান্নালাল কোম্পানির মতন। ইটহরার নাককাটা! তাই বল, নইলে এমন সাফ হাতে আর কে বাজাবে! খালি তাল কাটার সময়ে একটু ভয় ভয় করছে। তাল কাটার সময় ধড়াম ধড়াম—ধা—য়ের তালে তালে ভগতসিং তার হাতের বোমা বারদুই পবলিকের দিকে ঝাড়া দেয়, যেন বোমা ছুঁড়ে মারল বলে। আর সঙ্গে সঙ্গে সামনের সারিতে বসা দর্শকরা তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে এ ওর পিঠে মুখ গুঁজছে। কে জানে বাবা, একবার এদিকে ছুঁড়ে দিলে—তখন? কেন, কখনো কি নকল তলোয়ারে কারুর চোট লাগে নি? তবে? নকলই হোক আর আসলই হোক, হাত থেকে বেরিয়ে যাবার পর কিছু না কিছু ঘায়েল তো করবেই!—আরে নখলৌ কী বাইজী কই? তাকে সামনে নিয়ে এস। কোথায় ঝলি চাপা দিয়ে রেখেছ বাপ? ···তালি বাজাও, তবে বেরোবে।

"এসে গেছে। ঐ দেখ নখলোয়ের বাইজী!"

"তা এসে অমন চুপচাপ দাঁড়িয়ে কেন?"

"গলা শুনলেই ধরা পড়বে নিশ্চয়! গাইতে দাও আগে!"

"রঙটং পাউডার-টাইডার চড়িয়ে সুন্দর বানিয়ে রেখেছে। দিনের বেলায় দেখো তিজেল হাঁড়ির পোড়া ইয়ের মতন···।"

"হো হো হো! শালা দুলারিয়া কথার রাজা।"

বাইজী শুরু করে :

খাদিকে চুনরিয়া রঙ দে ছাপেদার রে রংরেজবা।
বহুত দিনন সে লাগল বা মন হমার রে রংরেজবা!

ধম ধড়াম ধড় ধড়াম্।

"বাছা নাচছ নাচ, তা আবার দাঁত খিচিয়ে হাসি কিসের?"

"এ রাম! দাঁত আর ঠোঁট যে দেখছি একেবারে কাল ভুজঙ্গ।"

"আরে দাঁত কোথায় পাচ্ছ, কাবলী ডালিমের দানা দেখছ না?"

"······হো হো! হো হো! যথার্থ বলেছে দুলরিয়া।"

বাইজী গাইছে :

কহঁী পে ছাপো গাঁধী মহতমা, চর্খা মস্ত চলাতে হৈঁ,
কহঁী পে ছাপো বীর জমাহির, জেলকে ভীতর জাতে হৈঁ।
আঁচরা সে ছাপো ঝণ্ডা তেরঙ্গা
বাঁকা লহরদার রে রংরেজবা…

কির রি রি রি ধড়ক ধড়ক ধড়ম ধা ধড়ম ধা!

আজী জঙ্গিয়া পর ছাপো…।

…এ্যায়। এই তো। বাহ। হো হো। বাঃ বাহ্।

"সাঁটো এর বিলাউজে টাকা!" আওয়াজ ওঠে।

'জরুর সাটো।'

'আবে যাঃ টাকা আবার কী, মিডিল বল মিডিল। দেহাতী লোকের মতন কথা বলছ কেন। চাঁদির চাক্তিকে 'মিডিল' বলে।'

'শোন…ভগতসিং আবার কেন এসটেজে এসেছে?'

"প্যারে ভাইয়ো, আপনারা হল্লা করবেন না… এবার একটা গান হবে—'মোরা বাঁকা সিপাহিয়া টাট্টু সে গিরা জায়।"

"আবে লেচ্কার কাহে ঝাড়তা হায়। বজাও নাকাড়া। …রাত-ভরের চুক্তি। তেরী সিপাহিয়া কী এ্যায়সী—ত্যায়সী—(তোর সেপাহির নিকুচি করেচে)—পালা শুরু কর!"

"হা…যা বলেছ…এরা তো এই তালেই থাকে। এদিক ওদিক করেই রাতটা কাটিয়ে দেবার ফন্দি।…নাচো।"

"এই! পাঞ্চলোইটে হাওয়া ঠাস। ফুক ফুক করছে।"

"আরে কিসের হাওয়া ভরবে। আঁধি আসছে। জলও ঢালবে।" কিরর ধন ধন ধড়াম্ ধা, ধড়াম ধা। নাকাড়া গর্জে ওঠে।

গুড় গুড়ুম! আসমানে জমাটবাঁধা মেঘের কাড়ানাকাড়াও বেজে উঠল।

আজী ভগতসিং হৈ নামী ইনমেঁ সরদার
অজী করনা হৈ উসকো গিরিফদার!
…কিরির্ কির ধন ধন ধড়াম ধা।

"মারো শালাকে। এই শালারাই আসল দেস-দুরোহিত, চিনে রাখ।"

"মারো! মারো রে! ···মার সালে কো!"

"হো হো! হো হো!" আঁধি এসে পড়ল বুঝি···। গরুবলদদের ঘর থেকে বাইরে বার করতে হবে। ঘরের জেনানা লোকেরা চুলোয় আঁচ না নিবিয়েই ঘুমোতে যায়। বহুত খারাপ ওব্যেস। আঁচ রেখে দেয় হুঁকো খাবে বলে। চল রে—। বাঁশের খড়ের চালা-ঘর বাপু। ঠিকানা কী? ঝড়তুফান এল তো উড়ে গেল। বরসা এল তো চুঁইয়ে জল পড়তে লাগল। আর যদি একবার ফুলকি উড়ল, তবে তো আর দেখতে হবে না।....চল হে, আর লাচ দেখে না। কী দেখবে? কাটিহারের চার-আনিয়া মাল উঠিয়ে এনেছে আবার বলে নখলৌয়ের। যা যাঃ। চল হে।

গুড়গুড়ম! গুড়গুড়ম!

কমলাকে দুটি বাহুর নিবিড় আশ্লেষে বেঁধে ফেলেছে ডাক্তার।···

বেলা তিনটের সময় সাঁওতালী নাচ দেখতে এসেছিল কমলী হাসপাতালে। নাচ শেষ হতে হতে সন্ধে হয়ে গেল। ওদিকে নওটংকী কখন শুরু হল, কখন শেষ হল— দুজনের একজনও তার খবর জানে না।··· তারপর যখন মেঘ গরজাল, বিজলী চমকাল, আর ঝরঝরিয়ে বর্ষার ঢল নামল, তখন ডাক্তার কমলীকে তার বাহুপাশে জড়িয়ে ধরল।

সেই বাঁধন ছাড়াবার খুব মৃদু একটা চেষ্টা করেছিল কমলী একবার।

বিদ্যুৎ চমকাল।···গুড়গুড় গুড়ুম। গুড়গুড়গুড়ম!

রিংরিং রিং তা ধিন তা! ডিগগা ডা ডিগগা!

সাঁওতালী নাচের মাদল আর ডিগগার তালে তালে দুজনের হৃৎস্পন্দন ধ্বনিত হচ্ছিল। ছমছম···কমলী আজ এ অঞ্চলের সব রকম গয়নায় মুড়ে এনেছিল নিজেকে। বাঁক, হাঁসুলি, বাজু, কাঁকন, অনন্ত, চুড়, ঝন্‌ঝনি,···ঝুনঝুন করে বাজে যে ঝাঁঝরমল— সব। ····আর চূড়! সে তো দেহের মৃদুতম শিহরণেও বেজে ওঠে টুনটুন!

টুনটুন ! ছম্‌ছম্‌ ! গুড়্‌গুড়্‌ম্‌ !

ছম্‌ছম্‌ ! ঝমর ঝম্‌ ! টুন টুন্‌ !

ডাকতার ! ডা ক্‌ তা র ! ওহ !.... প্র শা ন্ত ম হা সা গ র রা জ ক ম ল ···!!

পাঁচ

বাওনদাসের এখন আর নিজের ওপরেই আস্থা নেই।·· বালদেওজী বলেন—চিত্ত চঞ্চল হয়ে গেছে বাওনদাসের, আর একটু 'ভরম্‌'ও হয়েছে। ব্যাস একমাত্র গাঁধীজীর ওপরেই ভরসা আছে বাওনের।··· বাপু সব পার লাগাবেন ! বহুতর কঠিন পরীক্ষায় বাপু একাই সকলকে সামলে নেবেন। জয় ! বাবা। বাপু !

কিন্তু কী জানি তার মনের মধ্যে কী হয়ে গেছে যে প্রত্যেক ব্যাপারেরই মন্দটা আগে দেখে। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতেই ইদানীং গোটা দুনিয়াকে দেখতে শুরু করেছে সে। বাপু তার চিঠির জবাব দিয়েছেন :

"ভগবান বামনদাসজী। আপনি ধৈর্য হারালে ভক্তজনের কী হবে ?··· বাপু কে প্রণাম !"

বামন কাষ্ঠ হাসি হেসে বলে, "দেখুন গাঙুলীজী ! বাপুর ব্যাপারটা।···এখন আমি কী করি বলুন তো ? মনে সন্দেহ হয়। মনে আঁট থাকে না। এরকম হলে মানুষের কাজেই বা বিশ্বাস আসে কী করে বলুন। বাপুকে জিগ্যেস করলে তিনি ঠাট্টা ইয়ার্কি করেই উড়িয়ে দেন। লিখছেন আপনি যদি ধৈর্য হারান···। হায় রে ছলিয়া রে···ছল ! জনম জনম এই ছল করে ঠকিয়ে এলে, কভী রাম অবতার তো কভী কিস্‌না অওতার আবার···"

"কভী বামন অবতার"—গাঙুলীজী চট করে বলে দেন।

"ধেৎ। আপনিও তো দেখছি···হো হো হো।" অনেক দিন পরে বামনদাস আজ প্রাণ খুলে হেসে ওঠে।

বাওনদাস যখন প্রাণ খুলে হাসে তখন তার চোখ দুটো আপনা থেকেই বুজে যায়। আর মনে হয় বেশ বড়সড় একটা সেলুলয়েডের পুতুল বাতাসে দুলছে। বামন অবতার!

রাবণ অবতার! চলিত্তর কর্মকার রাবণের অবতার। শুনেছ তো, হসলগঞ্জের হরখু তেলীর ঘরে ডাকাতি হয়ে গেছে।

···আঁই! কবে?···সুরাজ উৎসবের রাত্তিরেই? বন্দুক নিয়ে? কেউ ঘায়েল টায়েল হয় নি তো? জোড়া খুন? এ্যাঁ!

সুমরিতদাস বেতার সবেমাত্র কাটিহার থেকে ফিরেছে।

"ব্যাপার হল, হাসলগঞ্জের হরখু তেলীর কঞ্জুসীর কথা তোমরা সবাই জান।···চলিত্তর কর্মকার, কিংবা কে তা ভগবানই জানেন, একদিন ঠিক দুপুরে তার দোরে এসে ধাক্কা দিল। জল খেতে চাওয়ায় তেলী নাকি পয়সা চেয়েছে। কিন্তু তেলেনী বলে তা নয়, দোকানে বসে জলপান করে হাতমুখ ধুয়ে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে দেখে, তখন আমি পয়সা চেয়েছি। তাতে বলে, যে তোমার এখানে এক গেলাস জল খেলেও পয়সা দিতে হয় নাকি? দেখ ভাই, আমারও শোনা কথা। খাঁটি ব্যাপারটা দু'একদিনের ভেতরেই 'অওট্' হয়েই যাবে।···শুনলুম নাকি সুরাজ উৎসবের দিন রাত্তিরে একডজন পাহাড়ী ঘোড়ার সওরার তেলীর দোকানে হাজির। এসেই বলেছে—কোথায় তেলীনি। পুরী বানাও।···না বানিয়ে যাবে কোথায়? হাতে রাইফল বন্নুক নিয়ে তেলীনির দুপাশে খাড়া— একদম তৈরী। হরখুসাহুকে চারদিক থেকে ঘিরে বসে বলেছে রমাইন্ পড়। গাঁয়ে দুজন চলে গেছে। বলেছে আমরা হরখুসা'র মেয়েকে দেখতে এয়েছি। ···সকাল হবার আগেই সব কাম ফিনিস্। মাটির নিচে যেখানে যত ঘড়া পোঁতা ছিল সব খুঁড়ে বার করে নিয়েছে। এক এক জায়গায় খোঁড়ে আর গুণে হিসেব করে বলে,'নাহয় নি। আরো আছে। ভালয় ভালোয় বলে দাও বুড়ো। নইলে চড়াও এটাকে চুলোয়, ঢাল

কেরোসিন ওপর থেকে।' সাহুনী তো সারারাত ধরে পুরী ভেজেছে আর মেঠাই পাকিয়েছে তার ফাঁকে ফাঁকে নাকি বলেছে 'হে বাপ সকল। তীর্থি করব বলে কিছু রেখেছি রে বাপ, কিছু রেখে দিস।' বুড়িকে এক হাজার দিয়ে দিয়েছে।···হরথু সাহকে বলেছে তুমি আট বছর থেকে একখানা ধুতি পরে আছ, তোমার টাকার দরকার কী?··· মেয়েদের গায়ে হাতও দেয় নি, শুনছি। কিন্তু যেতে যেতে এক জোড়া খুন করে দিয়ে গেছে।"

সুমরিতদাসের আজ হল কী? কথা বলছে আর চন্‌মন্ করে চারদিক দেখছে। বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যাচ্ছে। ফিক্ ফিক্ করে সেই হাসি নেই। ব্যাপারটা কী? এমন তো আর কখনো দেখা যায় নি।···"শুনছি নাকি, শোনা কথা, কী জানি," এসব উপসর্গের ফুলঝুরি কথায়। আসল কথাটা কী?

"কী দাসজী। কোনও 'প্রাইবিট্ বাত' আছে?"

"না, প্রাইবিট কথা কিছু নয়!···দাঙ্গা হ'চ্ছে। শুনতে পেলুম 'ডিল্লী, কলকাত্তা, নখলউ, পটনা— সব জায়গায় হিন্দু মুসলমানে লড়াই শুরু হয়ে গেছে। গ্রামকে গ্রাম সাফ!···আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে।" হাতে লোটা নিয়ে সুমরিত দাস দিসা-ময়দানের দিকে চলে যায়।

···বালদেও অনসন করবে। আবার! কেন এবার আবার কী হল? বালদেওজী বলেন, "প্যারে ভাইয়ো। আমি এখন ডাক্তার সাহেবের বেতার খবরে শুনে আসছি। বড়ই দুর্দৈব। মনে হচ্ছে সবাই পাগল হয়ে গেছে। সেই খিলাফতের সময় থেকে গান্ধীজী বলে আসছেন হিন্দু-মুসলমান ভাই-ভাই। তেওয়ারীজীও তাঁর গানে আজ থেকে পনেরো বিশ সাল আগেই বলেছেন:

আরে চমকে মন্দিরোয়া মেঁ চাঁদ
মসজিদোয়া মেঁ বংসী বাজে!
মিলী রহু হিন্দু-মুসলমান
মান অপমান তজো!

"···অ, গাঁধীজীর কথা না শুনে যারা এরকম অন্যায় করছে, তারা

একদিন নিজেদের ভুল বুঝতে পারবে।...গাঁধীজী বোধহয় অনসন করবেন।... আজকাল তিনি নুয়াখালিতে রয়েছেন। এখনই বাওনদাস পুরৈনিয়া থেকে এসেছে। বলছিল গাঁধীজী রামলাল বাবুকে নুয়াখালিতে ডেকে পাঠিয়েছেন। গাঁধীজী সিবনাথ চৌধুরীজীকে চিঠি দিয়েছেন যে সন্ তিরিশে গাঁধী আসবমে জো আদমী পুরৈনিয়া থেকে এসেছিল, তাকে নুয়াখালি পাঠিয়ে দাও। রমাইন পড়বে।... রামলাল বাবু যখন রামাহন গান করেন তখন শ্রোতাদের চোখ দিয়ে আপনা থেকেই জল গড়ায়।..."

জোতখী কাকা আজকাল খুবই চুপচাপ থাকেন। তবুও এত বড় বড় সব ঘটনা ঘটে যাবে, আর এসম্পর্কে তাঁর কোন মন্তব্য থাকবে না, তাইবা কেমন করে হয়? তাঁর মতে এসব পাপ সবই এই সুরাজের ফল।...যে শিশুর জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মায়ের অঙ্গে পক্ষাঘাত হয়, আর ঘরে আগুন লেগে যায়, সে ভবিষ্যতে আরো কত সর্বনাশের কারণ হয় দেখে নিও। কলিযুগ তো এখন সমাপ্তির পথে। এমনি করেই নিজেদের ভেতর খেয়োখেয়ি করে সবাই শেষ হয়ে যাবে।

আজকাল লোকে সোশালিষ্ট পার্টীর আপিসেও নালিশ ফরিয়াদ নিয়ে আসে। জুমরাতী মিঁয়া কাঁদতে কাঁদতে আসে একদিন। সুমরিতদাস তার পাঁচ টাকা কেড়ে নিয়েছে। "কালীবাবু...জুলুম ...গরীব কী কবে বাঁচবে?"

"আচ্ছা আচ্ছা। আজ সন্ধেবেলায় এখানে পার্টী অফিসে থাকুন। রাত্তিরে আমরা আপনার ব্যাপারে পঞ্চায়েতী করে দেব'খন।"— কালীচরণ আশ্বাস দেয়।

"কমরেড বাসুদেও!... সুমরিত দাসকে ডেকে আনো তো।" সন্ধেবেলায় কালীচরণ বিশেষ ভঙ্গিমা নিয়ে বলে।

মচ্ মচ্ মচ্! বাসুদেব কাল পুরৈনিয়া থেকে ফিরেছে। বাটা কোম্পানির জুতো কিনেছে চব্বিশ টাকা দিয়ে। হাঁটবার সময় মচ্ মচ্ শব্দ হয়। রাত্তির বেলাও চোখে ধূপছায়া কাল চশমা, পরনে পাজামা-কুর্তা. জুতো মচমচিয়ে চলার সময় কেমন যেন নেশা নেশা লাগে। প্যারেড করে চলার মেজাজ আসে।... বাসুদেব ইস্টিশানের

পান-বিড়ি সিকরেট অলার মতন শব্দগুলোকে পেঁচিয়ে গলাটা কর্কশ করে ডাকে— "সো ম রে ট ড্যা স !"

শুনে সুমরিত দাসের পিলে চমকে যায়! বাসুদেব মনে মনে হাসে— "সো ম রে ট ড্যাস্ !"

ছোট্ট চালাঘরের ভেতরে দাসজীর লুকোবার আর জায়গা কই! বাসুদেও তাকে আগেই দেখে ফেলেছে। সে তার হাত ধরে হিঁচড়ে বার করে আনে। সুমরিতদাস থরথর করে কাঁপতে থাকে— "হু হু জু র ! দোহাই !…"

"বেতার, ডাক পড়েছে !" বাসুদেও হাসতে হাসতে বলে।

"কৌ… কৌন… বা… বাসুদেও ?" হেৎ ! আমি বলি বুঝি… দারোগা সাহেব। যাঃ বাবা। বাঃ বা খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে। আলবৎ বুলি রপ্ত করেছ যাহোক। হবেই তো। দেস বিদেস ঘুরে বেড়াও তোমরা। কে ডেকেছে ?… কালীচরণ ? আচ্ছা একটা কথা ভাই, অনেকদিন থেকেই জিজ্ঞেস করব করব ভাবি, ভুলে যাই। আচ্ছা বলো ত, তোমাদের পার্টীর ভেতরেও কি ছুটো আলাদা পার্টী আছে নাকি…?"

"কেন ?"

"আগে বলই না" সুমরিতদাস ফিক করে হাসে।

"না, আগে আপনি বলুন" বাসুদেবেরও কি জেদ কম নাকি !

"না এই… কালীচরণ একদিন বলছিল, সিকরেটরী সাহেব বাসুদেওকে বিস্সাস করেন না। আমি বললুম বাসুদেবের ভেতর তো কোন ডিফেক্ট্ দেখিনা, তাতে বললে দাসজী আপনি ভেতরের কথা কী জানবেন।… তাই জিগ্যেস করছিলুম যে…"

"আরে হাঁ হাঁ দাসজী, আমি বুঝেছি। আসলে কালীচরণ হচ্ছে ধরমপুরীজীর পার্টী। ধরমপুরীজীরও সোশালিট পার্টীতেই আছেন, তবে আমাদের সকরেটরী সাহেবের সামনে তিনি কিছুই নন। একদম ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ। সকলের সঙ্গেই হেসে হেসে কথা বলবেন, কংরেসীদের সঙ্গে নিয়ে দোকানে বসে দইচিড়ে খাবেন। এখন ভেবে

দেখুন··· এইসব কলার করা লোক, এই কিরান্তী পার্টীতে কেমন করে···· বলুন আপনি। ভেবে দেখুন দাসজী!"

"ও! ও-ও! এই কথা!" সুমরিত দাস গম্ভীর হয়ে বলে, "অতি খাঁটি কথা।"

"হ্যাঁ, আর এই কালীচরণজী তাঁরই পার্টীতে", বাসুদেও ফিসফিসিয়ে বলে, "মঙ্গলাদেবীর সঙ্গে আজকাল যা রসলীল্লা চলেছে, সে আর কী বলব?··· এইসব কথা আমি সিকরেটরী সাহেবকে বলেছিলুম। তাতে সিকরেটরী সাহেব কালীচরণকে ধমকে দেন। সেইজন্যেই এইসব বলে বেড়াচ্ছে বোধ হয়।··· দেখুন না! এইবারই মজা লাগবে সম্মেলনে যাবার সময়।"

"ও ও ও!··· হ্যাঁ ভাই! সব জায়গায় এই পার্টীবাজী ঠিক নয়।···সব কিছুরই একটা সীমা থাকা দরকার। তা ভাই ধরমপুরীজীর কথা তুমি যেরকম বললে, ওরকম মানুষ কিরান্তী পার্টীতে কী করে থাকতে পারে?··· খাঁটি কথা!··· হ্যাঁ, কথা বলে বটে তোমাদের সিকরেটরী কিসনকান্তজী— গরমাগরম! কথা বলার সময় হাত যা নাচায় না দেখে মনে হয়···। আচ্ছা, তা হাকিম সায়েবের পরোয়ানা জারী হয়েছে কেন? ডাকাডাকি কিসের!"

"আরে ঐ জুমরাতী মিয়া গিয়ে কী যেন সব লাগিয়েছে। বলছিল আমার টাকা কেড়ে নিয়েছে।" বাসুদেও কাল চশমাটা ভাল করে চোখে চড়িয়ে নেয়, বলে, "মুসলমানদের কথায় বিশ্বাস কি?"

"বুঝে দেখ একবার!" সুমরিতদাস ফিক করে হাসে। বলে, "কথাটা একটু বুঝে দেখার কথা!"

"আমি গিয়ে বলে দেব'খন ঘরে নেই। কী এমন লাট সায়েব যে লোকে অমনি হাতজোড় করে দাঁড়াবে। আমি কাউকে পরোয়া করে চলি না।" বাসুদেব প্যাকেট থেকে সিগরেট বার ক'রে দেশলাইয়ের খোলের ওপর ঠুকতে ঠুকতে বলে— "দিন ভর লেকচার ঝেড়ে বেড়াচ্ছি, সিগরেট খেয়ো না, আণ্ডা খেয়ো না। আর ভেতরে ভেতরে···।" বাসুদেও দেশলাই জ্বেলে সিগারেট ধরায়।

···দেশলাইয়ের আগুন চশমার জোড়াকাঁচে ঝকমক করে ওঠে।

কাল চশমার ওপরে জ্বলন্ত দেশলাই ! সুমরিতদাসের সর্বাঙ্গে শিহরণ লাগে। গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে।··· তবুও সে হাসে ! বলে, "ডুবে ডুবে জল খেলে একাদশীর বাপও টের পায় না।"

"হুঁ !" বাসুদেব ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছেড়ে কাশে। ....মদের গন্ধ ! সুমরিতদাসের চোখ জ্বল জ্বল করে ওঠে। "বাসুদেও বাবু, কিছু নেপালী মাল এসেছে বুঝি ? আমাকেও একটু চাখাও।"

"অল রইট্ ! কাল চাখায়েগা। লাল সেলাম !"

মচ্, মচ্, মচ, মচ।

ছয়

তন্ত্রিমাটোলীতে আজ খুব গরমাগরম পঞ্চায়েত বসেছে। বহু দিনের প্রচলিত ঐতিহ্য, পঞ্চায়েতের মণ্ডপে কেউ ঘরোয়া আটপৌরে ভাষা বলবে না। 'তুমতাম-কাহেকুহে' অর্থাৎ কচরাহী মোগলাই[১] ভাষা যে যত বলতে পার, বহুত আচ্ছা। কেউ তোমাকে পঞ্চায়েতে হটাতে পারবে না। লণ্ডজোয়ানের দল রামপিয়রিয়ার দাসিন হওয়ার ব্যাপারে ঘোর বিরোধ করেছে।

"খেল্ বাত হায় ? জাত হায় কি ঠাট্টা হায় ? যখন যার ইচ্ছে হ'ল ওমনি কারুর রখেলিন্[২] বনে বসল, দসিন বনে বসল, রাঁড় হয়ে বসল ?" আজ গরমুও বেশ গরম গরম বলছে।

পঞ্চায়েত সব্বার কথা বলার হক্ আছে। তাই ধমাদ্ধম্ পঞ্চায়েত চলছে।

"কোথায় রমপিয়রিয়ার মা ?"

দরমার বেড়ার আড়ালে দাঁড়ানো মেয়েমানুষদের ওপর সকলের

১. কোর্টকাছারিতে ব্যবহৃত উর্দু। ২. রক্ষিতা।

নজর পড়ল্। রমজুদাসের ইস্তিরি খাঁকারি দিয়ে গলা ঝেড়ে বলে, "রমপিয়রিয়ার মাকে কী বলছেন ?"

"তুমি কথা বোলো না।"

"মার চেয়ে মাসীর দরদ বেশি !"

"আমি বলবই !" রমজুর বৌ উঠে দাঁড়ায়।··· মনে হচ্ছে আজ একটা মারপিট হবে।

"কোথায় গেলে উচিত দাস আর নোখে ! ছড়িদার হয়েছ কি মুখ দেখাতে ?"

"হাঁ নিয়ে এসো ছড়ি··· মারতে বলো। যে না ছড়ি মারে সে বেজন্মার বেটা। ···রামপিয়ারীর মায়ের মুখে কথা সরেনা বলে আজ কুকুর বেরালও ধমক দেবে !···রমপিয়ারী সোমত্ত মেয়েছেলে, তার মনে যা চায় সে করতে পারে।··· পঞ্চায়েতে দাঁড়িয়ে তো বড় ফড়ফড় করছ গরম্, রমপিয়রিয়া তো তোমার ভাইঝি, তাই না ? তবে বলি হাটে হাঁড়ি ভাঙি এবার ?··· সাতছেলের বাপ ছীওন, তাকে সবাই জিজ্ঞেস করুন দিকি, রামপিয়ারীর মার মাচানের ওপর দিনরাত্তির, খিদে-তেষ্টা ভুলে হাঁটু জুবড়ে পড়ে থাকে কিসের জন্যে ? এই কি বিচার ?··· আরে জোয়ান বয়সের কথা না-হয় বলা যায়, যে না, একদিন পা হড়কে গেছে। এই থুত্থুরে বুড়োর ভীমরতি দেখ দিকি।"

"চুপ করো।··· এ্যাই ! চুপ !··· কাঁহা ছিওন ?"

"মাথায় তো খুঁজলে আর একগাছা চুলও কাঁচা পাওয়া যাবে না, আবার রঙ্গ কত !··· কী হে ছিওন, কী বলছে রমপিয়ারী মা ?"

ছিওনের তোতলা বেটা গরম হয়ে বলে, "মু-মু-মুখ সাম্মে কটা বয়ো !"

"মারো। ধরো বেটাকে।"

"এ্যাই ! এ্যাই !"

"লাগাও গলায় গামছা। মারো ঝাড়ু ওপর থেকে ! এতবড় আস্পদ্দা ! আবার গরম দেখায় !"

নোখে আর উচিত দাস ছড়িদার। পঞ্চায়েত খুব জমে উঠলে

ওরা দুজনে হাতের ছড়ি খুব নাচাতে থাকে। নোখে আর উচিত দাস ছিওনকে ধরে তার গলায় গামছা দিয়ে টেনে আনে। মহঙ্গুদাস, চেথরু, মুসহরু, অনপু আর ঘোতন মধ্যস্থতা করে— "মেরো না।"

"বুড়োগুলো সব এক দলে" কে একজন আওয়াজ দেয়। এবার রমপিয়রিয়ার মার বদলে ছীওন দাসের পঞ্চায়েতী হচ্ছে। ছিঃ ছিঃ! গলায় দড়ি জোটে না! এবারের মতন পাঁচ টাকা জরিমানা করে ছেড়ে দেওয়া হল। সস্তায় পার পেয়ে গেলে!

ছিওনদাসের পাঁচটাকা জরিমানা হ'ল আর তার তোতলা বেটার সাজা হল পাঁচবার কান ধরে উঠবোস। নোখে গোনে—"এক দুই তিন চার পাঁচ— ব্যস!"

রমপিয়রিয়ার মাকে এক সন্ধে ভোজ দিতে হবে। মোহন্তসায়েব যখন জাত মারছেন, তখন ভাত দিন।··· কী বলে রমপিয়ারীর মা? ···এ্যাঁ? দেবে? রাজি! ঠিক আছে। বলুন সবাই পঞ্চ পরমেশ্বর কী বিবেচনা করেন?··· দশের বিচারে যা হয়!

দশের বিচারে স্থির হল— রামপিয়ারী দাসিন বনতে পারে। জাতের ঐতিহ্যে ঢিলে দিলে সব বিশৃঙ্খলা হয়ে পড়বে। এইরকম সর্বদা পঞ্চায়েত হতে থাকে তবে তো? এই তো ভোজটা বেরিয়ে যাচ্ছিল হাত থেকে!

মজুর বৌ রমপিয়ারীর মার অন্দরমহলে বসে রমপিয়ারীকে বোঝায়— "যখন দুধের সর আর মালভোগ কলা খেয়ে খেয়ে চোখের ওপর চর্বি জমে যাবে, তখন মাসীকে চিনতেও পারবি না। তোর মোহন্তকে বলবি, জোড়া শাড়িতে পার পাবে না। দই খাওয়ালেই পাওনা মকুব হয়ে যাবে না।··· কঠসর[১] নিয়ে তবে ছাড়ব।"

রামপিয়ারী হাসে— "ওঁকে তো বললেই হয়। যা বলব তাই করবেন। কিন্তু কোঠারিন···"

"কোথাকার পাগলী রে তুই? কোঠারিন আবার কে··· ও আবার কিসের কোঠারিন্? তখন থেকে তো কোঠারিন হবি তুই। এই বুদ্ধি

১. গলার গয়না।

নিয়ে মঠে থাকবি ?··· লছমিনিয়ার বিষদাঁত যদি ওপড়াতে না পারিস তাহলে তোর মোহন্তকে চিরটা কাল খঞ্জড়ী বানিয়ে 'ফটকনাথ গিরধারী' গেয়েই কাটাতে হবে। ও-মাসীকে কম ভেবোনা।··· পাগলী কোথাকার। এমন মুখচোরা মেয়ে নিয়ে···"

"শুনতে পাচ্ছিস রে! ও রমপিয়রিয়া, কোথায় গেলি আবার? ঐ বুঝি মোহন্ত এল দেখ···।" রমপিয়রিয়ার মা মেয়েকে ডাক পাড়ে।

"সাহেব বন্দগী মোহন্ত। আর খিড়কির দোর দিয়ে লুকোচুরি কেন? এখন তো তুমি আমাদের আপনার লোক গো।··· এসো, এদিকে এসো!" রমজুর ইস্তিরি একচোক বুজে মুচকে মুচকে হাসে।

মোহন্ত সাহেব রমপিয়রিয়ার সঙ্গে কলাবন থেকে বেরিয়ে এসে উঠোনে আসে।

"পিঁড়ি দে রে!··· বসুন।"

"জাতের লোক তো ভাত খেতে চায়। আমি কুবল খেয়েছি।" রমপিয়রিয়ার মা কলকেয় টান দিতে দিতে বলে।

"লছমীকে জিজ্ঞেস করব" মোহন্ত চোখ নিচু করে জবাব দেয়। রমপিয়রিয়ার মা এখন তার শাশুড়ি। শাশুড়ির সামনে একটু ছেদ্দা-ভক্তি দেখিয়ে কথা বলতে হয়।

"কী বললে?" রমজুর বৌ ফাটা কেনেস্তারার মতন খনখনিয়ে ওঠে, "লছমীকে জিগ্যেস করবে? রমপিয়রিয়ার মা, শুনতে পাচ্ছ? বলেছি না, মাগী একে একেবারে ভেড়া বানিয়ে রেখেছে। বলি মোহন্ত সাহেব, লছমী কে যে আপনি তার মত নেবেন?"

"না, সে বলেছে···!"

"মোহন্ত সায়েব, কথার দোষ ধরবেন না, আপনি বাপু হিজড়ে।" রমজুর বৌ যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ায়, "রমপিয়রিয়াকে লছমিনিয়ার দাসী বাঁদী বানাবেন আপনি, আমরা সব বুঝতে পেরেছি।"

"না, না। সে হতে পারেনা। সে কী কথা। ড়মপিয়াড়ী যা বলবে··· তাই হবে।" রামদাসজীর হাত দুটো আপসে জোড় বেঁধে যায়।···

"...ড়ম পিয়াড়ী জো কহেগী" আজকাল প্রতি কথায় মোহন্ত রামদাসজীর বুলি,... "ড়ম পিয়াড়ী যা বলে"...

"রামপিয়ারী কী জানে?" লছমী চটে ওঠে, "মঠের নিয়মকানুন শিখতেই তো ওর বছর ঘুরে যাবে। হাতের কটা আঙুল তাই ভাল করে গুণতে পারে না, তার কাছে জনমজুরীর হিসেব! সদগুরু হো, সদগুরু...।"

যেদিন থেকে রামপিয়ারী মঠে দাসিন হয়ে এসেছে, লছমীর মুখ হাঁড়ি হয়েছে!... মোহন্ত রামদাস সব বোঝে। রামপিয়ারীকে মোহন্ত সাহেব বলেছেন মজুরদের মজুরীর ধান মাপতে। "হিসেব নিকেশ জানে না তো বুঝিয়ে দাও-না। শেখাবেনা-পড়াবেনা, এসবের বালাই নেই, খালি লেচ্‌কর ঝেড়ে বেড়াবে।"

"আমি লেকচার ঝাড়ি? সদগুরু হো! আমায় ডেকে নাও নিজের কাছে। প্রভু! ওর গায়ে একমণ সাবান ঘষলেও পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ ছুটবে না। ভোরে উঠতে শেখাও। মুখ তো ধোয়ই না। বিড়ি খায়। ডোলডাল[1] থেকে এসে চানটা পর্যন্ত করে না। এঁটো হাতে বীজক ধরে। আমি কাকে শেখাব— পড়াব? কী বলছ তুমি? আঁচলে চাবি না লটকালে যদি কিছু শেখা না যায়, তো নিয়ে নাও চাবি ভাঁড়ারের। আমার চাবি বাঁধার শখ নেই। সদগুরু জানেন।" লছমী ঝনাৎ করে চাবির গোছা আঁচল থেকে খুলে ফেলে দেয়।

...রামদাস দেখে, এ তো সেরেফ গুদোমের চাবি। সিন্দুকের চাবি কোথায়?..."চাবি ফেলে দিচ্ছ কেন? কতায় কতায় এত রাগ গোঁসা করলে চলবে কী করে?" মোহন্ত সায়েব গম্ভীর মুখে বলেন, "তুমি আমার গুরুভাই!... ড়মপিয়াড়ীকে শুধ্‌রে নেওয়া তোমারই কত্তব্ব।"

"তার গায়ের ময়লাও আমি ছাড়াব? কাপড়টাও কি আমি কেচে দেব? গদীঘরের[2] দেয়ালে দেয়ালে থুতু গয়ারের কাঁড়ি... আধপোড়া

১. শৌচকর্ম। ২. বীজক প্রকোষ্ঠ ও মোহন্তর শয়নগৃহ।

বিড়ির টুকরোয় ঘর ভরে থাকে। সেও কি আমি পরিষ্কার করব? …মঠ আর মঠ নেই, বুঝলে? শুওরের খোঁয়াড় হয়েছে!”

“তোমাকে ডমপিয়ড়ীর গায়ের ময়লা ছাড়াতে বলব কেন? আমি তো পাগল হইনি। তুমি বাবু বালদেওয়ের গলার ময়লা ছাড়িও।”… মোহন্ত রামদাস ছেড়ে দেবে কেন? সত্যি কথা মানুষ নিজের বাপের মুখের ওপরেও বলে দেয়।

“বালদেওজীর নাম মুখে আনবে না।”

“কেন মুখে আনব না?… মঠকে শুওরের খোয়াড় বানিয়েছে কে?”

“আমি বানিয়েছি!”

“তা নয়তো কী? আমার ভেতরটা জ্বলছে। কথা বাড়িও না!”

“ভেতরটা জ্বলছে তো নাও, ঘা কতক মেরে ঠাণ্ডা করে নাও।” মারপিটের নাম শুনে বালদেওজী কী করে চুপ করে থাকে! হিংসাবাতের আশঙ্কা আছে! “মোহন্ত সাহেব! কোঠারিন জী! সান্তী! সান্তি রেখে সব সব কথাবার্তা বলুন।”

“আহা হা! কোঠারিন রে কোঠারিন আমার!” ঝগড়ার তালিম রামপিয়ারীর ছেলেবেলা থেকেই। দোরের আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এসে সে এবার খুব হাতমুখ নাচিয়ে গলাবাজি শুরু করে— “রোজ দুপুর রাত্তিরে কোঠারিনের কুঠরী খোলে।… বলি সিন্দুকের চাবিটা কই?… গুদোমঘরে আছেটা কী? সবই তো বেচেবিকিয়ে সারা করেছ।”

লছমীর নাকের পাটা ফুলে ওঠে। কে যে তার পিঠে কঞ্চির ঘা মেরেছে।… রাত বারোটায় তার কুঠরী খোলে!… সবই বেচে ··! সদগুরু হে, এ আমার কোন্ পাপের দণ্ড দিচ্ছ প্রভু?

“রামদাস! তোমার খেঁকশিয়ালীর মুখ বন্ধ করাও, নইলে ভাল হবে না! কী চাও কি তোমরা?… সিন্দুকের চাবির জন্যে বুক ফেটে যায় তো এই নাও।” লছমী সিন্দুকের চাবিও ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

রমপিয়রিয়া এবার গদী থেকে বকর বকর করে।… রমপিয়রিয়ার

বোল-চালের বাঁধুনি খুব। ধানী লঙ্কার মতন ঝাল। তার কথা কানে গিয়েই শরীরে আগুন লাগিয়ে দেয়। কথায় এত··· ঝাল ?

"যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মারে দই। চোপর দিন বসে মহতমাজী মহতমাজী করে বালদেও, একঘটি জল নিয়ে গাছগুলোর গোড়াতে দিলেও বুঝি যে হ্যাঁ! সকাল থেকে সন্ধে অবদি আয়না কাঁকুই নিয়ে মহারাণী বাহারঠনক সাজ পাট করবেন! এখানে কেউ কারুর চাকর নয়।··· আমার গায়ে ময়লা আছে থাক, মনে তো ময়লা নেই আর পাঁচজনের মতন। ওপর থেকে গন্ধ সাবাং আর চামেলিং তেল মাখা, আর ভেতরে? রামরাম! রাতভর মুখে মুখ দিয়ে পড়ে থাকলুম, আর ভোরবেলায় মুখ ধুয়ে সুদ্ধ হলুম— এ বিদ্যে তো আর শিখিনি।···নট্টিন *। কসবিন*।" রামপিয়ারী গজ গজ করে।

ড়মপিয়াড়ী! বেসি কতা বোলো না, মাতায় বেতা হবে।" মোহন্ত বলেন, "এমন জানলে···।"

লছমী দাসী স্তব্ধ হয়ে যায়। নিঃশব্দে নেবু গাছের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে।

রামপিয়ারীর এক-একটা কথা তীরের মতন তার মর্মমূলে গিঁথে যায়।···গন্ধ সাবান আর চামেলীর তেল?··· মোহন্ত সেবাদাসই এই একটা খারাপ অভ্যেস করে দিয়েছে ওর। সাবান ছাড়া চান করতে পারেনা ও! সাবান নইলে পবিত্রই হয় না যেন! আর কেশরঞ্জন তেল তো আজকাল যেদিন মাথার যন্ত্রণা করে, সেদিনই শুধু মাখে। ···মোহন্ত সাহেব যখনই পুরৈনিয়ার কাছারিতে যেতেন, ফেরার সময় তেল, সাবান, কিসমিস, আখরোট আর রকমারী ফল মেওয়ায় ঝুলি বোঝাই করে ফিরতেন। কোন নতুন কিছু বাজারে উঠলেই কিনে আনা চাই।

···মোহন্ত সেবাদাসের সঙ্গে লছমী সব তীর্থ সেরে এসেছে··· সেকি এই নরকভোগের জন্যে? তার কপালটাই খারাপ। এখন মঠে থাকা মানে নরকবাস। ছি ছিঃ গত দশদিন যাবৎ পরসাদে রুচি

* বিভিন্ন ইতর বিশেষণ

নেই, জলে মছলীর গন্ধ পয়লা দিনই লেগেছিল, এদানি জল খেতে গেলেই বমি হয়ে যায়।··· মঠে আসার সময় রমপিয়রিয়ার মা মেয়েকে ঠেসে ঠেসে মাছ গিলিয়ে দিয়েছিল। সদগুরু হো! আর যা ইচ্ছে কর, শুধু, পন্থ ভরষ্ট কোরো না গুরু।··· লছমী কালই মঠ থেকে আলাদা হয়ে যাবে। মোহন্ত সাহেব তার নামে তিরিশ বিঘে জমি আর কলমী আমের একটা বাগান লিখে দিয়ে গেছেন। সে জমির ওপর মঠের কোন অধিকার নেই।.... এক সপ্তাহের ভেতরেই, সদগুরুর কৃপায়, সব ঠিক হয়ে যাবে।··· লছমীর চোখের ওপর স্বপ্নের মতন এক দুনিয়া গড়ে ওঠে।··· কলমী আমের বাগানে, ঠিক বোম্বাই আমের গাছের পাশেই দু'খানি মনোরম কুটির। ও চরখা চালাচ্ছে, বালদেওজী বীজক ব্যাখ্যা করছেন।···

"বালদেওজী! অব্ আসন তোড়িয়ে!"

বালদেওজী লছমীর মুখের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকান। লছমীর চোখের দিকে চোখ পড়লেই বালদেওজীর দৃষ্টি ঐ রকম ভাবলেশহীন হয়ে পড়ে।··· আসন ভাঙতে হবে?[1]

"হ্যাঁ হবে। এখানে ধরম বাঁচবে না।" লছমীর চোখ জলে ভরে যায়।

আরে! জোগিয়া কে নগর বসে মতি কোই
আহো সন্তো ···জোরে বসে সো···জোগিয়া হোই!

···ডিম ডিমিক ডিমিক, ডিম ডিমিক ডিমিক!

১. বাস তোলা।

সাত

কমলী দিন দিনই সুন্দর হয়ে উঠছে।

তার গলায় আজকাল দুটো রেখা এমন ভাবে ফুটে উঠেছে, যাতে তার গোটা মুখের আকর্ষণ বেড়ে গেছে। চোখে আর চঞ্চলতা নেই, আছে এক নতুন মদিরা··· হঠাৎ দেখলে মনে হয় মেয়েটা কাজল পরেছে।

"জানো মা, আজকাল তোমাদের ডাক্তার নিজেই বেহুঁস হয়ে যাচ্ছে। আধঘণ্টা যাবৎ দেয়ালের দিকে একনজরে তাকিয়ে রয়েছে।" কমলা নিজের ঘরে চুল ঝাড়তে ঝাড়তে বলে।

মা বলেন, "কমলী, শুনতে পাবেন, ডাক্তার সায়েব গোল কামরায় বসে আছেন।"

"বয়ে গেল।"

কদিন থেকেই মার মনে হচ্ছে কমলাকে বলবেন, এত বেশি মাখামাখি ভাল নয়। কিন্তু আবার মেয়ের দিকে চোখ পড়তেই কেমন যেন মোমের মত গলে যায় মা।··· দুধবরণ কন্যা তার মেঘবরণ কেশ, মোমের বাতির মতন নিটোল সুডোল দুখানি বাহুলতা, তনুশ্রীর সবটুকুই পেশীর লাবণ্য-বিন্যাস। তার চোখ দুটিতে···এ্যা! ···একি? কেঁপে ওঠেন মা। একিরে পোড়ারমুখী ··হতভাগী! একী করেছিস!··· শেষে কি আঁচলে কালিমাখবি মা? দোহাই, অমন কাজ করিসনি যেন।··· না না, মাও যেমন? তার মেয়ে স্বয়ং 'মা কমলা'··· তার যা ইচ্ছে করতে পারে।

মার মুখে আবার স্বাভাবিক হাসি ফুঠে ওঠে। বলেন, "মনে ইচ্ছে তোর অসুখটা নাবিয়ে ডাক্তার নিজের ওপর নিয়ে নিয়েছে।"

'হোহোহো।' ডাক্তার এবার আর হাসি চাপতে পারে না।

কমলা পর্দার এপাশ থেকে গলা বাড়িয়ে ইশারায় বলে, "চুপ! আপনি রুগী তা খেয়াল আছে?"

তশীলদার সাহেবের খড়ম খটখট করে ওঠে। এত হাসি শুনে আর কি কেউ কাজকর্ম করতে পারে?

ডাক্তার তশীলদার সায়েবের উভয় রূপই দর্শন করেছে। যখন তিনি ঘরগেরস্তালী, মামলা মকদ্দমা, লেনদেন কি লাভ-লোকসানের মতন বৈষয়িক কথাবার্তা বলেন তখন একরূপ। আবার ঘরে আরাম করে বসে দিনদুনিয়ার কথা বলার সময়, কিংবা রামায়ণ-মহাভারত, দেশ-বিদেশ থেকে নিয়ে ঘরোয়া কথার ওপর মন্তব্য করার সময় তিনি আর এক বিশ্বনাথ প্রসাদ— তশীলদারের সঙ্গে তাঁর আর কোন সম্পর্ক নেই। তখন তিনি কৌতুকপ্রিয় সুরসিক কুশল গৃহস্থ! সরল অমায়িক মানুষ!

তাঁর প্রথম রূপটির প্রতি ডাক্তারের অসীম ঘৃণা। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় রূপটির ইন্দ্রজালে ডাক্তার আবদ্ধ হয়ে গেছে।

"ব্যাপার কী?" হাসির টাটকা স্বাদটা থেকে বঞ্চিত হতে রাজি নন বিশ্বনাথবাবু। ব্যগ্র প্রশ্ন করেন, "কমলীর মা। কথাটা কী বলো তো? ওরা দুজন তো বলবে না!"

"বোলো না, তোমার বদ্ধ পাগল মেয়ের মুখে কিছু আটকায় না তো। মুখে যা আসে তাই বলে। বলে, ডাক্তারবাবু নিজেই আজকাল অজ্ঞান হয়ে যান।"

"তাই নাকি" বিশ্বনাথবাবু হাসি চাপবার ভঙ্গী করেন, "তারপর?"

মা হাসি চেপে বলেন, "তাইতো আমি বললুম মনে হচ্ছে, ডাক্তারবাবু তোর রোগটা নিজের ওপর নিয়ে নিয়েছেন। ডাক্তারবাবু কথাটা ওঘর থেকে শুনতে পেয়েছেন আরকি।"

"হা হা হা হা।" বাপের এইরকম হাসি শুনলে কমলী বলে "বাবা পছতিয়া[১] হাসি হাসছে।"

১. যে ফসল দেরীতে ওঠে।

কমলার স্বভাবের অনেক পরিবর্তন তার বাপেরও নজরে পড়ে। এমন মেয়ের বাপ হাত-পা গুটিয়ে বসে রয়েছে। কীকরবে। নাচার। ভগবান! শংকর! কমলীর ওপর তোমার কৃপা দৃষ্টি রাখ!

বিশ্বনাথবাবুর ম্লান হয়ে আসা হাসি ডাক্তারের তীব্র মনোযোগ আকর্ষণ করে। বড় করুণ! দেখলে মায়া হয়। বিশ্বনাথবাবুর এটা তৃতীয় রূপ।

দু'খানি রেকাবীতে জলখাবার সাজিয়ে মা ঘরে ঢোকেন, "বুঝলেন ডাক্তারবাবু, কমলী রেডিওর দিদির কাছ থেকে সেদিন মটরপোলাও রাঁধতে শিখে এসেছে।"

"ও অলইণ্ডিয়া রেডিওর মামলা। চেখে দেখুন মটরের ঘুগনি গিয়ে রেডিওর কায়দায় পড়ে মটর-পোলাও হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেখুন কী পোলাও হয়েছে!"

"যাই হোক, 'খোয়াবী পোলাও' না হলেই হল"— কমলার দিকে তাকিয়ে ডাক্তার হেসে বলে।

"হো হো হো!"

হাসিখুশির রঙিন মায়ায় হারিয়ে গিয়ে ডাক্তার কি তার কর্তব্যে অবহেলা করছে? মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে ডাক্তার ভাবে। কিন্তু কই? ও যাই করুক, ওর বুকের ভেতর থেকে তার বিপরীত কোন তার বেসুরো বেজে উঠছে না তো!··· ও যাই করুক, সেটা ভাল হোক মন্দ হোক, তার জন্যে কোন অন্তরগ্লানি নেই ওর মনে।

প্যারু বেশ কয়েকবার বলেছে খিড়কির দিকে জানালাতেও পর্দা থাকা দরকার। নইলে কেমন যেন বেআব্রু দেখায়। এই জন্যেই প্যারুকে ডাক্তার এত ভালবাসে।··· কমলা আজকাল রোজ যায় ডাক্তারের ওখানে।

"মাসী বলছিল··· বলছিল.... তুই ভুল করছিস। তোরা দু'জনেই ভুল করছিস!··· এর পরের কথা কিছু ভেবেছিস? কী হবে এরপর?.... কী হবে ডাক্তার? বলো তো!" ডাগর চোখের ডালি থেকে আমের মুকুলের মত মধু ঝরায় কমলা— "বলো না ডাক্তার, কী হবে?"

"কী হবে আবার ? যা হবার হবে, খারাপ কিছু হবে না।"

"তুমি চিরদিন আমার পাশে থাকতে পারবে না ?"

"আবার পাগলামী ?"

"ডাক্তার। তুমি জিন্ নও তো ?"

"জিন ? সে আবার কী ?"

"জিন হল এক পীরের নাম। সে কখনো মনোমোহন রূপ ধরে এসে কুমারী আর বিধবা মেয়েদের ভোলায়। দীনদুঃখীকে চোখের নিমেষে ঐশ্বর্যবান বানিয়ে দিতে পারে। যার ওপর অসন্তুষ্ট হয়, তাকে একেবারে বরবাদ করে দেয়। যার ওপর খুশি হয়, তাকে ভরপুর করে দেয়।" কমলার গলার পাশের নতুন ওঠা রেখা দুটি দ্রুত ওঠানামা করে।··· কমলা কি ভয় পেয়েছে ?··· ডাক্তারকে আঁকড়ে ধরে কমলা।

"কেন মিছামিছি ভয় পাচ্ছ ? মাথার মধ্যে কেবল বাজে চিন্তা।"

"না, না, ভয় পাব কেন ? ভয় পাচ্ছি না। যদি জিন্-ই হও তাতে কী ? আমি তোমায় জয় করে নিয়েছি।"

"এত ভরসা ?" ডাক্তার দেখে— কমলার চোখের তারায় উজ্জ্বল প্রত্যয়ের আলো।··· নীরোগ, সুস্থ কমলা !

"সেদিন তুমি ওপরহাতে কী গয়না পরেছিলে ? কই আর তো পর না ?"

"বাজু।··· কেন গয়লানী-গয়লানী লাগছিল দেখতে না ? গোকুলের গয়লানী !" কমলা জোরে হেসে ওঠে।

রাসলীলা একেই বলে।··· দেখেছ ? এই দুপুর রাতে ডাক্তারের খোঁড়া চাকরটা লাইট্ মারতে মারতে তশীলদারের বেটিকে বাড়ি পৌঁছোতে চলেছে।··· তাও বলি, বিয়েটা দিয়ে দিলেই তো লেঠা চুকে যায়, দেয় না কেন ? একদম সায়েব মেম ! ডাক্তার সায়েবই বা কেমন লোক !

"ডাকটর সায়েব ক্যায়সা আদমী হৈ ?"··· কেমন লোক ডাক্তার ! কটহা থানার নতুন দারোগা অগমু চৌকিদারকে জিজ্ঞেস করে।

"হুজুর! আচ্ছা আদমী হায়, মগর··· মানুষ ভাল, কিন্তু···" "কিন্তু আবার কীরে? সালা আধখানা কথা বলে, আর বেটীচ্··· আধখানা পেটের ভেতর রেখে দেয়। সালা আমায় চেন না? ভাল করে চিনে রাখ। আমি ভিনদেসের লোক নই, আমার বাড়ি এই জেলায়। জান তো? আমার কাছে সালা চেপে যাওয়া? 'কিন্তু' কী বল্।" নতুন দারোগা জ্বলজ্বল করছেন। হাওয়াকেও বাপান্ত করেন, "সালা! রাত মেঁ বেটীচ্···এমন হাওয়া বইছিল যে হাবিলদার সাহেবের চোখ জোড়াকে একেবারে জোর করে বুজিয়ে দিয়ে গেল। হাবিলদার সাহেব, একবার দয়া করে ঐ ফাইলটা দিন তো। দেখি, কী সব জানতে চেয়েছে। নতুন নতুন পার্টি গজাচ্ছে, আর আমাদেব সালা জান কয়লা হয়ে যাচ্ছে!"

দারোগা সাহেবের নতুন বয়েস। শোনা যায় এ জেলার প্রথম পাঁচজন দারোগার একজন। কথা বলার সময় এটা বলতে ভোলেন না—"আমি বাইরের লোক নই মশায়, এই জেলারই মানুষ।" সুযোগ পেলেই এই তথ্যটির সুবিধাজনক সদ্ব্যবহার করেন—"আমি যদি একটা পয়সা খেয়েও ফেলি, সেটা এই জেলাতেই থাকবে।" বাইরের যেসব লোক এই জেলাতে এসে আরাম আয়েস করে খাচ্ছে, তারা যেন তাঁর বখরাটাই লুটেপুটে খাচ্ছে—এইরকম একটা জোরালো ভুল ধারণায় দারোগা সাহেব নাহক কষ্ট পান।···
···ফারবিসগঞ্জের তরুণ তুর্কী নেতা ছোট্‌নবাবু জেলাকংগ্রেসের সেক্রেটারী হয়েছেন।··· লিখেছেন···· ডাক্তার লোকটা কমিউনিস্ট পার্টির।

দারোগা সাহেব হাসপাতালের চারপাশ ঘিরে ডজনখানেক সেপাই মোতায়েন করেছেন।

"আপনার বাড়ি··· আসলে কোথায়?" দারোগা সায়েব প্রায় বিপন্ন হয়ে জিজ্ঞেস করেন।

"বিরাটনগর।"

"বিরাটনগর তো নেপালে। আপনি কি নেপালী?"

"না।"

"তবে ?"

"আপনি এত বিচলিত হচ্ছেন কেন, দারোগা সায়েব ? আমি যা যা বলছি লিখে নিন না।"

"বাঃ বেশ বললেন-- 'লিখে নিন্ না' ! বলি, লিখবটা কী ?"

"আমি যা জবাব দেব, তাই লিখবেন।"

তশীলদার সাহেব ঘামে ভিজে জবজবে হয়ে গেছেন। প্যারুর মুখ শুকিয়ে গেছে। কী ব্যাপার কিছু বোঝা যাচ্ছে না।··· মাসীর বুক ধড়ফড় করছে।.... কিন্তু আশ্চর্য। কমলীর ওপর এর কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি।··· ও জানে, ডাক্তারের কিছু হতেই পারে না। কিছুই না। ভয়ের কিছুই নেই। কমলীর জোরালো বিশ্বাস।

ডাক্তারের ছু'টিমাত্র কথায় দারোগা সাহেব তাকে চিনে ফেলেছেন --"অদ্ভুত প্রকৃতির লোক এই ডাক্তার।"

ছোট ছোট ছেলেরাও আজ বেতার সুমরিত দাসকে প্রশ্ন করছে "সুমরিত দাস, ডাক্তার সাযেব কী করেছেন যে দারোগা সায়েব ধরতে এসেছেন ?.... ঘুস নিয়েছেন বলে কেউ নালিশ করে নি তো ?"

"তাই দেখ! ছুনিয়া বড়ই খারাপ জায়গা, ভাই। কাউকে বিশ্বাস নেই ছুনিয়ায়।··· রমাইনেই বলেছে না,— বিস রস ভরে কনক ঘট জৈসে !... ডাক্তার নাকি জারমান ওয়ালাদের লোক, শুনছি! জোতখীজী ঠিকই বলেছিলেন··· জারমান অলাদের সি আই ডি এই ডাক্তার! এখানকার লোককে ছুঁচ ফুটিয়ে ফুটিয়ে কাহিল করে দেবার কাজ করত। কুয়োর জলে দাওয়াই মিশিয়ে সত্যি সত্যিই 'হৈজা' ছড়িয়ে দিয়েছিল। জারমান অলাদের একটা পাটী আছে, কম্‌সীন.... কওম্‌নিস্ না কি, সেই পাটীর লোক।"

দারোগার ভাবগতিক দেখে ডাক্তার অবাক হয়। বারবার বলছে আমি এই জেলার বাসিন্দে। বেকুবের মতন প্রশ্ন, "আপনার তো ···অনেক মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল ?"

"ছিল বৈকি। অন্ততঃ চারশো মেয়ের সঙ্গে দিনরাত থেকেছি।' —ডাক্তার মৃদু হাসে।

"চারশো ?" বিস্ময় জন্মালে দারোগার চোখ ছুটো পেঁচার চোখের

মতন গোল হয়ে যায়, “চার··· শো ? বেটীচ··· এত মেয়ে কোথায় পেলেন !”

“মেডিকেল কলেজ হসপিটালে ।”

“ও !··· না, আমার প্রশ্ন হল, ভাল ঘরের মেয়েদের সঙ্গে···!”

“কেন, হাসপাতালে কি ভাল ঘরের মেয়েরা যায় না ?”

“আমার বক্তব্য হল । যাকগে ওসব কথা যেতে দিন । ‘কম্‌নিস্ট পার্টী’ ওয়ালাদের সঙ্গে আপনার কী রকম সম্পর্ক ?”

“আমার অনেক কমিউনিস্ট বন্ধু আছেন ।”

“আপনি সাঁওতালদের লেলিয়ে··· বুঝিয়েছিলেন যে জমির ওপর জবরদস্তি হামলা করে দাও ? সাঁওতালরা তাদের এজাহারে বলেছে ।”

সাঁওতালরা সব সময় আমার কাছে পুরোনো নথিপত্র পড়াতে নিয়ে আসত— জাজমেন্ট ইত্যাদি···।”

“আপনি আপনার বইপত্র দেখাতে পারেন ?” দারোগা উঠে বইয়ের আলমারীর কাছে যায় ।

···সালা, সব ডাক্তারী কেতাবে বোঝাই !.... চিলড্রেন অফ ইউ. এস. এস. আর. । লাল রুশ, লেখক : বেণীপুরী ।··· লাল চীন, লেখক ঃ বেণীপুরী ।

“এসব তো রুশদেশের বই ।”

“রুশ দেশের নয়, রুশদেশের বিষয়ে লেখা বই ।”

“একই কথা ।’, বইটা বার করে দারোগা খুব সন্তর্পণে পাতা ওল্টায়— যেন বইয়ের মধ্যে বোমা লুকোনো আছে ।

···ডাগডর সাহেব গিরিফ ।··· জুলুম বাত ! সাঁওতালদের ডাক্তারই লেলিয়ে দিয়েছিল । গাঁয়ে হৈজাও সেই ছড়িয়েছিল ।··· গাঁয়ের লোককে কাহিল করে দিয়েছিল ।.... হ্যাঁ, হৈজার সুঁই নেবার পর আজও কাম কাজ করতে গেলে চোখে সরষে ফুল দেখার মতন লাগে তো ! ঠিক কথা !··· দেখ দেখতে কেমন বোম্‌ ভোলা আদমী ছিল ! মনে হত যেন দেবতা । অথচ ভেতরে ভেতরে কতবড় শয়তান । লোকে বুঝবে কী করে বল ! জ্যোতখী কাকা ঠিকই বলতেন ।··· গনৌরীর বাড়িতে ফারবিসগঞ্জের এক মেহমান এসেছে ।

সে বলে, তার গাঁয়ের পাশে সিঝবা-গরৈয়াতে এক ডাক্তার আছে, সে ডাকাতি করায়। ডাক্তার তো ঘরে ঘরে যায়, বাড়ির সামনে পেছনে সবই দেখে, টাকার বাকসো কোথা তাও জানে।··· সে তার দলের লোককে পুরো নকসা দেখিয়ে দেয়। বাড়ির লোককে ঘুমো-বার ওষুধ দেয়, ওদিকে চুরি ডাকাতি করিয়ে দেয়। আশপাশের সমস্ত লোককে ছুঁচ ফুটিয়ে ফুটিয়ে ভীতু বানিয়ে দিয়েছে।··· যে তার কথার অবাধ্য হয়, তার গাইবলদ মারিয়ে দেয়, মোষ চুরি করিয়ে দেয়, কিংবা তার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। কতবার তার ওপর বেল্‌কেস[১] এসেছে। কিন্তু প্রতিবারই টাকা খরচ করে জিতে গেছে। নামও অদ্ভুত--- নটখট পরসাদ! "যা বলেছ ভাই, বিশ্বাস কাউকে নেই।"

"সোমা জট কাল তাসগঞ্জ মেলায় 'গেরেফ হো' গয়া।" সোমন মুচি বলে— "মেলা থেকে যারা এসেছে তারা সবাই বলছে।··· আর আমি আখড়ায় ঢোল বাজাব না।"

আট

জোতখী কাকা আজকাল খুব প্রসন্ন থাকেন।

গ্রামের লোক তাঁকে দিনে পাঁচবার পেন্নাম ঠোকে।··· আদত 'বেম্মগ্যানী' জোতখী কাকা! কলিযুগে এখনো যদি কোথাও কিছু তেজ বাকি থাকে তো বামুনদের কাছেই আছে।··· জোতিস্‌বিদ্দা হাসি তামাশার কথা নয়।··· বেহ্মতেজ এখনো বেঁচে আছে।··· সোনা কাদায় রাখলেও সোনা, তার গায়ে পাঁক লাগে না। পরনাম জোতখী কাকা!

১. বি. এল. কেস।

"জীও, আও বৈঠো ! ক্যা বাত হায় ?"

"সব্বনাশ হয়ে গ্যাচে কাকা। আমার তোতা উড়ে গেছে। হাসতে হাসতে খেলতে খেলতে চলে গেল গো জোতখী কাকা।"—পোলিয়াটোলীর হীরু জোতখী কাকার পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে মাথা খোঁড়ে।

"এই হীরু, এই, কী হয়েছে কী ?"

"মেরা বেটা ! আমার বাচ্চা জীবানন, কালই··· একদিনের জ্বরে আমার পাঁজরাটা গুঁড়িয়ে দিয়ে চলে গেছে গো। আমার বড় সাধের তোতা উড়ে গেছে জোতখী কাকা !" ঝুঁকে পড়ে কপালে হাত রেখে হীরু কাঁদে।

"এত তাড়াতাড়ি ? কাল কী বার ছিল— সোমবার ? হুঁ ! মরেছে না ?"

"হ্যাঁ, ঠিক সূয্যি ডোবার সময় !"

"গুণ-তুকের ব্যাপার। বুঝলে হীরু ? ডাইনী বাণ মেরেছে। যাক। শুক্কুরবার দিন অমাবস্যে। যার ওপর তোমার সন্দেহ, তার বাড়ির পেছনে বসে থাকবে। ঠিক দু'পহর রাত্তিরে সে বাইরে বেরোবে। তার পিছু নেবে। সে তোমার ছেলেকে বাঁচিয়ে, তেল-গন্ধ মাখিয়ে, কোলে নিয়ে যখন নাচতে লাগবে··· ঠিক সেই সময় যদি তার কোল থেকে ছেলে কেড়ে নিতে পার, তারপর তোমার ছেলেকে কেউ মারতে পারবে না।··· ইন্দ্রের বজ্রও তার মাথায় ফুল হয়ে যাবে।"

"এতে আর সন্দেহ কোথায় জোতখী কাকা !··· পরিষ্কার আয়নার মতন কথা দেখা যাচ্ছে।··· পাঁচমাস আগের কথা. দফা চল্লিশের সময়, যখন সবাই দরখাস্ দিলে, তখন আমিও দিলুম। আমার শালা কাছারিতে মুহুরি। তার তদ্বিরে আমার জমি নগদী হয়ে গেল। সবাইকার দরখাস্ নামঞ্জুর হয়ে গেল, কেবল আমায় জমা বেঁধে দিল। একদিন পারবতীর মা গমের ভাগ চাইলে, আমি বলে দিলুম আর বখরা দোব না। আমার জমি নগদী হয়ে গ্যাচে চল্লিশ ধারায়। ব্যস সঙ্গে সঙ্গে শাপ শাপান্তি করতে লাগল। ওর দশ বিঘে জমিই আমি

চাষ করতুম। ব্যস, সেই রাগ পুষে রেখেছিল, কাল আমার সব্বোনাশ করে দিল রাক্কুসীটা।"

"এই হীরু, শোন, কেঁদো না। চেঁচামেচি কোরো না! চুপচাপ! অমাবস্যার রাত্তির, দু'পহর রাতে···। খেয়াল থাকে যেন!"

অমাবস্যার রাত!

পারবতীর মার খিড়কির দিকের ঝোপে মানুষ সমান সিদ্ধির গাছের আড়ালে হীরু বসে খৈনি টিপছে আর মুখে দিচ্ছে।··· মোরঙ্গিয়া গাঁজার নেশা বড় তেজালো। কাত্তিক মাস থেকেই রাত্তিরে হিম পড়তে থাকে। হীরুর শরীর একদম ঠাণ্ডা মেরে গেছে। খৈনি খেয়ে খেয়ে গা গরম করে নিচ্ছে। মনে মনে বলছে— "সালী ঘরের ভেতর গুজ গুজ করে কথা বলছে— বেরোবার নাম করে না। বেরোও আজ একবার।··· কীরে বাবা, ঘরের ভেতরই আজ নাচবে নাকি? যদি বাইরে না বেরোয়··· তা হলে? জোতখী কাকা তা তো কিছু বলেন নি।"

সন্ধে থেকেই গণেশ মাসীকে জ্বালাতন করছে। গণেশের আজ ঘুম নেই চোখে। থেকে থেকে এমন সব কথা জিজ্ঞেস করছে যে মাসীকে বেশ ভেবে চিন্তে উত্তর দিতে হচ্ছে।

"মামাকে কি জেলে মারছে? দিদিমা!"

"না বাবা। তোমার মামা চোর ডাকাত নয়।"

"তা হলে ধরে নিয়ে গেল কেন? জেলে দিয়েছে কেন?"

"সরকারের মরজী, বাবা, সরকারের যা ইচ্ছে!"

"সরকারের ইচ্ছে! সরকারকে তুমি জিজ্ঞেস কর না কেন?"

"চুপ কর। তুমি এবার ঘুমোও?"

"নানী?"

"কী বাবা!"

"আমাকে বাইরে নিয়ে চলো। পেচ্ছাপ করব।"

"চলো!"

....খট্! মাসী দোর খোলে। খিড়কির জঙ্গলে সিদ্ধির ঝোপটা নড়ে ওঠে। হীরু বোতলে মদ এনেছিল, তাড়াতাড়ি বোতলে মুখ

লাগিয়ে চুমুক মারে।··· এইতো বেরিয়েছে রাক্কুসী! ঠিক দু'পহর রাত্তির। রামডাণ্ডী মাথার ওপর এসেছে। সিয়ার ডাকছে। ঠিক দু'পহর রাত। কাপড় সামলাচ্ছে কেন? নেংটো হচ্ছে নাকি···?

—সটাক্!

"আ··· হ্! বাবা গ ণে শ রে!"

"না নী!"

—সটাক। সটাক। ফট সটাক্!

"গি গি গি গ্ গ্···গ্ গ্··· "

"দি দি মা গো!···কমলী···দিদি···না নী!"

সব শান্তি। কিন্তু···জীবানন্দ···হীরুর ছেলে কই? হীরুর নেশা হঠাৎ ছুটে যায়। ঝরঝর করে রক্তের ধারা বইতে দেখে থর থর করে কাঁপতে থাকে হীরু। কাঁপা হাত থেকে তার লাঠি পড়ে যায়। খুন!

পুলিস-দারোগা···জেল···ফাঁসি···শূল! হীরু পালায়। সব প্রথম তশীলদার সাহেবই চীৎকার করে উঠে, বন্দুকের দু-তিনটে ফায়ার করেন— দুম···দুম···দুম!

সারা গাঁ জেগে ওঠে। কুকুরগুলোর জ্বালায় বোঝবার জো নেই, যে হল্লাটা কোন্ দিক থেকে হল, কেন হল, কী বৃত্তান্ত! সবাই যে যার অন্দরমহলে বসেই জিজ্ঞেসাবাদ করছে। কী হয়েছে রে রামদেল? ওরে নাগসর, কী হয়েছে?....জানিস না?

তহশীলদার সাহেব চেঁচাতে থাকেন, "আরে কালীচরণ, গলাটা শুনে মনে হল পারবতীর মার মতন। তোমরা ঘর থেকে বেরোচ্ছ না কেন? ব্যাপারটা কী? গাঁয়ের সমস্ত লোক কি এক সঙ্গে মরে গেল নাকি!"

পারবতীকী মা!....আরে বাপরে। রক্তে ভেসে গেছে। শ্বাসটা দেখ তো। মরে গেছে না··। ধিক্ ধিক্ করছে? তাহলে এখনো প্রাণ আছে। আর···এটা কে গণেশ?···দাঁত লেগে গেছে। জল আন্। ···কার কাজ? হে ভগবান!···লাঠি পাওয়া গেছে? তশীলদার সায়েবের জিম্মেয় দিয়ে দাও! লাঠি থেকেই পাত্তা পাওয়া যাবে।

"অগমু।" তশীলদার সায়েব চৌকিদারকে ডাকেন। বলেন— "তুমি এখুনি দৌড়ে যাও থানায়।···কাল পূর্ণিয়া হাসপাতালে যদি ঠিক সময় পৌঁছনো যায়···"।

"নানী···নানী···মামা·· ডাক্তার মামা!···দিদি, দিদি।"···গণেশ অঝোরে কেঁদে চলেছে। কমলী চোখ মুছে গণেশকে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে আসে। বুদ্ধিটা বেচারার যদি একটু কম হত তো ভাল হত।···গণেশ কমলীর হাত ধরে কমলীদের বাড়ি আসে।··· তার সঙ্গে কথাও বলে। কমলী বোঝায়, "ভগবান আমাদের সকলের বাবা···তিনি নানীকে তাঁর কাছে ডেকে নিয়েছেন।"

"হাঁ···হিঁক্" একটা লম্বা হেঁচকি তোলে গণেশ, চাপতে পারে না।

"নানী!···কমলী দিদি! নানী!"

···আহা রে। হায়রে অভাগা! তোর কমলী দিদি আজ কার কাছে কাঁদতে যাবে বল্! "বাবু, গণেশ··· তোমার মামা আসবেন! কেঁদো না!"

হীরু ধরা পড়েছে। ধরা তো পড়বেই। গাঁয়ে কার লাঠি কার চিনতে বাকি থাকে! হীরুর খেঁটে লাঠি তো বিখ্যাত হাতিয়ার। প্রত্যেক হাঁসেরীতে তার খেঁটে লাঠি কামাল করে দেখিয়েছে। তবে? রাত্তিরেই লোকে চিনে ফেলেছিল, শুধু ভয়ে বলে নি।···তা ছাড়া দুটো পা রক্তে জবজব করছে। ধোয়ও নি।··· মারার পর বোধহয় লাশটা কিছুদূর হিঁচড়ে নিয়ে যাবার চেষ্টাও করেছিল হীরু .···সকালে তো দেখে একদম মতিশূন্য বেঘোর বেঘোর লাগছিল পাগলের মতন! দেখলে ভয় করে।···চোখ দেখেই মনে হচ্ছিল আরো কয়েকটা খুন করতে পারে।··· মুখ থেকে নালও পড়ছিল টপটপ করে। দারোগা 'গিরিফ্' করেছেন, তখনও ঐ একই হাল। দারোগা দুই লাথি কসালেন, হাবিলদার হান্টারের দুই-তিন ঘা জমালেন, আর সেপাইরা তিন-চার থাপ্পড় ঝাড়ল, "শালা, বোলতা কাহে নহীঁ··· নাম গিনাধো অঅপন বাপ কে জে সাথ রহলন! হোনে মুখ কা দেখৎৎতাড়ৎৎ—চচ্চা কে তরফ দেখ কে বোলৎৎ।

শালা হাতিয়ারা কহীঁকা।···নরকমে ভী জগহা না মিলী সম্রে!" [শালা, কথা বল্না। বাক্যি হরে গেল? বল্ কোন্ বাপ তোর সঙ্গে ছিল, তার নাম বল্। এদিকে মুখ ফেরা, চাচার দিকে তাকিয়ে বল্। শালা খুনী, নরকেও জায়গা জোটে না!]

খুনীর এক কথা—'আমি একাই মেরেছি।'

"সম্রে! ই নীলগায় জেইসান্ ঔরৎ কে তু অকেলে মারা? বন্নুক উল্লুক···"।

"এ্যাই সিপাহীজী। ছোড় দিজিয়ে।" ছোট দারোগা বড় ভাল মান্নুষ। বললেন,—

"শালা! যদি ফাঁসির হাত থেকে বাঁচবার জন্যে পাগল·সেজে থাক তবে দুদিনের মারের চোটেই মরে যাবে।"

লাশকে একেবারে ঢাকা দিয়ে পালকীতে করে নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করে দিলেন দারোগা সাহেব। আঙুলটাও দেখা না যায়। আতর-গোলাপ জলও ছিটানো হল। একি! লাশের সঙ্গে গণেশও যাবে? সঙ্গে যাবে প্যারু। পুরৈনিয়ার খাজাঞ্চি ধরমশালার কাছেই গণেশের এক কাকী থাকেন। তাঁকে না পাওয়া গেলে তখন অনাথাশ্রমে···

মাসী চলে গেছে, চিরদিনের মতন।···

কমলা কান্নায় ভেঙে পড়ে।

জোতখীজীর পক্ষাঘাত হয়ে গেছে—অর্ধাঙ্গ অসাড়! মুখটা বেঁকে গেছে। একটা চোখ পাথর হয়ে গেছে। পায়খানা পেচ্ছাপ সব বিছানায়। তাঁর কাছে একলা বসে থাকতে রামনারায়ণের ভয় করে। রামনারায়ণ আগাগোড়া সব জানে।··· পার্বতীর মার খুনের দিন রাত্তির থেকেই জোতখীজীর অবস্থা খারাপ হয়। খুব পেট নামায়। রক্ত পায়খানা হতে থাকে— একদম ডাহা কাঁচা রক্ত। লাল লাল··· এরপর গ্রাম থেকে যেই লাশ বেরোল, সঙ্গে সঙ্গে এদিকে অঙ্গ পড়ে গেল। ভগবানের এইরকম টাটকা ন্যায় বিচার দেখে রামনারায়ণ ভয় পেয়ে গেছে। এত তাড়াতাড়ি পাপের ফল পেতে সে খুব কমই দেখেছে।··· পায়খানায় এত দুর্গন্ধ যে

আশেপাশের চারবিঘের পারের লোকও বমি করে মরবে। নরকভোগ আর কাকে বলে।

··· তবে, জোতখীজী বলেছিল কিন্তু ঠিক কথা!··· শোনা যায়, পার্বতীর মার কেসে যেদিন দারোগা সাহেব গাঁয়ে এলেন, সেদিনও নাকি শয্যাশায়ী জোতখীজী বলেছেন, "এখন হয়েছে কি ·· আরও বাকি আছে!"

ভগবান জানেন আরও কত বাকী!

জয় বাবা 'জিন-পীর' গাঁকে রচ্ছা কর মহতমা!

নয়

কোঠারিন লছমী দাসিন বালদেওজীকে নিয়ে মঠ থেকে আলাদা হয়ে গেছে।

কলম-বাগে বাঁশখড়ের তিন কামরার তিনখানি সুন্দর বাংলো তৈরী হয়েছে। এ এলাকায় এও এক অপূর্ব কারিগরী বিদ্যা—বাঁশখড় দিয়ে তৈরী কুটির। একটাই ভয় থাকে—আগুনের। কিন্তু ছবির মতন বাংলো। বাঁশের মেরাপ, বাঁশের জাফরি হাতে বুনে, লাগানো হয়েছে। ফুলের বাগান তো আগে থেকেই ছিল। বাগানের সৌন্দর্য ষোলো আনার জায়গায় আঠারো আনা বেড়ে গেছে। বাঃ রে কোঠারিন! চারশো টাকায় একজোড়া বাছুর কিনে আনিয়েছে—মোতীপুরের হাট থেকে। তেজী বাছুর। হালকা দেখে গরুর গাড়ী একখানা। বাঁশের গাঁট ছিলে তাতে নানান রঙের বাহার আঁকা হয়েছে। সব গাঁট গেরো আর বিশেষ করে লাগামের দড়িতে সাতরঙা পুঁথি গেঁথে বাহারী করা হয়েছে। লাল, সবুজ, হলদে, নীল রঙবেরঙের পুঁতির ঝালর ঝুলছে। বলদের মাথার

ওপর পেতলের তৈরী পান, গলায় কড়ির হার, আর ঘন্টি। মিঠে বোলের একটা করে ছোট্ট ঘুঙুরও লাগানো আছে। ঝুন ঝুন··· ঠুনঠুন। ঐ শোন। বালদেও গোঁসাই সাহেবের বাঘী সামপানি বেরিয়েছে! ঝুন ঝুন ঠুন ঠুন!····

···বালদেওজী আজকাল কেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকেন। বকের পাখার মতন ধপধপে ফরসা খাদির লুঙ্গী আর মেরজাই। গায়ের রঙটাও যেন একটু ফর্সা হয়েছে আগের চেয়ে। লছমী নিজের হাতে সেবা করে।·· মঠে তো আজকাল কাক-শালিখের গুয়ের সঙ্গে বাচ্চা-কাচ্চার 'গু'ও ভন্‌ভন্ করে। রমপিয়রিয়ার মা দিনভর মঠেই পড়ে থাকে। তার সঙ্গে ছোট ছোট তিন-চারটে বাচ্চা। সেদিন ভাণ্ডারী এসে দুঃখু করে বলছিল— "দাসিন, পরসাদ চিত্তসে উতর গয়া হ্যায়। রোজ রাত্তিরে স্বপ্ন দেখি খাবার জলে মছলী কিলবিল করছে··· সদগুরু হো!"

এক মাসের মধ্যেই 'ড়মপিয়াড়ী' তার মায়াজাল বিছিয়ে মোহন্তজীর সর্বাঙ্গ বেঁধে ফেলেছে।

মোহন্তসাহেব জাল কেটে বোরোবার জন্যে যতই ছটফট করছেন, ততই বেশি করে জালের ফাঁস আরো এঁটে বসছে।··· কাল গালিগালাজ আর মারপিট হয়ে গেছে। মোহন্তসায়েব রাউতহাটের হাটিয়া থেকে কাল সকালবেলা এক ভরি গাঁজা আনিয়েছেন। রাত্তিরে শোবার সময়, ড়মপিয়াড়ী বলে— "মোহন্তসাহেব, গাঁজা ফুরিয়ে গিয়া হায়।"··· শুনেই রামদাসজী জ্বলে উঠেছেন, "এ্যাঁ, সকালেই না এক ভরি গাঁজা এনে দিয়েছে ভাণ্ডারী।"

রামপিয়ারী ইতিমধ্যেই মোহন্তর পৌরুষের বহর বুঝে ফেলেছে। সেও চুপ করে থাকবার বাঁদী নয়। "দম লাগাবার সময় হুঁস থাকে না? দিনভর ঘোড়ার ল্যাজের মতন ছিলিম মুখে দিয়ে থাকলে, ফুরোবে না।"

"চুপ কর চামারনী! আখাড়া কো ভরষ্ট কর দিয়া। সৎগুরু হো···ওঃ লছমী ঠিকই বলত।"

এরপরেই রমপিয়রিয়ার মা আর আণ্ডাবাচ্চাগুলো মিলে এমন

কাঁইকাঁই শুরু করে দিল যে আর কোন কথা বোঝবার জো রইল না। ···মোহন্ত রামদাস চেঁচাচ্ছে, চিমটে ঠুকছে, আর রামপিয়রিয়া স্বর করে করে উত্তরোত্তর গলা চড়িয়ে চড়িয়ে কাঁদুনি গাইছে— "অরে, তোহৎৎরা হাথ মেঁ কোড় ফুটে রে কোঢ়িয়া···তোর হাতে কুড়িকুষ্টি মহাবেড়ি বেরোক! আরে লছমিনিয়া কে খাতির...."

....সদগুরু হো। সদগুরু হো। বন্ধ কর। বন্ধ কর।

পারবতীর মার খুনের দিন থেকেই বালদেওজীর রাত্তির হলেই ভয় করে। রাতভোর বুক ধড়ফড় করে। একটু কিছু আওয়াজ হলেই বিছানার ওপর তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে বসেন। লছমী বলে— নিরমল চিত্তের ওপর কোন খারাপ ছাপ পড়লে এইরকমই হয়! ..বালদেওজীর চোখ দেখেই বোঝা যায়।

ডিম ডিমিক ডিমিক, রুন ঝুনুক ঝুনুক! লছমী আজ নিজে খমক বাজাচ্ছে। বালদেওজী আসনীতে বসে। খিড়কির জানলা দিয়ে এক টুকরো চাঁদের আলো নেমে এসেছে। দেয়ালগিরির হালকা রোশনাই লছমীর চোখ দুটিকে একটা মায়াময় অস্পষ্টতায় অ-ধরা করে রেখেছে।....

জ্বালা বিরহ বিয়োগ কী, রহী কলেজ ছা-য়ে
প্রেমী মন মানয়ে নহীঁ, দরসন সে অকুলা-য়ে।

বালদেওজী একাগ্র দৃষ্টিতে লছমীর দিকে চেয়ে আছেন। খমক বাজিয়ে লছমী গাইছে, মনে হচ্ছে তার অঙ্গের শিরা-উপশিরা প্রতি রোমকূপ বিভোর হয়ে নৃত্য করছে। হাঁটু গেড়ে বসে আছে লছমী। ··· ইন্দর সভা নাটকে 'হুর পরী, মসহুর পরী, সবুজ পরী' যেমন ঝনঝনি বাজিয়ে গান করছিল, সেইরকম।···থেকে থেকে পার্বতীর মার রক্তে মাখা দেহের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। এক পলক চোখ বুজে ফেলেন বালদেওজী।···লছমীর দেহের প্রিয় পরিচিত সুগন্ধ আজ যেন আরো তীব্র, আরো স্নিগ্ধ, আরো মধুর।···লছমীর গলা কাঁপছে··· কেন?···কাঁদছে লছমী। কাদছে? একি। কপোল বেয়ে অশ্রুধারা বইছে··· লছমী!

"লছমী, লছমী! কেদো না লছমী।" বালদেওজীর বাহুতেও

এত সামর্থ্য, এত নির্ভরতা ? ·· লছমীকে ভুজবন্ধে আঁকড়ে ধরে আছেন। লছমী গান থামায় না :

গৃহ আঙ্গন বন গয়ে পরায়ে।
কি আহো সন্তো হো !···তুম যিনুকন্ত বহুত দুখ পায়ে···।

ডিমিক ডিমিক ডিমিক !

রুন ঝুনুক ঝুনুক !

একে গৃহ, এক সংগমেঁ, হৌঁ বিরহিণ সঙ্গ কন্ত
কব্ প্রীতম হঁাসি বোলিহৈঁ জোহ রহী ম্যয় পন্থ !

ঢন ঢন রুনুক ঝুনুক। ঝন্‌ঝন্···খঞ্জনী হাত থেকে খসে পড়ে যায়। বালদেওজীর ঠোঁটে আজ প্রথমবার এই হাসি দেখছে লছমী। গোধূমবরণ মুখ···ছোট ছোট দাড়ি···

···বালদেওজীর পায়ের আঙুলগুলি নিজের চোখে ছুঁইয়ে নেয়। তারপর চোখে চোখ রাখে লছমী— "সা···হে·· ব ব ন্দ গী !"

দশ

কমরেড বাসুদেব আর সুন্দরলালও গিরিফ।···তা গিরিফ হবে না তো কী বল। এক বছর আগে যে সুনরাকে কেউ গেঞ্জীটাও পরতে দেখেনি, সে এই ভরগরমে কোট, প্যান্ট, গলাবন্ধ, মোজা, জুতো আর চশমা চড়িয়ে কাটিহার জকশনের মুসাফিরখানায় বসে থাকলে, লোকের সন্দেহ হবে না ? এক বাক্স সিগারেট কিনে দশটাকিয়া লোট ভাঙিয়েছে দুজনে। শোনা গেছে, আধঘণ্টার ভেতর দুজনে মিলে ইস্টিশানের প্রায় সব ফেরিঅলাকে ডেকে সওদা কিনেছে, "এ চাহ্‌বালা, সুনতা হায় নেহী। আমাদের কি দেহাতী পেয়েছ নাকি ?···চাহলাও। বিস্কুট খাওগে জী সুন্নর ? আরে, এই থাড়কিলাসী

বিস্কুট কী খাবে ?" কাটিহারের ফেরিঅলারা যে কী পরিমাণ চাঁই, তা কে না জানে ? তারা ঢের ঢের বড়লোক দেখেছে, কিন্তু এমন ফোতো নবাব আর দুবার দেখে নি। ভিখিরিকে ডেকে সিকি দিয়ে বলছে, "যাও নাস্তা করলো।"···যুদ্ধের আমলে 'অম্‌রিকান সাহেব লোগ' এইরকম সিগরেট আর বিস্কুটের হরির লুট দিত। ব্যস, সি. আই. ডি. কোথায় নেই বল ! তৎক্ষণাৎ দুজনের হাতে হাতকড়ি। ভগবান জানেন এখন আর কার কার নাম করে !

"এখনই হয়েছে কী, আরো ঢের বাকি আছে।" জোতখীজী যে বলেন, তা মিথ্যে নয়।

"শুনছি বাসুদেব নাকি কালীচরণেরও নাম বলেছে।"

"এঁ !···তা কালীচরণ গেছে কোথায় ?"

"মঙ্গলাদেবীকে রাখতে কাটিহার গেছে।"

মঙ্গলাদেবী কাটিহার চলে গেছেন। গাঁয়ের চরখা সেণ্টার উঠে গেছে।···কাটিহারে মঙ্গলার এক দূর সম্পর্কের ভগ্নীপোত থাকেন। তাকে পৌঁছে দিতে গেছে কালীচরণ। পার্টী অফিসে সুখেরনজী বললেন— "শুনলুম তোমার নামেও নাকি ওয়ারেণ্ট আছে।"

"ওয়ারেণ্ট !"

"হ্যাঁ, বাসুদেও আর সুনরা তোমারও নাম বলেছে। একটু সাবধানে ঘরে ফিরো।"

"বাসুদেও ! সুনরা ! বেইমান, মিথ্যেবাদী !"

কালীচরণ অন্ধকারে কুঠির বাগানের পাশে লুকিয়ে আছে। রাত একটু বেশি হোক, তারপর বাড়ি যাবে। বাসুদেও আর সুনরাকে সোমা এতদূর নামিয়েছে ! কালীচরণ অবাক হয়ে যায়। ডাকাতির তিন দিনের মধ্যেই কালীচরণ সব জানতে পেরেছে। চুপিচুপি সব কথা সিকরেটরী সায়েবকে বলবে বলেই পুরৈনিয়া গিয়েছিল। কিন্তু গিয়ে শুনল তিনি পাটনায় গেছেন। সমস্ত ঘটনা সিকরেটরী সাহেবকে জানাতে হবে। চলিত্তর কর্মকাবের সঙ্গে বেশি দহরম মহরম করার এই ফল। আমার ওপর বিশ্বাস হল না ওঁর, তাই···বাসুদেওকে

চারিজ দিলেন চলিত্তরের সঙ্গে মেলামেশা কর।···বন্দুক পেস্তল চলিত্তর দেয়। কালী জেলের পরোয়া করে না। পার্টীর কতবড় বদনাম···আরে বাপ পাটনার বড় লীডারদের কী করে মুখ দেখাবে? সব চৌপট করে দিল। কেউ আসছে বোধহয়।

কুঠিবাগিচার কাছেই অন্ধকারে চেথরুর সঙ্গে দেখা হল। শেকড় বাকড় তুলতে এসেছিল। সে বলল, গাঁয়ে পুলিসদারোগা কম্ফু নিয়ে এসেছে। কালীচরণ চেথরুকে দুটো টাকা দিল, "মাকে এটা দিও। আর এই নাও তুমি এক টাকা নাও!"

চেথরুর শেকড় তোলা মাথায় উঠল, সে গ্রামমুখো ছুটল।··· ফেরারী কিরান্তীকে ধরিয়ে দিতে পারলে বহু টাকা ইনাম মেলে। চেথরু পড়িমরি করে গিয়ে দারোগা সায়েবকে খবর দেয়, ফিসফিসিয়ে, "আমি কালীচরণকে কুঠিবাগিচায় দেখে এলুম।"··· দারোগা সাহেব মেলেটারী নিয়ে যখন হানা দিলেন, ততক্ষণে কালীচরণ হাওয়া হয়ে গেছে।

চেথরু বলে, "এখান থেকে পশ্চিম দিকে হনহনিয়ে হেঁটে গেছে, ঘোড়সওয়াবের মতন।"

খেলাওন সিং যাদব বেচারার আবার এক ফ্যাঁকড়া। ইদানীং সে কালীচরণের সঙ্গে একটু বেশি মাখামাখি করছিল। দারোগা সাহেব বললেন, "নিশ্চয় ডাকাতির মাল আপনার বাড়িতে রাখে। আপনি ওদের চৌচালা ঘর বানিয়ে দিয়েছেন। কেন?"

···মনে হচ্ছে খেলাওন সিং যাদবের সময় এখন পড়তির দিকে।··· বরাত যখন চড়তি হয়, যখন দিন ভাল হয়, তখন ধুলোমুঠি ধরলে সোনামুঠি হয়। আবার দিন বেগড়ালে চারদিক থেকে খারাপ খবর আসতে থাকে।···তশীলদার সায়েবের দেড়হাজার মুহজবানী (মুখের কথার ওপর নেওয়া ঋণ) বাকি ছিল। কমলার পাড়ের বন্দোবস্তীর জমি থেকে দশ বিঘে সুদরেহনে বন্ধক রেখে আরো হাজার টাকা তশীলদারের কাছ থেকেই কর্জা নিয়েছে। কাল অররিয়া-বৈরগাছি থেকে খবর এসেছে, সকলদীপ তার নানীর বাক্স ভেঙে দশভরি সোনা চুরি করে কোথায় ভেগে পড়েছে।···খবর, মদনপুর মেলায় এক

ঠেটার কোম্পানি এসেছিল। সেই দলের এক বিদ্যেধরী সকলদীপকে ফাঁসিয়েছে। ঘরে সোমত্ত জোয়ান বউ। সকলদীপের শ্বশুর আসিন বাবু তো বড় মানুষ, তিনি খুঁজে বার করবেন ঠিকই। খেলাওনের ঘরণী বলে, "যে পীরবাবার দরগায় ঘর নেই, তিন বছর থেকে বলে মরছি সেখানে একটা চালা তুলে দেবার কথা, তা গেরাহ্যি হল না। কালীচরণ বলেছে ঘর তুলে দিতে ওমনি ছুটলে ন্যাজ মুখে দিয়ে।··· দোহাই বাবা জিনপীর! ভুলচুক মাপ করো। আমার ছেলের মতি ফিরিয়ে দাও মহাতমা! সিন্নি চড়াব, বাতি দোব, একভরি গাঁজার মানত রইল বাবা। হে বাবা, দোহাই বাবা!"

মহঙ্গুদাসের ওখানে খালাসীজী এসেছে।···ফুলিয়ার সারা গায়ে ঘা হয়েছে। প্যাইটমান সায়েবকে কয়েকবার খবর পাঠিয়েও লাভ হয়নি। শেষ কালে সেদিন এতবারী বুড়োকে পাঠিয়ে খবর এনেছে প্যাণ্টমানজী বদলি হয়ে গেছে বথনাহা, নেপালের বর্ডারে। খাটচৌকি সব বেচে দিয়ে গেছে পয়েণ্টসম্যান। সরকারী চাকরেদের বদলি হলে তারা সর্বস্ব বেচে দিয়েই যায়। নতুন জায়গায় গিয়ে আবার নতুন করে জিনিস করে।···তাই বলে কি পুরনো জেনানাকেও ছেড়ে দিয়ে যায় মানুষে? কথা শুনেই ছুটে এসেছেন খালাসীজী!··· যে যাই বলুক খালাসীজীর কোন দোষ নেই। সব দোষ ফুলিয়ার! যে বেচারা এত খরচ করে তোমায় চুমৌলা করল, সে তোমাকে ছেড়ে দিয়ে বসে থাকলে তার হেঁশেলে চুলো জ্বলে কী করে? খালাসী বেচারা দিনভর রেলবাঁলৈনের কাজে ব্যস্ত থাকত, আর এদিকে প্যাটমানজী লৈন কিলিয়ার দিয়ে, গাড়ি পাস করে গেলেই ফুলিয়ার ঘরে বসে ফুসফুস গুজগুজ করত। শেষে একদিন লড়াই ঝগড়া মারপিট করে ফুলিয়া বাড়ি থেকে ভেগে প্যাটমানের সঙ্গে থাকতে গেল। এতে খালাসীজীর কী কসুর? পাপ কি লুকনো থাকে? সারা গা পচেগলে যাচ্ছে। তবু এখনো হুঁস হয় না ফুলিয়ার। রমপিয়রিয়া ওর কাছে রোজ আসে আর ফুলিয়া তার কানে ফিসফিস করে মন্তর দেয়— মোহন্তর কাছে কিছু আদায় করতে গেলে কখন কেমন করে আবদার করতে হয়।

খালাসীজী বলেন, "তুনিয়ার লোকের গর্মীর ব্যায়রাম সারিয়ে বেড়াই আমি, আর আমার ঘরের লোক কিনা সেই রোগে ভোগে? তিন বড়িতে ঠিক হয়ে যাবে। তবে একটা কথা, গর্মী যখন যায়, একটা অঙ্গ নিয়ে যায়— চোখ, নাক, দাঁত, আঙুল, এর কোন না কোন একটা ফেলে দেবেই।"

গ্রাম সম্পর্কে খালাসীজীর বক্তব্য হল "এ গাঁয়ে বাঁদর ভূতের নজর পড়েছে। এই করেই গেরামকে গেরাম ঝেঁটিয়ে সাফ হয়ে যায়। কোন বাঁদর মরেছিল গাঁয়ে?"

"তাইতো! ঠিক কথা। একদম খাঁটি কথা। ডাক্তারবাবু তো তিনটে বাঁদর পুষতেন। কে জানে একদিন কী সুঁই দিল, তু'-বেচারা বাঁদর একেবারে কোঁকাতে কোঁকাতে মবে গেল। রাতভর চেঁচিয়েছিল, মনে নেই?"

"ঠিক কথা! এঃ ডাক্তারটা এইরকম সর্বনেশে লোক ছিল। গোটা গ্রামটাকে একেবারে ডুবিয়ে দিয়ে গেছে গো!"

"কোই পরোয়া নেই।" খালাসীজী আশ্বাস দেন, "আমি রাত্তিরে চক্কর পুজো করে এই গ্রামকে বেঁধে দেব। কেউ কিছু করতে পারবে না।"

রমজুদাসের গোয়ালে খালাসীজী চক্কর পুজোয় বসেন··· চাল, তুধ আর দোপাটি ফুল দিয়ে চক্র তৈরী হয়েছে। মাঝখানে একটা বড়সড় মাটির পিদিম। তাতে একটা জ্বলন্ত সলতে। এক বোতল দারু পান করে খালাসীজী পুজোয় বসেছেন। থেকে থেকে প্রদীপের জ্বলন্ত সলতেটা মুখের ভেতর ঢোকাচ্ছেন— বাপরে বাপ! ওঝার মতন ওঝা বটে খালাসীজী! আরে! রে! রে!···জিভে একটা আস্ত ছুঁচ গিঁথে দিয়েছেন— একেবারে এপার ওপার গেড়ে বসে গেল!

আবে আজু কে রৈনিগে মৈয়া বড়া অন্হাকাল লাগে
দাহিনে ডাকিন বামে পিচাস বোলে।···হুঁ হুঁ হুঁ··· হুঁ হুঁ হুঁ!
ডোহায় গোরা পারবতী ইসর মহাদেও
নৈনা জোগিন, জো সত সে বেসত জায়
অঙ্গ অঙ্গ ফুট বহরায়!···ফুৎ···ফুৎ!···হিঁ হিঁ হি হি হি···!

"নিন, এবার গান আপনারা 'গোচর'।"

গায়ের ভক্তরা শুরু করে— মৃদঙ্গ সহযোগে দেবীর গীত 'গোচর'।

ধিধিনক্ তিধিনক্!

কহবাঁ কে জে আ গে ভৈ রা আ আ

খালাসীজী এবার দীপশিখা নাচাচ্ছেন আর মুখের ভেতরে রেখে বাতি নিবিয়ে, আবার ঝট করে ফু দিয়ে নিবন্ত পিদিম জ্বেলে দিচ্ছেন। ··জ্যান্ত একটা কবুতর কাঁচা চিবিয়ে খেয়ে ফেলছেন—বাব্বাঃ আসল ওঝা বটে খালাসীজী!

এগারো

"কমলীকে বাবু! ওঠ, শুনছ!"

ঘুমোলে বিশ্বনাথ প্রসাদের নাক একটু বেশিরকম ডাকে-- গোঁ গরব্— পালঙ্কের পাশে দাঁড়িয়ে কমলার মা। তাঁর মুখে আতঙ্কের ছায়া কালি মেড়ে দিয়েছে— "কমলার বাবা, ওঠ··· ।"

"ওঁ, এ্যঁ।··· কী হয়েছে?"

"ওঠো বলছি" মা ধীরে ধীরে পালঙ্কের ওপর বসে পড়েন।··· তশীলদার সায়েব হকচকিয়ে উঠে বসেন— "কী হল?"

"কিছু না" ফিসফিসিয়ে কমলীর মা বলেন— "কমলী··· কমলী যে আঁচলে দাগ লাগিয়েছে।"

"আঁ?.... আঁচলে!" তশীলদারের ঘুমের ঘোর তখনো পুরো কাটে নি, তিনি শুনলেন কমলার আঁচলে 'আগ' অর্থাৎ আগুন লেগেছে বুঝি। কমলা বুঝি···

"হ্যাঁ, চার মাস—!"

আর না বোঝার কিছু নেই। কমলার মা-বাবা একসঙ্গে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন— "হে ভগবান!"

— কী হবে এখন?

— তুমিই বোঝ।

— কী করে জানলে?

"গতমাসেই আমার একটু সন্দেহ হয়েছিল। আজ আবার জিজ্ঞেস করতে জুল জুল করে মুখের দিকে চেয়ে রইল। ডাক্তার খুব চিকিৎসা করেছে! এখন মুখে কালি পড়ল, কে ছাড়াতে আসবে?"

তশীলদার সায়েবের মুখ শুকিয়ে গেল। চোখের সামনে যেন ভয়ানক আতঙ্কের দৃশ্য ফুঠে ওঠে— তাঁর সারা মুখে চুনকালি লেপা —লোকে হাততালি দিতে দিতে হাসতে হাসতে তাঁর পেছনে ছুটছে।

"আমি তখনই বলেছিলুম এত মাখামাখি ভালো নয়। ঘি আর আগুন একসঙ্গে রাখলে কি···তোমার সোহাগের মেয়েকে তো ডাক্তার যেন গুণতুক করেছে। এখনো সেই বুলি। ডাক্তার বলেছে— ।"

"কী বলেছে ডাক্তার?" তশীলদার খড়কুটোর জন্যে হাত বাড়ান।

"কোনো কথা কি পষ্ট করে বলে? বলে ডাক্তার বলেছে যাই হোক, মঙ্গলই হবে।"

"মঙ্গল হবে! হুঁঃ মঙ্গল! পাজি, শুয়োর, নেমকহারাম, কুত্তার বাচ্চা, শালা! এবার গলায় দড়ি দিয়ে মর, বুঝেছ কমলীর মা? আর করবার কী আছে?"

"কিন্তু এ কথা আমি হলপ করে বলতে পারি যে, আমার মেয়ের কোন দোষ নেই— ।" মা কেঁদে ফেলেন, "কমলীর এতে কোন দোষ নেই। ডাক্তারই ফুসলে ওর সর্বনাশটা করেছে।"

কমলীও তার বিছানায় জেগে বসে আছে। আজ ওর বারবার করে ডাক্তারের কথা মনে পড়ছে। ডাক্তারের হাসি, কথা, মান অভিমান, মিষ্টি কথা আর বাহুবন্ধন···। কমলীর চোখ জলে ভরে ওঠে। কিন্তু ডাক্তার যে বলেছে, যাই হোক, মঙ্গল হবে।··· ডাক্তারের যদি 'দাগুল হাউজ' হয়ে যায়, তবে?··· মা কাঁদছিল কেন?

মহাভারতে কুন্তী, দেবযানী, অহল্যা, দ্রৌপদী—এমন কে ছিল যার···? ডাক্তার তো বলেছে, আমাদের দু'জনকে কেউ আলাদা করতে পারবে না।

"কী বলেছে ডাক্তার?" বিশ্বনাথবাবু সকালবেলার চা মুখে দিয়েই প্রথম কথাই জিজ্ঞেস করেন, "পষ্টাপষ্টি জিগ্যেস করো কমলাকে, ডাক্তার কী বলেছে?"

"বলছিল, ডাক্তার বলেছে আমাদের কেউ আলাদা করতে পারবে না।" মা কথা বলেন আর এদিক ওদিক তাকান।

"সে তো বুঝলুম!" তশীলদারের মুখ আবার অন্ধকার হয়ে আসে, "কিন্তু প্রশ্ন হল সে তো এখন জেলে বসে আছে, কী সাজা হয় কে জানে?—তারপর বেটাছেলের কথায় ভরসা কী? কমলার কাছে তার কোন চিঠিপত্তর আছে?"

তশীলদার সাহেব আইনজ্ঞ মানুষ। কাগজের ওপর আপনার হস্তাক্ষরে 'ক' হরফটা লেখা পেলেও উনি এমনভাবে পুরো দস্তাবেজ বানিয়ে দেবেন যে পাটনার 'এস্‌পার্ট' এলেও আসল কি জাল ধরতে পারবে না।

"চিঠিপত্তর কিছু থাকলেও ও দেবে না। বলছে আমায় গুদোম-ঘরে বন্ধ করে রাখো। লোকে তো জানেই কমলার অসুখ। ততদিন ডাক্তার এসে যাবে।··· মেয়ের কথা শুনলে বুকের ভেতর মুচড়ে ওঠে। বলে, মা অপরাধ করলে সাজা তো পেতেই হয়। আমায় বাড়িতেই জেল দিয়ে দাও!"

"চুস্চ!" বিশ্বনাথপ্রসাদেরও বুকের ভেতর মুচড়ে ওঠে।

"কমলের মা! আমার মেয়ে কি আর আমার সামনে আসবে না? কেন? একবার আমি কথা বলতে চাই ওর সঙ্গে। তুমি কী বল?"

উঃ! কমলার মুখের জ্যোতি দিন দিনই বাড়ছে। মুখটা যেন জ্বলজ্বল করছে। কমলা আজ মুখ নিচু করে, চুপচাপ এসে পর্দার আড়ালে এসে দাঁড়ায়।

"দিদি!"

"এদিকে এসো দিদি! তোমার কোন দোষ হয় নি!"

"বাবা, আমার মুখ দেখো না।··· আমায় গুদামঘরে বন্ধ করে রাখো।" তাছাড়া আর উপায়ও তো নেই।

কমলা বলে— "মনে হয় ডাক্তার নয়, জিন···একবার গৌরী মাসী জিনপীরের গল্প বলেছিল।"

"ভয় করছে না তো?"

"না মা! আজকাল আমার আর ভয় করে না। ডাক্তার এখন সবসময় আমার কাছে কাছে থাকে। তাই আমি নিরিবিলিতে, অন্ধকারে থাকতে চাই। জান মা, ডাক্তারে কোন দোষ নেই, ও সত্যিসত্যিই জিন।"

শোনা যায় জিন্ যখন যার ওপর প্রসন্ন হয় তাকে রাতারাতি শ্রীমন্ত করে দেয়। টাকাপয়সা, জায়গাজমি, অকাতরে ঢেলে দেয়। আবার জিন্ যখন নজর ফেরায়, ধানের বোরায় ইঁদুর চামচিকে লাগে ···তামাকের ওপর পাথর খসে পড়ে··· বড় সেশন কেসের আসামী হতে হয়।···তশীলদার আয়ের হিসেব করে দেখেন, ডাক্তার যেদিন থেকে তাঁর পরিবারে মেলামেশা করছে, সেদিন থেকেই রোজ কিছু-না-কিছু আয়পয় হয়েছে। যে ব্যাপারে সারা গায়ের লোকের লোকসান হয়েছে সেটাও তশীলদারের পক্ষে লাভজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। গোটা পাড়াটা ফেঁসে গেল এতবড় একটা সেশন কেসে, সবটা গিয়ে পড়ল অন্যের ঘাড়ে, উনি দিব্যি বেঁচে গেলেন। ঘর থেকে একটা পয়সা বার করতে হোল না, উলটে হাজার পাঁচেক টাকা আমদানি হল। খেলাওন বল রামকিরপাল বল ওদের জমিগুলো তো বলতে গেলে ফোকটেই হাতে এসে গেল। কমলা তো ঠিকই বলে— ডাক্তার জিন্ই।

একটা সপ্তাহ কমলার বেশ আরামেই কাটল। কটা বই চেয়ে পাঠাক— "বিষবৃক্ষ, ইন্দিরা, রাজসিংহ, আনন্দমঠ, দেবদাস, শ্রীকান্ত, রঙ্গভূমি, গোদান আর···হরিমোহনবাবুর কন্যাদান। ব্যস আপাতত এই কটাই থাক্। ডাক্তার সায়েবের আলমারীতে বই আছে।···হ্যাঁ হ্যাঁ প্যারুকে বললেই বার করে দেবে।"

গুদামঘরের ওপরের জানলায় চাঁদ উঁকি দেয়।···শরতের চাঁদনি। হালকা মেঘে ঢাকা ·· মা দুর্গার আসার সূচনা দেখা দিয়েছে। এবার দেবী কিসে চড়ে আসছেন বাবাকে লিখে জানতে হবে। নিশ্চয়ই হাতীতে চড়ে। মা যেবার হাতীতে আসেন···।

বারো

জয়! দুর্গা মাতা কী জয়!

চম্পাপুরের কুমার সাহেব এবার আবার বড় বড় পালোয়ানদের ডাকিয়েছেন। চম্পাপুরের রাজবাড়ি— কুস্তি, শিকার, সংগীত আব সাহিত্যের মিলনতীর্থ— আজ থেকে নয়।

বৃদ্ধ রাজাসাহেবের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। এখনো যা আছে কিছু কম নয়—বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যে প্রাসাদের সাহিত্য-সভায় তাঁর বিখ্যাত রচনা রাজা-রানী পাঠ করেছেন, যেখানের সংগীত-সভায় সপ্তাহব্যাপী আসরে ফৈয়াজখাঁর অমর স্বরলহরী প্রবাহিত হয়েছে— সে কি যেমন তেমন! বুড়ো রাজা শিকারের অনেক বইও লিখেছেন।···

···এবার পাঞ্জাবী পালোয়ান মুস্তাকের চেলা 'চাঁদ' এসেছে। জমবে এবার!···কালীচরণ বনমংখীর কাছে এক গ্রামে রয়েছে। দূর সম্পর্কের আত্মীয় খুব চালাক লোক। কালীর নাম বদলে দিয়েছে রুস্তম খাঁ! সকলকে বলে রুস্তম খাঁ তামাকের দালাল– পুবদেশের লোক। কাল চাঁদ আখড়ায় জাঙিয়া পরে নেমেছিল, কিন্তু শুনছি নাকি তার কোনো জোড়াই পাওয়া যায় নি। কালীচরণের রোখ চাপে। ও যাবেই যাবে!

···এ হল চম্পাপুর মেলার দঙ্গল বাপু।···দর্শকদেরও মাঝে মাঝে

রোখ চেপে যায়। আশেপাশের লোকের সঙ্গে বেশ একহাত ধাক্কাধাক্কি হয়ে গেল হয়ত। সেপাইজীরা ছড়ি নাচিয়ে না বেড়ালে ফি বছরই এক-আধজন পিষে মরে যেত!

আজও চাঁদ জাঙিয়া এঁটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভিড়ের মাঝখানে বসে কালীচরণ দেখছে, "বাঃ বলিহারী দোস্ত! শরীর বানিয়েছ বটে! বলিহারী দোস্ত! সাবাস!"

…এঁ্যা! আজও চাঁদের জোড়া মিলছে না? জয় জয়! দুর্গা মাই কী জয়! জোড়া মেলে নি! জয়!

ভেঁপোঁ ভেঁপোঁ ভেঁ ভেঁ…! পোঁ পোঁ পোঁ!

চটাক চট ধা! চট ধা গিড় ধা!

"অ…জ জ জা! আ আলী!" হাফ কামিজ আর পাজামা ছিঁড়ে ফালি ফালি করে কালীচরণ লাফ দিয়ে ময়দানে নেবে পড়ে। "এই! এই! পাগল হায়, মারো মারো!"

"নহীঁ জী! জাঙিয়া হায় অন্দর মেঁ!"

…আরে বাঃ। এই তো আসল জোড়া। কৌন হায়? আখড়ায় নাবার কায়দাই এমন যে চোখ ঝলসে ওঠে। সকলেই চোখাচোখি করে—হ্যাঁ এই ঠিক চাঁদের জুড়ি!

মণ্ডলজী নামধাম জিজ্ঞেস করে নিন। তাড়াতাড়ি করে কুস্তি-খেলা শুরু করার হুকুম হোক!

বাজনাটাজনা সব হঠাৎ থেমে গেল কেন? কী হল? কুস্তি হবে তো, না কী? পালোয়ান মুস্তাক আলি হাত জোড় করে বড় কুমার সাহেবকে কী বলছে? কী নাম বললে? রুস্তম আলি? জোগবনীর লোক? মোরঙ্গিয়া নাকি? না না দিশী। বাহ্, আলবৎ জোড়া হায়!

চটাক চটধা! চটধা গিড়ধা!

"আরে বাঃ রে ওস্তাদ! লে লে লে বেঁচে গেছে। আরে ভাই এ যে বিজলী দেখছি!" চাঁদ নেচে নেচে পাঁয়তারা নিচ্ছে—এটা পাঞ্জাবী রীতি। রুস্তম চুপচাপ দূরে দাঁড়িয়ে হাসছে…"মঙ্গলা …ওস্তাদ! আজকের বাজী যদি হেরে যাই, তা হলে বুঝব মঙ্গলাকে

ছোঁয়ায় পাপ হয়েছে। যদি···জিতে যাই তো···এই আমার পরীক্ষা!” চাঁদকে কি তার গুরু নিন্দে করেছেন? তার হল কী? এমন পাগলের মতন লাফ দিয়ে পড়ছে কেন? কালীচ···রুস্তম আলি মৃদু হেসে একটা ছোট তুলকি নিয়ে পাশ কাটায়, চাঁদ আবার হঠাৎ গিয়ে হামলা করল।

“অ-জা-জা!” আরে ভাইয়া, য়হ রুস্তম খাঁ তো কামাল হায়! যাদুটাদু জানে না কি রে? হুঁ বাবা, চাঁদ মালুম পেয়ে যাচ্ছে।

“আরে না না। পাঞ্জাবীর কাছে কি দিশী দাঁড়াতে পারে?”

দারোগা সাহেব দেখছে না তো বসে বসে? কা ঠিকানা? খেলা দেখাবার সময় নেই। জলদি ফঁয়সালা হয়ে যাওয়া দরকার। “অরে, লা লা রা জা হা হা···হা, হো হো, জৈ জৈ!”

যারা পেছনে পড়ে গিয়েছিল তারা ডিঙি মেরে মেরে দেখছে। কাছেই একটা গাছের ডাল মড়াৎ করে ভেঙে গেল। কী হোল? সাফ?···কে দেড় গজের একটা ছোট্ট চক্কর মেরে ঘুরে রুস্তম চাঁদকে আসমান দেখিয়ে দিয়েছে।

“কাঁহাগয়া? রুস্তম কাঁহা গয়া?” বড় কুমার সাহেব ভাববিহ্বল হয়ে রুস্তমকে ডাকছেন। শক্তির পূজারী শক্তিমানের খোঁজ পেয়েছেন—“রুস্তম!···ভিড়টা সরান। রুস্তম কোথায় গেল?”

··যেন জহুরী একটা দামী পাথর হাতে পেয়েছে। না, পেল আর কই! হাতে পড়েও পিছলে গেল। কোথায় হারিয়ে গেল।···

রুস্তম একেবারে নিখোঁজ হয়ে গেছে।

অনেকে বললে—চলিত্তর কর্মকারই নাম পালটে আখড়ায় নেবেছিল। চলিত্তর নাকি, লাল ধ্বজা—হনুমানী ঝাণ্ডার বর পেয়েছে—তাকে কেউ হারাতে পারে না।

মেলাতে লাল ইস্তাহার ছড়ানো হয়েছে—‘কমিউনিস্ট পার্টির লালপতাকার বলিষ্ঠ বাহক চলিত্তর কর্মকারের ওপর থেকে ওয়ারেন্ট তুলে নাও।’

কালীচরণ বনমংখীর আত্মীয়র ওখান থেকে ফারবিসগঞ্জের পথে রওনা হয়ে যায়। সিকরেটরী সাহেব ওর সঙ্গে দেখা করতে চান না।

কিন্তু ও দেখা করবেই। সিকরেটরী সাহেব নাকি বলেছেন, কালীচরণ-টরন পার্টির মেমবার নয়, কিসান সভার ত্ব'আনার মেমবার। দেখা করে তাঁকে সব কথা বোঝাতেই হবে। সেই রাত্তিরে কালীচরণ পার্টী আপিসেই ছিল। ধরমপুরীজীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ হয় নি, বম্বে গেছেন। কালীচরণ নিজের পুরো সাফাই দিয়েই দেখা করবে।

"আরে। তুমি!···কালী!" মঙ্গলা ভয় পেতে পেতে সামলে নেয়, "একি ডকালী মিয়ার মতন চেহারা বানিয়েছ! ভেতরে এসো। কোন ভয় নেই। একাই আছি।"

কালীচরণ মঙ্গলার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে—হঠাৎ।

কালীচরণকে একটা পুরনো রেলওয়ে কোয়ার্টারের ভেতর-দিককার কামরায় বসিয়ে মঙ্গলা ঘটিগেলাস নিয়ে জলের কলের দিকে যায়। কালীচরণ দেখছে—চরখা রয়েছে, ধুনকিও আছে, খাটের ওপর কম্বল, তার ওপর সাদা খাদির চাদর বেছানো। কালীর রাতজাগা ক্লান্ত চোখে তন্দ্রার আবেশ। গরুর গাড়িতে সারারাত জেগেই এসেছে। রেলেও চাকার ওপরকার পাটাতনে শুয়ে শুয়ে···ঝকঝকে লোটা-গেলাস। ঠাণ্ডা জল! লেবুর সরবত!

মঙ্গলা হেসে গেলাস বাড়িয়ে ধরে, "আমি কিন্তু ডকালী মিয়াই বলব। রুস্তম আলি তো জোগবনী মিলের বুড়ো সরদার।"

কালীচরণ গেলাস হাতে নিয়ে একদৃষ্টিতে মঙ্গলার দিকে চেয়ে থাকে। কত রোগা হয়ে গেছে মঙ্গলা! রঙটাও যেন কেমন ফেঁকাসে লাগছে!

"খবরদার! হ্যাণ্ডস্ আপ!"

খট্ খট্ খট খট!

দারোগা সাহেব খোলা পিস্তল উচিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আট-দশজন সেপাই এমনভাবে বন্দুক তাগ করে আছে যেন এক্ষুনি ফায়ার করে দেবে।

"দারোগা সাহেব! জলটা খেয়ে নিতে দিন!" মঙ্গলার থানাপুলিসের ভয়ডর নেই!

"আপনি তুমি এর কে হও? তুমি কী কর, তোমাকেও গেরেফতার করা হচ্ছে।"

"দারোগা সাহেব, এঁকে জলটা খেয়ে নিতে দিন।"

মঙ্গলা তার সার্টিফিকেট বার করে দারোগার হাতে দেয়।

"ও! আপনি চরখা সেন্টারের মহিলা?" দারোগা মঙ্গলার সার্টিফিকেট দেখে ফেরত দেয়।

"হ্যাঁ, মেরীগঞ্জে কাজ করতুম। চেনাশোনা ছিল, একসঙ্গে কাজ করেছি। সেইজন্যে!"

"দাড়িটা উপড়ে নাও শালার! তেরী মা কো···!"

"আঃ!" মঙ্গলা ঝটিতি দরজা বন্ধ করে দেয়।

কালীর কাঁধের ওপর বন্দুকের কুঁদোর বাড়ি ঘা মারছে। সে সরবতের ঢেঁকুর তুলতে তুলতে পুলিস-লরীর ওপর গিয়ে বসে। কাতিক মাসের কাগজী নেবুতে ভারী সুগন্ধ!···মাথা থেকে ঝরঝর করে রক্ত পড়ছে। তা হোক, ওর সারা শরীরে তৃপ্তি, ভারহীনতা।

মুখের ওপর একঘা হান্টারের বাড়ি কসিয়ে দারোগা জিজ্ঞাসা করেন "সালা, মরে যাবে তবু কবুল করবে না? সোমা শালাও ঠিক এইরকম। আরে! এই! চলিত্তর করমকার তো তোর মার ভাতার, তাই না?"

কালীচরণের হাতের হাতকড়ি একবার ঝনঝনিয়ে ওঠে। কাঁধের ব্যথা জায়গাটায় টান পড়ে, টনটনিয়ে ওঠে। চোখে রক্ত নেমে আসে।···কিন্তু না। তার পার্টীর বদনাম হয়ে যাচ্ছে। সে সব-কিছু সহ্য করবে।

চালান দাও সালাকে! বাসুদেব আর সুনরা তো দুই থাপ্পড়েই বকবকিয়ে সব উগরে দিয়েছে। ওদের দুজনের আর কী? সরকারী সাক্ষী হয়ে গেছে। খালাস পেয়ে যাবে দুজনেই। মরবে এই দুটোই। ডাকাতি উইথ মার্ডার!"

লেবুর সরবত!···এখনো ঢেঁকুর উঠছে কালীচরণের!

—মঙ্গলা, আমায় মাপ কোরো!

তেরো

বহুদিন পরে বালদেওজী রামকিস্থুন আসরমে পা দিলেন। একদম বদলে গেছে আসরম! লোকও বদলে গেছে। একটু চালচলনও বিগড়ে গেছে আসরমের। এখন আসরমের লোক হেঁশেলে বসেই মছলী আর আণ্ডা খান। আমীন বাবু সিকরেটরী হয়েছেন। তিনি বলেন, "মাছমাংস আশ্রমে কাটা ধোয়াও হয় না, আর উনুনে রান্নাও হয় না। লোকে যদি শহর থেকে রান্না করা খাবার নিয়ে এসে খায় তাতে ক্ষতি কী?"

"ক্ষেতি কী? হরজ কা হায়···?" বালদেওজী থ হয়ে আমীন বাবুর মুখের দিকে চেয়ে থাকেন, "কিন্তু···আগে তো আসরমের ফটকের ভেতরেই আসত না।"

"নতুন যে রান্নাঘর হয়েছে সেটা আশ্রমের জমিতে নয়, কুবের সাহুর জমির ওপর। এখন তো আপনি জায়গাজমির মালিক হয়েছেন, খাতা খতিয়ান, নক্সাপরচা দেখতে নিশ্চয় শিখে ফেলেছেন। যান না কাছারিতে গিয়ে নকলনিকেশ করিয়ে দেখে নিন গে, যান। বুঝলেন!" ফারবিসগঞ্জের তরুণ তুর্কী নেতা ছোটন বাবু বলেন।

বালদেওজী তার দিকে কটমটিয়ে তাকিয়ে থাকেন। ফারবিসগঞ্জের লুচ্চা ছোঁড়া সব কথায় ফোড়ন কাটতে এসেছে। আমীনবাবুর সঙ্গে দিনরাত ওঠে বসে কিনা, তাই মুখের জোর বেড়েছে।···মিথ্যেবাদী এক নম্বরের। ফারবিসগঞ্জের নাম তো এরা ফেরেববাজগঞ্জ করে তুলবে, এতে সন্দেহ নেই।

"ছোটনবাবু! খাতাখতিয়ান, রোকড়পরচা দেখে আমি কী করব। রামকিস্থুন বাবুর আমলে···"

"রামকিস্থুন বাবুর আমল রামকিস্থুন বাবুর সঙ্গেই চলে গেছে।

ছোটন বাবুর টণ্ডেল-ভোলটিয়ার[1] মটরাও ফুট কাটে। বলে, "এটা কংগ্রেসের আপিস, বাবাজীর মঠ নয়।"

বালদেওজীর আক্কেল গুম হয়ে যায়।

খৈনির ছোপ ধরা নোংরা দাঁত বের করে মটরা হি হি করে হাসে। তারপর চোখটিপে কানকি মেরে আবার বলে, "কবিরাহা মে তো 'সব ধন সাহেব কা' গাওয়া হয়। চিমটে বাজাতে শিখেছেন তো, নাকি?" হা হা হা হা! সবাই খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে।

চন্নপট্টির গুদরু বলে—"বালদেও! এবার যদি কখনো নিজেদের গ্রামে যাও তো জ্ঞাতভোজের পঙ্‌ক্তি থেকে ঘাড় ধরে বার করে দেবে।"

. "বালদেও মেরীগঞ্জের নিরিবিলি মজা ছেড়ে যাচ্ছে তোমার গ্রামে। বয়ে গেছে।···দিব্বি আছে, বন গাঁয়ে শেয়াল রাজা হয়ে মজা লুটছে।"

হা হা হা হা হা হা।—হাসির অট্টরোল ওঠে।

বালদেওজীর চোখে জল এসে যায়। যদি দৌরিক সরমা না এসে পড়তেন তাহলে হয়ত বালদেও হু হু করে কেঁদেই ফেলত। সরমাজী এসেই বলেন, "কী হয়েছে, কী হয়েছে? তোমরা সবাই মিলে বালদেওজীকে টিটকিরি মারছ কেন?"

"টিটকিরি মারছি কোথায়? আমরা তো সৎসঙ্গ করছি।" ছোটন বাবু হেসে জবাব দেয়।

সরমা তার পাশের খালি চেয়ারে বালদেওজীকে আদর করে বসিয়ে বলে, "বালদেওজী, আপনি এখানে বসুন। আমি জবাব দিচ্ছি।···সৎসঙ্গের কথা বলছেন ছোটন জী! এই বালদেও, দোরিক শর্মা, মেওয়ালাল, ফাগুয়া, সহদেবা, বাওনদাস, উজাড়ু, চুনিদাস, পিরথী, জগরমথিয়া, ছেদী, গঙ্গারাম··· এদেরই সৎসঙ্গের ফলে আজ আপনার মতন রত্ন জন্মেছে।···এখন আপনারা চেভর-লেট্ গাড়ি চড়ে লীডারী শিখেছেন! আপনি কি জানবেন যে সাতটা

---

১. কোন নেতার ব্যক্তিগত চাকর।

পোড়া ভুট্টা চিবিয়ে, শ' শ' মাইল পায়ে হেঁটে, গাঁয়ে গাঁয়ে কংগ্রেসের ঝাণ্ডা কারা উড়িয়েছে ? মোমেনটে আপনি আপনার ইস্কুলে পঞ্চম জরজের ফটো ভেঙেছেন আর হেডমাস্টারকে তার আপিসে তালাবন্ধ করে রেখেছেন— ব্যস আজ আপনি লীডার ! তবে এসব কায়দা যদি আমাদের জানা থাকত, তবে আমরাও খালি ফটোই ভাঙতুম।··· গায়ের জমিদার থেকে নিয়ে থানার চৌকিদার অবদি সবাই শত্তুর। এক এক গ্রামে লোকে দল বেঁধে আমাদের কুকুরতাড়া করেছে, লোকে যেমন ভূত-পেরেত আপদবালাই তাড়ায়, তেমনি করে কুলোর বাতাস দিয়ে ভাঙা হাঁড়ি বাজিয়ে বিদেয় করেছে। আপনার এসব জানবার কথা নয় ছোটনবাবু ! আপনার তখন জন্মও হয়নি। সে সময় আপনার বাবা মদের দোকানের ঠিকেদারী করতেন। আমরা কতবার তাঁর গালাগাল খেয়েছি।···কী বালদেও ! মনে পড়ে ?··· সেই যে কাঠকর ভাঁটিখানার কথা ?”

গুদরের একটা মহৎ গুণ, সে চট করে রঙ বদলাতে পারে, আহা, সেও তো সেই নিমক-কানুনের সময় থেকেই ঝোলা কাঁধে নিয়েছে— “সরমাজী ! গিধবাস হাটে সেবার···।”

“চুপ রও চোট্টা কাঁহাকা।” শর্মাজী ক'সে ধমক লাগান, “ঝোলের লাউ, অম্বলের কদু !···সবাই মিলে বালদেওজীর পেছনে লেগেছিলি কেন রে ?···বালদেওজী আজকাল একটু পরিষ্কার কাপড়চোপড় পরছেন ; যারবেদা চক্র কিনেছেন, চেহারাটেহারাও আগের তুলনায় একটু চেক্‌নাই দিয়েছে, হাতে দুটো-চারটে পয়সাও এসেছে, তাই তোমাদের কলজে পুড়ছে, না ?···চলুন বালদেওজী, গাঙ্গুলীজীর ওখানে আমারও অনেকদিন হল যাওয়া হয়নি।”

“এখন মিটিন্ রয়েছে যে”, বালদেওজী বলেন।

“আরে আপনিও যেমন বালদেওজী, চিরটাকাল একই রকম রয়ে গেলেন।···কী করবেন মিটিঙে বসে। এখানে ফারবিসগঞ্জের বাবুদের ঝগড়া-মীমাংসা হবে। খুশয়বাবু একটা ঘোড়ার গাড়ি বোঝাই করে কাগজপত্তর, ফাইল রেজিস্টার, ভাউচার, ডিবলুকট (ডুপ্লিকেট) আর মোকদ্দমার কাগজ নিয়ে এসেছেন। ওদিকে ফগুনীসিংও একশ

লোককে শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়ে এসেছেন। আজ রাতভর খুব চলবে ধমাধ্বম। চলুন, চলুন, বসে বসে কী শুনবেন—রাঁড়ীর বৈঠকের ঝগড়া।"

বালদেওজী দৌরিক শর্মার সঙ্গে চলে যেতে গুদর চোখ মেরে বলে, "আরে, ওরা কি আর গাঙ্গুলীজীর ওখানে যাচ্ছে নাকি? যাচ্ছে তির্পিও ভালভারে, দেবে'খন বালদেওজীকে চোট। রসগোল্লা ঝাড়বে।"

ছোটনবাবু বলেন, "আমীনবাবুকে বলতে হবে। মেরীগঞ্জে আর বালদেওকে দিয়ে কাজ হবে না। চরখা সেন্টারের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। ঘরে ঘরে সোশলিস্টের বাসা। এখন নাহয় সবাই ডাকাতির কেসে এ্যারেস্ট হয়েছে। গ্রামের ডাক্তারটা ছিল কমিউনিস্ট, সেও এ্যারেস্ট হয়েছে।··· তাকে তো আমিই এ্যারেস্ট করিয়েছি। কটহার নতুন দারোগা আমার ক্লাসফ্রেণ্ড।"

"নিন! এক বেম্মজ্ঞানী গেলেন তো আর-এক অবতার এসে হাজির হলেন।···ইনি তো আজকাল আবার মস্ত যুগ্যির লোক হয়ে দাঁড়িয়েছেন।"

বামনদাসজী আসছেন।···আশ্রমের বুড়ো কুকুর বিলেকপী (ব্ল্যাকপ্রিন্স) দূর থেকেই বামনদাসজীকে চিনেছে। সারাদিন অশোকগাছের নিচে শুয়ে পড়ে থাকে আর যারা আনাগোনা করে তাদের চেয়ে চেয়ে দেখে। বাওনদাসকে দেখেই কান খাড়া করে ঘাড় উঁচিয়ে দেখে। তারপর লেজ নাড়তে থাকে।···সসাংকজী এই কুকুরটার নাম রেখেছিলেন ব্ল্যাকপ্রিন্স। সোশালিস্ট পার্টির চিনগারীজী একবার তাঁর লালপতাকায় জেলার এক মারোয়াড়ীকে 'ব্ল্যাকপ্রিন্স' লিখেছিলেন। ব্ল্যাক করার সিদ্ধহস্ত, তায় যুবক মারোয়াড়ী—কালোবাজারের রাজা, তাই ব্ল্যাকপ্রিন্স। মারোয়াড়ীটা মকদ্দমা ঠুকে দিয়েছিল যে লালপতাকার সম্পাদক তাকে কুকুর বলেছে।···বিলেকপী ঠিক চিনেছে। বাওনদাসজীও অশোকগাছের ছায়ায় বিলেকপীর পাশে বসে পড়েন। আহা হা!···একটু ভালবাসার কাঙাল, অবলা জীব! বামনদাসকে দেখে কী খুশি! নেচে কুঁদে,

লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে দৌড়ে কখনো বামনদাসজীর ঝুলি দাঁত দিয়ে ধরে টানছে, কখনো লাঠিটা মুখে করে ছুটে পালাচ্ছে! অ-হা-হা!

"অ-হা-হা! বিলেকপী রে!...লোম ঝরে যাচ্ছে। সে আমলে রোববার রোববার নিরজলা অনসন করতে। সেদিন দুধহালুয়া দিলেও শুঁকে দেখতে না। শুনতে পাই আজকাল নাকি মুরগির হাড় চিবোও। তোমার কি দোষ ভাই! ঘাও হয়েছে।...যাও, বদমাইসী কোরোনা। ঝুলিতে আছেটা কী যে খাবে! ঝুলিতে কিছু নেই!" "কাঁউ কাঁউ-কিঁউ!" বিলেকপী চিত হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ে কাঁউ-মাউ করে আর বামনদাসজীর ঝুলি দাঁতে ধরে টান দেয়।

বামনদাসজী ধীরে ধীরে একটা কাগজের মোড়ক বার করেন। তাই দেখে বিলেকপী আরো জোরে জোরে কাঁউমাউ করতে থাকে। এই ওর স্বভাব। বামনদাস আশ্রমে যখনই আসেন, বিলেকপীর জন্যে এক আনার মণ্ডা কিনে আনতে ভোলেন না। গত দশ বছর থেকে বিলেকপী মণ্ডা খেয়ে আসছে! এখন একেবারেই বুড়ো হয়ে গেছে। বামনদাস একটা মণ্ডার টুকরো দেয় বিলেকপীকে। চট করে সেটা শেষ করে বিলেকপী আবার বামনদাসের মুখ দেখে।

"আর কি নিবি?...অব ক্যা লেগা, আণ্ডা?"

চোদ্দ

নতুন দোতালার ছাতে বসে তশীলদার সায়েব দেখছেন ধানের ক্ষেত জুড়ে এবার ধানী রঙের জোয়ার লেগেছে। শীষগুলো একটু ঝুঁকে পড়েছে। কার্তিকের পঁচিশ দিন কেটে গেছে। এবার আমন ধান কাটা শুরু হয়ে যাবে।...চারদিকে যতদূর চোখ যায় তশীলদার সায়েবেরই জমি! পুবদিকে ঐ যে তালের সারি দেখা যাচ্ছে কমলার

ওপারে···ঐ পর্যন্ত, উত্তরে বুড়ো বটের সীমানা। দক্ষিণে সাঁওতালদের জমি দখল করার পর, পিপরা গাঁ অব্দি সবখানি মাটি তশীলদারের পেটে ঢুকে এসেছে। বাড়ির পশ্চিমদিকে ততমাটোলার লাগোয়া পঞ্চাশ বিঘের জমি। খাজনা লাগে মাত্র দশ টাকা। তশীলদার সায়েবের বাপও এই জমিটা দখল করবার জন্যে চেষ্টার কসুর করেন নি, কিন্তু কিছুতেই তাঁর ঘুঁটি পাকে নি। তশীলদার সায়েবও তাঁর তশীলদারীর আমলে অনেক কলম চালিয়েছিলেন, কিন্তু তুমিও কায়েত তো আমিও ভূমিহার। ও-জমিটা ধরমপুরের ভৈঁসোবাবুর। বিশ্বনাথ প্রসাদের চোখের বালি ঐ জমিটা! এই দোতলার ছাদে বসলে জমির ক্ষিদে যেন আরো উগ্র হয়ে ওঠে। লেখাপড়া, দলিল-দস্তাবেজ মেরামতী থেকে নিয়ে, নানান ধরণের 'প্যাণ্ট'[১]ও এখানে এই নিরিবিলিতে বসেই চিন্তা করেন তশীলদার।···নিচে নামলেই তাঁর চেহারা পালটে যায়। তখন পুকুরে স্নান থেকে নিয়ে ভোজনের আসনে বসার আগে পর্যন্ত না জানি কোন শাস্তরের মন্তর আওড়াতে থাকেন···ওং ভিরিং···শিবা···আ য়। ওং···ভিরিং··· !

রোজ খেতে বসেই মৃদুস্বরে প্রশ্ন করেন, "দিদি কেমন আছে ?"

"আজ তোমার মেয়ে খুব হাসিখুশি !"

"সত্যি ? কমলার মা, জান রাত্তিরে আমি একদম ঘুমুতে পারি নি।" তশীলদার সায়েবের একটা গুণ, খেতে বসে যেদিন তাঁর মন প্রসন্ন থাকবে, সেদিন পোড়া-ঝোড়া, মিঠে-নোনতা— সামনে যা ধরে দেওয়া যাবে, তাই খেয়ে নেবেন।

"এখনই বলছিল 'ইন্দিরা' তার স্বামীকে পেয়ে গেছে।···তাইতেই ভারী আনন্দ।"

"পাগলি !" তশীলদার হাসেন।

রাত্তিরে হঠাৎ ঘরের কোণ থেকে কান্নার আওয়াজ আসে !··· কমলা হেঁচকি তুলে তুলে কাঁদছে। মা তো তাই শুনে জ্বোরো রুগীর মতন ঠকঠক করে কেঁপে উঠেছে। বাবার চোখ বেয়েও অঝোরে

---

১ পয়েণ্ট।

জল ঝরতে থাকে। অতিকষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে মা জিজ্ঞেস করেন—"কী রে মা, কী হয়েছে মা আমার? ও কমল, বল না। কমলী! বেটী! বল তো মা! আমার সোনামণি!"

"মা! আমার কিছু হয় নি!…এই দেখ না! ইন্দিরার…।" বলতে বলতে কমলী আবার ফুঁপিয়ে ওঠে।

"কে ইন্দিরা?…সে আবার কে?"

"কে ইন্দিরা?…ও তাই তো, তুমি কী করে জানবে! মা জান, আমি এই বইয়ের ইন্দিরার কথা ভেবে কাঁদছিলুম।…বেচারী প্রথমবারই শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছিল, ডুলি চড়ে। মনে কত সাধস্বপ্ন নিয়ে কনে বৌ ইন্দিরা শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছিল। একটা দীঘির পাড়ে ডুলি নামিয়েছে। বিজুবন—বিজুখণ্ডের মতন একটা বড় জঙ্গলের পাশেই দীঘিটা। খুনে ডাকাতদের জায়গা। সেইজন্যে সাথে সেপাইসান্ত্রীও ছিল অনেক। কিন্তু ডাকাতরা ইন্দিরাকে ডুলিসমেত তুলে নিয়ে গেল। দিনেদুপুরে ডাকাতি হয়ে গেল। কিন্তু মা, ইন্দিরার সব গেলেও তার সব থেকে বড় সম্পদ তার ইজ্জত বেঁচে গেছে! এখন সে বেচারী একলাটি ঐ গভীর ঘন জঙ্গলের মধ্যে…!"

বঙ্কিমবাবুর বই 'ইন্দিরা' পড়ে কাঁদছিল কমলা।…আজ আবার সে খুব খুশি। ইন্দিরা স্বামী ফিরে পেয়েছে।

বিশ্বনাথপ্রসাদ বলেন—"এটা পাগলামি নয়, জান কমলার মা। আমার বেটি বড় সমঝদার। কলজেটা মোমের মতন নরম! বাবা বিশ্বনাথ। মঙ্গল কোরো!"

মা জিজ্ঞেস করেন—"কাল ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করেছিলে?"

"ও হ্যাঁ, কাল রাত্তিরে তো আর সময়ই হল না কথাবার্তা বলার। বেজায় ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার। দরখাস্ত দিতে বলে ডাক্তার আপনার কে হয়? আমি কী জবাব দিই? বললুম কেউ নয়। ব্যস দরখাস্ত নামঞ্জুর হয়ে গেল। তা কেরানিবাবু লোকটি বড় ভাল। বললে, ডাক্তারসায়েব নজরবন্দী রয়েছেন। তাই শুধু মা. বাপ, স্ত্রী আর বোনের সঙ্গেই চিঠিপত্তর লেখালিখি বা দেখাশুনো করতে পারেন। কী আইন বাবা! বোনকে চিঠি দিতে পারো, বোনাইকে নয়।

সঙ্গে দেখা হবে, কিন্তু সঙ্গে শ্বশুর থাকলে সে বেচারা জামাইয়ের মুখ দেখতে পাবে না।"

তশীলদার সায়েব মুখ হাত ধুয়ে পাশের ঘরে যেতে যেতে বলেন, "প্যারু আজকাল পূর্ণিয়াতেই থাকে। হোটেলে খাওয়াদাওয়া করে। জেলে বসেই ডাক্তার গণেশের ব্যবস্থা করে দিয়েছে ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে। প্রতিমাসে দস্তখত করে 'চেক' পাঠিয়ে দেয় ডাক্তার। প্যারু আর গণেশের নামে আলাদা আলাদা চেক্ দেয়। যাই বল, মানুষ বড় ভাল এই ডাক্তার! প্যারু বলছিল, একদিন সে ছুধের ঠিকাদারের কাছে ভেতরে চলে গিয়েছিল। ভেতরে গেটের কাছেই ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে 'ভেঁট' হয়ে যায়। প্যারুকে দেখে ডাক্তার কেমন যেন হকচকিয়ে যায়। তারপর বলে, কেন এসেছ? প্যারু কোন জবাব না দিতে, আবার জিজ্ঞেস করেছে— মেরীগঞ্জ থেকে কবে এসেছ?···কমলা কেমন আছে?"

"এঁ? জিগেস করেছে? ডাক্তার এই কথা জিগ্যেস করেছে? প্যারু কী বললে?" কমলার মা উতলা হয়ে ওঠেন, রুদ্ধশ্বাসে বলেন—"সে কী বলেছে কে জানে?"

"না না, প্যারুকে অত বোকা পাও নি। বলেছে, ভালই আছে। আপনার ফটো নিয়ে গেছে। রোজ সকালে উঠে দেখে।"

"তাই নাকি! তাই বলেছে? কী বুদ্ধিমান ছেলে প্যারু। আহা, মঙ্গল করুন ভগবান। ভগবানই বা কেমন, বুঝি না। একটা কেউ নেই বেচারার।···ডাক্তার আর কী বললে?"

"বলছিল, হাসতে হাসতে চলে গেলেন।" বিশ্বনাথবাবু মুখে পান ফেলে দিলেন।···মানে, এবার কথা ফুরিয়ে গেল।

খুশির চোটে কমলার মা পেট ভরে খেতেও পারেন না। মা-বেটি রোজ একসাথেই খায়। আজ কমলা বারবার বাধা দেয়—"মা, তুমি খাও তো। পুরৈনিয়ার কথা পরে হবে'খন।···আমার ভারী বয়ে গেছে ব'সে ব'সে কারুর ফটো দেখতে!"

আজ থেকে মা বসে উপনিয়াস শুনবে। কমলা 'ইন্দিরা' বইটা আবার গোড়া থেকে পড়ে শোনাচ্ছে। কমলা বলে, "মা, শকুন্তলা

সাবিত্রী এদের কথা পড়লেও ভাল লাগে, কিন্তু ওসব তো দেবদেবীর মুনিঋষির কাহিনী—আর উপন্যাস পড়লে মনে হয় যেন আমাদের গাঁয়ের ঘরের কথা।”

আজ দিন দুই হল খাওয়াদাওয়ার পর, কমলার পেটের মধ্যে তার গর্ভস্থ শিশু হাত-পা নাড়ছে। লজ্জায় ও মাকে কিছু বলতে পারে না। কিন্তু যেদিন থেকে ওর কানে এক অনাগতের পদধ্বনি ওর কানে গেছে, সেদিন থেকে কমলা যেন কোন্ এক দূরদেশে হারিয়ে গেছে। তার চোখের সামনে অনেক অনেক বাচ্চার মুখ খিলখিলিয়ে হেসে উঠছে! তারা যে ওর সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। কে এটা? সবকটাই ভারী সুন্দর তো! সদ্যফোটা পদ্মর মতন তাজা। ও কার হাত ধরে? ওদের মধ্যেই একটা চঞ্চল ছেলেকে কমলা কোলে তুলে নেয়। কচি কচি হাত-পা, মধুর মতন হাসি! আর কী চঞ্চল! বাব্বাঃ। ও আমার চুলবুলে রাজা।···কমলার বুক থেকে সুধার ধারা ঝরে।

“কমলার মা!” দোতলার কুঠরী থেকে চেঁচিয়ে ডাক দেন তশীলদার সায়েব। “একবার এদিকে এসো তো!”

দোতলার ওপর পা দিয়েই তশীলদার সাহেবের বুদ্ধি-বিবেচনা, কথাবার্তা সব বদলে যায়। চোয়ালের হাড়গুলো আপনা থেকেই ওঠানামা করে, যেন কিছু চিবিয়ে খাচ্ছেন।

“কমলার মা! আমি এবার ফাঁসি দিয়ে মরব। আমার ঘুম হয় না। কী হবে? কিছু ভেবেছ?···কোন উপায়? শত্তুরেরও যেন এমন দিন না আসে। তুমি তো এখন দিনরাত মেয়ের পাশেই পড়ে থাক, তোমার আর কী! একলা একলা ভাবতে ভাবতে আমার বুক ধড়ফড় করে। তোমার সাপিনী মেয়ে এমন বিষদাঁত ফুটিয়েছে যে···”

“ছিঃ, কী বলছ কি তুমি?”

“চুপ করো তুমি! তোমরা দুজনে মিলে···। সরে যাও!”

“অমন করে চেঁচিও না, বোসো, মেয়েটা শুনতে পাবে!”

“উঁঃ শুনতে পাবেন, লাটসাহেবের বেটি!”

“আঃ কমলার বাবা, কী হচ্ছে!”

"চুপ !"

বুড়ি ঝি এসে খবর দেয়—চা তৈরী।

"চল।"

কমলা আজো ছুটিবেলা নিজের হাতে চা তৈরী করে বাপের জন্যে। বলে, "বাবা একশো কাপ চায়ের মধ্যে থেকেও আমার তৈরী চা আলাদা করে চিনতে পারেন।"

নিচের ঘরে বসে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে কমলার বাপের খিঁচিয়ে থাকা মুখের চামড়া আবার নরম হয়ে আসে। চড়া মেজাজ আবার নেমে আসে। মুখের চেহারা স্বাভাবিক হয়। বলেন, "সেবিয়াকে এবার লেপ ভরিয়ে দাও, নইলে এবার শীতে বুড়ি আর বাতের বেদনায় উঠে দাঁড়াতে পারবে না।"

"তোমার মেয়ে তোমার জন্যে পশমী গেঞ্জি বুনছে।···বই খুলে সামনে রেখে, দুহাতে বোনার উলকাঁটা নিয়ে যখন বুনতে থাকে, দেখে মনে হয় হাত নয় যেন মেশিন চালাচ্ছে।"

"সত্যি ? আহা, বেচারী ! আমার মতন অভাগা বাপের ঘরে জন্মে বেচারী কত কষ্ট পেল ছোটবেলা থেকে। তোমার মনে আছে, কমলার মা, মেয়ের বয়েস যখন মোটে একবছর, তখনই আমি বলেছিলুম—এ মেয়ে আমার সব অবস্থায় সুখী থাকবে।"

সেবিয়া অসমাপ্ত সোয়েটারটা নিয়ে হাসতে হাসতে এসে দাঁড়ায়।

"এই দেখ" মা আহ্লাদে গদগদ হয়, "দেখ, মেয়ের কেরামতি।" তশীলদার সাহেব হাসিমুখে দেখেন, তারপর সেবিয়ার দিকে ইশারা করে বলেন—"হয়েছে তো খুবই ভাল। তবে আমার গায়ে তো বড্ড বড় হবে। আমার তো চাই একটা এইরকম সাইজের···এই, এতটুকু ছোট···" হাত দিয়ে একটা ছোট বাচ্চার মাপ দেখান।

"উঁঃ!" সেবিয়া গালে হাত দিয়ে হেসে ফেলে—"বতহা!" (কথা শোন!)

মা বলেন, "যাও দিয়ে এসো। বল খুব ভাল হয়েছে।"

অনেককালের ঝি সেবিয়া। কমলার মার ছেলেবেলার সখি। একসঙ্গে খেলাধুলো করেছে। বালবিধবা, আর একবার চুমৌনার

কথা হয়েছিল। তাই শুনেই কেঁদে মরত, নদীতে ঝাঁপ দিতে যেত। তারপর কমলার সঙ্গে এবাড়িতে আসে। সেই থেকে এবাড়ির লোক। গেঁটিবাতে শরীরটা ঝরঝরে হয়ে গেছে। কানে কম শোনে। কমলা ডাকে—সেবিয়া মাই!

"এ! সেবিয়া মাই!"

বুড়ি রোজ চুরি করে উনুনের পোড়া মাটি দিয়ে আসে কমলাকে। উনুনের মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধটা এই সময় ভারী মিষ্টি লাগে।

"জান মা, সেবিয়ার মা বলছিল—জামাই কবে আসবে?"

তশীলদাব সায়েব দোতলার ছাদে উঠে দেখেন। পশ্চিম দিগন্তে অস্তসূর্যের সিঁদুরে আলো 'ধরমপুর মিলিকের' ক্ষেতের ওপর ছড়িয়ে গেছে। সে রঙও আবার ধীরে ধীরে বদলায়। লাল···অস্বচ্ছ লাল···মেটে···ধূমাভপিঙ্গল···! এবার আস্তে আস্তে চারদিক আঁধার হয়ে আসছে।···তশীলদার বিশ্বনাথপ্রসাদের দেউড়ি, বাড়ির বহিরঙ্গন, সদরপ্রাচীর সব অন্ধকারে ডুবে গেল।

পনেরো

বালদেওজী ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানকে বলেন—"দেখহে, আজ যদি "টৈন্" ধরিয়ে দাও তো আটআনা বকশিস পাবে!"

"দেখুন এখন কী হয়, আমার তো চেষ্টার অবধি থাকবে না!··· চল্ বেটা। কদম কদম বঢ়াকে।" ছোকরা সহিস ঘোড়াকে চাবুক কসিয়ে গান ধরে··· "মগড়া শুরু হুয়া হায় সারে হিন্দুস্তান মেঁ, হিন্দু মুসলমান নেঁ না।"

বালদেওজী সবে আজই জানতে পারলেন যে মহাত্মাজী গত

ছ'মাস যাবৎ একটানা পাটনাতে ছিলেন। রোজ প্রার্থনাসভায় মহাত্মাজীর 'ভাসন' হ'ত !··· আজকাল তিনি 'ডিল্লী'তে আছেন।

···এঁ! কোন্ গাড়ি বিগুল দিয়া জী ?

"আভি সিঙ্গুল ভি তো ডৌন নহীঁ হুয়া··· দেরী হৈ !" এখনো সিগন্যাল দেয় নি। গাড়ির দেরী আছে।

"দেরী আছে ? বাঃ বাহাদুর !"

স্টেশনে পৌঁছে বালদেওজী ভাড়ার ওপরে একটা আধুলি বকশিস দিতে গাড়োয়ান ছোকরা ভারী কায়দা দুরস্ত ভঙ্গিতে হাত ভেঁজে একখানা সেলাম কাড়ে—"সালাম হজৌর।"

জোয়ান মেয়েছেলে কেউ নজরে পড়ে গেলেই ঝট করে বালদেও-জীর লছমীর কথা মনে পড়ে যায়। মনে মনেই চিন্তা করেন, যদি আর একটু বেশিক্ষণ গাঙুলীজীর ওখানে থাকা হয়ে যেত, তাহলে সরমাজী আজ আর আসতে দিতেন না। বিদায় দিতে দিতে, শেষ অবদি সরমাজী দিল্লাগীটা করেই বসলেন—"আচ্ছা, তো যাও বালদেও। আমি তো বেকুব নই যে তোমাকে আটকাব ? তোমার এখানে আটকে রাখি আর তোমার কোঠারিন শেষকালে আর কারুর সঙ্গে 'সৎসঙ্গ' করুক আর কি !··· হা হা হা ! মাফ করো ভাই, আচ্ছা তো জয়হিন্দ !"

"কৌন ? খালাসীজী ! কহিয়ে কা হাল হায় ?"

"এই তো আসছি মেরীগঞ্জ থেকে।··· যান রাউতহাট টীসনে আপনার রৈলগাড়ি হাজির আছে। গিয়েছিলুম একটা শান্তি সস্তেনের ব্যাপারে— আজ দশ দিন বাদে ফিরছি। আমার পরিবারের গরম হাওয়া[১] লেগে গেসল। ঝাড় ফুঁক করে তাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরছি।

··· আহা ! আজ দশটার সময় গেসলুম আপনার আসরমের ওদিকে একটা শেকড় খুঁজতে। আপনার আসরম দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, ফিরে আসতে মন চায় না। আপনি তো ছিলেন না,

১ ভূত-প্রেতের হাওয়া

কোঠারিনজী ছিলেন। সাহেব বনগী করলুম। সুপাড়িকসেলি খেলুম। একজন লোরিন্ (নবীন) সাধু এমন বড়িয়া[১] গান করে বীজক পড়ছিলেন যে মন চাইছিল ওখানেই বসে থাকি।··· আচ্ছা তো জই হিন্ন।"

নবীন সাধু?··· কাশীধামের বিদ্যার্থীজী। মোহন্ত সেবাদাসের আমল থেকেই মঠে আসে বছর দু'বছর অন্তর। যাবার সময় মোহন্ত সাহেব ধুতি, চাদর, বইকেনার খরচ আর রাহাখরচ দিতেন।···মুক্তোর মত হরফে লিখে।··· লছমী বালদেওজীকে যে বীজক দিয়েছিল, সেটা এই বিদিয়ারথীজীরই লেখা। এবার এসে বললে মঠে মন বসে না। কিন্তু লছমী তো আর এখন মঠের কোঠারিন নয়! সে এখন একটা ভাল ঘরের 'ইসতিরী'।

··· আমার অনুপস্থিতিতে সে কেন ওখানে যায়? লোকেই বা কী ভাবে? না, এ ভাল কথা নয়। লছমীকে বুঝিয়ে দিতে হবে।

বালদেওজীর মাসী রোজ সকাল না হতেই আসরমের দোরে এসে বসে আর বেছে বেছে গাল গাল পাড়তে শুরু করে, "আরে ভেড়োর ভেড়ো রে!··· এইজন্যেই কি তোকে পেলে পুষে এতবড়টা করলুম রে!··· ওরে দুকানকাটা, মাথামুড়োনো রে! ওরে বেহায়া, তোর কেন ভীমরতি হল রে। ঐ মুটকীধুমসীর কী দেখে ভুললি রে তুই। ওরে লছমিনিয়া তোকে যে ধোঁকার মাটি[২] খাইয়ে ভেড়া বানিয়ে রেখেছে রে!...." আর লছমী কখনো সেরখানেক চাল, পোয়াটাক ডাল, খানিকটা গম কি আলু দিয়ে তাকে বিদেয় করে।

সন্ধে প্রহরখানেক কেটে গেছে। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। বালদেওজী চাদর দিয়ে কানমাথা মুড়ে নেন। কিন্তু কান তো এমনিতেই গরম হয়ে আছে।··· বিদিয়ারথীজী···

"আরে হাঁ হাঁ। থাম্ থাম্। সালা, লোক দেখলেও ভড়কে যায়?" গাড়োয়ান বলদদের দাঁড় করিয়ে ডাক দেয়। "গোঁসাইজী,··· উঠুন, এসে গেছি বাড়ী।"

---

১ চমৎকার ২ বশীকরণের তুকতাক্

বালদেওজী জেগেই ছিলেন। উঠে বসতেই দূরে গাছের ছায়ায় কাউকে যেতে দেখেন।··· ও! বিদিয়ারথীজী এখন যাচ্ছেন! এই-জন্যেই বলদ চমকে উঠেছিল!

'সাহেব বন্দগী!' লছমী পা ছুঁয়ে প্রণাম করে।

বালদেওজী মিনমিন করে কী যেন বলে সরাসরি নিজের আসনীতে চলে যান।

"আমার কম্বল কে গায়ে দিয়েছিল?" বিছানার ওপর পড়ে থাকা কম্বলটার দিকে নাক কুঁচকে তাকান বালদেওজী, "আমার কম্বল ও-লোকটা গায়ে দিয়েছিল কেন?"

"কে?"

"আবার কে? মনে হচ্ছে যেন স্বপ্ন দেখছ!" বালদেওজীর মাথাটা হঠাৎ গরম হয়ে ওঠে। কম্বলটা বিছানা থেকে তুলে নিয়ে জোরে জোরে ঝাড়তে থাকেন—"রামফল!··· তোমরা খেয়ে নাও। আমার খিদে নেই। আমি খাব না।··· হুঁঃ দুনিয়ার লোক এসে এই আসনে শোবে।"

লছমী ক'দিন থেকেই দেখছে বালদেওজী কথায় কথায় রেগে যাচ্ছেন। সে এসে ঘরের দোরের পাশে দাঁড়ায়। "আসন ঝাড়াই আছে।··· বিদিয়ারথীজী তো দাওয়ায় বসেছিলেন।"

"কেন? দাওয়ায় বসেছিলেন কেন? ঘরেই বসেন না কেন বিদিয়ারথীজী! শূন্য ঘরে ঘরও যা দাওয়াও তাই!" বালদেওজীর ঠোঁট কাঁপতে থাকে। "বিদিরারথীজী আসেন সৎসঙ্গ করতে।"

"হাঁ হাঁ! ওসব আমি খুব বুঝি। সৎসঙ্গ···! হুঁ··· সৎসঙ্গ!" ঘেন্নায় নাকমুখ কুঁচকে ওঠে বালদেওজীর।

কী জানি কেন, আজ সৎসঙ্গের কথা শুনেই তাঁর মনে কেমন ধাক্কা লাগে। ছোটনবাবুর কথা— 'সৎসঙ্গ করছি।'··· সরমাজী তো শেষমেশ বলেই ফেলেন—'কোঠারিন কারুর সঙ্গে সৎসঙ্গ···!'

"সৎসঙ্গ যদি করতেই হয় তাঁর আসনী এখানেই লাগিয়ে দাও। তারপর রাতদিন প্রাণভরে সৎসঙ্গ কোরো।" ঠোঁট বেঁকিয়ে বালদেওজী এক অদ্ভুত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে হাত নাচিয়ে বলেন, "সৎসঙ্গ!"

"গোঁসাই সাহেব!" এবার লছমীরও নাকের পাটা ফুলে ওঠে। বলে, "এসব কী বকছ তুমি?"

"তুমি আমায় টিরিকবাজি দেখাতে এসেছ?··· আমি ও সব খুব বুঝি।"

"কী বোঝ?"

ও কি, হাতটা অমন মোচড়াচ্ছে কেন লছমী?····মারপিট করবে নাকি? রাগে থরথর করে কাঁপছে, "বল। কী বুঝেছ··· কী ভেবেছ তুমি··· আমায় বেশ্যা পেয়েছ নাকি? ঠিকই বলে, যে জন্তুজানোয়ার পুষলে গেরস্তর উপকারে আসে। কিন্তু মানুষ···।"

"আমি তোমার পোষা কুকুর নই, বুঝলে? আমি এখনই চন্নপট্টী চলে যাব, এখুনই!"

"রাগ কোরো না গোঁসাই সাহেব। ক্রোধই পাপের মূল। যাবার সময় গায়ে কলঙ্ক লাগিয়ে যেয়ো না।"

বালদেওজী কী ভেবে আবার বসে পড়েন।···লছমীর দেহের গন্ধ! মৌন দৃষ্টিতে বালদেও লছমীকে দেখে। লছমী দরজার কপাট ধরে নিঃশব্দে চোখের জল মোছে! ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলে, "আমার কপালটাই খারাপ!"

লছমী কাঁদছে?··· বালদেওজীর রাগ জল হয়ে যায়। উঠে দাঁড়িয়ে, লছমীর মাথায় হাত বুলোয়। বলে, "কেঁদো না! চুপ করো। তোমায় কি আমি সন্দেহ করতে পারি? কেঁদো না। তবে তুমি নিজেই বোঝ, এখন তো তুমি মঠের কোঠারিন নও, তুমি আমার ইস্তিরি। লোকে কী বলবে···।"

লছমী বালদেওজীর পায়ের ওপর মাথা রাখে। "ক্ষমা করো প্রভু!··· দাসীর অপরাধ···।"

"ছি ছিঃ! ওঠো লছমী। চলো, আমার ক্ষিদে পেয়েছে।"

ষোলো

ডাক্তার নজরবন্দী রয়েছে।

জেল হাসপাতালের একটি জেলে তাকে রাখা হয়েছে। প্রত্যেক সপ্তাহে কোন না কোন অফিসার এসে তাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জ্বালিয়ে মারে, রকমারী প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে।··· চলিত্তর কর্মকারের দলের সঙ্গে ডাক্তারের কোন সম্পর্ক প্রমাণ করার জন্যে পুলিস হাড়ভাঙা পরিশ্রম করছে।

"চলিত্তর কর্মকার কোন্ পার্টির মেম্বার, আপনি জানেন?"

"আজ্ঞে না। আমি চলিত্তর কর্মকারের নামও শুনি নি।"

"শোনেন নি? আশ্চর্য! জেলার পাঁচ বছরের ছেলেটাও তার নাম জানে।"

চলিত্তরকে কে না জানে! বিহার সরকারের পক্ষ থেকে পনেরো হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। সমস্ত স্টেশনের মুসাফিরখানায় তার মস্তবড় ছবি টাঙানো থাকে। পুলিস, সি. আই. ডি. আর মিলিটারী নিয়ে এক স্পেশাল স্কোয়াড্ তাকে গ্রেপ্তার করার উদ্দেশ্যে একবছর ধরে জেলার অলিগলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নতুন এস. পি. প্রতিজ্ঞা করেছেন, হয় চলিত্তরকে গ্রেপ্তার করবেন; নয় চাকরী ছেড়ে দেবেন।···ঘরে ঘরে চলিত্তরের কাহিনী। নেতাজীর সিঙ্গাপুর আগমনের বার্তা যেমন গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে, হাটে-ঘাটে নাচে তামাসায় সর্বত্র আলোচিত হত, প্রায় তেমনই আলোচনা হয় চলিত্তরকে নিয়ে।

··· কটিহার বড় দারোগার সঙ্গে থানায় গিয়ে, দেখাসাক্ষাতি করে, কথাবার্তা বলে, পানটান খেয়ে উঠে যাবার সময় নমস্কার ক'রে হেসে বলেছে, আজ্ঞে আমারই নাম চলিত্তর কর্মকার।

শুনে দারোগা সাহেবের পিলে চমকে গিয়ে, দাঁতকপাটি লাগবার জোগাড়।

···কালেকটর সায়েব দার্জিলিং রোড হয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন, ডঙরা ঘাটে নৌকা না পেয়ে ফিরে আসছিলেন। একজন লোক এসে সেলাম করে বলল—চলুন ওপারে পঁউছে দেব। কালেক্টর সায়েব মোটরেই বসে রইলেন। সেই লোকটা মোটরসুদ্ধু তাঁকে ঠেলে নদী পার করে দিল। কেবল গাড়ির একখানা চাকা এক হাতে ধরা। পারে গিয়ে সাহেব বকশিস দেবেন বলে নামধাম জিজ্ঞেস করতে বলল—চলিত্তর কর্মকার।··· কালেকটর সাহেবের হাত থেকে কলম খসে পড়ল।··· ছেলেপুলে রাতবিরেতে কাঁদলে তার মা ভোলান— আয় তো চলিত্তর, ঘোড়ায় চড়ে! আর ডাক্তার বলে কিনা—নামও শুনি নি। বিশ্বাস করবার কথা?··· বিরাট নগরের বড় হাকিম লিখেছেন, ডাক্তার নেপালের প্রজা নয়।···বাংলাদেশ জবাব দিয়েছে, বাংলার সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নেই। তাহ'লে লোকটা আসলে কোথাকার? পুরনো ফাইল ওলটালে ব্যাপার আরো গোলমেলে লাগে। আজব ঝামেলা রে বাবা! ওদিকে বিধান-সভায় প্রশ্ন উঠেছে—ডাক্তারকে কেন নজরবন্দী করা হয়েছে? বড়ই মুশকিলের ব্যাপার। এস. পি. সাহেব ভীষণ কড়া লোক। কটিহার ছোট দারোগাকে গাল দিয়ে ভূত ভাগিয়ে দিয়েছেন।

জেলে আসার পর থেকেই ডাক্তারের মনে হয়েছে, এর খুব প্রয়োজন ছিল। জেল! হাসপাতালের এই সেল্! অফিসারদের আনাগোনা জিজ্ঞাসাবাদ দিন পনেরোর মধ্যেই বন্ধ হয়ে গেল।

···গান্ধীজী পাটনার প্রার্থনাসভায় রোজ প্রবচন দেন। দৈনিক পত্রিকার এই পৃষ্ঠাগুলো কোনদিন পুরনো হবে না। এই সব প্রবচনের ওপর বিতর্ক চলে না। কোন নির্জন কারাকক্ষে বসে শুধু অধ্যয়ন করার জিনিস এগুলি।···এই সেদিন সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের এক বড় সম্মেলনের উদ্বোধন করলেন এক বিশ্ববিশ্রুত নেতা।··· মনে হচ্ছে চালবাজি সুদূরপ্রসারী হয়ে পড়েছে। মহাত্মাগান্ধীর কাছ থেকে প্রশংসাসূচক উক্তি আদায় করা—কালোটুপিওয়ালাদের পক্ষে

কম কৃতিত্বের কথা নয়! ডাক্তার মনে মনেই ভাবছিল—ওঁকে নিশ্চয় ধোঁকা দেওয়া হয়েছে। এর তিনদিন পরেই সব কথা পরিষ্কার হয়ে গেল। গান্ধীজী তাঁর ভাষণে বললেন, এই সংস্থার পরিচালকরা আমার কাছে তাঁদের উদ্দেশ্য গোপন করেছিলেন। তার মানে, তাঁদের আত্মা বলছে যে তাঁরা অসত্য মার্গে বিচরণ করছেন! এই অবস্থার কোন্ সুস্থমস্তিষ্কের মানুষ বলতে পারে যে তাঁরা প্রকৃত রাস্তায় চলছেন!··· মেরীগঞ্জের কথা মনে পড়ছে!··· কমলার জন্যে বড় দুশ্চিন্তা ছিল, যাক শুনেছে সে ভাল আছে। কমলার স্মৃতি মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে জেলের জীবনের সমস্ত কুশ্রীতা অসহ্য হয়ে ওঠে। কালীচরণ, বাসুদেও এরা সব ডাকাতি কেসে অভিযুক্ত হয়ে জেলে এসেছে। বাসুদেও, সুন্দর আর সোমা— এদের কথা সে জানে না, কিন্তু কালীচরণ? বিশ্বাস হয় না। কিছু বলাও যায় না।··· তশীলদার বিশ্বনাথ প্রসাদের এখন চাঁদের দিন, বুধের দশা। কিন্তু এই অন্যায় অনাচার কত দিন চলবে?··· বিশ্বনাথবাবু একদিন হেসে হেসে বলেছিলেন, 'যেদিন ধনী, জমিদার, মহাজন আর মিল মালিকদের রাস্তায় হাঁটতে দেখলে লোকে কুষ্ঠরোগী বা পাগলের মতন ঘেন্না করবে সেই দিন, সেই দিনই ঠিকঠিক স্বরাজ আসবে। আপনি বলছেন এমন দিন আসবে। তেমন দিন যদি কখনো আসে, সেদিন তো আমার জমি কেড়ে নেবেই। ততদিন পর্যন্ত জমিজমা বাড়িয়ে যেতে তো কোন বাধা নেই। ততদিন হাত পা গুটিয়ে বসে থাকি কেন?' অদ্ভুত মানুষ! তবু জেল থেকে বেরিয়ে ও মেরীগঞ্জেই যাবে। তাছাড়া আর যাবেই বা কোথায়?···নেপাল? নেপালের লোকে 'নেপাল রাষ্ট্রীয় কংগ্রেস' স্থাপন করেছে। না, রাজনীতির পথে ও যাবে না। ও তার উপযুক্ত নয়। একবার মমতা কথায় কথায় রাজনীতির সঙ্গে ডাইনীর তুলনা করেছিল।··· ডাইনী!···· মাসীকে মেরেই ফেলল শেষ পর্যন্ত! মাসী··· গণেশ··· কমলা! হাজার চেষ্টা করেও ঠেকানো যায় না—তার ছবিটা ঠিক চোখের সামনে এসে হাজির হয়!

"ডাক্তার সাহেব!" এসিস্টেন্ট জেলার এসেছেন, "ব্রাহ্মসমাজ

মন্দিরের সেক্রেটারি এসেছেন। আপনার ভাগ্নের অসুখ। তার চিকিৎসার ব্যাপারে আপনার কাছে পরামর্শ নিতে এসেছেন। জেলার সাহেব আপনাকে ডাকছেন।”

“ও! চলুন!”

সতেরো

দেড়মাস হল কালীচরণ জেলে এসেছে। বাসুদেও, সুন্দর, জগদেবা, সোমা আর সোনমা সব ক’জনই একই কেসের আসামী। এর মাঝখানে একদিন কাছারির তারিখ পড়েছিল। মজিস্টরী এজলাসে ওদের হাজরী হল। সামনে পেছনে দু’গাড়ি মিলিটারী পাহারা। সবাইকে হাতে হাতকড়ি পায়ে বেড়ি পরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। যেতে যেতে পুলিশের লরীতে বসে কালীচরণ, যতক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব দৃষ্টিটা জেলের পাঁচিলের গায়ে আটকে রাখল।···· কাছারির হাজতে পেচ্ছাপের গন্ধ এত ঝাঁঝালো কেন? হঠাৎ কালীচরণের চোখ সেক্রেটারি সাহেবের ওপর পড়ল, চোখোচোখিও হল। কালীচরণের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তিন মাস ধরে যাঁর মুখ চোখের ওপর ভাসছে। “সেক্রেটারি সাহেব!···কৃষ্ণকান্ত মিশ্রজী!” কালীচরণ চীৎকার করে ডাকে, “জয়হিন্দ কমরেড!” শুনেই সেক্রেটারি সাহেব কানটা এমনভাবে ঘুরিয়ে নিলেন, যেন হঠাৎ কানে ভিমরুল কামড়ে দিয়েছে। তারপর অমনি করে ঘাড় বেঁকা করেই সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। সেপাই কালীচরণকে ধমক দিল, “কা হো সসুরে। বিনা হন্‌টরকে বাত না মানবৎ!” ওদিকে তখন সেক্রেটারি সাহেব আর একটু হলেই কাঁটাতারের বেড়ার ওপর গিয়ে পড়েছিলেন আর কি!··· একমুখো হয়ে সামনে না তাকিয়ে যে-ই চলবে সে-ই কাঁটায়

ফেঁসে যাবে। তারপর এদিকে সেপাইজী কালীচরণকে ধমকাচ্ছে··· সুনরা তো খিল খিল করে হেসেই আকুল। কিন্তু সেক্রেটারি সাহেব বেচারার কী দোষ! সব ভাল মানুষই চোর-ডাকাতের কাছ থেকে দূরে থাকতে চায়, সেটাই উচিত। বাসুদেও, সুনরা, সোমা, সনিচরা, এরা সব আসলে তো ডাকাত বটেই :··· আর সিকরেটরি সাহেব তাকেও ঐ দলে ফেলেছেন। কী আর করা যাবে? কোন উপায় নেই।

··· কোন উপায় নেই? কিন্তু আজ মাংসর দিন। শীতকালে একবেলা কয়েদীদের মাংস দেওয়া হয়। সন্ধেবেলা সমস্ত বৈষ্ণব-শাক্তদের গেলাতে পেটাতে বেজায় দেরী হয়ে যায়। হাসপাতালের পেছনবাড়ির ওয়ার্ডার সাহেব এরপর মাংস জোগাড় করতে চলে যান। আজ চেষ্টা করে দেখতে হবে।···

কালীচরণ সংকল্প করে ফেলে! যদি মওকা মেলে তো নিশ্চয় চেষ্টা করে দেখবে একবার। হ্যাঁ, ও পালাবে। আর কোন উপায় নেই। ও সবরকম খোঁজখবর নিয়ে ফেলেছে। জেল থেকে পালাবার সাজা সেরেফ ছ'মাস। ডাণ্ডা বেড়ি আর লালটুপি পরতে হবে।··· লোকে বলবে 'লালটোপিয়া' এইতো? বলুক গে, লাল রঙ তো আর খারাপ নয়!···সিকরেটরী সাহেব আর ধরমপুরীজীর সঙ্গে দেখা করে সব কথা ও তাদের খুলে বলতে চায়। তারপর ওর ফাঁসি হোক শূল হোক ও খুশিমনে বরণ করবে। পার্টীর এতবড় বদনাম করে ও বেঁচে থেকেই বা কী করবে!

···বাসুদেব, সুনরা আর সনিচরা চোর-ডাকাতদের সঙ্গে এমন-ভাবে মিলেমিশে গেছে যে ওদের দেখে লজ্জা হয় কালীচরণের। বাসুদেও আবার ডাক্তার নটখটপ্রসাদের সঙ্গে দোস্তি করেছে। ডাক্তার নটখট!···নামজাদা লোক। ফারবিসগঞ্জের ওদিককার। ডাকাতিকেসের আসামী। অবাক কাণ্ড! ডাক্তার নটখটকে দেখলে মনেই হয় না যে মানুষ মারার কাজ ছাড়া মানুষকে বাঁচাবার কাজ ও করতে পারে। পুরো কশাইয়ের মতন চেহারা। বাসুদেবের আবার তার সঙ্গে খুব গলায় গলায় ভাব দেখা যাচ্ছে। রাত্তিরে জুয়াও

খেলে। বাসুদেও কালীচরণের সঙ্গে কথা বলে না। অন্য খাটালে থাকে। সেদিন দাল-কমানে অল্পক্ষণের জন্যে দেখা হয়েছিল। কালীচরণ কেবল এইটুকুই জিজ্ঞেস করেছিল, 'বাসুদেও, তোমার এই কাজ ?'···বাসুদেবের সঙ্গে এক কলকাত্তাই পকেটমারও দাঁড়িয়েছিল। শুনে দুজনের সে কী হাসি! চলে যাবার সময় বাসুদেব বলে গেল, 'যখন সাতশো টাকার পুঁটলি বেঁধে সিকরেটরী সাহেবকে দিতে গেলে, তখন তো কই জিজ্ঞেস কর নি, চারদিনের ভেতর এতগুলো টাকা, কোত্থেকে জোগাড় হল ?'··· সেদিনই সন্ধেবেলা পানিটংকীর আড়ালে ওকে দাঁড় করিয়ে নটখট বলল, "কালীচরণ, কোন রাস্তা নেই বাঁচবার। যদি চাও তো তোমার জামানতদার ও হয়ে যাবে, মকদ্দমায় বেকসুর খালাসও পেয়ে যাবে। একবার ভেবে দেখো! ওসব পার্টী ফার্টীর দ্বারা কিস্সু হবে না।"

···থু! থু! জেলে এসে কালীর খৈনি খাবার অভ্যেস হয়েছে। ডাক্তার সায়েব···সেই যে, ওদের গাঁয়ের ডাক্তার, জমাদারকে একদিন জেলগেটে হেসে বলেছিল, "সিপাহীজী! কালীচরণকে একটু খেয়াল রাখবেন।"···দেবতা। ডাক্তার সায়েব খাঁটি দেব্‌তা।···শুধু খৈনিই নয়, মাঝে মাঝে দু-একটা বিড়িও জমাদার সায়েব দিয়ে দেন।···থু! থু! অমন পয়সার মুখে থুতু দিই! নটখট প্রসাদের কথা ও মানবে না। সোমাও একদিন চাপা গলায় বলবার চেষ্টা করেছিল, 'উস্তাদ।' 'চুপ উস্তাদ কা বচ্চা!' কালীচরণ প্রচণ্ড ধমকে দিয়েছিল।

ওস্তাদ! জেলের বাইরে ও তখন ফেরার আছে, এইসময় একদিন হঠাৎ চলিত্তর করমকারের সাথে ওর সাক্ষাত হয়ে যায়।···কে বলে তার খুব দরাজ বুকের পাটা! কুসিয়ার গাঁ টিসনের কাছে বড়কা ধাত্‌তার মাঝামাঝি জোড়া গাছের ছায়ায় দেখা হয়েছিল। কালীচরণকে দেখেই সে তার সাকরেদদের নিয়ে অস্তর শস্তর বাগিয়ে একেবারে খাড়া।···হেনসপ্‌। দারোগা সায়েব সেদিন যেমন করে চেঁচিয়েছিল, ঠিক তেমনি করে চেঁচিয়ে উঠেছিল চলিত্তর।··· কালীচরণের হাসি পেয়ে গিয়েছিল। ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল কথাগুলো, 'আরে আমি ওস্তাদ! খালি হাত পার্টিওয়ালা কালীচরণ।'

চলিত্তর একবার বলেছিল, 'এই খালি হাতের পার্টি করলে চিরকাল খালি হাতেই কাটাতে হবে।' পরে খুব তক্কাতক্কি হয়। শেষকালে চলিত্তর বলেছিল, 'তুমি আমাকে ওস্তাদ বলে ডেকেছ। ঘোর বিপদের সময় যদি কখনো দরকার বোঝ স্মরণ কোরো।' কালীচরণ হেসে বলেছিল, 'তার দরকার হবে না।' দ্বিতীয়বার আর 'ওস্তাদ' বলে সম্বোধন করতে মন চায় নি।··· চলিত্তরের সেই কথাটা এখনো কানে বাজছে, "দেখব তোমার কেরামতি!"

···কিন্তু, আজ বাসুদেও আর সোমার মদত নিতে হবে। একবার দেখা হলেই ও পটিয়ে নেবে।

ঘুঁটি পাকা।···সোমা আর বাসুদেওকে কালী পটিয়ে নিয়েছে। হাসপাতালের খিড়কির দিক দিয়ে···।

ঠিক হায়, হাসপাতালের পেছনে, দেয়ালের গা ঘেঁসে ছায়ামূর্তি ওরা দুজনেই। ঠিক হায়! দু'জনে কাঁধের দিকে ইসারা করে।

···সব ঠিক। ধেৎতেরি। কালীচরণ পড়ে গেছে। এবার বাসুদেব আর সোমা কাঁধে কাঁধে জোড় বেঁধে দাঁড়ায়।···ঠিক আছে! ···আর একটু আর একটু! ব্যস, চার আঙুল। বাসুদেব আর সোমার কাঁধের ওপর ভার রেখে কালীচরণ একটু ডিঙি লাফ মারে। দুজনের কাঁধের ভার একটু হালকা লাগে। "এ্যাই, ঠিক হ্যায়।··· ভাগো!"

"ভাগা! ভাগা!"

টি টি টি···টু টু টু···! জেল হাসপাতালের পেছন দিকে সেপাই প্রাণপণে সিটি বাজায়। টু টু টু টু! টি টি টি টি!···অনেক অনেক সিটি একসঙ্গে বেজে ওঠে।···ঢন ঢন, ঢনাং ঢনাং···! জেলফাটকের বড় ঘণ্টা গনগনিয়ে ওঠে।···কালীচরণ মিনিট পাঁচেক প্রায় সংজ্ঞাহীনের মতন, জেলের বাইরে পাঁচিলের পাশে মাটিতে পড়েছিল।···বাঁশি আর ঘণ্টার শব্দে সজীব হয়ে উঠল।···না বেশি চোট লাগে নি। কোমরে একটু মচকানি লেগেছে।···ঢন ঢন ঢনাং। ···জেলের ঘণ্টা ঘন ঘন বাজছে ওর পেছনে···কালীচরণ পালাচ্ছে। ফররররর্! একসঙ্গে অনেকগুলো বন্দুক গর্জে ওঠে।

···অন্ধকারে কিছু দেখাও যায় না ছাই।···একপ্রহর রাতও হয় নি। এরমধ্যেই শিশিরে মাটি প্যাচ প্যাচ করছে,পা পিছলে যাচ্ছে।···

ঘরঘর···ঘর্‌র্‌···সামনে দারজিলিং রোডের ওপর দিয়ে পাঁচ-সাতখানা মিলিটারী লরী দৌড়চ্ছে।

কালীচরণ, পাঁচুবাবু উকীলের বাড়ির পেছনদিকে একটা ঝোপের ভেতর লুকিয়ে পড়ে, হাঁফাতে থাকে।···বড় রাস্তাটা কীভাবে পেরোনো যায়?···কোনদিক দিয়ে যাওয়াটা উচিত হবে? ডানদিকে লোকে বেশি হল্লা করছে। পাশের গলি দিয়ে ঘোড়সওয়ার পুলিস দল বেঁধে চলেছে।···

কালীচরণ স্থির করে ফেলে, সামনের বাঁশবাগান পেরিয়ে মোবরলী সায়েবের পুরনো কুঠির পাশ দিয়ে যাওয়াই ভাল হবে। আর দেরী করা উচিত হবে না।···এঁ্যা! মোবরলী সায়েবের কুঠির কাছাকাছি কালীচরণের মনে হল, পেছন থেকে কেউ টর্চ জ্বালছে। হ্যাঁ তাইতো···টর্চের আলোই তো।···কালী জঙ্গলে ঢুকে পড়ে। ব্যস, কিছুক্ষণ এখানে জিরিয়ে নিয়ে টর্চের লোকটাকে একটু দেখে নিয়ে, আবার এক ডুল্‌কি। কাপড়ের খুঁটে বাঁধা এক টিপ খৈনি—দিনের বেলাই বেঁধে রেখেছিল—বড় জোর সময়ে কাজে লেগে গেল। খৈনিটা মুখে দিয়ে আগাছার ঝোপ থেকে বেরিয়ে কালীচরণ খোলা ময়দানের দিকে এগোয়। কোথায় গেল টর্চের আলো? বাপ! একেবারে পাশেই।···কালীচরণ ছুট লাগায়। টর্চের তীব্র আলোক-রশ্মি ওর পিছু নেয়। তারপর জঙ্গলের গায় স্তব্ধতা ভঙ্গ করে রাইফেল গর্জে ওঠে···ফররররর্‌ র্‌র্‌!

ঝোপজঙ্গল কাঁটাগুল্ম খানাখন্দ টপকে কালীচরণ ছুটে পালাচ্ছে। জঙ্গলের লতায় পা বেধে যাচ্ছে, ও ঝট্‌কা মেরে পা ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড়চ্ছে!··· উরুর ওপর একটা জায়গায়, মনে হচ্ছে, একটা খোঁচা লেগে গেছে, ছড়ে গেছে বোধহয়।

···পার্টি অফিসের পেছনে ঘন জঙ্গল। সেখানে পৌঁছে ওর স্বস্তি-বোধ হল। এখন ও নিরাপদ।··· একি! খোঁচা লেগে ছড়ে যাওয়া তো নয়— এত রক্ত! এ যে আধবেঘত মাংস উড়ে গেছে। চামড়া

ছিঁড়ে ঝুলছে। কী করে? ও! তাহলে গুলি লেগেছে বোধহয়। রক্ত বন্ধই হচ্ছে না।···

"কৌ···ঔ ঔন্!··· কা লী চ র ণ!" আফিস সেক্রেটারী রাজবল্লীজী দরজা খুলে কালীকে দেখে ভূত দেখার মতন হতভম্ব হয়ে যান। তাঁর জিভের ডগায় কথা আসে না।

"এ্যাঁ? কে? কালীচরণ?" সেক্রেটারী সাহেব ঝড়ের বেগে তাঁর কামরা থেকে বেরিয়ে আসেন—"ও, তুমিই? তাই শহরে এত হৈ-হল্লা! জেল থেকে পালিয়ে এসেছ?"

"জী! বোধহয় উরুতে গুলি লেগেছে···।"

"উরুতে কেন, তোমার বুকে গুলি মারা উচিত। ডাকাত! বদমাশ!"

"তাই তো···সিকরেটরী সাহাব! সেইজন্যই তো···আপনার··· কাছে এসেছি। শুনুন।··· মায়ের দিব্বি, গুরুর কসম, দেবতার কিরিয়া···সেদিন সেদিন রাতে আমি···এখানে···জেলাপার্টি অফিসে ছিলাম।"

"রাজবল্লীজী! আপনি কি অসাড় হয়ে গেছেন? দরজা বন্ধ করে দিন, ভাগান একে। ·· বাপু দয়া কর, চলে যাও। নইলে···।"

"আ আ আপনি চেঁচামেচি করছেন কেন। ভেভে-ভেতরে যান।" রাজবল্লী মৌন ভঙ্গ করেন।

কালীচরণ প্রস্তরমূর্তির মত নিশ্চল। মোবরলী সায়েবের কুঠির দিকে প্রচণ্ড ফায়ারিংয়ের আওয়াজ হচ্ছে।

"সাথী রাজবল্লীজী! সিকরেটরী···সাহেবকে···বুঝিয়ে দেবেন। আমার কো-নো···দোষ নেই।"··· কালীচরণ টলছে। কিছুক্ষণ দাঁড়ানোর ফলে পা অবশ হয়ে পড়ছে। হাঁটা মুশকিল। পা দুটোকে পালাক্রমে ঝেড়ে নেয়। সামনের কচুপাতায় কী যেন ঝরঝর করে ঝরে পড়ে।···· ও আবার পাশের ঘন বনের ভেতরে ঢুকে পড়ে।··· এবার? পুরনো ধুতির খুঁট ছিঁড়ে পায়ের ক্ষতটা কসে বাঁধতে বাঁধতে ভাবে—এবার।···চলিত্তর কর্মকার বলেছিল—'ঘোর বিপদে পড়লে খবর দিও···মনে কোরো।' চলিত্তর কর্মকার।

আঠারো

"ভাগ! ভাগ! পালা। পালা। মলেটরী, মলেটরী!..."

আরে বাপ! লাল পাগড়ী পুলিশ নয় রে ভাই, একদম...গোরখা মেলেটরী! গোর্খাদের তো জান না, গোরাদের চেয়েও বেশি গরম। একবার মারতে থাকলে মারতে মারতে জানেই মেরে দেয়।...হসলগঞ্জ হাটে কাটিহারের বাবুসাহেবের কাছারিতে সকাল থেকেই এসে মোতায়েন আছে—দুই মোটর গাড়ি ঠাসাঠাসা! মোহরিলজী (মুহুরী) বলেছেন—এই গ্রামে টহল দিতে এসেছে।...রাত্তিরে টহল দেবে? গোর্খা মেলেটারী!

'আরে কে বলেছে এসব? ...কে যে ঝুটমুট খবর আনে?'

'না না মিথ্যে নয়। ততমাটোলীর ছোকরারা ছুটতে ছুটতে আসছে সব। ওদের মায়ের কিরিয়া খাইয়ে জিগ্যেস করলেই হয়।'

"এই শোন্ তো। মোটরগাড়ির আওয়াজ পেয়েছিস?"

"হ্যাঁ, ...পছিয়ারীটোলার কাছে গাড়ি এসে পড়েছে।"

"...পালা রে। একদম টকটকে লাল রঙের মোটরগাড়ি আসছে।"

"পালাবে কোথায়? মোটর গাড়ি তো এসেই পড়েছে।"

ভোঁ...ভর ভররর্ প্যাঁক প্যাঁক...ভররর...! মিলিটারী লরী রাস্তাঘাটের পরোয়া করে না, খানাখন্দ মাঠ ক্ষেত আল নালা টপকে একেবারে তশীলদার সায়েবের সদরে এসে দাঁড়ায়।

"কে? সুমরিতদাস বাবা.. ?"

"ইস্স্! চুপ...!" সুমরিতদাস হিসহিসিয়ে বলে, "কলিয়া জেল থেকে পালিয়েছে। তাই মেলেটরী এসেছে।...খবরদার। সুসলিট পাটীর নামও করবে না। জিগ্যেস করলে বলবে, আমরা কংগ্রেসে আছি। কালীচরণের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই...বুঝলে? লাল ঝাণ্ডা যার ঘর থেকে বেরোবে, সে সঙ্গে সঙ্গে—'ক্যাঁক।' গেরেফ্...।"

সুমরিত বেতারের গায়ে এই বুড়ো বয়েসেও কী তেজ। বাবা, সেকালের লোক তো। জলের গুণ!··· কলিয়া তো নিজেও ডুবেছে, সেই সঙ্গে পাড়পড়শি জ্ঞাতগোত্তর, গোটা গাঁটাকে নিয়ে ডুবতে বসেছে।··· ওটা কী? সালুর কাপড়, লাল রঙের! খবরদার! ঝাণ্ডা আর সালুতে তফাৎ কী! ফরম-ইস্তাহার সব পুড়িয়ে ফেল। ···নয়ত ফেঁসে যাবে!

"খবরদার! কালিয়ার কথা ভুলেও বলবে না। সুসলিট পার্টী আর কালীচরণের নাম উচ্চারণ করবে না···কিছুতেই না।··· লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে গোটা গাঁ 'কোরোক্' করবে।"

"এঁ!··· কে?" কালীচরণের অন্ধ মা হুকো টানা বন্ধ করে একে ওকে জিজ্ঞেস করে—"হ্যাঁরে কে পালিয়ে গেছে?··· ও সরসতিয়া, পরমেসরী, ওরে অ তারাবতী··· হ্যাঁরে, কে ভেগে গেছে রে মা?"

"আবার কে?··· তোমার গুণধর ধনুর্ধর বেটা কালীচরণের দৌলতে আজ গোটা গাঁয়ের হাতে দড়ি পড়ছে।"

"ভাগ। ভাগ। পালা!··· মলেটবী!

গোর্খা সেপাইরা কালীচরণের বাড়ি চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। এস. পি. সাহেব কালীচরণের বুড়ি মাকে জিজ্ঞেস করেন, "হুঁ···অন্ধ না আরো কিছু, ঢঙ করছিস, না? এই বুড়ি, শোন্। তোর কালিয়া জেল ভেঙে পালিয়েছে। এখন কান্নাটান্না শিকেয় তুলে সোজাসুজি কথার জবাব দে— এখানে এসেছে কি না?"

"আমার ছেলে।··· সে ডাকাত নয় দারোগা বাবু!··· ওর পেছনে শত্তুর লেগেছে হুজুর। সুরুজ ভগবান জানে।"

"ঠিক ঠিক কথার জবাব দে। তার সঙ্গে আর কে কে ছিল···তার স্যাঙাতদের নাম বল্।"

"হুজুর।··· আমি কিচ্ছু জানি না।"

"ও জানো না! আচ্ছা এখনই সব জানবে।··· নিয়ে চল বুড়িকে।"

কালীচরণের মার গায়ে কম্প দিয়ে জ্বর আসে।··· যেই নেপালী

সেপাই তার কবজিটা ধরেছে। বুড়ি জোরে জোরে গোঙাতে আরম্ভ করে দেয়— খুরে লোহার নাল পরাবার সময় গরু বলদ যেমন করে চেঁচায়, সেইরকম···"আঁ ই বা বা বা বা আঁ··· !"

মাঘের সন্ধ্যা হি হি কাঁপন লাগা গ্রামটাকে ধীরে ধীরে আঁচলে ঢেকে ফেলছে। ভয় পাওয়া জন্তুর চোখের মতন কোনো কোনো ঘরের টিমটিমে ডিবরী বাতি মিট মিট করে জ্বলছে।··· বাইরে আজ আগুন পোয়াতে বসবে— এত সাহস কার! সবাই যে যার ঘরের কোণে গা ঢাকা দিয়েছে। সমস্ত পল্লী জুড়ে নিশ্চল নৈঃশব্দ্য! আর সেই স্তব্ধতার পাঁজর চিরে কালীচরণের মার ভয়াতুর গোঙানি বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে।....

"ইঃ আরে বাপ্‌রে! মনে হচ্ছে বুড়িটাকে কিরিচ্‌ দিয়ে জবাই করছে।··· হে ভগবান্‌!"

কালীচরণের মার আর্তনাদে এমন কিছু ছিল যাতে এস. পি. সায়েবের মনটা নরম হয়ে যায়। বললেন, "ছেড়ে দাও বুড়িকে।"

বুড়ি একেবারে নিঃশব্দ হয়ে গেল।

গ্রামের ঘরে ঘরে, বাগানে-উঠোনে, সদরে খিড়কিতে যারা দম বন্ধ করে লুকিয়ে ছিল তারা ভাবল—বুড়িটাকে জবাই করা হয়ে গেল।

"কার গলা আগে ভাল করে চেন।··· বেড়ায় কান পেতে শোন।"

"অগমু চৌকিদার।··· সুমরতি দাসও আছে।"

"জয় ভগমান! জৈ ভগমান!"

"এ ভগমান ভগত। ভগমান ভগত···অজী দরবাজা খোল।" সুমরিত গলাখাঁকারি দেয়···"অহ্‌খ্‌খখঅ!··· ভগমান ভগত··· ভয়ের কিছু নেই।··· সিকরেট আছে সিকরেট? মলেটরী সাহেব হায় ···পয়সা দেবে।"

পেছনের ঘরে সিন্দুকের পেছনে দম বন্ধ করে ঢুকে বসে আছে ভগমান ভগত—"আহিরে দাদা রে দাদা। ইতহামরে নাম লেকে···!" ভগতের বৌ ভগতাইন ফিসফিস করে বলে, "আরে যা না।...

কোনো বাঘ থোড়ো বা !··· বাঘ তো নয়, যাও না।” ভগত ক্রুদ্ধ স্বরে চাপা হুমকি দেয়—‘আরে, চুপ।’

“অহ্খখ !.... কে ? দাসজী ?” ভগতনী গলা খাঁকারি দিয়ে ভেতর থেকেই বলে, “কা লেব্ হো ?”

“আরে দোর খোল না ভগতগিন্নি ! ভগতজী কোথায় ?”

ভগতগিন্নি টিনের ঝাঁপ খুলে দেখে, “বাপরে বাপ !··· ই কোন্ দেসকে আদমী বা রে দেবা ! হুঁড়ার জসন মুঁহ বা।··· হে ভগবান —এ কোন দেশের লোক—হায়েনার মতন মুখ যে গো।”

“দাসজী ভেতরে এসে যা নেবার নিয়ে যাও।··· বুড়োর জ্বর, আমারও মাথা ব্যথা··· ।”

টিনের ঝাঁপ ঠেলে সুমরিত দাস ভেতরে ঢোকে, “ইস্··· ! তোমাদের যেন বাপু কলজে নেই। বেনের কলজে ধনের মতন, কথাটা মিছে নয়। ‘ইস্পি’ সায়েব এক্ষুণি গাঁসুদ্ধ্ সবাইকে ডেকেছেন। তশীলদার সায়েবের দরজায়। · মিটিন হায়। যে যাবে না তাকে কালীচরণের পার্টীর লোক বলে ধরে নেওয়া হবে। নিয়ে এস পাঁচ পাকিট আসলী কাঁইচিমিনার্ সিকরেট্ !··· কালিয়া জেল ভেঙে পালিয়েছে।”

“হুঁহুঁখ্ !··· কে ? সুমরতি ভাই ?” কাঁপতে কাঁপতে ভগমান ভগত হাজির হয়। “আরে ই বুখার তো জান লেকে ছোড়ী ! কা বাতবা ? (এই জ্বরেই জানটা যাবে আমার। তা কী খবর ভাই ?)”

“কথা আর কী !” সুমরিত দাস দু’হাত নাচিয়ে নাচিয়ে বলে, “···চিনি পাঁচ সের, গরম মশলা আট আনার, চার পাকিট সিকরেট এই নিয়ে জলদী এস, তশীলদার সায়েব ডেকেছেন।··· ইসপি সায়েব মিটিন ডেকেছেন—সবাইকে যেতে হবে।··· হাঁ—সিপাহীজীকে পাঁচ পাকিট দিয়েছ তারও কি পয়সা লাগবে নাকি ?”

“অরে ! হম্ কা হুকুম সে বাহর বানী !··· চলী হম আব তানি।” ভগত তো আর হুকুমের বাইরে নয়। সে এক্ষুনি হাজির হচ্ছে।··· কথা চিবোয় আর কান চুলকোয় ভগমান ভগত।

গুর্খা মিলিটারী সেপাই বলে, “উঁহু, নাহী ! হম মুপুত মে নেই

লেগা। কাহে লেগা? পয়সা দিয়ে চুরুট নেব··· মাগনা কেন নোব? হম বায়ের-কা মলেটরী নেহী, হম ইসী দেস কা হায়। ম্‌পুত মেঁ কাহে লেগা।"

তশীলদার ভবনের বাহির মহলে জনসভা। সবাই একে একে জমা হচ্ছে। অগমু চৌকিদার আর আবদুল্লা বখ্‌শী সবাইকে হাঁকতে হাঁকতে আসে, "চাল বাড়াও·· হাতপা নেড়ে হাঁটো···খুটখুট করে চলছ কেন!"··· যেন ধান মাড়াইয়ের জন্যে বলদকে হাঁকাচ্ছে।··· বালদেওজী এসেছেন, রামকিরপাল সিংহও। আজ বহুদিন যাবৎ রামকিরপাল সিং সভামিটিনে, পরপঞ্চায়েতে যানটান না। একদম গুম মেরে থাকেন।··· পঞ্চাশ বিঘে ধানী জমি, এক লাটবন্দী (হোলডিং) একটাই জমা, আর খাজনা মোটে পাঁচ টাকা! এমন জমি যার হাতছাড়া হয়ে যায়, না মহাজনের হাতে স্নুদরেহন লেগে যায়, তার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হয়ে যাবে না? ·· কলজেখানা গুঁড়িয়ে চুরমার হয়ে যাবে না! খেলাওন সিং যাদবের কলজে ধকধক করে— জমিজমা টাকা-কড়ি সব তো আগেই মকদ্দমায় ফুসমন্তর হয়ে গেছে, বাকি আছে এক কুড়ি মোষ। তশীলদারের নজর তার ওপরেও পড়ে আছে।

চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রেখে এস. পি. সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। জয় ভগবান! দোহাই মা কালী।

"প্যারে ভাইয়ো!··· হে আমার প্রিয় ভাইগণ!··· একটা বিরাট বড় কাজে সাহায্যের জন্যে আমি আপনাদের ডেকেছি। আপনারা ভয় পাবেন না। আমি বদমায়েসদের কাছে মহা বদমায়েস। আবার সরল মানুষদের আমি সেবক!··· হ্যাঁ, আমি তো আপনাদের সকলের চাকর!"

"জয় হোক। জয় হোক!··· ধন্ন হায়, ধন্ন হায়।" লোকের এতক্ষণে একটু যেন ধড়ে প্রাণ আসে···গায়ে একটু উত্তাপ।

এস. পি. সাহেব বক্তৃতা চালিয়ে যান, "ইদানীং এই জেলায় একজন বড় ডাকাত উৎপাত করে বেড়াচ্ছে। তার নাম আপনারা নিশ্চয় শুনেছেন···।"

"জী নহী।... আমরা জানি না, আমরা তো কূপমণ্ডুক।"

"দেখুন! মিথ্যেকথা বলবেন না! ধাইয়ের কাছে পেট লুকোনো চলে না।... চলিত্তর কর্মকার এ গাঁয়ে কখনো আসে নি?"

"হাঁ হাঁ চলিত্তর!"

"না, না আসে নি।"

"দেখুন, ভাল করে দেখুন, আলোটা আরো কাছে এনে দেখুন। দেখুন এই তার ফটো।"

"হাঁ ঠিক, ঠিক হায়। এই লোক।"

"তবে দেখুন দিকি। আপনারা মিথ্যে বলছিলেন কেন। জানেন ডাকাতের চেয়ে বড় দোষী যে ডাকাতকে লুকিয়ে রাখে। আপনারা সেই কাজ করেছেন।"

"না হুজুর, মাইবাপ! মালুম নেহী থা।... জানা ছিল না।"

"...যাই হোক। শুনে নিন। চলিত্তর কর্মকারের কাছে দেশও কিছু না, গাঁও কিছু না, সমাজও কিছু না। তার পেশা হল ডাকাতি করা, লুট করা। সে সমাজের দুষমন, দেশের শত্রু।... এখন দেখুন, এই হালে কমিউনিস্ট পার্টির তরফ থেকে একটা ইস্তাহার বেরিয়েছে। লিখেছে, কমরেড্ চলিত্তরের ওপর থেকে ওয়ারেন্ট হটাও! কেন? না, চলিত্তর কর্মকার কিসান— মজদুরের পেয়ারের নেতা।... তা আপনারাই বলুন, যে, কোন খুনেডাকাত কী করে কারুর প্রিয় নেতা হতে পারে।... তবে আমারও নাম বজরঙ্গী সিং। আমি এরকম বহুত খুনে ডাকাতকে টিট্ করেছি, ফাঁসিকাঠে লটকেছি।... এসব লোক যাকে খুশি হত্যা করতে পারে।..."

"বাবা!... গান্ধীজী..." অন্দর মহল থেকে কমলার তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শোনা যায়, পাগলের মতন চেঁচাচ্ছে— বাবা... গান্ধীজীকে মেরে ফেলেছে...!"

"কী হয়েছে?"... "কী হয়েছে... কী... কী... কী হয়েছে!"...

তশীলদার ভেতরমহলে ছুটে যান।... সুমরিতদাস বলে, "হুজুর, তশীলদার সায়েবের মেয়ের মগজটা একটু খারাপ আছে।"

"অনর্থ হয়ে গেছে··· সর্বনাশ হয়ে গেছে হুজুর···" তহশীলদার সাহেব হাঁফাতে হাঁফাতে আসেন, "গান্ধীজী মারা গেছেন!"

"এ্যাঁ! সেকি··· কোথায়? কেমন করে?"

"রেডিওর খবরে বলেছে।"

"কোথায় রেডিয়ো। বাড়ির ভেতর? দয়া করে একটু নিয়ে আসুন এখানে।" এস. পি. বিড়বিড় করতে থাকেন।

"আরে আরে বলদেওজীকে সামলাও, বেহুঁশ হয়ে গেছেন।" তশীলদার সাহেব 'পোর্টব্‌ল্ রেডিও সেট্' নিয়ে এসে বললেন—"হুজুর, এর কলকবজার রহস্য আমার জানা নেই।··· ডাক্তার সায়েবের জিনিস।"

"এদিকে দিন।" এস. পি. তাড়াতাড়ি মিটার ঠিক করেন।

"খরখর খররং··· আমাদের সকলের পিতা, জাতির পিতাকে হত্যা করা হয়েছে।··· চারদিক এক সর্বগ্রাসী অন্ধকারে ডুবে গেছে··· আমাদের চোখের সামনে অন্ধকার··· হৃদয়ে গভীরতর অন্ধকার। এই দারুণ দুর্যোগের মুহূর্তে কী কথা বলে আমি আপনাদের সান্ত্বনা দেব! বেদনার মেঘে সারা দেশের আকাশ আচ্ছন্ন।··· এক উন্মাদ বাপুকে হত্যা করেছে। এ তো জানা কথাই, উন্মাদ ছাড়া এ কাজ আর কে করতে পারে! তবু আজ আমাদের শোক আর রোষ চেপে রেখে ভাবতে হবে··· ।"

"নেহরুজী বলছিলেন বোধহয়!"

নেহরুজী!··· জমাহিরলার বলছিলেন! মাঝখানে একবার গলাটা একদম ধরে গিয়েছিল; মনে হল কেঁদে ফেলেছেন।

"শুনুন··· এবার প্যাটেল জী, সরদার প্যাটেল বলছেন।" এস. পি. সাহেবের মুখ একদম কালি মেড়ে দিয়েছে।

বেতারের খবরে কী বলল? গান্ধীজীর হত্যাকারী ধরা পড়েছে? ···আরে, তা তো ধরা পড়বেই। হায়রে পাপী। সালা··· নিশ্চয় কোন জংলী দেশের আদমী-হবে। হত্যাকারী··· খুনী!··· মরাঠা? সে আবার কী জাতরে ভাই? মারা ঢা! আরে বামুন কখনো এমন কাজ করতে পারে না, ও শালা নিশ্চয় চণ্ডাল!

এস. পি. সাহেব করজোড়ে বলছেন, "ভাইসব! কিছু যদি অন্যায় বলে থাকি, মাপ করবেন। আপনারা যা ভাল বোঝেন করবেন …তবে দেখছেন তো। আরে, যে একজন গরীব বেনেকে বাচ্চা-কাচ্চা সমেত মেরে ফেলতে পেরেছে… সেই খুনী গান্ধী, নেহরু, প্যাটেল সবাইকেই হত্যা করতে পারে।…হত্যাকারী, খুনী!… আমি এখন চলে যাচ্ছি। আপনারা কাল বিকেলে নদীর ধারে জলপ্রবাহ করবেন।… আজ সব খবর তো রেডিওতে আসতেই থাকবে। তশীলদার সায়েব রইলেন সবাইকে শুনিয়ে দেবেন। আচ্ছা, তা হলে —জয় হিন্দ!"

ভররর র্ র্ র্!

"রঘুপতি রাঘব রাজারাম, পতিত পাবন সীতারা…।" বালদেওজী চোখবুজে গেয়ে চলেন।… আজ আখর ধরবার কেউ নেই। কালী, বাসুদেও, সুনরা, সনিচার কেউ নেই। শীতে ঠক ঠক করে কাঁপছেন বালদেওজী।… এখানটায় একটা ধুনী জ্বালাতে পারলে ভাল হত। "আরে, কোঠারিন, লছমী দাসিন!"

লছমী এসেছে। সঙ্গে রামফল পালোয়ান, তার হাতে লণ্ঠন! …বালদেওজী চোখ বুজে গেয়ে চলেছেন— "ইস্‌বর আল্লা তেরো নাম, সবকো সম্পত দো ভগবান।"

"জয় রঘুনন্দন জয় ঘনশ্যাম, জানকী বল্লভ সীতারাম।" লছমী দাসী আখর ধরে।

এবার ভিড়ের আদ্দেক লোক সঙ্গে গলা মেলায়।…

"রঘুপতি রাঘব রাজা রাম…।" বাওন ঠিকই বলেছে— ভারথ মাতা আরো আছাড়ি পিছাড়ি খেয়ে কাঁদছেন। বালদেওজীর শরীরে আর কোন ভার নেই। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে নাচতে নাচতে পড়ে যান।

"সীতারাম… সীতারাম.... জয় রঘুনন্দন…।"

…একত্রিশে জানুয়ারি 1948-এর রাত! কমলা ভাবছে— সারা পৃথিবী আজ এক মহামানবের জন্য কাঁদছে।… রেডিওতে গীতা পাঠ হচ্ছে। গীতার এক-একটি শ্লোক যেন এক-একটি সিঁড়ি যে

সিঁড়িতে পা রেখে রেখে মহাত্মাজী ঊর্ধ্বে ঊর্ধ্বলোকে · আরো ওপরে ক্রমেই আরো উঁচুতে চলে যাচ্ছেন !

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুদ্ধস্ব ভারত ॥

নিবিড় তিমিরে এক মহা জ্যোতির বিচ্ছুরণ !··· কমলার চোখ ধাঁধিয়ে যায় যেন। মহাত্মাজী খিলখিল করে হাসছেন— কাঁদছিস কেন মা !··· মা ! কেন কাঁদছিস ? ··

"কাঁদসি না মা !" মা ভোলান। "কাঁদিস না !" হঠাৎ ডাক্তারের কথা মনে পড়ে যায়— ডাক্তার !··· ডাক্তারকে কে সান্ত্বনা দেবে। কেঁদো না ডাক্তার ! কেঁদো না !

কমলা রেডিওটা আর একটু বাড়িয়ে দেয়।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যাণি সংযাতি নবানি দেহী।
নৈনং ছিদন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ !···

উনিশ

জোতখী কাকার দোরে ভিড় লেগে গেছে।

···ঠিকই বলেছিলেন জোতখী কাকা। এখনই হয়েছে কি, এখনও ঢের বাকি আছে। অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাচ্ছে সব।··· এমন একজন দূরদর্শী লোকের নির্দেশ লঙ্ঘন করার ফল গ্রামের মানুষ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। শেকড় বাকড় খেয়েই জোতখী কাকা বেশ চাঙা হয়ে উঠেছেন। নিজে নিজে এখনো উঠতে পারেন না, কথাও স্পষ্ট হয় নি এখনো। মুখ বাঁকিয়ে, অতিকষ্টে বলেন— "ছওঁয়াছ ! ছওঁয়াছ ! ···আঁ আঁ !" অর্থাৎ সর্বনাশ আসন্ন, হাঁ।

"জোতখী কাকা, আজ সারাদিন বাসিমুখে থেকে সন্ধের আগে কমলার পাড়ে জলধারা করতে হবে— হুকুম হয়েছে।" খেলাওন যাদব আজকাল জোতখীজীর কোন কথা ফেলতে পারেন না।··· জোতখী বলেছিলেন আঠারো বছর বয়েসে সকলদীপের মাতাপিতৃ বিয়োগ লেখা আছে— হুবহু মিলে গেছে। সকলদীপ মা-বাপকে ছেড়ে হু'মাস অব্দি বেলেল্লার মতন কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ফ্যাফ্যা করে ঘুরে বেড়িয়েছে।··· শ্বশুর ধরে আনে। তাকে প্রাচিত্তির করতে হবে।···হোটেলে এঁটো বাসন মাজত।

জোতখীজী ইশারায় বলেন, "খবর্দার, এমন কাজ কোরো না— কিছুতেই না।" কী বলছেন জোতখী কাকা?··· গান্ধীজী কেন মারা গেছেন।··· কী বলছেন, আচ্ছা হুয়া!··· ভাল হয়েছে! ধেৎ। ওঁর মগজ আর ঠিক চলছে না।

হুপুরে শোভাযাত্রা বেরোল! বাঁশের চতুর্দোলা লাল সবুজ হলদে কাগজ দিয়ে সাজানো হয়েছে। একদিকে বালদেওজী কাঁধ দিয়েছেন, আর একদিকে সুমরিতদাস, জিবেসর মুচি আর সকলদীপ।··· খেলাওন যাদব আসে নি। সকলদীপকে অনেক বারণ করেছে। বুঝিয়েছে, গালাগাল দিয়েছে,— কিন্তু সকলদীপ কথা শোনা দূরের কথা, এসে শবাধারে কাঁধও দিয়েছে।

টন টনাং। ঘড়িঘণ্টা বাজছে।.... তিন না তিরকট তিন্না।

গ্রামের ভক্তিগাথার চারণেরা সমদাউন শুরু করে দেন।

সমদাউনের প্রথম কলিটি গাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকলের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল, সকলের অন্তর গুমরে উঠল, চোখ ছলছল করে উঠল।

আঁরে কাঁচহি বাস কে খাট রে খটোলনা।
আখৈর মুঞ্জ কে রহে ডোর!
হাঁরে মোরী রে এ এ এ হাঁ আ আ রামা!
চারসমাজী মিলী ডোলিয়া ওঠোওল রে
লই চলল জমুনা কে ওর!··· হাঁরে মোরী রে···!

এই মুহূর্তে কেউ নিজেকে সামলাতে পারছে না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে

কাঁদছে সবাই। মিছিল এগিয়ে চলেছে। ধীরে ধীরে সবাই মিছিলে এসে যোগ দেয়, কাঁদতে কাঁদতে পথ চলে। বুড়ো কাঁদছে, বাচ্চা কাঁদছে, জোয়ান মরদ কাঁদছে, মেয়ে মানুষ কাঁদছে।··· সকলদীপের সোমত্ত বৌ দেউড়িতে দাঁড়িতে দেখে। দেখতে দেখতে তার ঠোঁট কাঁপতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আর নিজেকে সামলাতে পারে না। পাগলের মতন দৌড়ে যায় মিছিলের পিছু পিছু। শ্বশুর খেলাওন চেঁচিয়ে ডাকে, "কনিয়া, এই কনিয়া!"

হাঁ আরে গোড় তোরা লাগৌ হম ভাইয়া রে কহরিয়া সে ঘড়িভর ডোলী বিলডাও!

মাই জে রোবয়···

হ্যাঁ কাঁদছে··· মা কাঁদছে। ভারথমাতা মাথা কুটে কাঁদছে। রামদাস হাতে খমক নিয়ে চুপ চাপ কাঁদছে।···তার পাপেই আজ মহাত্মাজী মারা গেলেন। সে সাধুর আখড়াকে ভরষ্ট করেছে।.... পরশুদিন ড়মপিয়াড়ীর মা গাঁয়ের ভেতর থেকে মাছের ঝাল চেয়ে এনেছিল। রামপিয়ারী মাঝারাত্তিরে উঠে চুপি চুপি খাচ্ছিল। মোহন্ত তাকে হাতে নাতে ধরে ফেলেছে। তপসে মাছের ঝাল!

রমজুদাসের স্ত্রী বুক চাপড়ে চাপড়ে কাঁদছে। ঠিঠরা চামারের বারো বছরের মেয়েটা হাপুস চোখে কাঁদছে— বাবা হো!.... বাবু হো! বাপু!

....কমলা রেডিওটা কোলের কাছে নিয়ে বসে আছে। তার চোখ থেকে টপটপ করে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে। মা আঁচল দিয়ে মেয়ের চোখ মুছিয়ে দিচ্ছেন আর নিজেও কাঁদছেন, "তিনি তো নররূপ ধারণ করে ধরায় এসেছিলেন মা.... লীলা সাঙ্গ করে চলে গেছেন।"

রেডিওতে প্রত্যক্ষদর্শীর দ্বারা বিবরণী প্রচারিত হচ্ছে। "এবার ···এবার চন্দনকাঠের চিতা প্রস্তুত হয়েছে। ব্যাস, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই.... এখন, পণ্ডিত নেহরু দেবদাস গান্ধীর সঙ্গে··· মাহাত্মাজীর পুত্র দেবদাসজীর সঙ্গে কথা বলছেন।·· নরমুণ্ড··· জনসমুদ্রে নরমুণ্ডের ভেলা ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না··· কোথাও তিল ধারণের জায়গা নেই।··· (জনতার কোলাহল ক্রমেই উঁচুগ্রামে

উঠছে··· জয়···জয়···) ! অপার জনসমুদ্রে যেন তরঙ্গ উঠেছে। সবাই একবার এই অন্তিমবার মহামানবের পবিত্র দেহকে এই শেষবারের মত দেখতে চাইছেন।··· এমবুলেন্স গাড়িতে সংজ্ঞাহীন লোকদের বহন করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ! আর.... আর··· বাঃ এখন পশ্চিম আকাশকে আরক্ত করে সূর্য অস্ত যাচ্ছে আর এদিকে··· মহামানবের চিতায় পূত অগ্নি স্পর্শ হল... অগ্নিশিখা আকাশে উঠছে ·· ধরিত্রীর সূর্য অস্তে যাচ্ছে।··· ক্ষিতি জল পাবক···পাঁচতত্ত্বের উপাদানে গড়া শরীর (গীতার বাণী শোনা যাচ্ছে)— জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যানাময়মং···।

··· "মা, মা !"···

"মা, মা"··· কমলা স্পষ্ট শুনতে পেয়েছে, কেউ ওকে ডাকছে। কে ওকে 'মা' বলে ডাকল, কে !

"কী হয়েছে মা ?" মা বাইরে থেকে ছুটে আসেন।

"মা মা আমার বাচ্চা··· মা··· আমার···আমার ছেলে··· ।"

ওঁ শান্তি ! ওঁ···শা···ন্তি···!

কুড়ি

"সীত্তারাম ! সীত্তারাম !"

"ও বাওনদাসজী ! আসুন !" লছমী মোড়া এগিয়ে দেয়।

"বালদেওজী কোথায় ?"

"আইয়ে, সাহেব বন্দগি, জয় হিন্দ !" বালদেওজী এসে পড়েন।

"জয় হিন্দ !"

বাওনদাসকে দেখলে ভয় করে— একদম শুকিয়ে কাঁটা হয়ে গেছে। চুলগুলো এত পেকে গেল কী করে ? ও আজ টুপি পরেন

নি। তাই। গলার স্বরও বদলে গেছে। বালদেওজী বলেন, "আপনি তো আর এখানে থাকেনই না।··· সেদিন যখন রেডিওতে শুনলুম, তখন থেকে নিয়ে পরদিন জলপ্রবাহ পর্যন্ত সব আমি একলাই করলুম। কোনরকমে সব সামলে নেওয়া আর কি। সুরাধের (শ্রাদ্ধ) দিন তশীলদার সায়েব ভোজ দেবেনঃ বামুন, রাজপুত, যাদব আর হরিজন সবাই এক পঙ্‌ক্তিতে বসে খাবে। ভালই হল আপনি এসে গেলেন। একলা আমি··· সব কিছু···।"

"না বালদেওজী, আমি থাকব না। আমি জরুরি কাজে চলে যাচ্ছি। ভাবলুম একবার আপনাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাত করেই যাই। আমায় খুব তাড়াতাড়ি···এখনই চলে যেতে হবে।"

"আচ্ছা, ওদিকের খবরাখবর কী, শোনান।"

"খবর আর কী শুনবেন ? আর শোনবার—শোনাবার কি আছে ! রামকিসুন আসরমেও পরিজন ভোজন হবে। বিলেকপী কাল মরে গেছে।··· সিবনাথবাবু পাটনা থেকে ফিরে এসেছেন। সসাংকজী পরান্তী[১] সভাপতি হয়েছেন তিনিও এবার থেকে পাটনাতেই।··· সব্বাই এবার থেকে পাটনাতেই থাকবেন। মেলে[২] রা তো বরাবর সেখানেই থাকেন। সুরাজ পাওয়া গেছে, আর কী চাই। ছোটনবাবুদের রাজত্ব। এককুড়ি বেইমান, বিলেক মারকেটীর সঙ্গে, কাছারির চাতালে ঘুরে বেড়ায়। হাকিমদের হাতায় দাঁত বের করে হেঁ হেঁ করে। সব চৌপট হো গয়া···সব নষ্ট হয়ে গেল।" বামনদাস বলতে বলতে থেমে যায়।

"ছোটনবাবুর কথা আর বলবেন না···এখন তো গুষ্টিসুদ্ধু সবাই কাংরেসী হয়ে গেছেন।"

"না বালদেও, ছোটনবাবুটাবু ছোট মাপের লোকের কথা বাদই দাও। এ রোগ ওপর থেকেই এসেছে। এ হ'ল পাটনেয়ে রোগ।"

···এখন তো আরো ধূমধাম করে ছড়াবে। ভূমিহার, রাজপুত,

১. প্রান্তীয় অর্থাৎ প্রাদেশিক। ২. এম. এল. এ.।

কায়েত, যাদব, হরিজন সবাই লড়ছে।···আসছেবার চুনাওয়ে[1] তিনগুণ 'মেলে' টিকিট পাবে। কার লোক বেশি ভোট পায়, এই নিয়েই লড়াই। যদি রাজপুত পার্টীর লোক বেশি ভোট পায়, তাহলে বড় মন্তরীও রাজপুত হবে। পরশু কথা হচ্ছিল আসরমে। ছোটন-বাবু আর আমীনবাবু বলাবলি করছিলেন— গান্ধীজীর ভস্‌ম নিয়ে সসাংকজী আসবেন। ছোটনবাবু বলে বসলেন— জিলার কোটার ভস্‌ম জিলা সভাপতিরই আনা উচিত। সসাংকজী কেন আনছেন। এতে একটা ভারী রহস্য রয়েছে।— হা হা হা হা।" বামনদাস বিচিত্র অট্টহাসি হাসেন। এমন হাসি তো কখনও কেউ বাওনদাসকে হাসতে দেখে নি— বালদেওজীও না।

"কাহে ?···হাসছেন কেন দাসজী ?"

"হাহা হাহা! আরে ভাই, কথা শুনে আমীনবাবু তড়াক করে উঠলেন— ছোটনবাবু আপনি ঠিকই বলেছেন। গাড়ি তো এদিকে চলে গেছে। কাটিহার গেলে গাড়ি পাওয়া যেতে পারে।···তুরত মোটর ইস্‌টার্ট্ করে 'দোনো জনে রমানা'[2] হয়ে গেল। সভাপতি মন্ত্‌রী···হো রাম। রামমিলায়া জোড়ি···চোরের স্যাঙাত বাটপাড় ···হা হা! চলল দুজনে···হা হা ! ভস্‌ম আনতে···হা হা! দেসকে ভস্‌ম করে দেবে এরা! ভস্‌মাসুর!"

"দাসজী, মনে হছে কোন সোশলিস আপনাকে হয়ত কিছু···"

"সোশলিস ? সোশলিস আমাকে কী বোঝাবে! তা ছাড়া সব পার্টীই সমান। ও পার্টীতেও যত বড়লোক আছে,সবাই মন্ত্‌রী হবার ফিকিরে ঘুরছে। সমস্ত লোকই ঐ একই উদ্দেশ্য নিয়ে ঘুরছে। ঐ একই লোভ। ঐ পার্টীতে মানুষ বলতে একজনই, ঐ জয়পরগাস বাবু। হাহাহা···তা ওঁকেও কেউ গুলি মেরে দেবে।···তারপর ভস্‌ম নিতে যাবে সভাপতি—মন্ত্‌রী একসঙ্গে···হা হা হা !"

একটা থালিতে নতুন চিঁড়ে আর নতুন গুড় নিয়ে লছমী আসে—

১. চুনাও = নির্বাচন। ২. দু'জনে রওনা হয়ে গেল

"একটু বালভোগ[১] করে নিন দাসজী…যৎসামান্য আছে। দুধদই তো ভোজের জন্যে জমানো হ'চ্ছে।"

বাওনদাস কাঁধের ঝুলির মুখটা ফাঁক করে। লছমী বলে— "একী! জলপান করুন। ঝুলিতে ভরছেন কেন?"

লছমীর চোখদুটো কী জানি কেন সজল হয়ে ওঠে।…এতদিন পরে একজন বৈষ্ণব ঘরে এল, আর তার উচ্ছিষ্ট পাতাতোলার সুযোগ পাবে না?…না তা সে হতে দেবে না।

"না। বালভোগ প্রসাদ আপনাকে সেবা করতেই হবে।" লছমী জেদ ধরে বসে, " দাসজী, মিনতি করছি আপনাকে।"

বালদেওজী দেখছেন, বাওনদাসের কী যেন একটা হয়ে গেছে।… কেমন যেন আবোলতাবোল বকছে! চেহারাও একেবারে যেন বদলে গেছে, চোখ লাল, কাপড় জামা অসম্ভব ময়লা।…দেড় বেঘৎ কাপড় কোমরে জড়ানো, তাও ফালি ফালি হয়ে গেছে।…আর কিরকম করে হাসছে! ষোলো সতেরো বছর একসঙ্গে কাটিয়েছে, কখনো এমন করে হাসতে শোনে নি!…আলমুনিয়ার ঘটি আর বাটিটা ঠিক সঙ্গে আছে।

জলপান করে হাত ধুতে ধুতেই বামনদাসজী বলেন, "বালদেওজী, এবার আমি যাব। পুবরিয়া-লৈনের গাড়ি কোদালিয়া টীসনে গিয়ে ধরতে হবে।…আপনার সঙ্গে একটা কাজের কথা আছে।"

বামনদাস ঝুলি থেকে লালরঙের একটা পোঁটলা বার করে। পোঁটলা খুলে তার ভেতর থেকে ছোট একটা কাগজের মোড়ক বার করে। "বালদেওজী!…এগুলো মহাত্মাজীর চিঠি। গাঙ্গুলীজী এক-বার বলেছিলেন—প্রয়োজন হলে আমাকে দেবেন…আসার সময় মনে ছিল না। আপনি পুরৈনিয়া কবে নাগাদ যাবেন?… চার-পাঁচ দিন বাদে? তবে ঠিক আছে, আপনি এটা রেখে দিন আপনার কাছে। গাঙ্গুলীকে দিয়ে দেবেন…নিশ্চয়।"

পরম শ্রদ্ধায় পরম ভক্তিতে রক্ষিত পবিত্র পত্রগুচ্ছের দিকে বাওনদাস একবার পরম মমতার দৃষ্টিতে তাকায়… কিছুক্ষণ তাকিয়ে

১. প্রাতঃরাশ।

থাকে।···তারপর একটি একটি করে আলাদা করে বাছে। হাওয়ায় একখানা চিঠি উড়ে গিয়ে বিছানার নিচে পড়েছিল, বামনদাস সেখানা চট করে তুলে নিয়ে মাথায় ঠেকাল।···একটা অক্ষরও পড়তে পারে না তবু প্রত্যেক চিঠির প্রতিটি শব্দের ওপর সযত্নে চোখ বুলোয়। যেন সত্যিই পড়ছে।··· শেষ চিঠিখানির ওপর চোখ রাখা শেষ হলে বাওনদাস একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

পুলিন্দাটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ বামনদাস অনর্থক তার ফিতেটা আঙুলে জড়ায় আর খোলে। তারপর আর-একটা দীর্ঘনিশ্বাস নিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে। " নিন···সীতারাম! সীত্তারাম!"

বালদেওজী পোঁটলাটা নিয়ে লছমীর হাতে দেন, "পুঁথি-পেঁটরায় রেখে দাও।"

লছমী সেটা নিয়ে একবার মাথায় ছোঁয়ায় তারপর বুকে চেপে ধরে। বাওনদাসের দিকে একবার পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায়।··· এই ছেঁড়া চিরকুট খদ্দরের দোলাই গায়ে দিয়ে শীত মানায়?

"দাসজী!···এই চাদর গায়ে দিয়ে শীত মানায় না।···একটু দাঁড়ান, একটা পুরনো কম্বল আছে। নিয়ে যান।" লছমী অনুনয় করে।

"না ভাই!" বামনদাস কাঁধে ঝুলিটা টাঙিয়ে নেয়, বলে—"না ভাই, কম্বলের আর দরকার হবে না।"

লছমী চুপ করে যায়।···বাওনদাসজীর আর কম্বলের প্রয়োজন নেই। আর ওঁর কোনো-কিছুরই প্রয়োজন নেই।···লছমী যেন সব বুঝতে পেরেছে।

ধরতী ফাটে মেঘ জল কাপড়া ফাটে ডোর।
তন ফাটে কী ঔখদী মন ফাটে নহীঁ ঠৌর!

[মাটি ফাটলে মেঘ আছে জল দেবে, কাপড় ফেটে গেলে সুতো দিয়ে জোড়া লাগাতে পারো, দেহে ফাট ধরলে তারও ওষুধ আছে···মন ফাটলে···!]

"আচ্ছা তো অব্··· জয়হিন্দ!"

"জয়হিন্দ!"

বাওনদাস গড়াতে গড়াতে চলে যায়।··· সোবরনের খেঁকি কুকুরটা ঘেঁউ ঘেঁউ করতে করতে তার দিকে ছুটে যায়। বামনদাস ভ্রূক্ষেপও করে না।···কুকুরও আশ্চর্য হয়ে চুপ করে যায়। দুবার ধেৎ ধেৎও করল না?···এ কীরকম মানুষ রে! কুকুরটা কিছুদূর পর্যন্ত লেজ নাড়তে নাড়তে, মাটি শুঁকতে শুঁকতে বাওনদাসের পেছু পেছু চলে।

"বাওনদাসজীর মনটা একেবারে ভেঙে গেছে" লছমী বলে।

বালদেও বলে, "আরে না, মন ভাঙবে কি! খানিকটা ঢঙও আছে আবার।··· গাঙুলীজী চিঠি নিয়ে কী করবেন?··· অন্যের চিঠি ভদ্রলোকেরা পড়ে না, তাতে দোষ হয়।"

কোদলিয়া টীসনে গাড়িতে চেপে বামনদাসের মনে হল সে তীর্থ-যাত্রায় বেরিয়েছে। অনেকদিন থেকে মনে বাসনা ছিল একবার জগরনাথজীর শ্রীক্ষেত্রে যাবে।··· কেদার বদরি সে সেরে এসেছে। তার চোখের সামনে, জগন্নাথের পট—ছাতা আর ছড়ি নিয়ে তীর্থ-প্রত্যাগত বামনদাসের মূর্তি ভেসে ওঠে।

জগরনথিয়া রৌ ভায়···বাবা রৌ বিরাজ ওড়িয়া দেসমেঁ।

এক যাত্রী বলে, "আরে এই মাঘ মাসে কে জগন্নাথধাম সেরে এল!"

আরেকজন বলে, "আর একটু জোরে হোক, বামনগোঁসাইজী।"

বামনদাস জানলা দিয়ে বাইরে তাকায়। ক্ষেতে ক্ষেতে লোকে ধান কাটছে···নদীতে মাছ ধরছে, মোষ চরাচ্ছে। বামন এরকম লাইনে অনেক সফর করেছে— কলকাতা কংগ্রেস, লখনৌ কংগ্রেস, বেজওয়াড়া, সাবরমতী আসরম, মহাত্মাজীর জন্মভূমি কাঠিয়াবাড়, তারপর বম্বে।··· রেলওয়ে লাইনের ধারে ধারে যারা কাজ করে, সেই বিভিন্ন প্রদেশের কর্মী মানুষের মুখগুলো তার চোখের ওপর এক অভিন্ন মানুষের মুখ হয়ে ফুট ওঠে।··· খাগড়া ইস্টিশানে নেবে একবার নাথবাবুর ওখানে যাবার কথা ভেবেছিল, কিন্তু নাথবাবু কলকাতায় গেছেন। খোখী দিদি আর কাকী-জীও গেছেন।··· খোখী দিদি একবার বামনদাসের ছবি এঁকেছিল। বললে, আপনি

যেমন বসে আছেন, বসে থাকুন। একটা কাগজ আর পেন্সিল নিয়ে ছবি আঁকতে লাগল।··· কাকীজী ঠিক মাইজীর মতন কথাও বলতেন। নাথবাবু থাকলে আজ বাওন মস্ত সাহায্য পেত।···ভীষণ কড়া ধাতের মানুষ। একবার রেগে গেলে আর কাউকে গ্রাহ্য করেন না।··· কম্ফ জেলের সাহেবের সারাজীবন মনে থাকবে। নাথবাবুর মুখ সেদিন একেবারে টকটকে লাল হয়ে গিয়েছিল।···গত বছর নাথ-বাবু আর চৌধুরীজীর সঙ্গে সেও বম্বে যাচ্ছিল।···মোগলসরাই টীসনে গাড়িতে ভিড় দেখে আক্কেল গুড়ুম! এমুড়ো থেকে ওমুড়ো ছুটোছুটি করা হল, কোথাও ঢুকতে পারা গেল না।···চৌধুরীজী মজা করে বললেন, এহো গাড়ি ছুৎতৎ লচ্ছন লগৈছেহৌ। নাথবাবু একটা কামরার হাতলে যেই হাত ছুঁইয়েছেন, ভেতর থেকে একজন রাগ করে বলে উঠল, "দেখতা হায় নেহী, বাংলাদেশকে মেম্বরকে লিয়ে রিজাপ্ হায়।"

নাথবাবুও রেগে জবাব দিলেন—"খুব দেখতা হায়। বাংলাদেশে যে আজকাল আপনাদের মতন মানুষ ফলছে, তাও দেখতা হায়। আমরাও এ. আই. সি. সি.র মেমবার, কিন্তু মনুষ্যত্ব ··।"

ভেতর থেকে কে একজন রসিকতা করে, "থাক্ থাক্ মনুষ্যত্ব তুলে আর কথা বলবেন না মশায়।···আসুন, আপনারা তো দেখছি একেবারে একসঙ্গে ত্রিমূর্তি···।"

কথা শুনে সবাই একসঙ্গে হেসে ফেলেন— চৌধুরীজী, নাথবাবু আর কামরার সবাই। তা হাসবারই কথা। চৌধুরীজী পেল্লায় লম্বা মানুষ-- তাঁর লম্বাই নিয়ে সবাই আলোচনা করে। দস্তুরমত লম্বা লোকও তাঁর কাঁধের কাছে পড়ে। এদিকে নাথবাবু মাঝারি গড়নের ছোটখাট মানুষটি। গোলগাল চেহারা, হাসিভরা মুখ, হাসিও খুব চেহারার সঙ্গে মানানসই। আর তৃতীয় মূর্তি— সেবক বামনদাস!....বিবেচনা করে দেখুন হাসি পাবার কথা কিনা!.... তারপর আর কী। চৌধুরীজী ওপরের বেঞ্চিতে বিছানা করে নিলেন। নাথবাবু আর বাওনদাস নিচে!

"···এ্যাঁ? খাগড়া এসে গেছে?···সীত্তারাম! সীত্তারাম!"

খাগড়া স্টেশনে নেমে বামনদাস একবার আকাশের দিকে তাকায়। বিকেল নাগাদ পঁউছে যাবে।··· না, নাথবাবুই যখন নেই, তখন আর কার সঙ্গে দেখা করতে যাবে।···

কলিমুদ্দিপুরের দিকে পা বাড়ায় বামনদাস।

কলিমুদ্দিপুর পাকিস্তানেই চলে যাচ্ছিল, একটুর জন্যে বেঁচে গেছে। একবার হল্লা হল পাকিস্তানে যাবে—আবার হল্লা হল, না, হিন্দুস্তানেই থাকবে।···শোনা যায়, পাকিস্তানের ওরা দাবি তুলেছিল যে গ্রামের নামটা যখন ইসলামী, তখন···! কীরকম ছেলেমানুষী বুদ্ধি দেখ···!

···সীত্তারাম! সীত্তারাম! বাওনদাস লম্বা লম্বা পা ফেলে। আজ যেমন করেই হোক বিকেলের মধ্যে এক জায়গায় পৌঁছতে হবে তাকে··· যে করেই হোক···সন্ধে হবার আগেই···সেই জায়গার নামটা মনে মনেও উচ্চারণ করবে না বাওনদাস এখন।

হাঁটতে হাঁটতে মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে বামনদাস, ছোট ছোট ভাঙা ভাঙা নিশ্বেস টানে—কচিবাচ্চারা অনেকক্ষণ ধরে কেঁদে, তারপর কান্না থামাবার পরে যেমন মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে ওঠে—অনেকটা সেইরকম শব্দ করে। বাওনের ঝুলিতে খঞ্জনি আছে—তার গায়ে লাগানো ঘুঙুর ওর গতির ছন্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বেজে চলে—কিন্ন, কিন্ন, কিন্ন, কিন্ন! কোথাও ক্ষেতের আল, কোথাও মাঠ-ময়দান, কখনো বাঁধানো সড়ক, কখনো বা উঁচুনিচু জমি···বড় বড় পা ফেলে চলেছে বামনদাস। আর বেশি দূর নয়···পথ আর বেশি নেই। তবে আর···কিন্ন, কিন্ন, কিন্ন···কিন্ন···! আর একটুখানি ··· আর আধকোশ পথ! কিন্ন, কিন্ন··· কিন্ন···!··· জয় মহাত্মাজী! জয় বাপু!··· মা। মাগো!··· ধন্ন হো প্রভু। একটা পরীক্ষা থেকে তো উৎরে দিয়েছ প্রভু! ব্যস···এই···এই গাছতলায় এই কাঁচা রাস্তার পাশে···এইখানে মন আমার, দাও ডেরা ফেলে দাও!

···নাগর নদীর ধারে! নাগর নদীকে সাক্ষী রেখে দুটো দেশ ভাগ হয়েছে। নদীই তাদের সীমারেখা।··· এপারে হিন্দুস্তান, ওপারে পাকিস্তান! নাগর বারোমাস বয়ে চলে, এর জল শুকোয়

না। সেই জন্যেই বোধ হয়···। রামডণ্ডী মাথার ওপর এসে গেছে।

মাঘ মাসের কনকনে হাড়কাঁপানো শীত। পশ্চিমে হাওয়াও চলছে বেশ। আজ রাত্তিরে কি এখানেও বদরীনাথের মতন বরফ পড়বে নাকি! রামডণ্ডী মাথার ওপরে এসে গেছে।···বামন নিরাশ হচ্ছে না। সূর্য না ওঠা পর্যন্ত নড়বে না।··· ব্যাপারটাই এমন যে, যদি এ রাস্তায় গাড়ি না আসে, তাহলে·· । অনেক, অনেক দূরে কোনো গ্রামের ফিকে আলো চোখে পড়ে ওর। হাত দুটো ঘসে ঘসে গরম করে নেয় বামনদাস।··· আসবে, গাড়ি আসবে। খান পঞ্চাশেক গাড়ি আসবে···কাপড়, চিনি আর সিমেণ্টে বোঝাই করা পঞ্চাশখানা গাড়ি···যার মুখ থেকে খবর পেয়েছে জান গেলেও তার নাম মুখে আনবে না বামনদাস—গান্ধীজীর নামে কসম খেয়েছে। বলে দিলে গরীব বেচারার চাকরি চলে যাবে। কটহার দুলারচন্দ কাপরা— সেই যে জুয়া কোম্পানিঅলা, যার জুয়োর আড্ডায় নেবীলাল, ভোলাবাবু আর বাওনদাস ফারবিসগঞ্জের মেলায় পিকেটিন করেছিল। জুয়াও নয়, একেবারে গাঁটকাটার ব্যাবসা, পকেটমারীর খেলা···সেইসঙ্গে মোরঙ্গিয়া দারুগাঁজা আর মোরঙ্গিয়া লেড়কির কারবার করত। সেই কাপরা আজকাল কটহা থানা কংগ্রেসের সিকরেটরী। তারই গাড়ি। সপলাই নিসপিট্টর, কটহা থানার দারোগা আর কলিমদ্দিপুরের শুল্কবিভাগের হাবিলদার—এদের যৌথ বখরা আটআনা আর দুলারচন্দের আটআনা হিসেব। যাতায়াতের সার্বজনিক সদর সড়ক দিয়ে, গাড়ি যাবে না। চোরাপথে যাবে, চোরাঘাট পেরোবে। ওপারের ব্যাপারীর হাতে মাল যাবে। আবার ওদিকের হাকিম-হুকুম আছে, তাদেরও হিস্যা-বখরা আছে। এসব লাখ লাখ টাকার কারবার।···ঐ এসে গেছে। হ্যাঁ গাড়িই তো!

কাঁচা রাস্তায় চাকার শব্দ!··· গাড়িই।··· জয় ভগবান। জয় মহাত্মাজী! সীত্তারাম! সীত্তারাম!··· বল দাও প্রভু, শক্তি দাও! পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কর গুরু। বাপ! বাপু! মা। মা। ঝোলার ভেতরে কী যেন হাতড়ায় বামন। ঝোলাটা কাঁধে ঝুলিয়ে এবার

বামন উঠে দাঁড়ায়।··· নদীর ধারে একটা পাখি ডেকে ওঠে, টিং টিং। ....কিন্ন। খঞ্জনির ঘুঙুর একবার ঝুনঝুনিয়ে ওঠে।

"ভগবান। মহতমাজী। বাপু। মা। এবারে তুলে নাও। কাছে টেনে নাও। আর কী করব তুনিয়ায় থেকে। ধরম বাঁচে না।" গাড়িগুলো এসে পড়েছে, একেবারে কাছাকাছি।

"আ রে বা··· প্ রে—ভূ··· উ··· ত।" সামনের গাড়ির চালক ভয়ার্ত কণ্ঠে তার সঙ্গীকে বলে—"ভূত।"

"ছিঁউ" বলদ তুটো ঘাবড়ে গেছে। কচকচ শব্দ তুলে গাড়িগুলো থেমে যায়।

"সীত্তারাম। সীত্তারাম।"

কলিমুদ্দিপুরের চেকপোস্টের সেপাই এগিয়ে আসে, গলা খাঁকারি দিয়ে বলে— "কৌন হৈ?"

পাশের ঝোপ ঠেলে বামন বেরিয়ে আসে। বলে, "হম হায়। সেবক বাওনদাস।"

"বা ও ন দা স!" সেপাইজীর মুখের হা বন্ধ হয় না। এই লোকটাকে সে সন তিরিশ থেকে জানে। চাঁদ টলে যাক, সূর্য গলে যাক···।

মাথার পাগড়ির লেজে মুখ ঢাকে সেপাইজী। বামনদাস হাসে।

বামনদাস হেসে বলে, "মুখ লুকিয়ে কী হবে রামবুঝাওন সিংজী। আজ খোলাখুলি খেলা হোক। মুখ লুকোবেন না।"

"দাসজী, আমার কি কসুর। জানেনই তো···"

"সিংজী, বাতচিত দরকার নেই। গাড়ি খাগড়া যাবে। ফেরান।"

"গাড়ি ফেরানো যাবে না।"

"ফেরানো না যায় তো দাঁড়িয়ে থাক।"

ভাগে আড়াই হাজার টাকা নগদ পেয়েছে রামবুঝাওন সিং। এখন কী করা যায়?

"দাসজী, একটু দাঁড়ান।··· আমি এখনই আসছি।"

"ভাল কথা। যান— ডেকে আনুন যারা পর্দার আড়ালে আছে —সকলকে। যান?"

কলিমুদ্দিপুরে একটা হলটিং বাংলো আছে— স্থানীয় ভাষার 'হোটিল বাংলা।' হাকিম-হুকুমের দল পায়ের ধুলো দেন প্রায়ই। বাঁশখড়ের তৈরী চালাঘর— গ্রামের একেবারে এক টেরে।

হোটিল বাংলার টেবিলের চারপাশ আলো করে বসে আছেন সাপ্লাই ইনসপেক্টর, কলিমুদ্দিপুরের হাবিলদার সায়েব আর দুলারচন্দ কাপরা। মোরঙ্গিয়া মাল টানা চলেছে। হোটিল বাংলার বেরসপতিয়া বাবুর্চির হাতের মুর্গমুসল্লম যে খেয়েছে হাত ভরে বকশিস দিতে কার্পণ্য করে নি।

সাপ্লাই ইনসপেক্টর সায়েব গেলাসে চুমুক মেরে মুচকি হেসে বলেন— "আরে ধেৎ। এই ঠাণ্ডা কি আর মুর্গমুসল্লমে যাবার? হাবিলদার সায়েব! আরে ভাই, দু'পেয়ে মুরগি টুরগি জোগাড় হয় না?"

"আর বলবেন না··· আজ সবাই মহাত্মাজীর শ্রাদ্ধের ভোজ খেতে চলে গেছে।"

দুলারচাঁদ কাপরা বলে, "উঃ, এমন জানলে কটহা থেকেই দুটো রেফ্যুজি ছুঁড়িকে তুলে আনা যেত।··· মজাটাই মাঠে মারা গেল।"

কড় কড়—কড়াক্। সাপ্লাই ইনসপেক্টর চতুরানন্দ সিং মুরগির ঠ্যাং চিবোচ্ছেন।

কড় কড় কড়াক্। বাইরে সাইকেলের ঘণ্টি বাজল।

'কৌন্?'

'সেলাম। হাম রামবুঝাওন সিং।'

'ক্যা হাল হায়?'···

"সব গোলমাল হয়ে গেছে। বাওনদাস··· "

"এ্যাঁ। বাওনদাস? কোথায়?"

··· সবাই গুম মেরে যায়। বেরসপতিয়া বাবুর্চি ইশারা করে বলে —" মিলতে পারে মুরগি···তবে···" দু'হাতের আঙুল তুলে সে বক্তব্য সম্পূর্ণ করে।

হাবিলদার সায়েব বলেন, "আচ্ছা এখন থাক্, তুমি বাইরে যাও।"

"কী হবে এখন ?" সকলের সমবেত দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে

"একলা আছে, না··· ?"

"একদম একলা !"

"কিন্তু তার মানে বুঝতে পারছেন ?"

"তুলারচন্দজী।···কাপরাজী !"

সকলে পরস্পর চোখাচোখি করে। তুলারচন্দ বোতল থেকে গেলাসে মদ ঢেলে নিয়ে ঢকঢক করে গিলে ফেলে। সবাই তার দিকে সতৃষ্ণ আশা নিয়ে চেয়ে থাকে। কাপরা বলে—"ম্যায় পাঞ্জাবী হুঁ জী !···আমি মশায় পাঞ্জাবী !···তবে তারপরে আপনাদের সামলাতে হবে। আমি আমার কর্তব্য পালন করতে যাচ্ছি।"

···পশ্চিমের হাওয়া শিরশির করে বইছে। সাইকেলের প্যাডেলে চাপ দিয়ে হাবিলদার সায়েব বলেন, "কাপরাজী, আশেপাশের গাঁয়ের লোকদের কোনো ভয় নেই।···নোটিশ দেওয়া আছে সীমান্তের আশেপাশে রাতবিরেতে বেরোলে গুলি খাবার আশঙ্কা আছে।"

পায়ে চলা পথের ঠিক মাঝখানে—পাথরের মূর্তির মতন দাঁড়িয়ে আছে বামনদাস।

তুলারচন্দ কাপরা দেখতে পাচ্ছে— হ্যাঁ বামনদাসই।

"কে ?···কাপরাজী ! গাড়ির পেছন থেকে উঁকি মারছেন কী ? সামনে আসুন।" বামনদাস হাসে।

"বামন !···রাস্তা ছেড়ে দাও। গাড়ি পাস করতে দাও।"

"আসুন না সামনে। পাস করান গাড়ি। আপনিও কংগ্রেসের মেম্বার, আমিও। খাতা খোলা আছে—যে যার হিসেব নিকেস করে ফেলি আসুন।···আজকের এই পবিত্র দিনে আমি কলঙ্ক লাগতে দেব না।"

এর সঙ্গে তর্কাতর্কি করে কোন লাভ নেই, কাপরা জানে। কাপরা হাবিলদারকে কানে কানে কী বলে। তারপর হাঁক দেয়—"ইসপিরিং খাঁ। কোথায়···" ইসপিরিং খাঁ কাপরার নিজের লোক। নামটা জাল নাম। সে একটা গাড়ি থেকে নেমে নিঃশব্দে সামনের গাড়িতে এসে বসে।

"বাওনদাস। কথা শোনো!"

"ইসপিরিং খাঁ— গাড়ি হাঁকাও।"

গাড়ির সঙ্গে জোতা জানোয়ার দুটো আশ্চর্য হয়, চমকে ওঠে। ভড়কে যায়। নাক দিয়ে হাঁচির মতন শব্দ করে এগোবার অনিচ্ছা প্রকাশ করে। কাপরা একটা বলদের লেজ ধরে জোরে মোচড় দেয়। হাড় মটমটিয়ে ওঠে। তবুও বলদ এগোয় না। মেঠোপথ ছেড়ে গাড়ি নিয়ে পাশ কাটিয়ে দৌড়োয়।

দ্বিতীয় গাড়ি···। কাপরা আর হ'বিলদার দুজনে মিলে এক এক দিকের বলদের লেজ মলবার ভার নেয়। গাড়ি এগোয়। গাড়োয়ান হাতে রাশ ধরে থ হ'য়ে আছে।···এসব কী হচ্ছে?

গরুর গাড়ি পাস হয়ে গেল।···পার হয়ে যাচ্ছে। বামনদাস মেঠো রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে, তার মাথা টপকে গাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে···পার হয়ে যাচ্ছে। বলদগুলো ভড়কাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু····। তিন···চার···চার চারটে গাড়ি পেরিয়ে গেল?

এবারে বামনদাস বলদের একেবারে মুখোমুখি দাঁড়াল। বলদ তাকে গুঁতো দিয়ে ফেলে দিল। বামন গড়িয়ে পড়ল। গড়িয়ে একেবারে ···চাকার তলায় পড়ে গেল।

মড় মড় মড় মড়!

···বাপু! মা!·!

গাড়ি পাস! কর করব্ কট্!···গাড়িগুলো পাস হয়ে যাচ্ছে। পঞ্চাশখানা গাড়ি!

শেষ গাড়িটা চলে যাবার পর, হাবিলদার আর রামবুঝাওন দুজনে মিলে বামনের ছিন্নভিন্ন লাসটা, রক্তে কাদায় মাখা লাশটা তুলে নিয়ে হাঁটতে থাকে। ···নাগর নদীর ওপারে, মানে পাকিস্তানে ফেলে দিতে হবে। খবরদার এদিকে কিন্তু নয়,···কোনমতেই এপারে নয়!

দুলারচন্দ কাপরা বামনের ঝুলিটা হাতে নিয়ে তাদের পেছন পেছন হাঁটে। নাগর পেরিয়ে যাবার সময় ঝুলি থেকে বাওনের গলার তুলসীমালাটা নদীতে পড়ে ভেসে যায়—সীত্তারাম!

ভোর চারটের সময় পাকিস্তানী পুলিস ঘাট-গস্ত লাগাতে গিয়ে দেখে—লাশ।

"আরে। এতো ওপারের বাওনার লাশ। এখানে কী করে এল ? ও, বুঝেছি।...উঠাওজী, হানিফ আর জুম্মন, লে চল উস পার!"

—বামনের হিম লাশ ঝুলিঝাপ্তা নিয়ে আবার উঠল।

—বামন তার অতিখর্ব পায়ের দুটিমাত্র পদক্ষেপে দুটি স্বাধীন দেশের হিন্দুস্তান আর পাকিস্তান— সততা আর মানবতার জরীপ করে গেল।

নাগর নদীর মাঝামাঝি জায়গায় এসে পাকিস্তানী পুলিস অফিসার সায়েব বললেন—"নদীতেই ফেলে দাও। আর ঝুলিটা ওপারে গাছের গায়ে লটকে দাও। জলদি।"... নাগর নদীর ধারা হঠাৎ কলকলিয়ে ওঠে। খঞ্জনিটা জলে ফেলতে ফেলতে সেপাই গেয়ে ওঠে— ডমরু বাজাকে রঘুপতি রাঘব...ঝনক...!

একুশ

গ্রামের একমাত্র মালিক মহাজন, একছত্র জমিদার তশীলদার বাবু বিশ্বনাথ প্রসাদ মল্লিকের খামার একটা দেখবার মতন জিনিস!... যে-বড় চাতালে বসে গান্ধীজীর স্রাধের দিনে, গ্রামের সমস্ত জাতের লোক এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজ খেয়েছিল— সেই চাতালটাকেই ঘিরে ফেলে তশীলদার সাহেব খলিহান বা খামারবাড়ি বানিয়েছেন। দশ বিঘে জায়গা।

রামকিরপাল সিং তাঁর ঝড়তি পড়তি যা জমিটমি বেঁচেছিল— সব ফসল সমেত বিশ্বনাথবাবুর কাছে সুদরেহনে বন্ধক রেখে তীর্থ করতে যাচ্ছেন— কাশী, কেদারতীর্থ যতদূর যেতে পারেন। তশীলদার

বলে দিয়েছেন, "বাকি টাকা যখন যেখান থেকে লিখবেন, মনিঅর্ডার করে পাঠিয়ে দেব।"

বকেয়া খাজনা, সংসার খরচ, শীতের কাপড়চোপড়, সকলদীপের প্রায়শ্চিত্ত আর সত্যনারাণের পুজো বাবদ শ'তুই টাকা খেলাওন চাইতে গিয়েছিল। তশীলদার পষ্ট জবাব দিয়েছেন—"হাতে একটা পয়সা নেই।"··· বাড়ির পেছনদিককার ক্ষেতে ধানটা প্রায় পেকে তৈরী হয়ে এসেছিল— সেই ভরা ক্ষেত লিখে দিতে হল মাত্র তিনশ' টাকার বিনিময়ে।

সব মিলিয়ে পাঁচ হাজার মনের কম ধান হবে না এ বছর! তন্ত্রিমা ছত্রীটোলী, কূর্মছত্রীটোলী, কুমবাহা ছত্রীটোলী, ধনুষ-ধারী ছত্রী-টোলী আর গহলোত ছত্রীটোলীর জনমজুরদের হাঁড়ি মাঘ মাস থেকেই শিকেয় ঝুলছে।··· খামারে ভাগের ধান যা পাওনা হবে, তার চারগুণ কর্জ নেওয়া আছে। সব কেটে নেওয়া হবে। আবার এবারে তো গতিক দেখে মনে হচ্ছে গাঁয়ে পেট চালাবার উপায় হবে না। খেলাওন যাদব পাঁচটা হাল চালাতেন, এবছরে তাঁর একটা পুরো আর একটা আধা হাল চলবে। রামকিরপাল সিং তো চাষবাস তুলেই দিয়েছেন। তাঁরা বুড়োবুড়িতে তীর্থে গেছেন। শিবশঙ্কর সিং তু'খানা হাল চালাবেন।··· তশীলদার সায়েব এবার টক্‌টর[১] কিনেছেন। বেতার বলে— "এক কলে সব হবে। হাল চৌকি মইচষা মাটির ঢেলা ভেঙে ঝুরো করা, কাটাফসলের গোড়া খোঁড়া, নিড়োনো— মায় ধান কাটা অবদি সব। মানুষের দরকারটা কী? জলের পাম্পু আসবে। ইন্দর ভগবানের খোশামোদ করতে হবে না। কমলা নদীতে পাম্পু বসিয়ে দাও, মিসিন ইস্‌টার্ট্ করে দাও, ব্যস বসে থাকো··· হাথিয়া শুড়ের[২] মতন সমস্ত জল শুষে এনে ক্ষেতে পাটাও!··· যখন ইন্দর ভগবানকেই তশীলদার সায়েব মুন লেবু চাটাচ্ছেন, তখন মানুষের কী মূল্য তাঁর দরবারে! কাটিহারে আরো একটা জুটমিল খুলেছে। এই নিয়ে তিনটে মিল হল তা হলে?···

১. ট্র্যাকটর। ২. রামধনু।

চল, চল, দু'টাকা রোজ মজুরী। গাঁয়ে বসে কি আমড়া চুষবে! ভরসা ছিল এক মহাতমাজীর। তা তাঁকেও মেরে দিয়েছে। বালদেওজীকে জিজ্ঞেস করতে হবে— মহাত্মাজীর জায়গায় এবার কে আসবেন। জমাহির লাল? কিন্তু মহাত্মাজী তো একটাই কৌপীন পরতেন।...

বিরিঞ্চি বলে, "যেখানে সকলরকম জাতভায়ের, বারো বন্নের লোকের, উঁচুনিচু সকলের পাতা পড়েছে সে বাড়ির বাড়বাড়ন্ত তো হবেই। তশীলদার সায়েব আজ বলছিলেন, এবার সকলকেই যার যার হিস্যার ধান থেকে যার যেমন সামত্ত— এক কাঠা, আধ কাঠা, এক সের, আধ সের— মহাতমাজীর চাঁদায় জমা দিতে হবে।"

"মহাতমাজীর দাঁদা? কী হবে চাঁদা? ছেরাদ্দ তো হয়ে গেছে।"

"না।.... রহুয়ার গুরুবংশী বাবু ডিল্লীতে গিয়ে এক কোরোড়... না একলাখ... কে জানে এক হাজার বুঝি... কত তা মনে নেই, মোদ্দা এক বস্তা টাকা গুরুবন্সী বাবু জমাহিরলারের হাতে দিয়েচেন।.... মহতমাজীর চান্না! আরো নাকি দেবেন, শুনছি।"

"এই! কে ওখানে হল্লা করছে?"

"আবার কে, রমপিয়রিয়া।"

রমপিয়রিয়াদের মায়েঝিয়ের গলা শোনা যাচ্ছে।... মঠে ঝগড়া হচ্ছে। আজকে বোধহয় মারপিটটা বেশিই হয়েছে।

"রামদাস গোঁসাই আজকাল দিনভর গাঁজার ছিলিম মুখে দিয়ে পড়ে থাকে। একদিন না একদিন সেও খুন করবে, দেখো।"

"সালা, এইসব লোকের পাপেই পৃথিবীটা পচে গেল।.... একদম্ ভরষ্ট্ করে দিয়েছে। ওটা কি আর মঠ আছে? লালবাগ মেলার মীনাবাজার হয়ে পড়েছে। দশবিশ কোশ ঝেঁটিয়ে রাজ্যের লুচ্চা বাউণ্ডুলে এসে ঐখানে জোটে।"

তশীলদার সায়েব আজকাল রাত্তিরে ওপরে দোতলার কুঠরীতে সুমরিতদাসের সঙ্গে বসে কাগজপত্তর ঠিক করেন। কোন কোন দিন সুমরিত দাস সিঁড়ি দিয়ে বেসামাল হয়ে পড়ে যায়।... সাঁওতালদের ঘরে তৈরী মহুয়ার মদ দারুণ তেজী জিনিস। গঙ্গাই মাঝি রোজ

আধ-ক্যাণ্টার করে দিয়ে যায়। কোন কোন দিন তশীলদার সায়েবও মত্ত অবস্থায় নিচে নেবে এসে খুব চেঁচামেচি করেন। কমলাকে তার মাকে, বুড়ি সেবিয়াকে সবাইকে গুলি করে উড়িয়ে দেবেন বলে হুমকি দেন।

···সেদিন রাত্রে তো এমনই মাতামাতি লাগিয়ে দিলেন, যে কমলার মা ভয়ে বুক চাপড়াতে আরম্ভ করেছিলেন।··· এমন সব খারাপ-খারাপ গালাগাল যা কেউ কোনদিন তাঁর মুখে শোনে নি, কমলার বন্ধ দরজার সামনে এসে সেইসব ওগরাতে লাগলেন— ছিঃ ছিঃ! শেষকালে কমলা দোর খুলে বেরিয়ে এসে বলে, "বাবা, আমায় যা শাস্তি দেবার দাও, কিন্তু মাকে গালাগালি দিয়ো না। মা কী অপরাধ করেছে?"

কমলাকে দেখেই তশীলদারের নেশা কেটে যায়, ওপরে পালিয়ে বাঁচেন। সেদিন থেকে মা মেয়েকে এক লহমার জন্যে কাছছাড়া করেন না। হুলো বেরালের কাছ থেকে সতর্ক মা বেরাল যেমন তার বাচ্চা আগলে রাখে! কমলার মার মনে শঙ্কা, 'উনি' কোন্ দিন কিছু কাণ্ড না করে বসেন।.... হপ্তাখানেক আগে মদের গেলাসে কোন চুলোর কী যেন ওষুধ মিশিয়ে দিয়ে বলেন— "কমলাকে খাইয়ে দাও···একদম খালাস হয়ে যাবে।··· অনেক কষ্টে জোগাড় করেছি।"

ওঁকে কী বিশ্বাস। কে জানে কবে কী করে বসে!

গাঁয়ের ঘরে ঘরে হাহাকার। হে ভগবান! উদয়াস্ত হাড়ভাঙা খেটে ধানমাড়াই করে যা মজুরী মেলে, তা খলিহানের বাকিবকেয়া শোধ করতেই বেরিয়ে যায়। এবার ধোপা নাপিত মুচির খরচটাও উঠবে না।.... চলো কাটিহার!··· মিলের ভেঁপু বেজে চলেছে, শুনতে পাও না? রোজ রোজ ডেকে মরছে যে, শোন না— "আও ও ও হো ··· এসো ও-ও ও।"

নিঝুম রাত্তিরে জোতখীকাকার কাশি শুনলে বুক কেঁপে ওঠে— "খন্ খন্.... খাঁ খাঁ।"···· ভরা দুপুরে আমড়াগাছের ডালে বসে কাগটা যেমন 'কা-কা' 'খা-খা' করে ডাকে, অবিকল তেমনি। খা খা। খাবে! সব্বাইকে খাবে। পিঙ্গলবর্ণা দেবী ক্রমেই কাছে এগিয়ে

আসছে। তার হাজার হাজার করাল দাঁত, লকলক করছে লোল জিভ।··· আসছে। খাবে!

ত্রস্ত শিশুর মতন গ্রামখানা কুয়াশার আঁচলের তলায় ঠকঠক করে কাঁপছে।

"খবরদার! হো য য ই ঈ— খ ব র দা র!"

তশীলদার সায়েব খামার জাগার জন্যে তিনটে সাঁওতাল আর দেউড়ি পাহারার জন্যে পাহাড়ী সেপাই বহাল করেছেন। একনলা বন্দুকের লাইসন্ আবার পাওয়া গেছে।··· চলিত্তর কর্মকার যতদিন না ধরা পড়ে, পয়সাঅলাদের রাত্তিরে ঘুম নেই। পাহারাঅলাদের হাঁক শুনলেও আতঙ্ক জাগে। আজকাল কুঠির জঙ্গলে সন্ধেরাত্তিরেই একটা জোরালো আলো জ্বলতে দেখা যায়— খুব তেজ আলোর; গভীর রাত্তিরে আবার একবার জ্বলে ওঠে— আর খুব ভোরে আর একবার।

বালদেওজীর ঘুম আসছে না। জেগে বসে আছেন। সন্ধেবেলা পূর্ণিয়া থেকে ফিরেছেন।··· যাবার সময় লছমী বাওনদাসের সেই কাগজের পৌটলা— গান্ধীজীর চিঠির সেই তাড়াটা দিয়ে বলে দিয়েছিল·· লঘুশংকা[১]র সময় পকেট থেকে বের করে···। গাঙুলীজীর সঙ্গে দেখা করতেই বালদেওয়ের যাওয়া। গাঙুলীজী জিজ্ঞেসও করেছিলেন একবার—"বামন দাস আপনাকে কিছু দিযেছে?"

"জী···উঁহু, কই না তো!" এই শীতের দিনেও বালদেওজীর গায়ে ঘাম দেখা দিয়েছিল।

এই কথার পর জানি না কেন গাঙুলীজী হঠাৎ কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেলেন।

··· প্রাণ থাকতে এ চিঠির তাড়া বালদেও কাউকে দেবে না। এ চিঠি দেখলেই জমাহিরলাল নেহরুজী বাওনদাসকে মেনিস্টর বানিয়ে দেবেন, আর নয়তো ডিল্লিতে তো নিশ্চয় ডেকে নিয়ে যাবেন।···

১. 'ছোট-বাইরে'।

এমনিতেও আজ পর্যন্ত যত লীডার এসেছেন, সকলেই বাওনদাসের সঙ্গেই হেসে হেসে কথা বলেছেন।

…সেবার মেনিস্টার সায়েব এলেন। বড় বড় লীডার, মারবাড়ীর দল, উকীল-মোক্তার জমিদারের পাল সবাই সই করে করে দরখাস্ দিয়েছিলেন যে,"ভগবতী বাবু সরকারী উকিলকে কাংরেসের মেম্‌বার বহাল করা হোক।" মেনিস্টর সাহেব কিন্তু বাওনদাসের মত জানতে চাইলেন—"আপনি কী বলেন বাওনদাসজী?" ভগবতীবাবু হতে পারলেন না মেমবার। সকলের ওপর বাওনদাসের কথাই রইল। …ভগবতী বাবু সন্ বেয়াল্লিশে সুরাজীদের ফাঁসিকাঠে চড়াবার জন্যে খুব বহস্[১] করেছিলেন।

এর ওপর এই চিঠির তাড়া!…না, কিছুতেই দেবে না বালদেও। …লছমীর যে কী হয়েছে। যেদিন থেকে এই চিঠির পুঁটলি পেয়েছে, দু'বেলা সৎসঙ্গের সময় মাথায় ছুঁইয়ে সামনে রাখবে।… রোজ এর ওপর ফুল চন্দন চড়াবে। কখনো কখনো চিঠিগুলো খুলে খুলে পড়বে, কাঁদবে। পুরৈনিয়া থেকে ফেরার পর কুশল প্রশ্ন করা নেই, আর কোন কথা নেই, জিজ্ঞেস করছে—"গাঙ্‌লীজীর হাতে দিয়েছ তো?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ দিয়েছি। এত যদি অবিশ্বাস তো আমার হাতে দিলে কেন?"

বালদেওজীর ঘুম আসছে না। গরুর গাড়ির খড় সরিয়ে তার নীচে চিঠির বস্তা চাপা দিয়ে রেখেছেন। ধুধু করে ধুনি জ্বলছে।… বালদেওজী উঠে বাইরে যান।

"হোই!… খবরদার।" পাহারাদার চীৎকার করে ওঠে।

বালদেওজী ধুনির পাশে বসে কাঠগুলো ধরে নাড়াচাড়া করেন। একবার আড়চোখে লছমীর খাটের দিকে তাকান। খড়ের তলা থেকে সন্তর্পণে চিঠির তাড়াটা বের করে আনে।… বালদেওয়ের সারা গা শিউরে ওঠে, জিভ, গলা শুকিয়ে কাঠ, মুখে থুতুও উঠছে না।…

[১] বিতর্ক, argument.

ধুনির আগুন দাউদাউ করে জ্বলছে··· কাঠ পুড়ছে··· হালকা খুটখাট আওয়াজ হচ্ছে।··· বালদেও··· একটা চিঠি··· বের করে নিল।··· "দোহাই গান্ধী বাবা। বাবারে···!" লছমী তার বিছানার ওপর থেকেই ঝাঁপিয়ে এসে পড়ে—"গোঁসাই সাহেব! ছিঃ ছিঃ ছিঃ, এ তুমি কী করছ! হায় হায়, সদগুরু হো, ছিমা করো।···· বালদেও!··· পাপী···হত্যারা[১]!"

ধুনির আগুনে লছমীর কাপড় ধরে ওঠে। "লাগুক আগুন আমার গায়ে। মুঠো খোল শীগ্যির··· দিয়ে দাও চিঠির তাড়া! আমি পুড়ে মরে যাব, তবু··· ।"

বালদেওয়ের মুঠো আলগা হয়ে যায়। লছমী চিঠির তাড়া বুকে জাপটে ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। কোমরে জড়ানো কাপড়টা আপনা থেকেই খুলে পড়ে যায়। বালদেও কমণ্ডলু থেকে জল নিয়ে ছিটোয়।

"হে ভগবান! সদগুরু হো! জয় গান্ধীজী!··· বাবা··· জয় বাওনদাস জী!··· ও হো হো হো···!" হু হু করে কেঁদে ওঠে লছমী।

কাঁদতেই থাকে। হাতে পায়ে আগুনের হলকা লেগেছে, পুড়ে গিয়ে বড় বড় ফোসকা পড়ে গেছে··· অঙ্গে কাপড় নেই··· নিরাভরণ, বিবসনা লছমী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাউ হাউ করে কাঁদছে···। বালদেও পা টিপে টিপে উঠে পালিয়ে আসে। নিজের মশারীর ভেতরে লুকিয়ে পড়ে। শুয়ে শুয়ে ভাবে— না, আর এখানে থাকা চলে না। কোন মুখে থাকবে?··· আর কোনদিন লছমীর মুখের দিকে তো চোখ তুলে তাকাতেই পারবে না।··· বালদেও পুরৈনিয়া যাবে, সেখান থেকেই চন্নপট্টি চলে যাবে। আর ফিরবে না। এবার ও নিজের গ্রামে যাবে। এখন থেকে নিজের সমাজে, নিজের জাতের মধ্যে থাকবে।··· জাত মস্ত বড় জিনিস।··· জাতির মহিমা এমনই, যে সব বড় বড় লীডারই নিজের নিজের জাতির পাটীতে ঢুকে আছেন।··· এ

১. খুনী।

তো রাজনীতির কথা। লছমী কী বুঝবে?··· যাক, কাশী ধামের বরম্‌চারী তো বোধ হয় এবার এখানেই খোঁটা গাড়বে···ঠিক আছে।··· না না। ও যাবার সময় লছমীর নামে কলঙ্ক দিয়ে যাবে না। ও···

"গুসাই সাহেব, উঠিয়ে! সৎসঙ্গ কা সময় হো গয়া।"

সৎসঙ্গের সময় হয়ে গেছে। লছমী ডাকছে। লছমী ঈষৎ কাতরাচ্ছে। সারা গায়ে আগুনের আঁচ লেগেছে, জ্বালা করছে।

লছমী রোজকার মতন আজও উঠে বালদেওজীর শয্যার পাশে আসে। মশারি তুলে বালদেওজীর পায়ের আঙুলে দুটি চোখ ছোঁয়ায়···"সাহেব— বন্দগী।"

বালদেওজী কাঁদছেন··· ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলছেন, "ল-ছ-মী!"

"উঠিয়ে গুসাই সাহেব।"

বাইশ

তিন মাস পরের কথা!

১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসের সকালবেলা।

এই এলাকায় যে কিসানেরা অখতিয়া পটুয়া-ভদঈ বুনবে, তাদের সূর্যোদয়ের আগেই ক্ষেতকে চারচাষ চষে ফেলা দরকার। ভুবকুয়া তারা জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। কমলা নদীর দহে তার ছায়া ঝিলমিল করে কাঁপছে—যেন নীলকমল ফুটেছে।

কাঁধে লাঙল নিয়ে আধমরা বলদজোড়াকে হাঁকিয়ে নিয়ে চলেছে বিরিঞ্চি···কোয়রীটোলার সোবরণের বিঘে তিনেক ক্ষেত ও মনপিছু বখরায় চাষ করছে। কিন্তু এবার পড়তা পোষাবে না। তার চেহারা ঠিক দেশলাইয়ের খোলের ওপর ছাপা হলবাহার ছবির মতন—একদম

হাড়জিরজিরে, ধুঁকছে, কালোকিস্‌টি, পরনে কোপনি— অবিকল সেইরকম দেখাচ্ছে।

খেলাওন যাদব আজকাল নিজেই মোষ চরায়। রাত তিনটের সময়ে উঠে গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে পোড়ো মাঠের দিকে চলে যায়— এখন তার রাখালও নেই, নিজের গোচারণও নেই। শেষ রাত্তিরে মোষ যত ভাল চরে, দিনভরেও অত ভাল চরে না। তাই খেলাওন যাদব, যাদবটোলীর মাতব্বর মোড়ল, এখন মোষ চরিয়ে ফিরে আসছে।

আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। সকলের মুখের ওপর সকালের আলো পড়েছে— ঝামা ইঁটের মতন মুখগুলোর ওপর!

তশীলদার সায়েবের ট্র্যাকটর নিয়ে ড্রাইভার সায়েব বেরিয়ে পড়েছেন—ভট ভট ভট ভট ভট···!

তশীলদার সায়েব দোতালার ছাতের ওপর পিঠের পেছনে হাতে হাত বেঁধে পায়চারী করছেন। ভট ভট ভট! ছাতে প্রতিধ্বনি হচ্ছে। সেই তালে তালে তাঁর কলজেও ধক্‌ধক্ করছে।··· কে আসছে? কে? সেবিয়া?··· চুপ্‌প্! ··· আ-স্তে! কী?

—"কী?" তশীলদার সায়েব জিজ্ঞেস করেন।

"উঁ! বতুহা! নাতী ভইল হোঁ।" সেবিয়া হাসছে।

"চুপ! জ্যান্ত না···।"

"উঁ! গুজুর গুজুর হেরৈছে!··· চুক চুক করে দেখছে।"

···উঃ! ভগবান! তশীলদার বিশ্বনাথ থর থর করে কাঁপছেন। কমলা নদীর ওপারে, আধপাকা রবি ফসলের রাশ পেরিয়ে শিমূল বনের ওপারে আসমান লাল হয়ে গেছে। দক্ষিণে · কুঠির বাগিচায় গুলমোহরের লাল লাল ডালে আগুন লেগেছে। কচিছেলের কান্নার আওয়াজ যেন দেউড়ির বাইরে যেতে না পায়! ব্যবস্থা হচ্ছে।··· কোন একটা ব্যবস্থা জরুরি হয়ে পড়বে।··· বাচ্চাটা যদি জোর গলায় কেঁদে ওঠে। এঁ···তবে···তবে···গলা টি · পে ধর! মেরে ফেল!

দিল্লীতে রাজঘাটে বাপুজীর সমাধি বেদীতে প্রতিদিন শ্রদ্ধার্ঘ

পুষ্পস্তবক অর্পিত হয়। পৃথিবীর যে-কোন দেশের অতিথি-অভ্যাগতই আসুন, রাজঘাটে ফুল দিয়ে জীবন সার্থক বলে মনে করেন। কলিমুদ্দিপুরে, নাগর নদীর কিনারায়, চোরঘাটের কাছে সাঁহুড় গাছের ডালে যে খদ্দরের ঝোলাটা ঝুলছিল— কে নিয়ে গেছে। কে নেবে? এক মাস পরেও ঐ রাস্তা দিয়ে আসতে আসতে দুলারচাঁদ কাপরা দেখতে পেল—ঝোলাটা ডালে লটকানো রয়েছে। জেলা কংগ্রেসের কোনো ওয়ার্কারের ভাগ্যে নজরে পড়ে নি— দেখলেই চিনতে পারবে। কাপরাই ঝুলিটা ছিঁড়ে নিয়ে গেল। কিন্তু ঝুলির ফিতেটা ডালের গায়ে লটকেই রয়ে গেল। সেটা এখনো ঝুলছে!

কোনো দুঃখী পথচারী যেতে যেতে ঐ ছেঁড়া ফিতে ঝুলতে দেখে ভাবে বুঝি চেথরিয়া-পীর[১]। ভেবে মানত ক'রে ছেঁড়া ধুতির খুঁট ছিঁড়ে বেঁধে দিয়ে যায়—'মনের কামনা পূর্ণ কোরো পীর বাবা ; নতুন কাপড় বেঁধে দিয়ে যাব।' জোরালো আশা আর বিশ্বাস দিয়ে মজবুত করে গেরো বাঁধে।··· দুটো নেকড়ার ফালি হল।

পূর্ণিয়া জেলের সামনের বটগাছটা খুব পুরোনো। গাছের নিচে শুকনো পাতার রাশ হাওয়ায় উড়ে বেড়াচ্ছে। বটের বাঁধানো চাতালের কাছে এক যুবতী মহিলা দাঁড়িয়ে।··· সঙ্গে প্যারু।

খালি গায়ে, একখানা পুরনো গামছা কাঁধের ওপর ফেলা, পরনে সেরেফ জাঙিয়া এক ওয়ার্ডার সাহেব বারবার ব্যারাক থেকে বেরিয়ে যুবতী মহিলার দিকে তাকাচ্ছেন, গান গাইছেন—'তোরী পতরী কমরিয়া!' শেষে থাকতে না পেরে একবার প্রশ্নই করে বসেন— 'আপনি ডাক্তর সায়েবের ওয়াইফ্?'

যুবতী ঘাড় নাড়ে—'না।'

ওয়ার্ডার সাহেব এবার প্যারুর দিকে তাকালেন। প্যারু ওঁকে অনেকদিন থেকে চেনে। বেজায় বেকুব। হামেশা খারাপ-খারাপ কথা বলবে। প্যারু মুখ ফিরিয়ে নেয়।

কারার লৌহকপাট ঝন ঝন শব্দে খুলে যায়। যুবতী মহিলার

---

১. যে গাছকে পীর ভেবে লোকে তার ডালে নেকড়ার ফালি বাঁধে।

মুখের ওপর থেকে প্রতীক্ষার অস্থিরতা কেটে যায়। তাঁর গালে হালে যে দুটি-একটি কুঞ্চনের রেখা জমেছে, সেগুলির মালিন্য এখন অপসৃত হচ্ছে।···

ডাক্তার এমনভাবে মুচকি হেসে, লম্বা লম্বা পা ফেলে, হাতে ছোট ব্যাগ নিয়ে এগিয়ে আসছে, যেন এইমাত্র লেবোরেটরী থেকে ছুটি পেল।

সবচেয়ে দেখবার মত চেহারা হয়েছে প্যারুর। ভেতরের খুশির দামাল আবেগ অতিকষ্টে সংযত রেখেছে, কিন্তু আনন্দে সেই যে একবার বিশাল 'হাঁ' করেছে— সে হাঁ বোজাতে ভুলে গেছে।

"তুমিও কি কোন জেলে ছিলে নাকি?"

"না বাপু, আমার কি অত সৌভাগ্য হবে? মাথা নোয়াও। বাবা বিশ্বনাথের প্রসাদ!" মহিলাটি রুমালের মোড়ক খুলে শুকনো ফুল-বেলপাতা বের করে ডাক্তারের মাথায় ছোঁয়ায়।

"তারপর প্যারু··· কী খবর? মমতা! তোমার প্যারুর সঙ্গে আলাপ হয়েছে?"

"নইলে আর সকাল থেকে এতক্ষণ করলুম কী"—মমতা হাসতে হাসতে প্যারুকে বলে—"এবার একখানা ঘোড়ার গাড়ি ডাকুন প্যারিচাঁদ সরকার মশায়।"

প্যারু হাসতে হাসতে নেংচাতে নেংচাতে কাছারির দিকে এগোয়।

"রাত তিনটেয় পূর্ণিয়া স্টেশনে পৌঁছেছি।··· জ্যোতিদি তো আজকাল এখানেই থাকে! জ্যোতিদির আস্তানায় গেলুম। সকালে উঠেই কালেকটার সায়েবের বাংলোয় চলে গেলুম। তোমার রিলিজ অর্ডার সঙ্গেই ছিল। জ্যোতিদি বললেন— কালেকটার সাহেব আবার যদি ট্যুরে বেরিয়ে যান, তাহলে দেরী হয়ে যেতে পারে, তাই···! ······তারপর, এখন কোথায় যাওয়া হবে?" মমতা মিটমিটিয়ে হাসে।

"তুমি মেরীগঞ্জ যাবে না?"

"আপত্তি কী?··· আমি পনেরো দিনের ছুটি নিয়েছি।"

এস. পি. সায়েবের চাপরাসি চিঠি নিয়ে এল। এস. পি. সাহেব ডাক্তারকে তাঁর বাংলোয় নেমন্তন্ন করেছেন।

তেইশ

তশীলদার সায়েব আর মোটেই নিচে নামেন না। ওপরেই থাকেন। দিনভর তাড়ি খেয়ে টং হয়ে থাকেন, রাত্তিরে সাঁওতালপল্লীর চোলাই করা মহুয়ার রস। তাঁকে সজ্ঞানে কখনো পাওয়া যায় না। সুমরিত দাস বেতারকে রোজ জিজ্ঞেস করেন—

"কিছু ভেবেছ, উপায় ?"

"আমার মগজ তো কাজ করছে না।"

"কাজ করছে না তো এই নাও এক গেলাস। গেলো শালা। যদি কোথাও মুখ খুলেছ, তো এই দেখছ বন্দুক !"

কমলার মাও দরজা কখনো খোলে না। খালি কুয়োর দিককার দোরটা কখনো সখনো খোলে।··· কুঠরীর অন্ধকার কোণে একটা ছোট্ট পিদিম জ্বলে। কমলার কোলে কাপড়ে জড়ানো তার কচি ছেলে। ঘুমোয়। কমলা কাজল লতায় কাজল পাড়ায়।

ভট্ ভট্ ভরর্ রর্···

একটা স্টেশন ওয়াগন পূর্ণিয়া-মেরীগঞ্জ রোড দিয়ে ছুটে চলেছে।

যেতে যেতে প্যারু মমতার নজর আড়াল করে ডাক্তারের হাতে একটা খাম গুঁজে দিল। প্যারু সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে বসে আছে। মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে— ডাক্তার সাহেব চিঠিটা পড়ছেন।

'প্রিয়তম !'··· কমলার চিঠি। এক সপ্তাহ আগের লেখা। 'জানি না, এ চিঠি তুমি সময়মত পাবে কিনা। সময়েই পাও বা দেরীতেই পাও, আমার বিশ্বাস আমার এ-চিঠি তুমি পাবে নিশ্চয়। আর পেলেই তুমি আমার কাছে ছুটে আসবে।···· জানো গো, এতদিনে ···এবার আমার ভয়ভয় করছে। তোমার··· তোমার··· কী করে লিখি ?··· মা বলছিল, যদি তুমি কোনরকমে বাবাকে একটু লিখে

দাও, কিংবা যেমন করে হোক জানিয়ে দাও, যে··· আমার ভাবী সন্তানের পিতা তুমিই, তবে আমি বেঁচে যাই। মা বোধহয় বিশ্বাস করে না। বাবুজী আজকাল একেবারে পাগল হয়ে গেছেন। কী জানি কবে কী হয়ে যায়। তোমার বইগুলো আমায় অনেক কিছু শিখিয়েছে। ঐগুলো আমার মস্ত বড় সহায়। কিন্তু আর আমি পারছি না গো··· এবার আমার এমন একটা বই চাই— যার পাতায় পাতায় লেখা— কমলা! বিশ্বাস রাখো। ভয় নেই। যা হবে, তা মঙ্গলের জন্যেই হবে···।"

ডাক্তার এক নিশ্বাসে এই পর্যন্ত পড়ে ফেলে। তারপর মমতার দিকে চোখ ফেরায়। রাত জাগার ক্লান্তিতে মমতার ঢুলুনি আসছে, গাড়ির মৃদু ঝাঁকুনির আমেজে তার চোখ জড়িয়ে এসেছে, ঝিমুচ্ছে।··· ব্যথা না লাগে!

"আর কত দূর?" মমতা চোখ খোলে।

"আর এক ঘণ্টা।" প্যারু জবাব দেয়।

ডাক্তার চিঠির বাকিটুকু পড়তে থাকে—"··· বাবা তোমার বাচ্চাকে মেরে ফেলবেন।"

"না! না!"

"এঁ্যা?" মমতা জিজ্ঞেস করে— "কী হল?"

ডাক্তার চিঠিটা মমতার হাতে তুলে দিয়ে বাইরে তাকায়। প্যারু বারবার ঘাড় ফিরিয়ে ডাক্তার সাহেবের দিকে দেখে।

চোখ রগড়ে মমতা চিঠি পড়ে—"প্রিয়তম!··· কার চিঠি? কমলার?"

মমতা চিঠি পড়ছে। ডাক্তার একবার মমতার দিকে তাকাল। মমতার ঘুমজড়ানো চোখ দুটো একবার চমকে উঠল। চিঠি পড়া শেষ করে মমতা জিজ্ঞেস করল—"আর কত দূর?"

"আর এক ঘণ্টা! কাঁচা রাস্তা তো!"

"আর সেই গণেশ? সে কোথায়?"

"তার কাহিনী খুব দীর্ঘ। ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে তার থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলুম। সেখানেই ছিল। হঠাৎ কোথা থেকে তার এক

কাকা উদয় হলেন। সে মহা ঝামেলা। জাতি-ধর্ম টর্ম নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড করল। আমি বিরক্ত হয়ে বলে দিলুম— যাও, নিয়ে যাও!"

"এখন তাকে দিয়ে মোষ চরায়," প্যারু সর্বশেষ সংবাদ দেয়—

"তার গাঁয়ের লোক কাছারিতে আসে তো!"

"আমি মেডিকেল গেজেটে তোমার রিপোর্ট দিয়ে দিয়েছি। একটা সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট— জংলা শেকড়বাকড় আর স্থানীয় গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত টোটকার বিষয়ে— তোমার চিঠিগুলো থেকে সর্ট করে লিখে দিয়েছি।"

"কিন্তু, আমি তো সিদ্ধান্ত নিয়েছি রিসার্চ নিষ্ফল হয়েছে বলে ঘোষণা কবব।"

"কোনো রিসার্চ কখনো নিষ্ফল হয় না ডাক্তার! আর কিছু না হোক গাঁয়ের মাটিটাকে তো তুমি চিনলে।··· মাটি আব মানুষের ভালবাসা। এটা কম কথা নয়।"

ডাক্তার একবার মমতার দিকে তাকায়। মমতার দৃষ্টি বাইরের দিকে। বিস্তীর্ণ প্রান্তর···বন্ধ্যা মৃত্তিকা!··· এই সেই বিখ্যাত সমভূমি—নেপাল থেকে শুরু হয়ে গঙ্গার তটভূমিতে শেষ হয়েছে—রুক্ষ, অনুর্বর অঞ্চল! ময়দানের শুকনো ঘাসে চরবাহারা আগুন ধরিয়ে দিয়েছ— দূর থেকে মনে হয় এক সার প্রদীপ জ্বলছে।···

তড়বন্নার তালবীথির প্রান্তে ডুবন্ত সূর্যের লালিমা ক্রমেই ধোঁয়াটে হয়ে আসছে।

ভরর্ ররর্···

"সুমবিতদাস! এখন আবার ট্র্যাকটর বেব করল কেন? জিজ্ঞেস কর তো ড্রাইভারকে, কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?—" দোতলার ছাতের ওপর থেকে তশীলদার সায়েব হাঁক পাড়েন।

"ট্র্যাকটর নয়। মোটর··· মোটর।"

"মোটর?··· কে এল?"

"ডাগডর!"

"কোন্ ডাক্তার?"

সুমরিতদাস এবার দৌড়ে নিচে থেকে ছাতে উঠে আসে—

"আমাদের··· ডাগডার বাবু। সাথে এক জেনানা।··· প্যারুও রয়েছে।"

তশীলদার হাত বাড়িয়ে বন্দুকটা চেপে ধরেন। সুমরিতদাস থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বলে,—"দোহাই ধর্ম! এমন কাজ করবেন না।"

"এমন কাজ করব না?··· তবে কেমন কাজ করব?"

প্যারু জোরে জোরে ডাকছে, "মৌসী।··· ও মৌসী!"

"কে? প্যারু?" মা সন্তর্পণে দরজা ফাঁক করেন— "কী রে?"

"ডাগডর বাবু!"

"এঁ এঁ··· আঁ আঁ··· এঁ আঁ" আঁতুড় ঘর থেকে কমলার খোকার কান্না ভেসে আসে।

মমতা তাড়াতাড়ি দরজার কাছে এসে বলে— "দোর খোলো মাসী,··· আমি মমতা। আগে দরজাটা খোলো!

দরজা খুলে যায়। মমতা ঘরে ঢুকে পড়ে।

···ডাক্তার একলা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। সিঁড়িতে খড়মের শব্দ শোনা যাচ্ছে— ভারী পায়ের শব্দ। কেউ ভুম ভুম করে হাঁটছে। "কে? ডাক্তার?" তশীলদার সায়েব চেঁচিয়ে ওঠেন।

"আসুন! ডাক্তারবাবু, বসুন।" সুমরিতদাস মাড়ি বার করে আকর্ণ হাসে— "আইয়ে।"

"না··· সুমরিত দাস আগে ওকে জিগ্যেস কর, ও কোথায় এসেছে? কার কাছে এসেছে? কী করতে এসেছে? কী নিতে এসেছে··· সব জিজ্ঞেস কর আগে!"

সুমরিতদাস বেতার ডাক্তারের কাছে এগিয়ে আসে। চোখ টিপে ইশারায় বোঝায়, "আজকাল 'ঢুকুঢুকু' একটু অতিরিক্ত মাত্রায় চলেছে কিনা··· সেইজন্যে!"

আঁতুড়ঘরের দোরটা একটু বেশি ফাঁক করে কমলার মা এবার চেঁচিয়ে ওঠেন— "কমলীর বাবা! তোমার হয়েছে কী? জামাইকে কেউ···"

"জামাইকে··· কী হয়েছে ? তোমার জামাই তাই বল। আমার জামাই হলে আমায় পেন্নাম করত না ?"

ডাক্তার নত হয়ে বিশ্বনাথবাবুর পায়ের ধুলো নেয়।

তশীলদার সায়েব হঠাৎ ফুঁপিয়ে ওঠেন, ডাক্তারকে দু'হাত বাড়িয়ে বুকে জাপটে ধরে-হাউহাউ করে কাঁদতে থাকেন—"মেরা বেটা ! বাবু ! ···বাবা আমার !"

সুমরিতদাস বেতার রাত্তিরেই গ্রামের ঘরে ঘরে খবর পৌছে দিয়ে এল—"কমলীর বিয়ে তো অনেকদিন আগেই হয়ে গিয়েছিল ডাক্তার-বাবুর সঙ্গে।··· তোমরা তো জানই। যতবার পাঁচজনকে জানিয়ে বিয়ের কথা পাকা করার চিন্তা করা হয়েছে— একটা না একটা বিঘ্নো পড়েছে। তাইতে কাশীধামের পণ্ডিতরা গন্ধর্ব বিবাহের বিধান দিয়েছিলেন। গন্ধরব-বিবাহের কথা কাউকে জানতে না দেওয়াই রীতি। আর যদি বাচ্চা হয়, তো বাপকেই আগে তার মুখ দেখতে হয়, তারপরে অন্য লোক।··· ডাগডরবাবু এসে গেছেন। এখন কাল ষষ্ঠী পুজোর ভোজ— তোমাদের নেমন্তন্ন রইল। কাল সকাল থেকেই আনন্দের হাট বসবে।"

"ইস্ স্। এ যে দেখি গল্পকথার বাড়া হয়ে গেল। একেবারে কাকপক্ষীটি কিচ্ছু জানল না !"

বামুনটোলীর পুরুতঠাকুর দেবানন ঝা জনে জনে ডেকে বললেন, "ইংরিজিফেসনওয়ালাদের সাত খুন মাপ।" জোতখীজীর কানে কথাটা যেতে তিনি ঘেন্নায় মুখ সেঁটকালেন। খেলাওন যাদব বললে, "পয়সাঅলারা অধম্ম করলেও সেটা ধম্ম হয়ে যায়।"

কিন্তু নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করাব হিম্মত কারুর হল না। সকাল বেলায় গাঁয়ের চামারেরা এসে নেচে নাচিয়ে ঢোল বাজিয়ে উৎসব বাড়ি জমিয়ে তুলল। মেয়েরা জোড় বেঁধে বেঁধে মোহর গাইতে গাইতে আসতে লাগল। কিন্তু সকলের মুখের ওপরেই বিষাদের ঘন প্রলেপ। ···মনে রঙ নেই।

তশীলদার সায়েব বহুক্ষণ যাবৎ নিজের কুঠরীতে বসে কী যেন চিন্তা কবছিলেন। এবার বেরিয়ে এসে বললেন, "সুমরিতদাস !

সবাইকে বলে দাও— প্রত্যেককে পরিবার পিছু পাঁচ বিঘে করে জমি আমি ফিরিয়ে দেব। সন্ধের আগেই আমি কাগজপত্তর সব ঠিক করে ফেলছি।…আর সাঁওতালটোলীতে গিয়ে বল… তারাও যেন এসে রসিদ নিয়ে যায়। সেলামী বা নজরানা কিছুই লাগবে না —এক পয়সাও না।… আরে ভাই, এসব আমি দেব কেন? আমি কিছুই দিচ্ছি না। দিচ্ছে নতুন মালিক।… মালিক সাহেবের হুকুম হয়েছে যে… শুনতে পাচ্ছ না? ঐ… ঐযে… হাঁ হাঁ করে কাঁদছে! ঐ… হুকুম দিচ্ছে। বলছে— ফিরিয়ে দাও। দিয়ে দাও, খেলাওনকে তার স-মস্ত জমি ফিরিয়ে দাও।"

প্রশান্ত আর মমতার চোখোচোখি হয়।

"তোমরা আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছ কি? আমায় পাগল ভাবছ নাকি? তা পাগল বই আর কী ভাববে বল?…যোগেশ্বর কৃষ্ণ তাঁর সমস্ত বিদ্যেবুদ্ধি খাটিয়ে অনেক চেষ্টা করেও কুল পান নি, দুর্যোধন সাফ বলে দিয়েছিল— 'ছুঁচের ডগায় যতটুকু মাটি ওঠে, ততটুকু জমিও দেব না।'… জমি! …মাটি… ভূসম্পত্তি বলে কথা। এক ইঞ্চি জমির জন্যে লোকে হায়কোর্ঠ অব্দি মামলা লড়ে! আর আমি একশো বিঘে জমি দিয়ে দিতে চাইছি। পাগল বইকি! কিন্তু পাগল আমি, না পাগল তোমরা? ভেবে দেখ দিকি! আরে, এসব জমি কার? একি আমার জমি! এ জমি তো কিষাণদেরই— নীলেম হয়েছে, বাজেয়াপ্ত হয়েছে— এইসব। যাদের জমি, আমি তাদেরই ফিরিয়ে দিচ্ছি।— যাও, আমি বলছি, এ্যালান[১] করে দাও— মালিকের হুকুম হয়েছে!"

জ্যয়! জ্যয়!… জ্যয় হো!

বোলিয়ে প্রেম সে— মহাত্মা গান্ধীজী কী জ্যয়!

ডিগ ডিগ ডিডিগ… রিং রিং তা ধিন তা।

ডা ডিগ্‌গা! ডা ডিগ্ গা!

ঝুমুর ঝুমুর… হুরর্ হুরর্ হুরর্!

---

১. ঘোষণা।

হ্যাঁ… হ্যাঁ… এইতো… এইবার ঠিক হয়েছে… এইবার দেখ দিকি সব মুখের দিকে… মড়া মুখে হাসি ফুটেছে… একশো জোড়া চোখে খুশির চমক… যেন হাজার খানেক বাতি জ্বলে উঠেছে…!

কুমার নীলোৎপলের বয়েস আজ বারো দিন হল।

মমতা কমলার ছেলের নাম রেখেছে কুমার নীলোৎপল। আজ প্রথমবার ডাক্তার ছেলেকে কোলে নিয়েছে, ছেলের মুখ দেখেছে।… রোগা পাতলা হলুদ রঙের একটা রক্তমাংসের পিণ্ড! মমতা বলে, "পাটনায় নিয়ে চলো। একমাসের মধ্যেই তোমার ছেলে লাল হয়ে যাবে।" ডাক্তার শুয়ে শুয়ে ডেলিভারী কেস্ করেছে। কিন্তু কুমার নীলোৎপল! কমলার নিরক্ত মুখ লজ্জায় লাল হয়ে যায়। ডাক্তারের কোলে ছেলেকে তুলে দিতে গিয়ে তার বড়বড় আঁখিপল্লব শরমে নত হয়ে পড়ে। কপালে সিঁদুরের মস্তবড় টিপ জ্বলজ্বল করে।… কবে… কোন বিস্মৃতি ধূসর অতীতে… আর এক মা… অন্ধকারে—'সিল্যুয়েটেড' ছায়াছবির মত দাঁড়িয়ে এক করাল ছায়ার হাতে তার ছেলেকে সঁপে দিয়েছিল… কবে… অন্ধকারে… ভীষণ… করালছায়ার হাতে…! …না, না, না,! ডাক্তার তার বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে নীলোৎপলের হৃৎস্পন্দন অনুভব করে… একরত্তি হৃৎপিণ্ড… ধুকধুক করছে।…

প্রসূতি আগারে বারোদিনের দিন জাতকের দীর্ঘ আয়ু, উজ্জ্বল স্বাস্থ্য, জ্ঞান, শ্রী-ঐশ্বর্যের শুভকামনায় মঙ্গলগীত গাওয়া হচ্ছে। ডাক্তার জেগে আছে।…. তার রিসার্চ? মমতা বলেছে—"নিষ্ফল হয় নি। মাটি আর মানুষের এত গভীর ভালবাসা— একি কোন লেবোরেটরীতে লভ্য?"

লেবোরেটরী!… বিরাট বীক্ষণাগার। চারদিকে বিশাল উঁচু দুর্ভেদ্য পাঁচিল তোলা।… পররাজ্যলোলুপ শাসকদের মারণাস্ত্রের পক্ষপুটে বসে বিজ্ঞানীর দল সাধনায় বসেছেন, গবেষণা করছেন।… মারাত্মক সর্বধ্বংসী বিশ্বগ্রাসী সর্বনাশা শক্তির সংমিশ্রণে এক মহামারণ যজ্ঞের আয়োজন চলেছে। একটি মাত্র বোমা…পরমাণুর বিস্ফোরণ ঘটিয়ে

ঘটিয়ে মাকড়সার জালের মতন সর্বনাশের ঊর্ণতন্তু বিছিয়ে বিছিয়ে, গোটা পৃথিবীকে একদিন শুধু বাষ্পপুঞ্জে পর্যবসিত করে দেবে। চারদিক ঘিরে থাকবে কেবল মহাব্যোমব্যাপী মহা অন্ধকার! প্রকৃতি পুরুষ··· অণ্ডপিণ্ড··· সৃষ্টির বিচিত্রমুখী লীলাসম্ভার··· মাটি আর মানুষের কল্যাণচিন্তার ছোট ছোট গোষ্ঠীগুলি বিপুল অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে কেবল পথ খুঁজে মরছে··· গোলকধাঁধায় খালি পথ হারাচ্ছে··· শুধু পরস্পর ঠোকাঠুকি করে মরছে।···

··· বেদান্ত··· ভৌতিকবাদ··· আপেক্ষিকতা··· মানবতা···! হিংসায় জর্জর প্রকৃতির কান্না থামেনা। ব্যাধের তীরে আহত মৃগ-শাবকের মত মানবতা···কে তাকে ত্রাণ করবে?

···আততায়ী নিষাদের হা-হা অট্টহাসিতে আকাশের বুক কাঁপে ছোট্ট, লঘু হরিণশাবক ধুঁকছে। ছোট ছোট ফুসফুসে তাই এত ঘন ঘন স্পন্দন!··· নীলোৎপল! না না। এ আঁধার স্থায়ী নয়। মানবতার ত্রাতা পুরোহিতেরা গুঞ্জন করে ওঠেন—পবিত্র অভয় বাণী। তাঁরা লাভ করেছেন কল্যাণের জ্যোতির্ময়, তেজোময়, চিরদ্যুতিমান ভাস্বর মন্ত্র। মাভৈঃ, পৃথিবীর ক্ষতবিক্ষত কলেবরে প্রেম আর অহিংসার শীতলচন্দনের অবলেপ। অভীমন্ত্রের সার্থক সাধনা। মানুষ অপরাজেয়। বিধাতার সৃজনশক্তির সবচেয়ে বড় বহিঃপ্রকাশ—মানুষ। তাঁর শক্তিমত্তার শ্রেষ্ঠ প্রতীক—মানুষ। অমিতশক্তিধর বিষবাষ্প-বিধৃত মারণায়ুধেরও সাধ্য নেই মানুষকে হারিয়ে দেবার, মানুষকে ফুরিয়ে ফেলার।··· উন্মাদের দল! শুনে যাও, বুঝে নাও—মানুষ গিনিপিগ নয়, মানুষ মানুষই।··· সবার উপর মানুষ সত্য—তাহার উপর নাই।

অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেক দিব্যাভরণ দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্।
দিবি সূর্যসহস্র···।

···মমতা স্তোত্রগাথা গাইছে। ভোর হচ্ছে। পাশের ঘরে শুয়ে তশীলদার সাহেব নাক ডাকাচ্ছেন। ডাক্তার উঠে জানালা খুলে দেয়। ধূমল আলো-আঁধারিতে কুঠিবাড়ির বাগানখানা যেন কার প্রতীক্ষায়

বেপথুমান। গুলমোহর আর অমলতাস আর যোজনগন্ধার নতুন কলিরা হাসবে বলে তৈরী হচ্ছে।··· নাস্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদি···।

"প্রশান্ত!"— মমতা হাসি হাসি মুখে ঘরে ঢোকে। ঘরে যেন প্রভাতী মৃদুল হাওয়ার ছোঁয়া লাগে। এইমাত্র স্নান করেছে মমতা। এলোকরা ভিজে চুলের রাশ— ডাক্তার ছুঁয়ে দেখে।

"ধ্যেৎ। মেয়েদের ভিজে চুল ছুঁতে নেই। দোষ হয়। চা খাবে? ···কুমার সায়েবের দুধ গরম হচ্ছে। দেখে মনে হয়, সারারাত ঘুমোও নি। কুলকুচো করে নাও। আমি চা আনছি।" হাসিমুখেই বেরিয়ে যায় মমতা।

চা,—মমতার জীবনের একমাত্র বিলাস। শীলা বলত, "মমতাদি চা খাবার ছুতো খোঁজে। দিনে দশ-পনেরো পেয়ালা তো ··।"

প্রশান্তর হাতে চায়ের পেয়ালা তুলে দিয়ে মমতা বলে—"পড়েছ ···মহাত্মার শেষ বাসনা? আমি বলতে পারি, এই মহাসত্যের আলোয় পৃথিবী আরো হাজার বছর নির্ভয়ে পাড়ি দিতে পারে।"

"মমতা! আমি আবার কাজ শুরু করব—এইখানে, এই গ্রামে। আমি ভালবাসার চাষ করব, মমতা। অশ্রুসিক্ত মাটির বুকে ভালবাসার নতুন চারারা সতেজ, সজীব হয়ে উঠবে। আমার সাধনা শুরু হবে—পল্লীমায়ের ময়লা আঁচলের ছায়ায়। মহৎ কিছু, বিরাট কিছু নাই হ'ল—অন্ততঃ একটা গ্রামের একমুঠো মানুষের রঙঝরা মুখে হাসি ফিরিয়ে আনতে পারব, তাদের বুকে আশার আর বিশ্বাসের অঙ্কুর জাগিয়ে তুলতে পারব তো···।"

মমতা হাসে। বলে, "মন বলছে আঁচল বিছিয়ে কাউকে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করি— সফল হও, সার্থক হও। লোভ হচ্ছে— কোন কর্মযোগীর পায়ের ধুলো নিয়ে বলি···" হাসতে হাসতে মমতা প্রশান্তর পায়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে।

'মমতা!'

'মমতাদি। নাও তোমার ছেলে। কেবল দুধ তোলে।' কমলা হাসতে হাসতে ছেলে কোলে ঘরে ঢোকে।

"দে দে। দুধ খাওয়াতেও শিখিসনি। বোতল দে।" মমতা

আলুথালু হয়ে ভুঁয়েই বসে পড়ে বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে। 'তুই ট্যাবলেট খেয়েছিস ? যা খেয়ে নে।”

প্রশান্ত মৌন দৃষ্টি মেলে মমতাকে দেখে। শরৎবাবুর উপন্যাসের সেই চিরন্তনী নারী। বিশ্বাসে অটল, মমতায় উচ্ছল, আজো এগিয়ে চলেছে। রূপ বদলায়, নাম বদলায়, স্থানকালের রূপান্তর ঘটে... শাশ্বতনারীর চরিত্র তবু কোথাও একতিল বদলায় না।

কমলা বললে, “প্যারুও কি আমাদের সঙ্গে পাটনায় যাবে ?”

মমতা সংক্ষেপে ঘাড় নাড়ে—'হ্যাঁ।'

“ওঁয়া···আঁ···এঁ এঁ·· ” নীলু কাঁদছে।

“না না না···আ আ। কী হয়েছে, কিচ্ছু হয়নি। খেয়ে নাও বাবু। আমার নীলু, আমার সোনামাণিক···আমার রাজা বাবু··· কাঁদে না। আর তো কাঁদবার কিছু নেই বাছা” মমতা হেসে ওঠে।

কলিমুদ্দিপুর ঘাটের পাশে চেথরিয়া-পীরের থানে, আবার কে বুঝি মানত ক'রে আর-একখণ্ড ফালি বেঁধে দিয়ে গেছে।